

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ভাগ

১০৫ সংখ্যা

বেশাখ ১৭৭৮ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

অপরা অধ্যয়নভুক্তেরা সাধারণেরাও সমস্ত শিক্ষিত, কলেজব্যাচকর ও অন্যান্য জ্ঞান-সেবায়োক্তবর্গেরা।

অথ পত্রিকায়া ভ্রাতৃভৈরবদ্বিগণস্যোক্তে ॥

তদিন্দ্র প্রীতিভঙ্গ্য প্রিন্টার্স কামেনর তত্পল মনসেব ॥

ব্রহ্ম স্বরূপ

যদি হঠাৎ নিশ্চয় মত অর্থাৎ কি আছে, যে
 নীচের এই বিচার সৃষ্টি কর্তা এবং রচনা কর্তা,
 তাঁর সামান্যরূপে ও বিশেষ রূপে এই স্বরূপ
 সত্যের তাৎপর্য বুঝ জানিতেছেন। তিনি
 যেই সমস্ত বস্তু জ্ঞানিগণের তাঁহাকে জ্ঞান
 রূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কি রূপে বা কি রূপে জানেন
 তৎসকল তাঁহাকে জ্ঞানরূপে মনসেব জ্ঞেয় মনঃ
 মনে করিবেন না যে তিনি আমাদিগের
 মনের মত কোন পদার্থ। তিনি "মানস
 মনঃ" তিনি মনকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি
 রূপাপি মনের মত কোন পদার্থ নছেন; তিনি
 জড় কি মন তাৎপর্য হইতে ভিন্ন পদার্থ, তিনি
 তাৎপর্য হইতে স্রেষ্ঠ পদার্থ। সেই পদার্থকে
 আমরা জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া লক্ষ্য করি। জ্ঞান-
 স্বরূপ সকল গুণ আছে, তাহা জ্ঞান হইতে
 নাই; মনের যে সকল বৃত্তি আছে, তাহা
 তাহাতে নাই; তাহা হইতে এই গুণসকল—
 এই বৃত্তি সকল সৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞানের যে
 সকল আশ্চর্য্যস্বরূপ, তাহার যে সকল আ-
 শ্চর্য্য গুণ, তাহা আমরা কি একরে লক্ষ্য
 করিব; যাঁহা হইতে ঐতিহ্যবৃত্তির সৃষ্টি হই-
 য়াছে তাহার ঐতিহ্য জ্ঞান আমরাকে প্রকৃত
 রে প্রদান করিব? তিনি কিম্বা তাহার মনে অ-
 শ্চর্য্য কোন সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মন

সেইর আমবা নিশ্চিত জানি যে তিনি
 আমাদিগকে জানিতেছেন, তেমনি
 আমবা নিশ্চিত জানি যে তিনি আমাদিগকে
 জ্ঞানির সহিত জানিতেছেন এবং তাহার সঙ্গে
 যত্নে হইতে জানি যে তাহার যে সেই অনুপম
 উদার প্রীতি তাহা আমাদিগের এই মান-
 সিক ঐতিহ্যের নাম নহে। যাঁহা হঠাৎ
 মনসেব সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কি আশ্চর্য্য
 জ্ঞান, তাহা হইতে ঐতিহ্য বৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছে,
 তাহার কি আশ্চর্য্য ঐতিহ্য এবং তাহার কি
 ঐতিহ্যের আশ্চর্য্যময় মঙ্গল-স্বরূপ।

যদি আমি কি করিতেছি। সেই অনি-
 যস্তময় স্বরূপে মনের অধীন করিতেছি,
 এই অচিন্তনীয় পদার্থকে চিন্তাব বিষয়
 করিতেছি। ইহা হইতে আর অসাধ্য ব্যা-
 প্য কি আছে?

"ব্রহ্মোবাচোনিবর্গভেত অপ্রাপ্য মনসা
 সখ্যুঃ। আমনসং ব্রহ্মকোবিদ্বান্ ন বিবেচতি
 কদাচন।"

"মনের সহিত বাহ্য বাঁহাকে না পান
 ইলা বাঁহ হইতে নিকৃত হয়, সেই পরব্রহ্মেব
 আমনসং স্বরূপকে তিনি জানিয়াছেন তিনি
 অস্তর কদাপি ভয় প্রাপ্ত হইয়ে না।"



বিসুবিরল নামক আয়েরগিরি

কোন কোন পর্বতের শিখরদেশে অতি গভীর গহ্বর থাকে। তদ্বারা মধ্যে মধ্যে ধূম তপস, অগ্নিশিখা, প্রস্তর, কদম্ব, উষ্ণ জল ও ধাতুনিষ্কাশ মহাবলে নির্গত হয়; এই সমস্ত পর্বতের নাম আয়ের পর্বত। এই সমস্তায় নির্গত হইবার সময়ে যে প্রকার ভয়ানক ব্যাপার হয়, তাহা বর্ণনা করিলে চমৎকৃত ও ভয়ভঙ্জিত হইতে হয়। এই সময়ে বহু প্রচণ্ড বেগে নিঃসৃত হইয়া কতক গ্ৰাম ও নগর একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চমৎকৃত মনুষ্যিক হৃদয়শত আয়ের গিরি আছে; তন্মধ্যে অসিয়ার খণ্ডে ৩৬, ইউরোপ খণ্ডে ১৩, এবং আমেরিকা খণ্ডে ১১৪ টা।

আয়ের গিরি হইতে ধূম, তপস, অগ্নিশিখা নির্গত হওয়ার একেবারে অস্বাভাবিক বলে। নিয়তই যে অগ্নি উৎপাত হয় এমন নহে। কতকত আয়ের পর্বত সত সত কালের পর্যন্ত নির্ভর থাকে, কোন কোন টা অস্বাভাবিক নিষ্কাশ থাকিয়াই পুনঃবার অগ্নি উদ্ভারণ করে, আর কতক টা একেবারেই নির্ভর হইয়া, গিয়াছে বোধ হয়। সকল আয়ের পর্বত হইতেই যে শূন্যতা সমস্ত জ্বা

নির্গত হয় তাহাও নয়। যে সকল পর্বত হইতে অত্যন্ত অগ্নিনিষ্কাশ নিঃসৃত হয়, তাহাদের মধ্যে অনেক নহে। তপস, প্রস্তর, উষ্ণজল, কদম্ব এই সমস্তায় বস্তুই অনেক আয়ের পর্বত হইতেই নির্গত হইয়া থাকে। যত উচ্চ বরফ পরিষ্কৃত পারে, তত উচ্চ যে সর্ব আয়ের গিরির গহ্বর থাকে, তাহা হইতেই অগ্নি প্রমাণ জল নিঃসৃত হয়। উচ্চত পৃথিবীর বিবেচনা করেন, অগ্ন্যাদি নির্গমন কালে বরফ প্রব হইয়া জলের কাণ বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণ আমেরিকাতে কেটোপাকসি নামে এক অত্যন্ত আয়ের গিরি আছে, এক এক সময়ে তাহার গহ্বর-স্থিত ও জ্বলন্ত অগ্নি বহুক সমস্তায় প্রব হইয়া এ প্রকার প্রকার বেগে প্রবাহিত হয়, যে তদ্বারা কতকত বিকটগাধি নগর ও গ্ৰাম লালিত ও জ্বল হইয়া যায়। একবারে তথা হইতে প্রায় ৪৫ মিলিয়ন টনের একখান গ্ৰাম এই উৎপাতে সম্পূর্ণ জ্বলন্ত হইয়াছিল।

পলার্ধবিদ্যা-বিশারদ পৃথিবীর এই পর্বতায় উৎপত্তি যে সকল কারণ দর্শাইয়া থাকেন, তাহা সংগত বটে। পৃথিবীর গড়ে

মান্য প্রকার খাত এবং গন্ধক প্রভৃতি দ্রব্য পদার্থ নিহিত আছে, কোন স্থান উইতে জল আসিয়া তাহার উপর পড়িলেই অগ্নি উৎপন্ন হয়। এই পদার্থটি উৎপাদনার্থে যে জলের অপেক্ষা রাখে ইহা অব্যাহত সত্তাবিত; কোন না আয়তন গিরিব গন্ধক হইতে অথ্যানি নির্গত হইবার সময়ে হস্তের ক্রমা ও ক্রমীয় বস্তু নিষ্কাশিত হয়। এই প্রকারে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া পুরোক্ত ভূমি-গর্ভস্থ বস্তু সমস্ত বিস্তারিত, প্রসার ঘণিত ও বিলোমিত হইতে থাকে। ইহাতে পৃথিবীর অভ্যন্তর বিচলিত এবং তাহার উপবিভাগ কম্পিত হইয়া ভূমি কম্প উপস্থিত হয় এবং অগ্নি দ্বারা এই সকল দ্রব্য দ্রবের আয়তন এত বৃদ্ধি হয়, যে ভূমণ্ডল যথেষ্ট স্থান না পাইয়া ভূমি ভেদ করিয়া পড়ে। এই সমুদায় দ্রব্য দ্রবের উপবিভাগে যত পদার্থ থাকে, তাহা অগ্নির তাপ উৎক্ষেপ হইয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে আসিয়া পড়া থাকে হয়; এবং পুরোক্ত দ্রব্য পদার্থ সমুদায় সেই পর্যন্ত নিভেদ করিয়া উপিত হয়। এই রূপে আয়তন গিরির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইটালির অস্ত্রপাতি মেগলস নগরের নিকটে এইরূপে এক ভূমিকম্প আয়তন গিরির উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মবগিরি। পুরোক্ত ভূমিকম্পে যথেষ্ট মধ্য ভূমি কম্প হইত; পরে উক্ত ভূমিকম্পের ২৭ সে ১২৮ সে মেগটেম্বের ২০ মন্টার মধ্যে অন্যান ২০ বার ভূমিকম্প হয়। পরদিবস সূর্যাস্তের ছই বন্টা পরে এক বৃহৎগর্ভের উৎপন্ন হইয়া প্রস্তর, খাত নিস্ত্রব, জল সম্বলিত ভঙ্গ ও অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। মেগলস নগরে রাশি রাশি ভঙ্গ আসিয়া গুপ্তিত হইল, এবং পিউজোলি নামে যে এক নগর নিকটে ছিল, তন্নিবাসিগ্ন তাহা পরিত্যক্ত করিয়া পলায়ন করিল। এই প্রবেশ সমুদ্রের সন্নিকটে, একারণ তাহার ৩৩ উচ্চ হইয়া উঠিল, এবং তট হইতে কিয়দূর পর্যন্ত সমুদ্রের জলও শুষ্ক হইল। এই পর্যন্ত ২১৩ হাত উচ্চ এবং ইহার শিখর কেশব গঙ্গার ২৮০ হাত গভীর।

অনেকানেক আয়তন পর্যন্ত সমুদ্রের ভূমি নিকটে, কতক গুলি অতি দূরে, এবং

কোন কোন ট সমুদ্রের গর্ভেই আছে। যখন কোন আয়তন পর্যন্ত সমুদ্র ভেদ করি উদ্ভিত হয়, তখন পুরোক্ত প্রকারে উৎপন্ন বস্তু সমুদায় দ্রবের উপর পড়িয়া পড়ে, তদুদ্বারা কত কত দীপ ও সমুদ্রস্থিত প্রকারের উৎপত্তি হয়। চীন রাজ্যের কিছু প্রদেশে জাপান সাগরে গন্ধকদীপ নামে যে এক দীপ আছে, তাহা এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে। এতদেশীয় লোকেরা এই দীপেরা থাকেন, সমুদ্রের মধ্যে বাজবাগি নামে এক বিশেষ অগ্নি আছে, তাহা সমুদ্রস্থিত কোন আয়তন গিরির অগ্নি দ্বারা কম্পিত হইয়া থাকে।

ইউরোপ যন্ত্রের অস্ত্রপাতি ইটালি দেশস্থ বিসুবিয়স্, সিসিলি দীপস্থ এটনা, আইসল্যান্ড দীপস্থ হেল্লা, আমেরিকার অস্ত্রপাতি কোটাগোকসি ইত্যাদি কতিপয় আয়তন পর্যন্ত সর্ব প্রধান ও অতি প্রসিদ্ধ।

বিসুবিয়স্ পর্যন্ত বহুকাল নির্দোষ ছিল, পরে ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহার ভয়ঙ্কর অগ্নি-পাত দ্বারা হুল্লোলনিরম ও গলিগলি নামক দুই বস্তু-জমা করি প্রধান নগর নষ্ট হইয়া যায়। কতকালে যে ভূপরিষ্কার অস্বাভাবি নিস্ত্রব হয়, তাহাতে এই দুই নগর একেবারে প্রোধিত হইয়া গিয়াছিল। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে এই আয়তন গিরির যে অগ্নিপাত হয়, তাহাতে উপবূর্গপরি সাত বার ধার নিস্ত্রব নির্গত হইয়া নিকটস্থ অনৈশানেক গ্রাম প্রাণিত হয় এবং তথায় রেননা নামে এক নগর ছিল, তাহাও বহু হইয়া যায়।

এটনা নামক আয়তন গিরিও অতিশয় ভয়ানক। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহা হইতে ভূরি ভূরি খাত নিস্ত্রব ভয়ানক বেগে নিস্ত্র হইয়া দর্শে ৭ কোশ ও প্রস্থে ২ কোশ পর্যন্ত একেবারে প্রাণিত করিয়াছিল। তাহাতে ৫০০০ উত্তমোত্তম উদ্যানস্থ গৃহ এবং তন্নিহ অন্যান্য প্রকার আবাস ও কেটেমিরা নামক নগরের কিয়দংশ একেবারে পরিশূণ্য হইয়া যায়। পুরোক্ত বিসুবিয়স্ গিরি হইতে যে সকল খাত নিস্ত্রব নির্গত হয়,

এই ভূমিকম্পের ভয়ঙ্কর হুল্লোলনিরম নগরের উপরে দিগ্বিদ্য হইয়াছিল।

তাহার প্রবাহ তা ক্রোশের অধিক দীর্ঘ হয় না, কিন্তু পটনা গিরির পাতনিরূপে ৭, কখন কখন ১০ এবং কোন কোন বার ১৫ ক্রোশ দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়া গিয়াছে।

হেরা নামক আয়ে গিরির উৎপাতে তাহাব পান্ডবর্ষি গ্রাম সমুদায় একেবারে উড়িয়া হইয়া গিয়াছে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার যে প্রাপ্ত অগ্নিউৎপাত হয়, তদ্বারা তাৎ প্রদেশের অসংখ্য অপর ছইয়াছিল। তাহা হইতে প্রভূত ভয়রাশি বিসর্গিত হইয়া চতুর্দিকে ৫০ ক্রোশ দূর অধিক দূর পর্যন্ত পতিত হইয়াছিল।

আয়ের গিরির পাতনিরূপে যে দিকপ অত্যাশ্চর্য্য ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাহা না দেখিলে অনুভব করা যায় না। প্রভূত ধুম ও ভয়রাশি নিঃসৃত হইয়া আকাশমণ্ডল ঘোরতর আন্দোলিত হইয়া উঠে। প্রাকৃতিক অগ্নির প্রস্রবণও প্রচুর বেগে যুগপৎ উৎক্ষিপ্ত হইয়া ২। ৩ সহস্র হস্ত উচ্চে উপিত হয়, ১০। ১৫ ক্রোশ দূর দ্রবনর ধাতপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া পটনা, বর্ষি গ্রাম, নগর, বন, উপবন, ও শস্যক্ষেত সকল, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমুদায় ক্রম সম্বলিত একেবারে প্রোথিত করিয়া ফেলে, এবং বহুতম্য ঘোরতর গভীরমান শত শত ক্রোশ হইতে দুঃখুই ত্রুত হইতে থাকে। এক ব্যক্তি পুরোক্ত বিস্ময়স্বপ্নের তের আশ্রয়পাত দেখিয়া আসিয়া এই রূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, যে " একেবারে ৫০০০০০ পাচলক্ষ হাউই ২। ৩ সহস্র হস্ত উচ্চে দ্বিতীয়া রক্তবর্ণ গোলাও রক্ত রক্ত অগ্নিময় প্রস্তরের ন্যায় পতিত হইলে যেমন মেঘায় ঘণ্টার ১২০০ বার করিয়া এই প্রকার ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটতে লাগিল।" আর তিনি ধাত নিস্ত্রব ও তদানুগম্বিক ব্যাপার দেখিয়া, এই রূপ সিদ্ধিলাভেন, যে " এই সমুদায় অগ্নিবধী নদী, স্থানে স্থানে বোরতর অক্ষয়র, কোন কোন স্থানে অত্যপ্পাটালিক-দ্বারা নানা বিধ কল্পনিক আকর প্রকার প্রকাশ, অতিশয় ভীষণ ক্রম, এইচওবেদে বহু বিনির্গমন এই সমুদায় ব্যাপার আমি কখনও বিস্মিত হইব না। এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড আমার

যে প্রকার হৃদয়গ্রম হইয়াছিল, তাহা চিত্তকে-
ত্র হইতে কোনক্রমে অগণীত হইবার নহে।"

এতদেশীয় লোকের কোন জল-কুণ্ডের জল কিঞ্চিৎ উষ্ণ দেখিয়া তাহা দেশস্থান জ্ঞান করেন, ইহাতে একপ কোন আয়ের গিরি নিকটে থাকিলে তাহাকে যে কি বোধ করিতেন, তাহা অনুভব করা যায় না। বাস্তবিক, সানান্য ও অসামান্য সমস্ত বস্তু ও সমস্ত স্বাভাবিক ব্যাপারই একমাত্র অদ্বিতীয় জগদীশ্বরের কৃতি। তাহা প্রত্যক্ষ হইলে যেমন হাঁতরই অনির্কটনীয় স্বরূপ ধারণ হয়, এবং তিনি যে আমাদের বুজির অগোচর সত্ত্বাশ্রয়্য পদার্থ, ইহাও দৃঢ়কাণে জন্মগ্রহণ হয়।

পদার্থবিদ্যা

জড় ও জড়ের গুণ

জড় বস্তুর সাধারণ গুণের বিষয় সম্বন্ধে লিপিত হইয়াছে। তদ্বিন্ন তাহার ঘনত্ব, কাঠিন্য প্রভৃতি আর কয়েকটি গুণ আছে। সে সকল গুণ জড়ের স্বভাব-সিক্ত সাধারণ গুণ নহে, আকর্ষণ, বিয়োজনানি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে; এদ্বারা তাহারদিগকে নিম্নমিত্তিক গুণ বণে।

ঘনত্ব

সকল বস্তু সমান ঘন নহে। জড় দ্রব্য যখন কঠিন থাকে, তখন সর্বাধিক ঘন, ত্রব হইলে তদপেক্ষা অল্প ঘন হয়, এবং বায়ুবৎ অর্থাৎ বাষ্প হইলে সর্বাধিক অল্প ঘন হইয়া থাকে। অতএব, কোন বস্তুর পরমাণু সমুদায় পরস্পর যত নিকটবর্তি হয়, তাহার তত ঘনত্ব বৃদ্ধি হইতে থাকে।

নারী প্রকারে ঘনত্বের হ্রাস বৃদ্ধিকরিত হইয়া যায়। স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি ধাতুকে পিটিলে তাহার ত্রুত সকল ক্ষুদ্র হইয়া অণু সকল পরস্পর নিকটবর্তি হয়, সুতরাং তাহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হয়। তেজ দ্বারা বস্তুর অণু সকল পরস্পর দূরবর্তি হইয়া তাহার ঘনত্ব হ্রাস হয়, এবং শীত দ্বারা বস্তুর অণু সকল পরস্পর নিকটবর্তি হইয়া তাহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হয়। এইরূপ অনেক অনেক বস্তু উৎপন্ন

শীতল করিয়া তাহার ঘনত্ব হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। দীর্ঘ প্রস্থ উজ্জ্ব এক বুরুশ স্থানে গ্রীষ্মকালে যে প্রমাণ ত্রাণ্ডি নামক সুরা থাকে, শীত কালে তদপেক্ষা অধিক ধরে; কারণ তখন শীত দ্বারা তাহার পরমাণু সমুদায় পরস্পর মিকটবর্তি হইয়া ঘন হয়; যদি কোন বস্তু শীত কালে পান দ্বারা পরিমাপ করিয়া ত্রাণ্ডি ও তাদৃশ অন্যান্য সুরা জল করে এবং গ্রীষ্মকালে উক্ত পদার্থ পরিমাণে বিক্রয় করে, তবে ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য সমান হইলেও তাহার লাভ হইতে পারে। তেজ দ্বারা যে বস্তুর পরমাণু সকল পরস্পর দূরবর্তি হয়, পুষ্ণ তাহার বিস্তার উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা গিয়াছে; তৎকালে তাহা যে বিঘ্নের বিবরণ করিবার প্রয়োজন নাই।

বস্তুর ছুটি প্রান্ত ধরিয়া কুঞ্চিত করিলে তাহার ভিতরের দিকের পরমাণু সকল সঙ্কুচিত হইয়া ঘন হয়, এবং বহির্দিকের পরমাণু সকল পরস্পর দূরবর্তি হয়।

কার্পাস-বাণির উপরে মণ প্রমাণ ভার চাপিয়া দিলে, তাহা পুরুপেক্ষা ঘন হয়। জল ও জ্বাৰে দ্রব্য নিপীড়িত করিয়া ঘন করা মুকটিন ঘটে, কিন্তু তাহার। যে নিপীড়িত হইলে ঘন হয়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উপরকার জলের ভার দ্বারা ন্যূনতম জল সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, একারণ সমুদ্রের উপরকার জল অপেক্ষায় নীচের জল অধিক ঘন।

এক সের জল ও এক সের লবণ পৃথক পৃথক থাকিলে উভয়ে যত স্থান ব্যাপিয়া থাকে, একত্রিত ও মিলিত হইলে তাহার অপেক্ষায় অল্প স্থান অধিকার করিয়া স্থিতি করে। চিনি ও জল মিশ্রিত হইলেও এই রূপ ঘটে।

দীর্ঘ প্রস্থ উজ্জ্ব এক বুরুশকে এক ঘন-বুরুশ বলে; দীর্ঘ প্রস্থ উজ্জ্ব এক হস্তকে এক ঘন-হস্ত বলে; দীর্ঘ প্রস্থ উজ্জ্ব এক কোশকে এক ঘন-কোশ বলে ইত্যাদি। এই রূপ একই ঘন-বুরুশ প্রমাণ জল উত্তপ্ত হইয়া ১৭২৮ ঘন-বুরুশ প্রমাণ বাষ্প হয়, এবং ১৭২৮ ঘন-বুরুশ প্রমাণ বাষ্প শীতল

হইয়া এক ঘন-বুরুশ প্রমাণ জল হইয়া যায়। এব, বাষ্প শীতল হইয়া জল হইবার সময়ে, তাহার আঘতন এত হ্রাস হয়, যে ১০২৬ ডাঘের এক ডাগ মাত্র থাকে। এই রূপ, শীত ঘন-হস্ত প্রমাণ বায়ুকে সঙ্কুচিত করিয়া এক ঘন-হস্ত প্রমাণ স্থানে পরান যায়। এক প্রকার বস্তুক আছে, তাহাতে বহু রসদন, পুরিয়া বায়ু পুরিতে হয়, এবং সেই বায়ুকে এই প্রকার সঙ্কুচিত করিতে হয়। বারুদ-পূর্ণ বস্তুক দ্বারা যেকোন শব্দ নির্গত ও গুলি মিক্টি হয়, ইহার দ্বারাও সেই রূপ হইয়া থাকে। ইহার নাম বাতবস্তুক। যে দ্রব্যের যত ঘনত্ব, তাহা তত ভারী। জলের অপেক্ষায় পারদ প্রায় ১৪ গুণ ভারী, স্বর্ণ প্রায় ৯৯ গুণ ভারী, সীসক প্রায় ১১ গুণ ভারী ইত্যাদি। এপর্যন্ত যত প্রকার জড় পদার্থ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ইন্ডিউম নামক ধাতু সর্বাধিক ভারী, তাহার নীচে প্লাটিনম ধাতু। কোন বস্তু অপেক্ষায় কোন বস্তু কত ভারী, তাহা অনায়াসে অবগত করিবার নিমিত্তে, পণ্ডিতেরা এক সুন্দর নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার ৬০ তাপাংশ প্রমাণ নির্মাণ করিলে ১০০০ অঙ্ক দ্বারা নির্দেশ করেন, যে বস্তু তাহার দ্বিগুণ ভারী তাহাকে ২০০০ অঙ্ক দ্বারা নির্দেশ করেন, যে দ্রব্য তাহার তিন গুণ ভারী তাহাকে ৩০০০ অঙ্ক দ্বারা নির্দেশ করেন ইত্যাদি। বস্তুর এইরূপ গুরুত্বকে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে।

পশ্চাৎলিখিত দ্রব্য সকল ৯ তাপাংশ প্রমাণ উষ্ণ হইলে স্বেদিত ভারী হয়, তাহাটী লিখিত হইল। নিম্নলিখিত জলমতে ১০০০ অঙ্ক দ্বারা নির্দেশ করিয়া অন্যান্য দ্রব্যকে তাহারদের গুরুত্ব ও লঘুত্বের স্থানাদিক অনুসারে উক্তরূপ অন্যান্য অঙ্ক দ্বারা নির্দেশ করা গিয়াছে।

| জল তৈল প্রভৃতি | |
|-----------------------------|------|
| ৬০ তাপাংশ প্রমাণ নির্মাণ জল | ১০০০ |
| ১০০ এ | ১০১৪ |
| ২১২ এ | ১০৩৬ |
| সমুদ্রের জল | ১০২৬ |
| বিয়ার নামক সুরা | ১০২৮ |

| | |
|---------------------------------|--------|
| পোর্ট মুরা | ৯৯৭ |
| মোদেরা মুরা | ১০৩৮ |
| টার্পিন তৈল | ৮৭০ |
| বানামের তৈল | ৯১৭ |
| ভিমি মৎস্যের তৈল | ৯২৩ |
| পোল্ডের তৈল | ৯২৪ |
| নবঙ্গের তৈল | ১০৩৬ |
| দারুচিনির তৈল | ১০৪৪ |
| নিম্বল দ্রাবক | ১৮৪৮ |
| যে দ্রাবকের ১০০ ভাগের ১০ ভাগ জল | ১৮১১.১ |
| যে দ্রাবকের ১০০ ভাগের ২০ ভাগ জল | ১৭১২ |
| যে দ্রাবকের ১০০ ভাগের ৩০ ভাগ জল | ১৪৮৬ |
| যে দ্রাবকের ১০০ ভাগের ৫০ ভাগ জল | ১৬৮৮ |

গাণ্ড, রস, ও মেদ রস্তু প্রভৃতি
শারীরিক বস্তু

| | |
|------------------------|------|
| নীল | ৭৬৯ |
| মাখন | ৯৪২ |
| মেদ | ৯৪২ |
| মধুচ্ছই—পীতবর্ণ | ৯৬৫ |
| ঐ—শ্বেতবর্ণ | ৯৬৯ |
| কর্ণ র | ৯৮৯ |
| মুত্র | ১০১১ |
| রস্তু | ১০৫৪ |
| ক্রীলোকের স্তন্য দুগ্ধ | ১০৭০ |
| গো দুগ্ধ | ১০৩৩ |
| ছাগ দুগ্ধ | ১০৩৪ |
| ঘোটকীর দুগ্ধ | ১০৩৪ |
| গজদাঁড় দুগ্ধ | ১০৩৫ |
| মেঘীর দুগ্ধ | ১০৪০ |
| হিঙ্গু | ১৩২ |
| আহিকোন | ১৩৩৩ |
| বোল | ১৩৬০ |
| মধু | ১৪৫ |
| আরবি গাণ্ড | ১৪৫ |
| শ্বেত পাক র | ১৪৬ |
| হৃথের অধি | ১৪৬ |
| গজদন্ত | ১৮২৩ |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| কাষ্ঠ | |
| নেবদার কাষ্ঠ—কটিল গু দেশীয় | ৬৯৬ |
| কমলালেবুর কাষ্ঠ | ৭০৫ |
| মোহগনি কাষ্ঠ | ৬৩৭ অবধি ১০৬৩ প |
| ঘাণ্ড ১ | |
| আবলুস কাষ্ঠ | ১২০৯ |
| লাড়ির কাষ্ঠ | ১৩৫৪ |

মৃত্তিকা, প্রস্তর প্রভৃতি

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| বারদ | ৮৩৬ |
| তৈলশ্ফটিক—পীতবর্ণ ও স্বচ্ছ | ১০২৮ |
| ঐ—অস্বচ্ছ | ১০৮৫ |
| ঐ—হরিৎবর্ণ | ১০৮৩ |
| শোয়া | ১৯০০ |
| ইষ্টক | ২০০০ |
| গন্ধক | ২০৩৩ |
| গন্ধক—দ্রব করা | ১৯৯০ |
| চকুম্বির পাথর—রূক্ষবর্ণ | ২৫৮২ |
| শ্ফটিক—ইউরোপীয় | ২৬৩৭ |
| ঐ—ব্রেজিল প্রদেশীয় | ২৬৫৩ |
| ঐ—পীত বর্ণ | ২৬৫৫ |
| কাচ—হরিৎবর্ণ | ২৬৪২ |
| ঐ—শ্বেত বর্ণ | ২৮৯২ |
| বোতলের কাচ | ২৭৩৩ |
| মরকত মণি—পেরু প্রদেশীয় | ২৭৭৫ |
| চাঁ খড়ি—ব্রিটেনীয় ২৬৫৭ অবধি ২৭৮৪ প | |
| ঐ—স্পেইন প্রদেশীয় | ২৭৯০ |
| বৈদুয্য মণি | ২৪৬৭ অবধি ৩০৫৪ প |
| হীরক—ব্রেজিল দেশীয় | ৩৪৪৪ |
| ঐ—পীত বর্ণ | ৩৫১৯ |
| ঐ—ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্ণ | |
| প্রদেশীয় শ্বেতবর্ণ | ৩৫২১ |
| ঐ—হরিৎ বর্ণ | ৩৫২৪ |
| ঐ—নীল বর্ণ | ৩৫২৫ |
| পোমেদক—শ্বেত বর্ণ | ৩৫৫৪ |
| ঐ—ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্ণ | |
| প্রদেশীয় | ৪০১১ |
| পদ্মরাগ মণি—ব্রেজিল প্রদেশীয় | ৪০৫৩ |
| ঐ—ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্ণ | |
| প্রদেশীয় | ৪২৮৩ |

ধাতু

| | |
|-------|-----|
| স্বক | ৪৮০ |
| সস্তা | ৬৮৩ |

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

| | |
|------------------------|------------------|
| সঙ্কুচিত দস্তা | ১১১ |
| ঢালানৌক | ১২৪৮ |
| চিমন | ১২৯১ |
| এ—কঠিন করা | ১২৯৯ |
| ভায় | ১৩০০ অবধি ৭৮০০ প |
| ভাস্করের তার | ৮৮৭৮ |
| ইশপাত—কঠিন করা | ৭৮১৮ |
| ঢালানৌক | ৮৩৯৬ |
| ঢালানৌক | ৮৫৪৪ |
| মানসী পোষা | ১০,০০০ |
| বিশুদ্ধ পেটী রৌপ্য | ১০,৫১১ |
| শাসক | ১১,৩৫২ |
| তরল পারদ | ১৩,৫৬৮ |
| শীত ধার কঠিন করা পারদ | ১৫,৬৫২ |
| উত্তম পেটী স্বর্ণ | ১৯,৩৩২ |
| বিশুদ্ধ প্রাটিনম্ বাতু | ১৯,৫০০ |
| পেটী প্রাটিনম্ বাতু | ২০,৩৩৬ |
| প্রাটিনম্ বাতুর তার | ২১,০৪১ |
| সঙ্কুচিত করা প্রাটিনম্ | ২২,০৬৯ |
| ইরিডিয়াম নামক ধাতু | ২৬,০০০ |

যে বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের অপেক্ষায় অধিক, তাহা জলে মগ্ন হয়, এবং ধারার আপেক্ষিক গুরুত্ব তদপেক্ষায় অল্প, তাহা ভাসিতে থাকে। কখন কখন এক-কারও ঘটনা থাকে, যে কাষ্ঠ অথবা অন্য কোন দ্রব্য কিরূপকাল জলে ভাসিয়া গঠে মগ্ন হইয়া যায়, তাহার কারণ, তদ্ব্যতীত অন্য এক অধিক হওয়াতে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব পূর্বাণেকার অধিক হয়।

যদি এক খান কাষ্ঠ গভীর সমুদ্রে মগ্ন হইয়া থাকে, তবে উপরিস্থিত জল-রাশির ভার দ্বারা সঙ্কুচিত ও জল-পূর্ণ হইয়া একপ ঘন হয়, যে প্রায় প্রস্তরের ন্যায় ভারী হইয়া উঠে। কতক স্থান লোকে এক নৌকার আরোহণ করিয়া তিমি মৎস্য ধরিতেছিল, তাহাতে একটা অত্যন্ত বলবান তিমি সেই নৌকা আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রপৃষ্ঠে মগ্ন করিলেও পরে বধন সেই নৌকাকে উদ্ধার করা যায়, তখন বোধ হইল, যেন এক বৃহৎ পর্কত-ধণ্ড তাহার সঙ্গে আসিতেছে।

নানকপঞ্জি

শিক্ষাত্ত

১১৩ সংখ্যক পত্রিকার ১৫১ পৃষ্ঠার পদ.

পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, শিখেরা ছুই খানি গ্রন্থকে ধর্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করে; “আদিগ্রন্থ” ও “দশম্প্রদীপকে: গ্রন্থ”। এই ছুই গ্রন্থ কাহার রচিত ও কিসে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

আদিগ্রন্থ

এ গ্রন্থ পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ, তাহার উপাসনা, মুক্তিলাভের উপায় এই সকল প্রস্তাবে পরিপূর্ণ। ইহা লিখিত হইবার সময়ে ভারতবর্ষের অশুভপাতি নানাঙ্কানে, বিশেষতঃ পঞ্জাবে, কুরুপ আচার ব্যবহার ও ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই আদি গ্রন্থ গুরু নানক এবং তাহার উত্তর-কাল-বর্ত্তি অন্যান্য গুরু-প্রণীত বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে। ভগৎ অর্থাৎ ভক্ত ও কতিপয় ভাট্টের বচনও ইহাতে সমাবেশিত হইয়াছে। ভগতের সংখ্যা সকল গ্রন্থে সমান নহে, অতএব বোধ হয়, সংগ্রহকারকেরা অথবা প্রতিলিপি কারকেরা স্ব স্ব অভিপ্রায় অনুসারে তাহারদিগের নাম নিরূপণ করিয়া লইয়াছেন। সচরাচর বোল জন ভগৎ এবং তৎ সহকারে ছুই ধায়ক ও এক রবাবির নাম লিখিত থাকে।

বহিষ্ঠ-পঞ্চম গুরু অর্জুন প্রথমে এই গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, কিন্তু তাহার উত্তর-কাল বর্ত্তি গুরুরা তাহাতে কিছু কিছু যোগ করিয়া দিয়াছেন।

সমগ্র গ্রন্থই পদা; পঞ্জাবী ও অন্যান্য প্রকার হিন্দী ভাষায় নাম প্রকার ছন্দে রচিত। কোন কোন অংশ বিশেষ অংশ শেষ ভাগের কিয়ৎংশ সংস্কৃত। যে অক্ষরে লিখিত, তাহার নাম গুরুমুখী। পঞ্জাব দেশে এই অক্ষর প্রচলিত আছে, শিখ গুরুরা ইহা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া ইসর নাম গুরুমুখী হইয়াছে।

কবীবোধিনী পত্রিকা

এই গ্রন্থ প্রায় কবীবোধিনী পত্রিকার আকারের ন্যায় ১২৩২ পৃষ্ঠার লিখিত হইয়া থাকে। তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রায় ২৪ পংক্তি এবং প্রত্যেক পংক্তিতে প্রায় ৩৫ টা অক্ষর থাকে। মূল গ্রন্থের অতিরিক্ত পরিশিষ্ট স্বরূপ এক ভাগ আছে, তৎসম্বন্ধে প্রায় ১২৪০ পৃষ্ঠা হইবেক।

আদি গ্রন্থের বিবরণ

প্রথম ভাগের নাম 'জগৎ'। ইহাকে 'জগদী' এবং 'গুরুমন্ত্র'ও বলিয়া থাকে। ইহা গুরু নামক-প্রণীত এবং পৌরা নামক হস্তে ৪০ টা স্লোকে সম্পূর্ণ। শিখদিগের এই প্রকাঃ বিধায় আছে, যে তিনি ইহা প্রতিদিন প্রাতঃকালে পাঠ করিতে কনু-যতি করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে প্রথম প্রধান ধর্ম-পরামর্শ শিখেরা প্রত্যহ শ্রান্তে ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। এ ভাগ পুরোক্ত প্রকার প্রায় সাত পৃষ্ঠা হইবেক।

দ্বিতীয় ভাগের নাম 'সোলর রয়রস'। শিখেরা মারৎকালে ইহা পাঠ করিয়া পরমেশ্বরের ভজন্য করিয়া থাকে। এ অংশও নানক-প্রণীত; পরে রামদাস ও অর্জুন তাহাতে কতকগুলি স্বরচিত বচন যোগ করিয়া গিয়াছেন, এবং এ প্রকার প্রবাদ আছে, যে গুরু গোবিন্দও তাহাতে স্বপ্রণীত কতিপয় বচন প্রবেশিত করিয়াছেন। এ ভাগ পুরোক্ত প্রকার ৩৩ পৃষ্ঠা হইবেক।

তৃতীয় ভাগের নাম 'কীর্ত্তসোহিলা'। শিখেরা শয়ন করিবার সময়ে ইহা পাঠ করিয়া থাকে। ইহাও নানক-প্রণীত; পরে রামদাস ও অর্জুন কতিপয় স্লোক রচনা করিয়া তাহাতে সমাবেশিত করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহার এক স্লোক গুরুগোবিন্দ-প্রণীত বলিয়া খ্যাত আছে। ইহা এক পৃষ্ঠা আর দুই এক পংক্তি হইবেক।

চতুর্থ ভাগ ৩১ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। কতকগুলি রাগরাগিণীর স্যাম্বারসারে সেই সকল পরিচ্ছেদের সঙ্গকরণ হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদে এক বা অনেক গায়, অথবা এক বা অনেক কীর্ত্তন, কিম্বা গুরু ও ভগৎ উক্ত কীর্ত্তন প্রায় ১১৫৪ পৃষ্ঠা হইবেক।

পঞ্চম অর্থাৎ চরম ভাগের নাম ভোগ। ইহাতে নানক, কবীর, শেখ করীদ, এবং অন্যান্য ভক্ত ও নব জন্ম ভাটের রচনা আছে। এ ভাগ প্রায় ৩৬ পৃষ্ঠা হইবেক। ইহার বিশদংশ সংকৃত ভাষায় লিখিত। এই কয় জন ভাটের নাম মনঃকল্পিত বোধ হয়।

যে সকল গুরু আদিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের নাম।

- ১ নানক
 - ২ অজম
 - ৩ অমর দাস
 - ৪ রায়দাস
 - ৫ অর্জুন
 - ৬ তেগ্ বাহাদুর
 - ১০ গুরু গোবিন্দ ও ইহাতে ভক্তকেণ করিয়া থাকিবেন।
- আদি গ্রন্থে যে সকল ভগৎ ও অন্যান্য ব্যক্তির রচনা আছে, তাঁহাদের নাম।

- ১ কবীর
- ২ ক্রিস্টোচন—ক্রঃক্র
- ৩ বেণী
- ৪ রামদাস,
- ৫ নামদেব,
- ৬ ধমা—জাট
- ৭ শেখ করীদ—মোসলমান পীর
- ৮ জয়দেব,
- ৯ ভীকন

- ১০ সেন—নাঙ্গি
- ১১ পীপা
- ১২ সধন
- ১৩ রামানক
- ১৪ পরমানক
- ১৫ সুরদাস
- ১৬ মীরম্বাই—ভগবৎজ্ঞানী
- ১৭ বলবন্ত } এই দুই গায়ক গুরু অর্জুন
- ১৮ সন্ত } মের নিকট গায় করিয়াছিল
- ১৯ কুরদাস—রবাবী

আদি গ্রন্থের পরিশিষ্ট

আদি গ্রন্থের নাম 'ভোদিকা বাণ'। ইহার প্রথম ভাগের প্রত্যেকের নাম 'সৌকম্যবলা পাইলা' অর্থাৎ অথবা জীব সৌকম্যে অর্থাৎ মজার বাজার পত্রিকা

তৎপরে নামক-প্রণীত রত্নমালা*, ইহাতে সাধুদিগের যেকপ ব্যবহার কর্তব্য তাহার বিধান আছে। ইহার চতুর্থ অধ্যায়ের নাম ইকীকৎ; ইহাতে সিংহলীপের শিবনাভ নামক রাজার বিবরণ আছে। এ প্রকার প্রবাদ আছে, যে গুরু গোবিন্দের সময়ে ভাই ভন্নু নামে এক ব্যক্তি এই শোষণ্ডি অধ্যায় রচনা করেন। শিখেরা কহে রত্নমালা প্রথমে কুর্কি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল।

এই পবিশিষ্ট প্রায় সাত পৃষ্ঠা হইবেক।

* দশম পাদশর্দী ওজ

আদি প্রস্তরের ন্যায় ইহারও সমুদায় পদ্য, এবং নামাবিধি ছন্দে রচিত। ইহার অধিক ভাগটাই হিন্দী ভাষায় ও গুরুমণী অক্ষরে লিখিত, কেননা শেষ ভাগ পারসীক।

মদিও এ গ্রন্থে পরমেশ্বরের অদ্বিতীয় স্বরূপ, অপার করুণা ও অসীম মহিমার প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু ইহার অধিক ভাগ সাংসারিক ব্যাপার ও হিন্দুশাস্ত্র-সিদ্ধ দেব দেবীর বিবরণে পূর্ণ।

শিখেরা কহে, ইহার পাঁচ ভাগ ও বহু ভাগের প্রারম্ভ মাত্র গুরু গোবিন্দের লিখিত। তাহার কর্মচারি স্বরূপ চারি ব্যক্তি অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ প্রস্তুত করে, তন্মধ্যে দুই জনের নাম রাম ও শ্যাম। বাস্তবিক, এই সকল ভাগ কাহার প্রণীত তাহা নিকপণ করা সুকঠিন।

এই গ্রন্থ সচরাচর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আকারের ন্যায় প্রায় ১০৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হয়; তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২৩ পংক্তি ও প্রত্যেক পংক্তিতে ৩৮ অক্ষর ৪১ টা অক্ষর পর্য্যন্ত থাকে।

প্রথম ভাগের নাম “জপতী;” ইহাকে জপও বলে। ইহা প্রাক্তকালে পাঠ করিবার আদেশ আছে, অনুসারে ধর্মপরায়ণ শিখেরা এতে ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। জপতী পুরোক্ত প্রকার প্রায় সাত পৃষ্ঠা হইবে, তাহার সমুদায়ই গুরু গোবিন্দ-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

দ্বিতীয় ভাগের নাম “সকল জ্ঞে” অর্থাৎ পরমেশ্বরের জ্ঞতি, ইহাও সচরাচর

প্রাক্তকালে পাঠিত হইয়া থাকে। ইহা প্রায় ২৩ পৃষ্ঠা হইবেক। তন্মধ্যে প্রথম স্লোক মাত্র গুরু গোবিন্দের রচিত।

তৃতীয় ভাগের নাম বিচিত্র নাটক। ইহা গুরু গোবিন্দ-প্রণীত, এবং তাহারই বংশপরিত্য, জন্ম রুস্তান্ত ও যুদ্ধবিগ্রহাদি বর্ণনার পরিপূর্ণ। ইহা প্রায় ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক।

চতুর্থ ভাগের নাম চণ্ডী চরিত্র। ইহাতে চণ্ডী দেবী কর্তৃক মধুকৈটক, মহিষাসুর, পুত্র-লোচন, চণ্ড, মণ্ড, রত্নসীজ, নিশুত্র, শূত্র এই অষ্ট দৈত্য হত হইবার রুস্তান্ত আছে। ইহা প্রায় ২৫ পৃষ্ঠা হইবেক, তৎ সমুদায় সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত বোধ হয়। কেহ কেহ কহে, গোবিন্দ সিংহ অয়ং অনুবাদ করিয়াছেন।

পঞ্চম ভাগের নামও চণ্ডী চরিত্র। ইহাও পুরোক্ত দৈত্যাদিগের বধ-রুস্তান্ত, কেবল উদ্যোগকার সংক্ষেপে লিখিত। ইহা প্রায় ১৪ পৃষ্ঠা হইবেক।

ষষ্ঠ ভাগের নাম “চণ্ডী-কী-বীর”। ইহাও চণ্ডী বিষয়ক, ৬ পৃষ্ঠা হইবেক।

সপ্তম ভাগে পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন এবং মধ্যে মধ্যে মহাভারতোক্ত প্রাচীন রাজাদিগের প্রসঙ্গ আছে। ইহা প্রায় ২১ পৃষ্ঠা হইবেক।

অষ্টম ভাগে চতুর্বিংশতি অবতারের বর্ণনা আছে। ইহা প্রায় ৩৪ পৃষ্ঠা হইবেক, এবং পুরোক্ত শ্যাম নামক ব্যক্তির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। যে সকল অবতারের বিবরণ আছে, পাচাত তাহার নাম জোলেগ করা হইতেছে।

নবম, কল্প, নর, নারায়ণ, মোহিনী, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশু:ম, ত্রেকা, রুদ্র, জলজ্বর, বিষ্ণু, বিষ্ণু বতার বিশেষ—ইহার নামোচ্চারণ নাই, অর্থাৎ দেব-জৈন সম্প্রদায় বিশেষের প্রবর্তক, মন-রাজ, ধর্মসুরি, সূর্য্য, চন্দ্র, রাম, রুক্ষ, নর—অর্থাৎ অর্জুন, বুদ্ধ, কলিক।

নবম ভাগ অষ্টম ভাগেরই পবিশিষ্ট বিশেষ। ইহা সম্পূর্ণ এক পৃষ্ঠাও নর।

* অর্থাৎ রত্নমালা

• মনু।

দশম ভাগে প্রকার, সপ্ত অবতার ও পূর্ব-কালিক আট জন্ম হিষ্ণু রাজার বৃত্তান্ত আছে। ইহা প্রায় ১৮ পৃষ্ঠা হইবেক।

ত্রয়োদশ সপ্ত অবতারের নাম, যথা বাল্মীকি, কশ্যপ, জক্ষ, বাচস্প, বাস, হ্রস্ব ঋষি, কশ্যদাস।

আটজন রাজার নাম, যথা মনু, পুণ্ড্র, সগর, বেণু, দ্বাপত্য, দিলীপ, রবু, অজ্ঞ।

একাদশ ভাগ ৫৬ পৃষ্ঠা হইবেক; ইহাতে শিবাবতারের বৃত্তান্ত আছে।

দ্বাদশ ভাগের নাম "শত্ৰুনামমালা"। ইহাতে নামাশ্রকার অস্ত্রের নাম ও গুণ বর্ণনা আছে, এবং এপ্রকার নিধিত আছে যে গোবিন্দ মিষ্ণু তৎ সমুদায়কে স্বীয় গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহা প্রায় ৬৮ পৃষ্ঠা হইবেক। ত্রয়োদশ ভাগে বেদ, পুরাণ, ও কোরণের দোষ বর্ণন আছে। ইহা প্রায় ৩৩ পৃষ্ঠা।

চতুর্দশ ভাগের নাম "হজ্বারে শব্দ"। ইহা শব্দ নামক ছন্দে সহস্র শ্লোক। ইহাতে দশ টি বই শ্লোক মাই, এ নিমিত্ত শিখেরা কহে, এখানে 'হজ্বার' শব্দ 'উত্তম' বা 'অমূল্য' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎ সমুদায় স্তুতি-কর্তা ও স্তুতিক্রয়ার প্রশংসা-সূচক এবং অন্যান্য দেবাদি পূজার নিন্দা-বোধক। ইহা গুরু গোবিন্দের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এ ভাগ প্রায় দুই পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ ভাগের নাম ত্রীচরিত্র। ইহা ৪৪৬ পৃষ্ঠা, এবং কেবল ত্রীচরিত্রের কুচরিত্র-সূচক উপাখ্যানে পরিপূরিত।

ষোড়শ ভাগের নাম "হিকরৎ"। ইহাতে পারসিক ভাষায় গুরুমুখী অক্ষরে দ্বাদশ টা পদ্য নিধিত আছে। গুরু গোবিন্দ আশ্রয়কর্তব্য বাদশাহের প্রার্থনার্থ তৎ সমুদায় রচনা করিয়া দিল্লীসিংহ প্রভৃতি পিত্ত জন শিখ দ্বারা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ ভাগ প্রায় ১৫ পৃষ্ঠা।

বাক্যধর্ম

প্রথম অঙ্ক

দশমাধ্যায়ঃ

ওমিতি ব্রহ্ম সর্বেইক দেবতালিঙ্গাতরুতিঃ। যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য তিনি ব্রহ্ম। সকল দেবতারা ইহার পূজা আচরণ করিতেছেন।

যথো ব্রহ্মসম্মানীনাং নিবে দেবতাপাসনেঃ। জগতের মধ্যস্থিত পূজনীয় পরমাশ্রীকে সমুদায় দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিতেছেন।

ওমিত্যেবং যাতব্য আত্মনাং বুদ্ধিঃ কং পাশ্চাত্য সম-লা পরজ্ঞাঃ। ওঙ্কারের উপাসনামোচের্তি বিধান যত্ন দ্বায়মকরমসুখমভয়ং পরজ্ঞ।

ওঙ্কার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর এবং নিষ্কামে তোমরা অজ্ঞান যিগির চেষ্টাতে উত্তীর্ণ হও। জ্ঞানী ব্যক্তি ওঙ্কার সাধনা দ্বারা সেই শান্ত, অজর, অমর, ও ভল নিরতিশয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন।

তৎ সত্যকরণেয়ং জগদেবতীর্থাতি পদ্যোপাসনঃ প্রচোদনাং।

সেই জগৎ প্রসূরিতা পরম দেবতার ব-রুণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমা-রদিগকে বুঝি বৃত্তি সকল প্রেরণ করিতে-ছেন।

যাচ্যং ব্রহ্ম নিরাকুণ্যং যাসা ব্রহ্ম নিবাসেহোগনি হাকরণমশ্বঃ।

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তিনি আমাকর্তৃক সর্বদা অপরিভ্যক্ত থাকুন।

তৎ মেমাং পূজয়ং বেদ যথা যাতব্যেযুক্তা পরি-যাথাঃ।

তোমাদের মত্যা পীড়া না হউক, এপ্র-বৃত্তি সেই বেদ্য পুরুষকে জান।

যোদেবোহুগৌ গোতপ্য গোবিন্দ্য কুরন্যাবিবেশ। হওমুখী যোবনমপাতকং হইক মেবাচ নমোমমাঃ।

যে প্রকাশবান পুরুষ আশ্রিতে, যিনি জগতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে স্থিতি করিতেছেন; সেই দেবতাকে যার যার উপাসনা করি।

মহাভারত

আত্মত্যাগ

চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়ঃ-আত্মত্যাগঃ

১০৩ সন্দ্বান পাত্ৰায়াং ১৭১ পৃষ্ঠার পর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর নাগ-ভগিনী জরৎকার সয় সহোদরের বচনানুসারে আপন পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন-বৎস! আমার ভ্রাতা কোন প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যে আমাকে তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই প্রয়োজনের সময় উপস্থিত, তাহা সম্পন্ন কর।

আত্মত্যাগ কহিলেন, জননি! মাতুল মহাশয় কি প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত তোমাকে আমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন, তুমি আমাকে তাহার সবিশেষ কহ, শুনিয়া আমি তাহা সম্পন্ন করিব। বন্ধুকুল-হিতৈষী নাগরাজ-ভগিনী জরৎকার পুত্রকে সবিশেষ বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

বৎস! শ্রবণ কর। সমস্ত নাগকুলের জননী কক্র রৌববশা হইয়া আশ্রিত পুত্র-দ্বিগকে এই শাপ দিয়াছিলেন, যে আমি বিনতার সহিত দাসত্ব পণ করিয়া শূদ্রবর্গ উৎপ্রেস্বাকে ক্রুদ্ধবর্ণ করিবার নিমিত্ত কহিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার সে কথা রক্ষা করিলে না। অতএব রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে অগ্নি তোমারদিগকে দগ্ধ করিবেন। তাছাড়া পুত্রদ্ব্যপ্রাপ্ত হইয়া হোমনর প্রেত লোকে গমন করিবো। সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা নাগ-জন্মনীর শাপদান প্রবণ করিয়া তথাস্থ বলিলেন এবং অনুমোদন করিলেন। বাসুকি এইরূপ পিতামহ বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃত মধুন কালে দেবতাদিগের শরণাগত হইলেন। দেবতারা অমৃত পাট্টয়া ক্রতুর্কা হইয়া আমার ভ্রাতাকে সমভিব্যাহার করিয়া পিতামহ সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং স্তুতি ও প্রার্থনা দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া শাপ নিবারণের উপায় প্রার্থনা করিলেন; কহিলেন, ভগবন! নাগরাজ বাসুকি স্তুতি-কুলকার মতাবলী দর্শনে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়াছেন, আপনি কৃপা করিয়া শাপ মোচনের উপায় বিধান করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, জরৎকার জরৎকার নামী যে ভাষ্যা পরিগ্রহ বৃত্তিবেন তাহার পত্নী তাহাকে সর্পকুলকে সেই শাপ উচিত করিয়াছিল। পরমগুরুত্ব বাসুকি সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন। তুমিও প্রয়োজন সাধনো সময় উপস্থিত হইবার পূর্বেই আমার প্রেত জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত, উপস্থিত ভয় হইতে নাগকুলের পবিত্রাণ কর, আমার ভ্রাতাকে সেই বিষম ক্রত-শান হইতে রক্ষা কর। ভ্রাতা আমার যে অভিশ্রুতির আমাকে তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন, তে তাহা বিফল হইবে। এ বিঘ্নের তোমার মত কি?

আত্মত্যাগ মতাবলী শ্রবণ করিয়া অশ্রু কীর করিলেন এবং শোকসন্তপ্ত বাসুকিকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, মাতুল! আমি সজ্ঞা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনাকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করিব। আপনি সুস্থচিত্ত হউন, আপনকার কোন ভয় নাই, যাচাতে আপনারদিগের মঙ্গল হয়, আমি তদ্বিবয়ে বিশিষ্টরূপে ব্যস্তবান হইব। অন্য কথা দূরে থাকুক, পবিত্রাণ কালেও আমি কখন মিথ্যা কহি নাই। অন্য আমি সর্বসত্র-নীকিত রাজা জনমেজয়ের নিকটে গিয়া মন্ত্রনিক বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া যাছাতে সেই যজ্ঞ নিবারণ হয় তাহা করিব, আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমি সমদ্রায় সম্পন্ন করিব, আপনি আমার বিঘ্নে কোন ক্রমেই সন্দ্বিহান হইবেন না। বাসুকি কহিলেন, বৎস! আমি ব্রহ্মদণ্ডে নিবৃত্ত হইয়া ঘৃণিত হইতেছি, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, দিগ্ ভ্রম জন্মিতেছে। আত্মত্যাগ কহিলেন, মহাশয়! আপনকার স্তুতি-পরিভাষ্য করিবার আবশ্যকতা নাই। সর্বসত্রের প্রদীপ্ত ক্রত-শান হইতে মহাশয়ের কে ভয় জন্মিতেছে, আমি তাহা দূর করিব, প্রেমের কাশীম জনন তুল্য মহাবীর ব্রহ্মদণ্ডে মিত্রাকরণ করিব, আপনি কলচর্ভীত হইবেন না।

এইরূপ আশ্বাস প্রদান দ্বারা বাসুকির অতি বিঘ্ন শোকানল শান্তি করিয়া দিল।

শাস্ত্রিক, আত্মিক, ভূজগ কুলের পরিভ্রাণের
 বিশিষ্ট সত্ত্বর গমনে রাজা জনমেজয়েই সেই
 সর্বত্র-সম্পন্ন সর্বসত্ত্ব উপস্থিত হইলেন,
 এবং উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সূর্য ও বহি-
 সম-ভেজবী সদস্যগণ উৎকৃষ্ট যজ্ঞযতনে
 উপবিত্ত আছেন। প্রবেশকালে প্রথমতঃ
 হারবানেরা নিধারণ করিল। তখন সেই
 অদ্বিতীয় পুণ্ড্রীণ দ্বিজগেহ প্রবেশ করিলে
 নিমিত্ত সর্বসত্ত্বের ভূজগ প্রসবৎ করিলেন।
 অনন্তর যজ্ঞার্থকে উপস্থিত হইয়া রাজার,
 ঋত্বিকগণের, সদস্যবর্গের এবং যজ্ঞীর অগ্নির
 প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

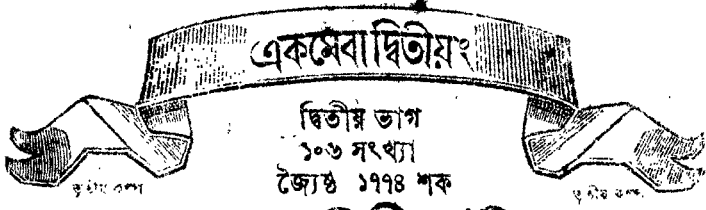
পঞ্চ পঞ্চাশ অধ্যায়।

আত্মিক কাঙ্ক্ষলেন, পূর্ষকালে প্রয়াগে
 সোম ও বরুণ ও প্রাজাপতি যেকপ যজ্ঞ
 করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়ী
 তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি আ-
 মাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। দেব-
 বাস ইন্দ্র যেকপ শতসংখ্যক যজ্ঞ করিয়াছি-
 লেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার
 এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি আমারদিগের
 হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। পর, শশবিন্দু, বৈ-
 শ্রবণ, এই তিন সুবিশীত নৃগাঁত যেকপ যজ্ঞ
 করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়!
 তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি
 আমারদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। নৃগ
 ও অজমাত এবং দশরথ তনয় রাজা রামি-
 চক্র যেকপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, হে ভরত
 কুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেই
 রূপ, প্রার্থনা করি, আমারদিগের হিতৈষিগ-
 ণের মঙ্গল হউক। রাজা দিবদেব সুনুর,
 যুগিষ্ঠিরের এবং অজমাতের যেকপ যজ্ঞ বি-
 খ্যাত আছে, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়।
 তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি,
 আমারদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক।
 সত্যাবতী-তনয় কৃষ্ণদেবপারমের যজ্ঞ যেকপ,
 এবং সেই ভগবান্ স্বরূপে যজ্ঞের সমুদায়
 কর্তা করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জন-
 মেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা ক-
 রি, আমারদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক।

তোমার এই যজ্ঞের অতিক্রমণ অধিকার করি-
 ত্ত্বের সমস্ত ক্রমিক অধিকার করি-

তেছেন। ইহাদের জ্ঞানের ইয়ত্তা করা
 যার না। ইহাদিগকে দান করিলে কদাপি
 বিফল হয় না। আমার এই স্থির সিদ্ধান্ত
 আছে ত্রিভুবনে ঈশ্বরানের তুল্য ঋত্বিক
 নাই। ইহার শিষ্যেরা সমস্ত ভূমণ্ডল বা-
 পিয়াছেন। তাঁহাদের তুল্য সর্ব কন্মদক
 ঋত্বিক আর নাই। ভগবান্ অগ্নি দেবতা-
 গণের তুষ্টি নিমিত্ত প্রদীপ্ত ও দক্ষিণ্যবৃত্ত-
 শিখা-বিশিষ্ট হইয়া তোমার এই যজ্ঞে
 হব্য গ্রহণ করিতেছেন। জগতে তোমার
 তুল্য প্রজা-পালন-পরাধন নৃগাঁত দ্বিতীয়
 নাই। তোমার ঐশ্বর্যের দর্শনে আমি সন্ম-
 প্ত হইয়াছি। তুমি বরুণ ও ধর্মরাজ যমের
 তুল্য। বজ্রপালি দেবরাজ ইন্দ্র যেমন
 অজাদিগের রক্ষাকর্তা, তে পৃথকশ্রেষ্ঠ। আ-
 মারদিগের ন্যে তুমি প্রজাদিগের সেইরূপ
 রক্ষাকর্তা। কোন কালে কোন রাজা তো-
 মার তুল্য যজ্ঞ করিতে পারেন নাই। হে
 সুব্রত! তুমি রাজা খট্রক্রেত, নাভাগের,
 ও দিলীপের তুল্য, তোমার প্রভাব যথাতির
 ও মান্দ্যতার তুল্য, তোমার তেজঃ সূর্যের
 তেজের সমান, তুমি শাস্ত্রমু তনয় ভীষ্ম
 দেবের ন্যায় বিরাজমান হইতেছ। তো-
 মার বীর্ষ্য ঐশ্বর্যিক মূর্ধির বীর্ষ্যের ন্যায় অ-
 প্রকাশিত, তোমার কোপ মহর্ষি বিশিষ্ঠের
 কোপের ন্যায় বসীরত, তোমার প্রভুত্ব ইন্দ্রের
 তুল্য, তোমার প্রভাব নারায়ণের প্রভাব তুল্য
 শোভা পাইতেছে। তুমি যমের ন্যায় ধর্মনির্ভর
 করিতে যান, কৃষ্ণের ন্যায় সর্বগুণেপশয়;
 তুমি সকল সম্পত্তির নিবাস স্বরূপ, এবং সকল
 যজ্ঞের একাধার স্বরূপ। তুমি সন্তপুত্র বল
 নামক অনুরের তুল্য পরাক্রমী, রামের তুল্য
 শাস্ত্রবেত্তা ও শাস্ত্রবেত্তা, উর্কী ও জিভের
 তুল্য তেজস্বী-কর্গীরের তুল্য ক্রম্পে-কর্গীর।
 এইরূপ স্তবজবণ করিয়া রাজা, সদস্যবর্গ,
 ঋত্বিকগণ ও অগ্নি সকলেই প্রসন্ন হইলেন।
 অনন্তর রাজা জনমেজয় তাঁহাদের অধিকার
 বৃত্তিতে পারিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা অধ্যায়ের
 যোগান্ভোগ্য তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষ হই-
 তে প্রভিন্দ্র প্রকাশিত হয়—ইহার মুদ্রক এম. টাঙ্গা।
 ১ বৈশাখ শ্রাবণের মধ্য ১৯০২ কলিকাতা ১৯০২



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

অপরা তৎপদোচ্চজ্ঞেয়ঃ সামবেদোচ্চজ্ঞেয়ঃ শিখা কপোব্যাকরণং নিরুক্তং চন্দোৎসবত্ৰয়মহিঃ
 অথ পরা বস্য তদকরমধিগম্যতঃ ॥

পত্রিকা প্রস্তুতকারী প্রিন্টারীমহাশয়ঃ তদুপাধায়কঃ ॥

বিজ্ঞাপন

বাংলা প্রজন্মকে গত ১৭৭৩ শকক সাংস্কৃতিক
 মনঃপ্রদর্শনাদি দ্বারা তখন, উঁহার মনকে অসম সক্রি-
 তানিতকরিত, যে উঁহার জ্ঞানর ভ্রুক্ৰমভেদে তাহা
 প্রেরণ করেন।

সিদ্ধান্তমতঃ শর্ম্মা } উপাধ্যায়
 জ্ঞানেশ্বর শর্ম্মা }

উপাসক-সম্প্রদায়

বাবালালি

বাবালাল নামে এক কত্রিয় এই সম্প্র-
 দায় সংস্থাপন করেন. একারণ উঁহার নাম
 বাবালালি। বাবালালির সচরণের বিষয়-
 বের মধ্যে গণিত হইয়া থাকে। কলকাতাও
 তাহার বিকল্পদিগের ন্যায় গোপীকন্যের
 ভিলক করে, এবং সামন্তরূপে বিষ্ণু তার
 তার স্বরূপ স্বীকার করিয়া বিশিষ্টরূপ ভক্তি
 প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক তা-
 হারা একমাত্র অধিতীর পরমেশ্বরেরই আ-
 রাধনা করে, এবং অন্যান্য প্রকার পুজার
 প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু বৈদান্তিক ও
 মোসলমান মুকদিগের মতানুসারে উপা-
 সনা করিয়া থাকে। তাহার জীব ব্রহ্মের
 অভেদ স্বীকার করিয়া বলে, যেমন গেল্লার
 জল পাঠে রাশুলেও তাহাকে গড়া কহিতে
 হয়, সেই রূপ জীবব্রহ্ম শরীরের মধ্যে
 থাকিলেও পরমাত্মার সহিত তাহার অভেদ
 মানিতে হয়। যেমন এক বিশুদ্ধ জল সমুদ্রে

পতিত হইলে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া
 মাথ, সেইরূপ জীবব্রহ্ম শরীরের গুণের পরিভাষা
 করিয়া পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায়।

বাবালালি উঁহারিগর বাবেশাহের রাজত্ব
 কালে মালব দেশে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং
 অল্প বয়সেই চোতন স্বামির পরিচয় উপ-
 দেশ গ্রহণ করিয়া দক্ষপথে প্রবৃত্ত হইলেন।
 চোতন স্বামির ক্রীড়া শক্তি প্রকাশ বিষয়ে
 পশ্চাৎস্থিত জনজ্ঞাতি প্রচলিত আছে।
 একদিবস তিনি বাবালালের সন্নীপে উপ-
 স্থিত হইয়া ডিম্বা স্বরূপ কিঞ্চিৎ খন্ডা ও
 কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইলেন। পরে রন্ধনার্থে সেই
 কাষ্ঠ প্রকলিত করিয়া উত্তর পক্ষের মধ্যস্থলে
 স্থাপন করিলেন, এবং সেই উত্তর পক্ষের
 উপ রিজাগে দাক-পাত রাখ, কথিয়া তাহা
 দিতে লাগিলেন। বাবালাল এই কসামান
 আলৌকিক ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া তৎপ্রতি-
 গুর স্বরূপ স্বীকার করিলেন, এবং অত্যন্ত
 প্রস্তুতিপুষ্ট হইয়া তাহার চরণে দরবেশ
 পণ্ডিত হইলেন। পরে স্বামির পাক ব.
 এ কটি শস্য উৎপন্নব্রাত চিত্রা জ্ঞান প্রাপ্ত
 হইয়া আত্মক স্বয়ংসিদ্ধ সমদয় প্রধানে
 শাসন-প্রণালী জানিতে পারিলেন, এবং
 পরে তাহার মহাব্রাহ্মণের জ্ঞান বলের
 গমন করিলেন। এক দিবস তিনি দাদেশ্বর
 সাহেবের এক ঘণ্টার মধ্যে তাহা হইতে প.
 পীতেন আনয়ন ব্রাত, চোতন স্বামী তৎকাল

অশাশ্বিত্য শক্তি দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে ধর্ম
মচার করিতে আদেশ দিলেন।

অতএব, তিনি গুরু সম্মুখানে বিদায় ল-
ইয়া রূরহিন্দের সমিহিত দেহান পুরে আসি-
য়া অধিবাসিত করিলেন, এবং তথায় এক মঠ
প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমে ক্রমে কতকগুলি লোক
কে স্বীয় মতে আনয়ন করিলেন।

শাক্যহান বাদশাহের পুত্র, দারাসেকো
বাবাশালের ধর্ম বিবদ্যক ব্যাতিত শ্রবণ করিয়া
তাঁহাকে আহ্বান পূর্বক ধর্মোপদেষ্টা বিষয়ে অ-
নেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এইরূপে,
শাক্যহানের রাজ্যাভিব্যক্তির বিংশতি বৎ-
সর পরে জাফর খাঁর উদ্যানে বাবালাল ও
দারাসেকো উভয়ের বারবার কথোপকথন হু-
ইয়াছিল। যত্নদাস নামে এক ক্ষত্রিয় ও রাই-
চাঁদ নামে এক ব্রাহ্মণ এই দুই রাজ-কর্ম-
চারি তাঁহারদের সাত বারের কথোপকথন
লিখিয়া রাখেন। এই গ্রন্থ পারসীক ভা-
ষায় লিখিত হয়: ইহার নাম নাদির উম্মিকাৎ।

এই স্থলে কাহার কতিপয় বচন অনুবাদ
করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে, তাহা পাঠ
করিলে বাবালালের মত ও অভিপ্রায় অনেক
অবগত হওয়া যাইতে পারে। এই সকল
বচন মূল গ্রন্থের প্রণালী ক্রমে প্রেশোত্তর
রূপে লিখিত হইল; দারাসেকো প্রশ্ন-
কারক এবং বাবালাল উত্তর-কারক।

প্রশ্ন—ককিরের পরম প্রার্থনীয় কি?

উত্তর—পরমায়-জ্ঞান।

প্র—উদাসীনের শক্তি কি?

উ—পুরুষত্ব-শক্তি-বিনাশ।

প্র—জ্ঞান কি পদার্থ?

উ—যিনি জ্ঞানের ঈশ্বর তাঁহাকে জ্ঞান সমর্পণ।

প্র—ককিরের হস্ত কোন কার্যে নিযুক্ত থাকে?

উ—কর্ণ দ্বয় আবরণার্থে।

প্র—কোন কর্ম তাঁহার অতিশয় উপযুক্ত?

উ—দিবা রাত্র সতকতা।

প্র—তাঁহার কোন কর্মে অকর্মণ্য হওয়া উচিত?

উ—অতি ভোজন।

প্র—তাঁহার কি প্রকারে বিরাম করা কর্তব্য?

উ—লোক-সংসর্গ পরিহার্য পূর্বক নিস্তত
স্থানে একমাত্র সত্যার্থকপ চিন্তন করতঃ
বিরাম করা কর্তব্য।

প্র—তাঁহার আবাস কি?

উ—জগদীশ্বরের জীব সমুদায়।

প্র—তাঁহার রাজ্য কি?

উ—জগদীশ্বর।

প্র—তাঁহার নিকেতনের দীপ কি কি?

উ—সূর্য্য এবং চন্দ্র।

প্র—তাঁহার পর্য্যাক কি?

উ—ভূতল।

প্র—কোন কার্যে তাঁহার অবশ্য কর্তব্য?

উ—যিনি সকলের প্রেতিপালক এবং মাঁহার
কিছুরই অভাব নাই, তাঁহার স্তুতি ও
মহিমা কীর্তন।

প্র—কোন পদার্থ ককিরের উপযুক্ত?

উ—কেবল ঈশ্বর, আর কিছুরই নাই।

প্র—কি প্রকারে ককিরের জীবন যাপন হইয়া
থাকে?

উ—ধন বিনা, অধীনতা বিনা, ও আকাঙ্ক্ষা
বিনা।

প্র—ককিরের কর্তব্য কি?

উ—শ্রদ্ধাশ্রিত ও বিষয় বর্জিত হওয়া।

প্র—কোন ধর্ম সর্বোত্তম?

উ—প্রেমিকের ধর্ম অন্যান্য সকল ধর্ম হই-
তে পৃথক্। যাঁহারা পরমেশ্বরকে প্রীতি
করে, পরমেশ্বরই তাঁহারদের প্রকাশ্য
ও ধর্ম-স্থল। কিন্তু শূভকর্ম করা সকল
ধর্মাবতারি লোকের পক্ষেই উত্তম।
আর হাকেজ কহিয়াছেন; “সকল
ধর্মেরই এক উদ্দেশ্য, সকলেই আপন
আপন প্রিয়তমের অনুসন্ধান করে।
বিজে আর অবিক্রে বিশেষ কি? সমস্ত
সংসারই প্রেমের আবাস। তবে বিজে
ও মসজিদের কথা কেন কও।”

প্র—কাহার সহিত ককিরের মিত্রতা করা
কর্তব্য?

উ—যিনি সৌন্দর্যের সশুষ্টি।

প্র—কাহার নিকট তাঁহার অপরিচিত থাক
উচিত?

উ—কোথ, লোভ, দেব, ঈর্ষ্যা, মিথ্যা এই
সকলের নিকট।

প্র—তাঁহার বস্ত্র পরিধান করা কি পরিত্যগ
করা কর্তব্য?

উ—যাঁহারদের বুদ্ধির স্থিরতা আছে, তাঁহার

দের কটিকেশ আবরণ করা উচিত।
যাহারা বাতুল, তাহারা উলঙ্গ থাকি-
লেও ক্ষমার পাত্র। পরমেশ্বরকে প্রীতি
করা টুপি ও আঙ্গুরাপার উপর নির্ভর
করে না।

প্র—ফকিরের কিরূপ আচরণ করা উচিত?

উ—অঙ্গীকার প্রতিপাদন করা, এবং যাহা
তাহার পালন করিবার সামর্থ্য নাই,
তাহা অঙ্গীকার না করাই কর্তব্য।

প্র—অনিষ্টকারির অনিষ্ট করা কর্তব্য
কি না?

উ—কাহারও অনিষ্ট করা ফকিরের পক্ষে
উচিত নহে। তাঁহাকে ভাল মন
সমান জ্ঞান করিতে হয়। হাকৈজ কহি-
য়াছেন “ উভয় লোকের শান্তি এই
ছুই নিরমের উপর নির্ভর করে; মি-
ত্রের প্রতি প্রকল্প ভাব এবং শত্রুর
প্রতি শাস্তি ভাব।

প্র—সংসারাত্মম পরিত্যাগ করা ফকিরের
পক্ষে আবশ্যিক কি না?

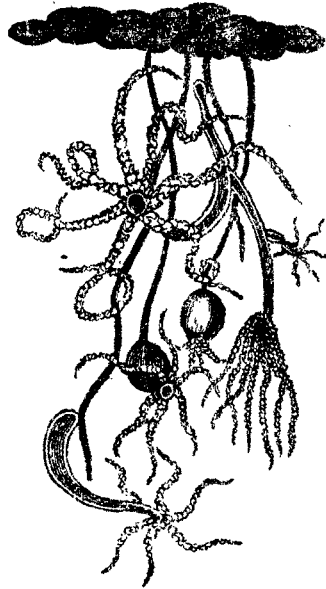
উ—ইহা সবেদানতার কার্য, কিন্তু আবশ্যিক
কার্য নহে। যিনি সংসারাত্মমে অব-
স্থিতি করিয়াও পরমেশ্বরে চিন্তা সমর্পণ
করেন, তিনিই ফকির; আর যিনি ফ-
কির হইয়াও বিষয় ব্যাপারে বিপুল খা-
কেন, তিনিই সংসারী। যৌনানা
কম কহিয়া গিয়াছেন, “ সংসার কি
অর্থ, বস্ত্র, স্ত্রী, সম্বন্ধ এ সমস্ত বিম্বৃত
হওয়া সংসার নহে; পরমেশ্বরেরে বি-
ম্বৃত হওয়াই সংসার।

প্র—যে ফকিরের পূর্ণবাস্তা সম্পন্ন হইয়াছে,
তাহার মনের ভাব কি প্রকার?।

উ—তাহা কেহ কখনও বর্ণনা করে নাই,
এবং কেহ কদাপি বর্ণনা করিতে সমর্থ
হইবে না। এক ব্যক্তি কহিয়াছেন,
যে “ কোন লোক আমাকে জিজ্ঞাসি-
লে, প্রেমিকের মনের ভাব কি প্রকার?
আমি উত্তর দিলাম, ঘখন কুমি প্রেমিক
হইবে, তখনই জানিতে পারিবে।”

পুরুভুজ

অনুভূতন সমুদ্র হারা লোকের পুরুভুজ
কে যেমন দেখায় তদ্রূপে প্রকৃত



এখানে যে সকল প্রাণির প্রতিরূপ
প্রকাশিত হইল, তাহার নাম পুরুভুজ।
এই কীটের একপ্রকার আশ্চর্য স্বভাব। যে
ইহাকে কর্তন করিয়া মত খণ্ড কর; যাহা,
তাহার এক এক খণ্ড বৃদ্ধি হইয়া এক এক
টি নূতন পুরুভুজ হয়। বৃক্ষলাম্বির কলম
করিয়া রোপণ করিলে যে তাহা জীবিত
থাকে ও বৃদ্ধিত হয়, ইহা বহু কালোদি ন
কর প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু প্রাণি বিশেষকে
খণ্ড খণ্ড করিলে যে তাহার এক এক খণ্ড
এক এক টি প্রাণি হয়, ইহা কখন কালে
কাহারও বিদিত ছিল না। পরে ১৭৪০
খ্রীষ্টাব্দে ট্রেভাল নামে এক সাহেব পুরু-
ভুজের এই গুণ নিকূপণ করিয়া লোকদিগকে
চমৎকৃত করিলেন।

এই অসাধারণ জড়কে ছুই খণ্ড করি-
লে, যে খণ্ড মস্তক থাকে, তাহা হইতে এক
নূতন পুরুভুজ নির্গত হয়, এবং যে খণ্ডে পুচ্ছ

থাকে, তাহা হইতে এক দশম মন্তক উৎপন্ন হয়। এইরূপে প্রত্যেক ঋণের সমুদায় অক্ষ প্রত্যেক উৎপন্ন হইয়া এক এক টি জন্তু হইয়া উঠে। যদ্যন্য জন্তুর সন্তানোৎপাদনের রীতি যে প্রকার, পুরুভূজের লেপেকার মত। তাহার সম্বন্ধে প্রথমে তাহার গাত্র হইতে ব্রহ্মণ্য নামে প্রকাশিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হয়, এবং ব্যান্দিক হইয়া দিবসে জলপূর্ণ সমুদায় অবস্থ প্রাপ্ত হইয়া তাহার গাত্র হইতে সঞ্চিত হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য! এই তৃতীয় পুরুভূজ এই প্রকারে পণ্ডিত হইবার পুরুভূজ তাহার শরীরের উপর আর একটা তৃতীয় পুরুভূজ, এবং কখন কখন সেই তৃতীয় পুরুভূজের গাত্রে আর একটা সতর্ক পুরুভূজ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এইরূপে, চারি পুরুষ পরস্পর একত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে।

এই সকল কীট কত বড় তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে, কাবণ ইহারা আপন শরীরের একাংশ সঙ্কোচ ও বিধিল কবিত্তে পারে, যে কখন কখন এক বুরুল এমনি দীর্ঘ ও শৃঙ্খলের সোমের ন্যায় স্থলন হয়, এবং কখন কখন বুরুলের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ মাত্র দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গের মত স্থল হয়। ইহার দের শরীরে জগৎ গোলাকৃতি। তাহার এক দিকে মস্তক, আর এক দিকে পুচ্ছ। মস্তকের চতুর্দিকে ছাদ, আট, দশ, বা তদপেক্ষায় অধিক বাহু থাকে। বাহু দ্বারা ধাম্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া উদরস্থ করে, এবং যখন যে স্থানে থাকিতে ইচ্ছা হয়, তখন সেই স্থানে পুচ্ছ বদ্ধ করিয়া অবস্থিতি করে।

যত পুকার পুরুভূজ আছে, সমুদায়ই প্রায়শঃ-বিশিষ্ট নিম্নলি জলমধ্যে পুস্তর, জলজ উদ্ভিজ্জ, অথবা কোন পুকার মণ্ডে লভ্য হইয়া থাকে। ইহারা পতঙ্গ পরিয়া আহার করে, এবং যদি জল-পূর্ণ কাচ-পাত্রে রাখিয়া বারম্বার তাহার জল পরিবর্তন পুরুভূজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গারি আহার করিতে দেখা যায়, তবে তাহার মধ্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। ইহারা অত্যন্ত লোভী ও মগ্ন হইয়া এবং সর্বদে

ভোজ্য বস্তু গ্রাস করে, যে ক্ষুধিত পতঙ্গাদি সজীব থাকিতেই উদরস্থ হয়, এবং কখন কখন উদরস্থ হইয়াও পুনর্বার পলয়ন করিয়া বাহিরে আইসে। কিন্তু একেবারে পলয়ন করিতে পারে না, পুনর্বার খুঁত হইয়া মুখ মধ্যে প্রবেশিত হয়। পুরুভূজের ভুক্ত বস্তু পাকস্থলীতে জীর্ণ হইলে পারে, তদাধো যাহা তাহার থাকে, তাহা মুখ দ্বারাই নির্গত হয়।

এ সকল কীট নদী ও ভূত্বিতে থাকে। তাহির আর কয় প্রকার পুরুভূজ আছে, তাহারা সমুদ্রে অবস্থিতি করে, একারণ তাহা দিগকে সামুদ্রিক পুরুভূজ বলে। তাহার দিগকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিলে, এক এক খণ্ড এক এক টি জন্তু হয়। গলা, স্পঞ্জ ও ভূত্বি এই ত্রয়িতে পণ্ডিত হইতে পারে।

আমরা মতরাচার যে গলা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা গলা নামক জন্তুর পঞ্জর। এই জন্তু সমুদ্রে উৎপন্ন হইয়া এক এক স্থানে বাসীকৃত হইয়া থাকে।

এইরূপ, কামিকাতায় যে স্পঞ্জ নামক দ্রব্য বিক্রীত হয়, এবং ইণ্ডোনেসিয়া যাহা ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাও স্পঞ্জ নামক প্রাণির পঞ্জর। যদিও ইচ্ছাকে জন্তু বসিয়া উল্লেখ করা যায়, কিন্তু বাস্তবিক, ইহা জন্তু কি উদ্ভিজ্জ তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। স্পঞ্জ সমুদায় উদ্ভিজ্জের ন্যায় চিরকাল এক স্থানে স্থিতি করে। ইহার জন্তুর নাম যে স্বেচ্ছানুসারে চলিতে পারে এমন কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং জন্তুর অক্ষ ভয় ও হ্রিয় করিলে যেকোন ক্রেশ বোধ হইয়া থাকে, স্পঞ্জের সেকণ ক্রেশানুভব হইবারও কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। এসকল বিষয়ে ইহাকে হুকা-বিল-সমান বোধ হয়। কিন্তু ইহার শরীরের গঠন জন্তুর শরীরের ন্যায়। অতএব, ইহা জীব কি উদ্ভিজ্জ তাহা স্থির করিয়া উঠা হইল। কিন্তু ইহাকে জন্তু মধ্যে গণনা করা এখনকার অনেক বিজ্ঞান পণ্ডিতের মত।

যে পুনর্বারের ক্ষুধিত পুরুভূজ ও উদ্ভিজ্জের খুঁতের মিলিত করিয়া এই সমস্ত জন্তু জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার দ্বারা

তাঁহার কি আশ্চর্য্য শক্তি ও অপরিণীম জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে! তিনি লক্ষকে উদ্ভিঙ্কের গুণ ও উদ্ভিজ্জকে লক্ষের গুণ প্রদান করিতে পারেন। তাঁহার অসাধ্য ব্যাপার কি আছে!

ধর্মনীতি

পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে সকল উৎকৃষ্ট গুণে সুশীল বরিয়ান্বেষন, ধর্ম সর্কাপেক্ষায় প্রদান। তিনি ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত প্রাণিকে ইঞ্জির সুখ সন্তোষে সমর্থ করিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্যকে জ্ঞান ও ধর্ম লাভে অধিকারি বরিয়ান্বেষন সর্কাপেক্ষা শেষ্ঠ করিয়াছেন। এই কসমতা থাকতে মনুষ্য নামের এত গৌরব হইয়াছে, এবং এত বিষয়ে চরিতার্থ হইলেই মনুষ্যের মথার্থ মহত্ত্ব রক্ষা পায়। সুখ যে এমন নিরীকসনীয় পবন প্রার্থনীয় পদার্থ, ধর্ম স্বরূপে রক্ত জ্যোতি তদপেক্ষাও শত গুণ উৎকৃষ্ট। যদিও সকল লোকে প্রায় সুখোদ্দেশ্যেই সমস্ত বশ্য করিয়া থাকে, কিন্তু যেখানে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রকৃত হইলে, আপাততঃ সুখ হানির সম্ভাবনা থাকে, সে স্থানে যিনি ধর্ম্মার্থে সুখ বিসর্জন ও ক্লেশ স্বীকার করেন, আমরা স্বভাবতঃ তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব স্বীকার করি, এবং তাঁহাকে মনের সহিত প্রীতি ও মনোবান্দ করি। আর যিনি শুধু সুখানুরোধে ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হন; তাঁহার প্রতি অপ্রদান প্রকাশ করিয়া থাকি। দেহরূপ পুষ্টির সহিত সুখের সম্বন্ধ সঘনাই, সেইরূপ ধর্ম্মের সহিত সুখের সম্বন্ধ বটে, কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠান কালে স্বকীয় সুখোদ্দেশ্যে কার্য্য করা ধর্ম্মপ্ররক্তির স্বভাব-বিসঙ্গ নহে। যখন কোন মহাত্মা কোন মনুষ্যকে গৃহহাথে বদ্ধ হইতে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ অগ্নির উত্তাপ সঙ্ক করিয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে প্রাথমিক ক্রম, তখন তিনি ঐহিক বা পার্থক্য সুখলাভের বিষয় আলোচনা করেন না, সুতরাং সুখ কামনার এই দুইক ধর্ম্ম সাধনে প্রকৃত-স্বরূপ না। যুধিষ্ঠির উপস্থিত হুৎস ও আসন্ন বিপদ দেখিয়া তাঁহার মনসিচ্ছ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এবং তিনি স্বকীয় কারণ স্বভাব বশ-

তঃ হুৎসহ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও পারদ ক্লেশ মোচন করিতে চেষ্টিত হন। কোন সামান্য ব্যক্তি কোন ভোগাসক্ত মনোভোর শোভাকর আট্টালিকা, উজ্জ্বল বেশভূষা, বহু-মূল্য যান, ও আনন্দের প্রমোদ প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুরূপ ঐশ্বর্য্য অন্বেষণ করিতে পারেন কিন্তু সেই ব্যক্তিই, যে মহাত্মা বধার্থে ধর্ম্ম প্রচারার্থে কঠিন নিগ্রহ স্বীকার ও অশেষ যাতনাত্যাগ বরিয়ান্বেষন, অথবা প্রাণসমর্পণ পণ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনত্ব রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র পাঠ ও কীর্ত্তি শ্রবণ করিলে মনের সহিত প্রীতি ও সাধুবাদ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, মনুষ্যের পক্ষে ধর্ম্ম রূপ মহারত্ন সর্কাপেক্ষ। এই ধর্ম্ম রূপ পরম পদার্থের স্বরূপ কি, এবং কোন কোন কন্মই বা মথার্থ ধর্ম্ম তাহা বিবেচনা করা অবশ্য কর্তব্য। এই বিষয় নিকপণ ও বিবরণ করা ধর্ম্মনীতি বিদ্যার উদ্দেশ্য।

অপর সাধারণ সকলেই কতকগুলি কন্মকে মৎকন্ম, আর কতকগুলিকে অসৎ কন্ম বলিয়া জানেন। সুধাতুরকে অন্নদান, অজ্ঞানকে জ্ঞান প্রদান, বিপন্ন ব্যক্তির বিপন্নোদ্ধার, উপকারির প্রত্যাপকার ও সমুদায়ই মৎকন্ম। সেইরূপ, অর্থাপহরণ, পর্ব-পীড়ন, প্রতারণ, নরহত্যা ও সমুদায়ই অসৎ কন্ম। কিন্তু আমরা কিনিমিত্ত পূর্বেই সমস্ত কন্মকে মৎকন্ম এবং শেরোক্ত সমস্ত কন্মকে অসৎ কন্ম বলিয়া থাকি, তাহা অনু-সন্ধান করা কর্তব্য। এই বিষয় অনু-সন্ধান ও নিকপণ করা ধর্ম্মনীতির প্রথম উদ্দেশ্য।

আমাদের কর্তব্যাকর্তব্য নিকপণ বরিত হইলে, পরমেশ্বর আমাদের কন্ম মানসিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিকপণ করিতে হয়। আমাদের মানসিক প্রকৃতি নিকপিত হইলেই, আমাদের কর্তব্যাকর্তব্য নিকপিত হইবে।

পরমপিত্তা পরমেশ্বর মনুষ্যকে নিকপণ মানসিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, এবং কোন প্রয়োজন সাধমার্থ কোন মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা পূর্বে বাহ্যদেহের

দ্বিষ্ট মানব প্রকৃতির স্বকল্প বিচার বিষয়ক প্রত্যয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। মনুষ্যের মনোরঞ্জিত তিন প্রকার; নিকট প্রবৃত্তি, বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি। কাম, অপত্যস্নেহ, স্বজনস্নেহ, জিঘাংসা, প্রতিবিদ্বেষা প্রভৃতির নাম নিকট প্রবৃত্তি; চক্ষু শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, কালানুভাবকতা, স্বরানুভাবকতা, উপমিতি, অনুমিতি প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা পদার্থ জ্ঞান ও বিচার-শক্তি জন্মে, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি, আর উপচিকীর্ষা, ভক্তি, ন্যায়পরতা এই তিন প্রধান প্রবৃত্তির নাম ধর্মপ্রবৃত্তি। যদিও পূর্বে আর সমুদায় বৃত্তির সংক্ষেপ বিবরণ করা গিয়াছে; কিন্তু ধর্মপ্রবৃত্তি অবধারণ ও তাহারদের স্বরূপ নিকট প্রবৃত্তি বিষয়ক জ্ঞানের উপর অধিক নির্ভর করে, একারণ এ স্থলে ধর্মপ্রবৃত্তির স্বরূপ ও কার্যাকার্য নির্দেশ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

উপচিকীর্ষা—পরের ছাঃঃ মোচন ও মুখ বন্ধন করা পরম পবিত্র উপচিকীর্ষা বৃত্তির উদ্দেশ্য। কেবল অর্থ দান করিলেই দয়া প্রকাশ হয়, অন্য প্রকারে হয় না, এমত নহে। প্রত্যয়, সস্ত্র প্রকারে আত্মীয় সজ্ঞান, বন্ধু বান্ধব, এবং জন সমাজের শূন্য সম্পাদন করিয়া উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা যায়। পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির যত দূর মুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহার উপায় করা, জ্ঞানোপদেশ, ধর্মোপদেশ, সদালাপ, সংপরামর্শ প্রদান পুত্রতি শূচকর ব্যাপার দ্বারা সকলকে সুখি করিবার চেষ্টা করা, কর্কশ কথা ও কঠোর ব্যবহার দ্বারা অন্য লোককে নিবর্ধক ছঃঃ স্থিত করিতে না হয় একারণ ক্রোধ নিবারণ এবং বিনয় ও শিষ্টাচার অভ্যাস করা, লোকের বর্ধার্থ দোষ উল্লেখ করিবার সময়েও রসনা হইতে বীরস শব্দ নিঃসারণ না করিয়া দয়া ও বাৎসল্য ভাব পুকাশ করা, পীড়িত লোকের নিকেতনে ও করিভ্রমিণের কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাহারদের বস্ত্রনা কপ অগ্নি-শিখার বারি সেচন করা, চতুর্দিকে জ্ঞান ও ধর্ম-জ্যোতি মিকীর্ণ করিবার নিমিত্তে প্রাণপণে চেষ্টা করা, সমুদায় সংসারকে

সুখামৃত-রসে অভিষিক্ত করিবার উদ্দেশে সকল কার্য সাধন করা এই পরম পবিত্র উপচিকীর্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্য। আপন সন্তানেরই হউক, মিত্রেরই হউক, অপর ব্যক্তিরই বা হউক, লোকের কল্যাণ পূর্ণনা ও মুখ চেষ্টি মাত্রই এই উপচিকীর্ষার কার্য। কোন বিষয়ে স্বার্থ চেষ্টি করা এ পুত্রবৃত্তির অভিসন্ধি নহে।

ভক্তি—“মহৎ ও উত্তম গুণ মনে হইলেই ভক্তির উদয় হয়।” পাত্র বিশেষে ভক্তি, মর্গাদা, ও আদর অবৈক্য করা এই প্রধান প্রবৃত্তির কার্য। যে সকল ব্যক্তি গুণ, মান, বিদ্যা, ধর্ম ও বলসে শ্রেষ্ঠ, তাহারদিগকে যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা যায়; তাহারদিগের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব আছে, তাহারদিগকে যে সমাদর ও সজ্ঞান করা যায়; পূর্ক পুরুষদিগের নাম জব্বণ মাত্রে যে ভক্তি রস প্রকটিত হইয়া তাহারদিগকে পরম শ্রদ্ধা সম্পদ জ্ঞান হয়, পুরাতন ভক্তুর দেবালয় ও অন্যান্য প্রাচীন অট্টালিকা দুষ্টি করিলে যে শ্রদ্ধানুভব হয়, এ সমুদায়ই এই ভক্তি বৃত্তির কার্য। যাঁহার যত উৎকৃষ্ট গুণ দর্শন ও জব্বণ করা যায়, তাঁহার প্রতি তত প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হয়। কিন্তু জগদীশ্বর যেমন ভক্তি-ভাজন, এমন আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই। তাঁহার অচিন্ত্য, অনির্ধরময়, পরমাশ্চর্য্য, পরাৎপর স্বরূপ চিন্তা করিলে, কাহার অন্তঃকরণ প্রগাঢ় ভক্তি রসে আত্ন না হইয়া দাস্ত থাকিতে পারে? বুদ্ধিবৃত্তি মঞ্জিত হইলে, পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের নিরাকার, নির্ধিকার, পরিশুদ্ধ স্বরূপ প্রতি হইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ভাবের উদয় হয়, নতবা সর্ভ ও মনঃ-কম্পিত দেব, দেবী, নন্দী, বুদ্ধাদির পূজা ও ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

ন্যায়পরতা—কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ, বিষয়ে এই প্রবৃত্তি সর্বাঙ্গেকা উপকারি। পরের হিতাভিলাষ এবং পাত্র বিশেষে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ মাত্র উপচিকীর্ষা ও ভক্তি বৃত্তির কার্য। কিন্তু ইতি কর্তব্যতা জ্ঞান, অর্থাৎ অসুক কন্ম আমাদের কর্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে, এইপ্রকার জ্ঞান করিয়া এ ছই বৃত্তির কার্য, মন্ত্র, ইত্য কেবল ন্যায়-

পর্যন্ত কার্য। যখন উপঢৌকী ব্যৱস্থা কোন যোগ্য পাত্রকে অর্ধদান করিতে প্রবৃত্তি দেয় এবং ভক্তি বৃত্তি কোন শ্রদ্ধাস্পদের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে, তখন তাহারদের আদেশানুসারে দান ও আস্থা প্রকাশ করা যে কর্তব্য কর্ম এ প্রকার জ্ঞান হওয়া ন্যায়পরতার বৃত্তির কার্য।

ন্যায় অনাচার প্রতিষ্ঠা করাও এই প্রবৃত্তির কার্য। কলহ, বিচারপাণ্ডে যত বিচার-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা কেবল ন্যায়পরতা ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি দোষের দোষ নিকপণ, অভিমানিক প্রবন্ধারণ এবং তাহার ফলাফল বিবেচনা করিয়া থাকে; কিন্তু সেই কর্মটি ন্যায় কি অন্যায় তাহা কদাপি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। কোন বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলে, বুদ্ধিবৃত্তি তৎসম্পর্কীয় সমুদায় ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া থাকে, পরে ন্যায়পরতার বৃত্তি অগ্রসর হইয়া তাহা গর্হিত বা অগর্হিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। কর্তব্যাকর্তব্য ও ন্যায্যান্যায় জ্ঞান করা কেবল ন্যায়পরতার বৃত্তিরই কার্য।

অপর্যায়ের বৃত্তিকে শাসন ও সংগম করা ন্যায়পরতার কার্য। যখন জিয়াৎসা ও প্রতিবিধিৎসা বলবতী হইয়া উঠে, তখন ন্যায়পরতা তাহারদের সীমা নির্দেশ করিয়া দেয়। যখন তাহার অত্যন্ত প্রবল হইয়া শূন্যের উপর আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন ন্যায়পরতা এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিতে থাকে, যে অশুভ রক্ষা ও আততায়ি নিবারণার্থে চেষ্টা করা বর্তব্য বটে, কিন্তু আততায়ী হইয়া অন্যের উপর আক্রমণ করা উচিত নহে। যখন অর্জুনস্পৃহা বলবতী হইয়া কাহারও অর্থাপহরণ করিতে উদ্যত হয়, তখন ন্যায়পরতা উপস্থিত হইয়া এইরূপ আদেশ করে, যে পরিবার প্রতিপালন ও পরোপকার সাধনার্থ যথা নিয়মে অর্থোপার্জন করা কর্তব্য বটে, কিন্তু তদ্ব্যতীত অর্থ হরণ করা কোন মতে কর্তব্য নহে। যখন উপঢৌকী ব্যৱস্থা অত্যন্ত প্রবল হইয়া পাত্রা-পাত্র ও ন্যায্যান্যায় বিবেচনা-বিবর্জিত হই-

য়া স্বেচ্ছা সর্বত্র ব্যয় করিতে প্রবৃত্তি দেয়, তখন ন্যায়পরতা উপস্থিত হইয়া এইরূপ উপদেশ করিতে থাকে, দান অর্থপ্রদান দক্ষ বটে, কিন্তু অপায়ে ও অনাচার স্বরূপে দান করা উচিত নহে। রূপগতা দোষ বর্জিত, কিন্তু অতিব্যয়শীলতাও সামান্য দোষ নহে। অর্থাৎ ভক্তি থাকিলেও পরম্পরাগত প্রাচীন আচার ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধানুভব হয়, পূর্ক পুরুষদিগের গুণ ও কীর্তি সমুদায় অধিক করিয়া বর্ণনা করিতে প্রবৃত্তি হয়, প্রাচীন শাস্ত্রকার ও গ্রন্থকারদিগকে অতিমাত্র শ্রদ্ধাস্পদ ও তাঁহারদের বাক্য অবশ্য-এহ্নীয় বলিয়া জ্ঞান হয় এবং অজ্ঞাত অমজিহ্ব দীক্ষাগুরুকেও দেহতুলা এই তাঁহার উদ্দেশ্য পরম পবিত্র ও অবশ্য-প্রতিপাল্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু মহীয়সী ন্যায়পরতার বৃত্তি মার্জিত বুদ্ধিকে সহায় করিয়া এই প্রকার সংপরামর্শ প্রদান করিতে থাকে, যে কাহারও মিথ্যা গুণানুবাদ ও কল্পিত কথার বিশ্বাস করা উচিত নহে। পরম্পরা-প্রচলিত বলিয়া কোন বৃত্তি বিরুদ্ধ আচার ব্যবহার অবলম্বন করা কর্তব্য নহে, এবং জগদ্বিখ্যাত প্রাচীন শাস্ত্রকারেরাও যদি অপ্রামাণিক কাম্পনিক ধর্ম উপদেশ করেন, তথাপি তাহা কোন ক্রমে গ্রাহ্য নহে। আর যদি আদ্য কোন অজ্ঞাত-কুল-শীল সামান্য ব্যক্তি কোন বুদ্ধিমত্বে অপ্রামাণিক মত মুলত প্রচার করেন, তবে তাহা দৃষ্ট পূর্কক গ্রহণ করা সর্বতোভাবে বিধেয়। ন্যায়পরতার বৃত্তি এইরূপ সমুদায় বৃত্তিকে সংযত করিয়া রাখে, এবং তদ্বারা যে বিষয়ে যে বৃত্তি যত দূর চালনা করা উচিত, তাহা নির্দেশ করিয়া দেয়।

ন্যায়পরতার বৃত্তি কেবল অন্যান্য বৃত্তির শাসন করিয়া নিরস্ত থাকে না, স্বয়ং বিশেষে তাহারদের প্রতিমিথি স্বরূপ হইয়া কার্য করে। অন্যান্য বৃত্তি কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা না করিয়া স্বয়ং ক্রভাবানুসারে অপমত হইতে যে সমস্ত বিহিত কার্য করিতে প্রবৃত্তি দেয়, ন্যায়পরতা তাহারদের সহকৃত না হইয়াও তাহার বিধি দিয়া থাকে। যখন অর্জুনস্পৃহা বৃত্তির অত্যন্ত দুর্বলতা বশত অর্থোপার্জন করিতে প্রবৃত্তি হয় না, ন্যায়-

পরতা তাহাকে পরিবার প্রতিপালনাদির নি-
মিত্ত যত্ন ও পবিত্রম কর। অবশ্য কষ্টব্য
বলিয়া উচ্চস্থরে উপঢৌকন প্রদান করে।
যদি উপচিকীর্ষা বৃত্তির তাদৃশ তেজ না থাকে
তে দীর্ঘের প্রতিদয়ার সফলতা না হয়, তবে
ন্যায়পরতা পরিব্রাজ্যে উপঢৌকন অবশ্য
কষ্টব্য বলিয়া অনুমতি প্রদান করে। অত-
এব, এই অত্যুক্তি পরম পবিত্র প্রবৃত্তি মনু-
চোর মহোৎসব এবং পশ্চিম প্রাচীন মূল।
মাছার ন্যায়পরতা বৃত্তি অতিশয় তেজ-
স্বিনী, তিনি যখন অন্যের শারীর ও মনু-
স্তি বিঘ্নকর কোনও মামল পরিচালনা করিয়া
মিরস্ত থাকেন না, বিশেষ কারণ ব্যতীত বৈক
০নের মুখোস্তি লোপ, প্রণয় হানি, ধর্ম
নাশ ও অত্যাচারের প্রতি দোষারোপ করা-
ও বিধম নির্ধারিত বসিত জানেন। কিন্তু
আপনারই হউক, অন্যের বাই হউক, মার্গ
দেয় দেখিয়ে সহকারণ স্বাক্ষর করিয়া
পারেন। সন্তান স্বপ্নক ও বান-বন্ধ হইতে
চাহেন না, কিন্তু যখন পরিবেশের ও প্রতিশ্রুত
প্রতিপালনে সফলতা সাধন থাকেন।

সত্যের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ন্যায়পরতার
বল। এই পরম শূন্যকরী বৃত্তি প্রবল
ধর্মিকরণ, সকল বিঘ্নের ব্যর্থতা মনু-
করণে মনু-পর হইবে, কোন তত্ত্ব নিকপত
হইলে তাহা জামু পরিষ্কার ও স্বীকার
করিতে পারার্থ্য ও উচ্চমাত্র জ্ঞান, এবং সত্য-
কে সর্ব-প্রধান জানিয়া তাহার বিধান ও
ব্যবহার উপর নির্ভর করিতে প্রবৃত্তি হয়।
যে মহান্যায় প্রবল ন্যায়পরতা আছে, তিনি
সত্যের নিমিত্তে অকুতোভয়ে অমান বদনে
লোক-নিন্দা সহ্য করিতে পারেন, স্থল বি-
শেষে প্রায় পর্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত
থাকেন। আর যাঁহার ন্যায়পরতা বৃত্তি অতি
উৎকল, কোন প্রস্তাবের প্রমাণ বিঘ্নের উ-
পর তাদৃশ নিষ্ঠা ও প্রগাঢ় প্রবৃত্ত থাকে না।
তিনি বিশেষরূপে প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলেও মত
বিশেষ বা অতিপ্রায় বিশেষের অনুপাতী হই-
য়া চাহেন। তিনি তত্ত্বপার্শ্ববর্তি সমস্ত লোককে
সরুপ ব্যবহার করিতে দেখেন, সেইরূপ করি-
য়া থাকেন। তৎসমুদায় প্রামাণিক কি অপ্রা-
মাণিক তাহা বিশেষ বিবেচনা করেন না।

এইরূপ, ন্যায়পরতা প্রবৃত্তি অপরাধের
সমুদায় বৃত্তির প্রধান ইচ্ছা তাহারিগকে
যদি নিয়মে শাসন ও স্ব স্ব বিষয়ে চালনা
করে, এবং এই বৃত্তি যে অমান্য সমস্ত বৃ-
ত্তির অধিপতি স্বরূপ, তাহা নহে নহে অনু-
ভূত হইয়াও থাকে। এই প্রকার বোধ থাকে-
তেই, প্রবল ন্যায়পরতা-বিশিষ্ট, মহান্যায়
মনুষ্যেরা সত্য পালন ও সত্য জ্ঞান প্রচার-
ার্থে বন, মান, প্রাণি, প্রভৃৎ সমুদায় বিম-
র্জন দিতে পারেন। যদিও ন্যায়পরতা এই
প্রকার বিশেষ উপকারিণী, কিন্তু কার্যকালে
অন্যান্য ধর্ম প্রবৃত্তির সহিত মিলিত হওয়াও
আবশ্যিক। যাছা হই বৃত্তি অতিমাত্র
প্রবল, কিন্তু উপচিকীর্ষা বৃত্তি অত্যন্ত উৎকল,
তাহার ক্ষমা, শিষ্টত্ব বিঘ্নের ব্যর্থকরণ
ঘটিতে পারে। যদি কাহার ভ্রুতা ভ্রমক্রমে
এক স্বামের জন্য অন্য স্থানে রাখে, তবে
তিনি ইচ্ছাকে বিধম নির্ধারিত দণ্ডই কাহা
জ্ঞান করিয়া চিরস্থায় করিতে থাকেন।

সৎকর্ম করিলে যে স্বস্তিকরণ প্রদান
ও প্রসঙ্গ থাকে, আর তাহার বিরুদ্ধ চরণ-
করিলে মানের হানি ও অনুশোচন। উপস্থিত
হয়, ইচ্ছা ও ন্যায়পরতার কার্য। যিনি একরূপ
কহিতে পারেন, যে আমি নিরপরাধ ও নিম্ন-
লক্ষ থাকিয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়ম
সমুদায় প্রতিপালন করিতেছি—সৎসাধন
পরোপকার ত্রুত পালন করিতেছি—সৎক-
লের সহিত অন্যায়ের পরিত্যাগ করিয়া
নিরবচ্ছিন্ন মায়াসুখ ব্যবহারে প্রবৃত্ত রাহি-
য়াছি,—প্রগাঢ় অস্তি ও সাতিশয় প্রজ্ঞা
সহকারে পরমেশ্বরের স্বস্তিকরণ সমর্পণ
করিয়া রাখিয়াছি, তিনি অতি অপ্রাকৃত
মনুষ্য, তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত অতি অপূর্ণ
অনির্কর্তার বিশুদ্ধ সুপের নিকেতন।
তিনি আপনার নিম্নল-জল-তলা পবিত্র
চরিত্র পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনা করিয়া পরম
পরিতোষ প্রাপ্ত করেন। যদিও তাঁহার
সাব্য ব্যবহার সংসারত সমস্ত মনুষ্যের
আপোচর থাকে, সুতরাং একবার মাত্রও
লোক-মুখে স্বীয় মুখোস্তি প্রবল করিবার
সম্ভাবনা না থাকে, তথাপি তিনি আপনাকে
সৎকরণ ত্রুত পালনে কৃতকার্য জ্ঞান করিয়া

অত্যাচার্য্য অনুপন্ন সুখ সন্তোষ করেন। জ্ঞানানুকূলে জ্ঞানোপদেশ, চুৎখির চুৎখ মোচন, বিপদের বিপদছকার ইত্যাদি কোন শানুষ্ঠিত একটি সংক্রিয়া এক বার মাত্র শ্রবণ করিয়া যে অনির্বেচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়, অথবা ভ্রমশুলের আধিপত্য রূপ প্রচুর মূল্য প্রাপ্ত হইলেও তাহা বিক্রয় করা যায় না। সকলের শ্রুত সাধন করাই দীন-দয়ালু ধর্ম্ম শীল ব্যক্তির সঙ্কল্প, অতএব তিনি সকলেরই প্রিয় হইতে পারেন। আর যদি অজ্ঞানোক্তের মূঢ় মৌকে তাহার কন্দের মর্ম্ম বোধে অসমর্থ হইয়া দেব প্রকাশ ও অনিষ্ট চেষ্টা করে, তথাপি তাহার কি করিতে পারে? তাহার সর্ব্বশাস্ত হউক না কেন, কিন্তু তিনি জন্ম রূপ ডাঙারে যে অ-মূল্য সম্পত্তি সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তাহারও স্পর্শ করিবার সামর্থ্য্য নাই।

আত্মপ্রসাদ যেমন পুণের অবশ্যসত্ত্বী পুণ্ডর, মাংসগ্রহণ ও গতানুশোচনা সেই-রূপ পাপানুষ্ঠানের গুরুতর প্রতিকল। যখন কোন চূর্নাক্ত নিকট প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায়ের অবাধ্য হইয়া উঠে, তখন আমরা তাহাকে চরিতার্থ করিয়া পাপ পঙ্করে বদ্ধ হই। তৎকালে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় উচ্চৈশ্বর নিঃসারণ পূর্ব্বক নিবারণ করিলে ও আমরা তাহাতে স্তুতি পাঠ করি না। কিন্তু রিপু সকল চরিতার্থ হইবে অর্থাৎ নিরন্তর হয়, এবং তখন গতানুশোচনা রূপ অস্ত্রদাহ আরম্ভ হইতে থাকে। তখন ন্যা-য়পরতা বৃত্তি বসবস্তী হইয়া গুরুতর রূপ তিরস্কার করিতে থাকে। মনুষ্য আপনার কুবাবহার দ্বারা দ্বারের সুখ রক্ত হরণ করিয়া-ছেন, অথবা বলে ও কৌশলে যাহার ধর্ম্ম রূপ বিশুদ্ধ ভ্রবণ দ্রষ্ট কল্পিয়াছেন, কিন্তু ভূ-মিতে তাহার মলিন মুক্তি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া তাহাকে ব্যাকুল করিতে থাকে। আমার দ্বারা অন্যের সর্ব্বশাস্ত হইয়াছে, বা অন্যের পরিবার ছয়পনের কলকে কলঙ্কিত হইয়াছে, অথবা সংসারের ছুৎখ-প্রস্রাত এত দূর বৃদ্ধি হইয়াছে, আমি জন্ম গ্রহণ না করিলে ভ্রমশুলে পুণ-প্রবাহ একধকার অপেক্ষায় অবশ্য কিছু না কিছু মন্দীভূত থাকিত; এ

কপ শ্রবণ ও চিন্তা করা ছদ্মস্ব স্বভাবের বি-যোক্তি একপ আলোচনা পরিষ্ণ ও অশুভকর। স্থির রাখিতে পারে, তাহার জন্ম পাপ-ভ-ময় তাহার সন্দেহ নাই। যিনি কোন দমন-চূর্নগাক বশতা স্ববায় নিস্বলক সু-কর্তার-ক্রমে কলঙ্কিত করিয়া প্রত্যাহার ও বিস্ম-ঘাতকতা পূর্ব্বক কোন নিম্ন সামান্য ব্যক্তি-কে অত্যন্ত ছদ্মস্বপের করিয়াছেন, তাহাব আস্থরিক গ্লানি ও অনুতাপ-জনিত বিষম যন্ত্রণা চিন্তা করিলে, সেই কুটার বাদী পদ-শয্যা-শায়ী প্রত্যাহিত ব্যক্তিরও আত্মকরণ দয়াদ্র হয়। নিজা যেমন পরিপ্রাস্ত ক্রান্ত-ব্যক্তির অবসন্ন শরীরে ক্রমে ক্রমে ব্যাবিস্কৃত হইয়া তাহার অজ্ঞাতসারে অপ্পে অপ্পে নেত্র দ্বার উরাজাত্ত ও নিমীলিত করে; সেই প্রকার, পাপ রূপ পিশাচ নিঃশঙ্কে পাপ নিক্ষেপ করত অপ্পে অপ্পে আত্মকরণ আ-কর্ষণ করিয়া অবশেষে সম্পূর্ণরূপ অধিকার করে। আমোদ প্রমোদ যে সমস্ত পাপের প্রত্যক্ষ ফল রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহারও সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনি অজ্ঞা ও যত্ন সহকারে স্মিহমোহে অবাধ্য কোন ধর্ম্ম ব্রত পালন করিয়া পরিশেষে রিপু বিশেষের বশীভূত হইয়া পাপ পদে গদ চাকলা করেন, তিনিই জানেন, অবাধ্যানু-ষ্ঠান করিলে কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ কবিত হই। ন্যায়পরতা বৃত্তি আমারদিগকে অ-ধর্ম্ম পথে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই প্র-কার তিরস্কার করিতে পারে, কিন্তু আমরা সে উপদেশ অবহেলায় পূর্ব্বক যত অত্যাচার করি, ততই আমাদের পাপাচারের অভ্যাস পায়, এবং অভ্যাস পাঠিলে ক্রমে ক্রমে গ্লানি ও অনুতাপ-জনিত শান্তির হ্রাস হইয়া যা-ইসে; কারণ, যেমন একরের উপর পুনঃ পুনঃ খড়্গাঘাত করিলে তৎপরের দার ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হয়, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ পাপাচার দ্বারা নিকট প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া ন্যায়পরতা চূর্নক হয়, সুতরাং তাহার তিরস্কার করণের শক্তি হ্রাস হইয়া মনুষ্যকে কেবল নিকট প্রবৃত্তির অধীন করবা কেনে। মনুষ্য হইয়া কেবল রিপু-পরতন্ত্র ও রিপু-সেবায় অনুবৃত্ত এবং পূর্ব্ব-জনিত পদিক সূত্রে

বঞ্চিত হওরা অপেক্ষায় ছুড়ানোর বিষয় আর কি আছে?

কিন্তু, পাপ করিলে সকলের মনে সমান গ্লানি ও সমান অনুশোচনা হয় এমত নহে। যাহার নাগরপর্য্য বৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী, কোন ক্ষমতা করিলে তাহার যেকোন মনস্থাপন হয়, ইহার ব্যক্তির সেসকল কখনই হয় না। যাহার ধর্মপ্রকৃতি স্বভাবতঃ ক্ষীণ, সে পাপ পরে তাহার হইয়া ধর্ম-মূলক পরম পবিত্র বিশুদ্ধ স্তম্ভ সত্ত্বোগে বঞ্চিত হয়, এবং পুণ্য পুণ্য পাপাচরণ করিতে অধিকতর রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত ও অন্যান্য প্রকারে নিগৃহীত হইয়া যেকোন মুখাধি উপদ্রব করিতে অসমর্থ হয়।

বাস্তবধর্মঃ

প্রথম অধ্যায়

একাদশোধ্যায়ঃ

অশ্রমসম্পন্নরূপমহাশয় তদাশ্রমং নিত্যমবতংজমঃ। তদাশ্রমং বহুতাপং বহুং নিত্যং তং সুসুশ্রীয়াৎ প্রযুগতে।

যাহাতে শব্দ নাই, পোশা নাই, রূপ নাই, রস নাই, পঞ্চ নাই; যাহার কোন ক্রম নাই; যিনি অসংদি, অনন্ত, ও সকল প্রকার মহৎ পদার্থ হইতে মহৎ এবং মিতা ও নিষ্কি-কার; তাঁহাকে জানিয়া জীব মৃত। মুখ হইতে অমুক্ত হয়।

এমনকি সুভূতয় পুত্রোহা ন প্রকাশকঃ। দৃশ্যতে অগ্র্যয়া বৃক্ষা সুশ্রীয়া বৃক্ষাঃশিত্তিঃ।

এই পরমাত্মা পরভূততে প্রকল্প রহিয়াছেন, এ প্রযুক্ত তিনি প্রকাশ পায়েন না। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা একনিষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দৃষ্টি করেন।

নামযাজ্ঞা প্রবচনেন জন্তোয়ান মেধযা ন বহমা জ্ঞেয়ম। মনোহৈমববৃণতে তেন সত্যাত্তলোমআত্মা বৃণতে তবুং বাণ্যম্।

অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা যেথা দ্বারা অথবা বহুপ্রবণ দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে পায়; পরমাত্মা একজন সাধকের সন্নিধানে আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করেন।

উচ্ছিন্নত জাগ্রত প্রাণ্য বরানধিবোধত। সুরস্য ধারা নিশিতা দুরতয়া মুক্তং পথজ্ঞং কথয়োবধতি।

হে জীব সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও, এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতেরা জ্ঞান পথকে শানিত সুরধারের ন্যায় ত্রুটিম করিয়া বলিয়াছেন।

তদেতৎ বক্রাপূর্ণং এতবৃহৎসং শাক্তউপাধীতঃ।

সেই যে এই ব্রহ্ম, ইহার আর কোন পূর্ণ কাথন নাই, ইনি অমৃত ও অভয়। শান্তচিত্ত হইয়া ইহার উপসনা করিবে।

ইতি প্রথমমধ্যে একাদশোধ্যায়ঃ।

মহাভারত

অনিপক

যট্টপঞ্চাশ অধ্যায়—আত্মীকপূর্ণ

১০৫ সংখ্যক পত্রিকার ১০ পৃষ্ঠার পর্ব।

জনমেজয় কহিলেন, এই ত্রাজ্ঞ কুমার বয়সে বালক হইয়াও বুদ্ধি ও জ্ঞানে বৃদ্ধ বৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। আমার মতে ইনি বালক নহেন, বৃদ্ধ। আমি ইহাকে বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। হে সমস্যাগণ! আপনারা এবিষয়ে যথাবিত্তি আদেশ করন।

সমস্যাগণ কহিলেন, ত্রাজ্ঞ বালক হইলেও রাজাদিগের মহামান্য; বিশেষতঃ যে ব্যক্তি বিদ্বান হন, তিনি বিশেষ মান্য। উনি মহারাজের সর্বপ্রকার বরদান পাত। কিন্তু যাহাতে নাগরাজ তক্ষক মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া ত্রায় আমাদেবর বশে আইসেন তাহাও চিন্তা করা কর্তব্য।

অনন্তর রাজা বরদানে উদ্যত হইয়া তুমি অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর, আত্মীককে ইহা কহিতে উপক্রম করিলামাত্র, হোতা অতি ছট্টিচিল্ডে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! তক্ষক এখনও আইসে নাই।

জনমেজয় কহিলেন, যাহাতে আমার এই কন্দ সমাপন হয়, এবং যাহাতে তক্ষক শীঘ্র আইসে আপনারা সকলে তবিষয়ে বিশিষ্টরূপে যত্নবান হউন; তক্ষক আমার

পরম শত্রু। ঋত্বিকগণ কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে যেক্ষণ কহিতেছে এবং যজ্ঞীয় হস্তাশনে যেক্ষণ ব্যস্ত করিতেছেন, তদ্বারা বোধ হইতেছে, তক্ষক প্রাণজীয়ে কাতর হইয়া ইন্দ্রের ভবনে অবস্থিতি করিতেছে।

গোহিত নয়ন, পুরাণবস্তা, মহাত্মা সূত পুঙ্কে যজ্ঞায়তন নির্মাণ করণে নিম্ন সস্তাবনা কহিয়াছিলেন, এক্ষণেও নরপতি কর্তৃক স্ত্রিজগাদিন হস্তায় কহিলেন, মহারাজ! বিপ্রগণ যাহা কহিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। পুরাণ শাস্ত্রে যেক্ষণ নির্দেষ্ট আছে, তনুসারে নিবেদন করিতেছি। দেবরাজ ইন্দ্র তক্ষককে এই বর নিবেদন, তুমি আমায় নিকটে থাক, ঋত্বিক তোমাকে দক্ষ করিতে পারিবেন না।

মহামন্ত্র দক্ষিণ রাঙ্গা শুনিয়া সাতিশয় যজ্ঞ হস্তানে এবং হোতাকে যজ্ঞ সমাপন করিয়া সপ্তর হস্তাবন নিমিত্ত সপ্তর ক-
রিতে লাগিলেন। হোতাও মন্ত্রোচ্চারণ পুঙ্কে তক্ষককে আশ্বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহানুভব দেবরাজ বিমান-
বাহন পুঙ্কে নন্দোম গুল উপস্থিত হইলেন; কলধরগণ, বিদ্যাপরগণ এবং অঙ্গরোগণ তাঁহার সমভিবাচারে আসিল, দেবগণ তাঁহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব ক-
রিতে লাগিলেন। নাগরাজ তক্ষক তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্রে বদ্ধ ছিল, সে ডয়ে উরিয়া হই-
য়া অত্যন্ত অসুখে কাল হরণ করিতে লাগিল।

রাজা তক্ষকের প্রাণদণ্ড করিবার নিমিত্ত একান্ত অধ্যবসায়াকাঙ্ক্ষ হইয়াছিলেন, অতএব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনর্বার ঋত্বিকদিগকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! যদি তক্ষক ইন্দ্রের ভবনে থাকে তবে তাহাকে ইন্দ্র সহিত হস্তাশনে পতিত করুন। হোতা রাজা জনমেজয়ের এইরূপ আদেশ পাইয়া ইন্দ্র সহিত তক্ষককে উদ্দেশ্য করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন।

হোতা এইরূপে আহুতি প্রদান করিলে দৃষ্ট হইল, ইন্দ্র ও তক্ষক ব্যাকুল হইয়া আকাশ-
মণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছেন। তথা হইতে গচ্ছ দর্শন করিয়া ইন্দ্র ব্যৎপরোনাসিত হইলেন এবং তক্ষককে পরিত্যাগ করিয়া আপন আসনে পলায়ন করিলেন।

এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র পুনরায় সপ্তাশ-
ন পর, তক্ষক ভয়ে অচেতন হইল। হস্তাশ-
নে যজ্ঞীয় অগ্নি সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া,
তখন ঋত্বিকগণ কহিলেন, মহারাজ! তো-
মার কণা বিদ্যি পুঙ্কে দেবরাজ হস্তায়, ত-
খন আপনি এই ব্রাহ্মণগণের ভয়ে পরমান
করিতে পারেন।

অনন্তর জনমেজয় আশ্ব কবে সবেদন
করিয়া কহিলেন, হে অশ্বমেধ ব্রহ্মণ্য
সম্পন্ন ব্রাহ্মণকুমার! আমি তোমাকে অনুকম-
পর প্রদান করিতেছি, তুমি আহুতি প্রদান
প্রার্থনা কর, যদি তাহা অদেয় ও বয় ত্যাগ
দান করিব।

ঋত্বিকগণ কহিলেন, মহারাজ! এ যজ্ঞ
তক্ষক তোমার বশে আসিতেছে; তাহা
কি ভয়ঙ্কর গর্ভন শনা যাইতেছে! নি-
শ্চিত বোধ হইতেছে ইন্দ্র তাহাকে পরি-
ত্যাগ করিয়াছেন; তাহাতেই যজ্ঞবাল
বিবল, অচেতন ও যণমান হইল, দীর্ঘ
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আসি-
তেছে।

নাগরাজ তক্ষক হস্তাশনে পতিত হই-
এমত সময়ে আত্মীক অবসর বুঝিয়া কহি-
লেন, রাজন্! জনমেজয়! যদি আমাকে বর
দণ্ড তাহা হইলে আমি এই প্রার্থনা করি,
তোমার এই যজ্ঞ রহিত হউক এবং সপ্তাশ-
নে আর এই যজ্ঞীয় হস্তাশনে পতিত
ন হয়।

রাজা এইরূপে প্রার্থিত হইয়া অশ্রান্ত
ক্রমে আত্মীকে কহিলেন, হে ব্রহ্মণ্য!
বয়, বজত, গো অথবা আর যাহা কিছু প্রা-
র্থনা কর, তাহা তোমাকে দিতেছি, আমার
যজ্ঞ রহিত করিও না; আত্মীক কহিলেন
রাজন্! আমি তোমার নিকট স্বর্ণ, বজত অ-
থবা গোধন প্রার্থনা করি না; আমার এই
মাত্র প্রার্থনা তোমার যজ্ঞ রহিত হউক।
তাহা হইলে আমার মাতৃকুলের মঙ্গল হয়।

জনমেজয় আত্মীক কর্তৃক এইরূপ নি-
বেদিত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা ক-
হিতে লাগিলেন, হে দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠ! তুমি তো-
মার বর প্রার্থনা কর, কিন্তু আমি কোন
মতেই অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না; তখন

বেদান্ত সদস্য বর্গ সকলে মিলিয়া রাজ্যকে কহিলেন, মতান্তর! ব্রাহ্মণকে প্রার্থিত বর প্রদান কর।

বিজ্ঞাপন

আনুষ্ঠানিক অনুমতি অনুসারে অদ্বৈত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দুই জন অধ্যক্ষ, এক জন সহকারী ও এক জন প্রত্নাধ্যক্ষের পদে বর্তমান হইয়াছে। অত্রকালে তৎকালে অন্য লোক নিযুক্ত করিবার নিমিত্তে আগামী ১৩ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গল বার মধ্যাহ্নে ৮ ঘটিকা বসয়ে ব্রাহ্ম মণ্ডলস্থে প্রতিপাতন পুঁজে বিশেষ সভা হইবে। সভায় মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর !
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

দশম জন সভ্যের অনুমতি অনুসারে অবগত করিতেছি যে নিম্ন লিপিত প্রস্তাব আগামী ১৩ জ্যৈষ্ঠ নিবর্তনীয় বিশেষ সভায়ে বিচারিত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর !
সম্পাদক।

প্রস্তাব

শ্রীমতঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
সংস্পর্শে।

সম্মিলিত বিবেচনায় মিতঃ

আমাদের নিজের এই প্রস্তাব আগামী বিশেষ সভাতে উপস্থিত করিবেন। তৎকালেই মঙ্গল নিয়ম সংশোধন করা আবশ্যিক হইবে। অত্রকালে সভ্যের বিবেচনায় জন্ম শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিতঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত রামস্বামী মঙ্গোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়সুন্দর দেবের প্রতি সভ্য অর্পণ করা যায়। উৎসাহে নিয়ম সংশোধন পূর্বেক তদ্বিষয়ে অধ্যক্ষবর্গের অতিপ্রার্থ লইয়া কোন বিশেষ সভাতে সভ্যবর্গের প্রায় জন্ম উপস্থিত করিবেন ইতি। ২৮ বৈশাখ ১৩৩৪

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| শ্রীমদেবের শর্মা | শ্রীদেবকুমার দেব |
| শ্রীমদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | শ্রীনবীনকুমার মঙ্গোপাধ্যায় |
| শ্রীদেবকুমার দেব | শ্রীপারিমাছন্দ মঙ্গোপাধ্যায় |
| শ্রীস্বর্নচন্দ্র মল্লী | শ্রীসত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় |
| শ্রীস্বর্নচন্দ্র মল্লী | শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মল্লী |
| শ্রীস্বর্নচন্দ্র মল্লী | শ্রীকালীকান্ত দেব |

**কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৩৩৩
শকের চৈত্র মাসের
আয় ব্যয় বিবরণ**

আয়

| | |
|----------------------------|----------|
| দানপ্রাপ্তি | ১৪১/১০ |
| ব্রাহ্মসমাজ পুস্তক বিক্রয় | ১১০ |
| গত মাসের স্থিত | ৪৪৩/১০ |
| | ৬৬৪ (১০) |

ব্যয়

| | |
|-------------------|--------|
| কর্মচারিগণের বেতন | ৫৭/০ |
| বিবিধ ব্যয় | ২১১/১৪ |
| | ২৬৮/১৪ |

স্থিত

| | |
|------------------------------|--------|
| মগস | ৪৫৭/১০ |
| অন্যস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কাগজ | ৫০০ |

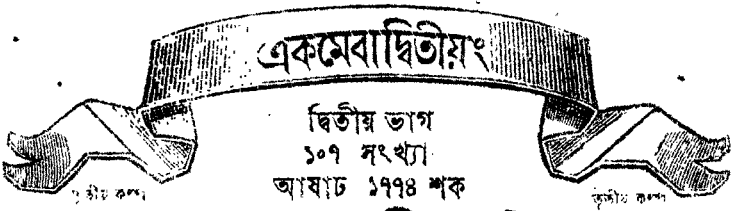
দানপ্রাপ্তির বিবরণ

| | |
|------------------------------|--------|
| শ্রীমতঃ ব্রাহ্মসমাজের বসু | ১ |
| শ্রীযুক্ত মদনসুন্দর ঘোষ | ১৬ |
| শ্রীযুক্ত মনোমোহন উট্টাচার্য | ১ |
| শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দেব | ১২ |
| শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে | ৩ |
| দানার্থের প্রাপ্ত | ২১/১৫ |
| | ৪৪১/১৫ |

বিজ্ঞাপন

আগামী ৪ জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে মোড় সাহেবাবাদ, তত্ত্ববোধিনী সঙ্ঘের কার্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ জ্যৈষ্ঠ দুইসপত্তিয়ার লগ্নে ১৩৩৩। কলিকাতা ৪২৪৩।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

একমেবাদ্বিতীয়ং নামকোৎকর্ষকঃ শিক্ষা কল্পোপায়তরুণ নিরুক্তং তদোক্তোক্তিত্রিবিধি
 গ্রন্থ পরামর্শে তদকরমপিত্রম্যতে

পত্রিকার প্রকাশক শ্রী বাসুদেব চন্দ্র শর্ম্মা

স্বপ্নদর্শন

আমি কি দেখিলাম! এমত অদ্ভুত স্বপ্ন
 দেখিয়া দেখি নাই। এমত কলরব-পরিপূর্ণ
 কোমল স্বপ্ন হইতে কেতখাত দুটি কবি নাই।
 এমত স্বপ্নে তুমি পুস্তকের মধ্য হইতে এক গা-
 রুত গো মনের দপুকা পর্কহ দর্শন করিলাম।
 সে পর্কহ এক উচ্চ, বেতনবর শিখর ম
 ত্রোম প্রত্যয় সেম সমসাম ত্রোম করিয়া উঠি-
 য়াছে। তাহার পাশ্বেশ অত্যন্ত বন্ধুর
 ও ছাত্রবৎসব: মনুষ্য ব্যতিরেকে আর কোন
 জন্তুর তপায় আরোহণ করিবাব সমর্থনা নাই।
 আমি অতিশয় কোতুহলাক্রান্ত হইয়া কখন
 ও উদ্মনেহ পর্কহের প্রতি এনদ্রষ্টে নুষ্টি-
 পাত করিতেছিলাম, কখনও বা স্নোক সমা-
 বোধ এবং তাহারদের নানা প্রকার চণ-
 ঢেষ্ঠী, উৎসুক্যানি নিরীক্ষণ ও পর্যায়ো-
 চনা করত ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছিলাম।
 এই অশাস্তর্ষা অদ্ভুত বাগাভের তা-
 দ্যস্ত, কিছুই অনুভব কবিত্তে না পারিলাম।
 যমগ হইতেছিলাম, এমত কালে এক পরম
 সুন্দরী বিদ্যাধরী আমার ললাটদেশে বিনীত
 করিয়া বহির্গত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ স্বা-
 মার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগি-
 লেন, 'তুমি কি চিন্তা করিতেছ, এই প্রশস্ত
 ক্ষেত্রের নাম কাম-ক্ষেত্র, এ মহাশৈলের
 নাম কীর্তীশাল, উচ্চর শিখর দেশে কীর্তী-

দেবী অধিক্ত আহেম; যাবদীয় কীর্তী-
 দেবকেরা তাঁহার সেবার্থে তৎসম্মিগনে
 মন কবিত্তেছে।' বিশ্বাসরী সমীপে যে
 শূড় সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি অগার আ-
 নন্দ অনুভব করিলাম, এবং বহিঃস্বাম: 'দেবি
 তোমার অনস্ত্র্যবিত অনুগ্রহ লাভ করিয়া
 আমি কৃত্যত্ব হইলাম, এক্ষণে যদি অত্য-
 শ্রদান কর, তবে একটি কথা দ্বিজ্ঞাসা করি
 তুমি কে, আমাকে বিশেষ করিয়া বল।'
 তিনি কহিলেন, 'আমি বিদ্যাধরী, অমর
 নাম প্রজ্ঞা, তোমাকে অভ্যস্ত চিন্ত্যক
 দেখিয়া এখানে আবিভূত হইয়াছি। যদি
 কীর্তীদেবীর মুষ্টি ও কীর্তীসেহকাদি
 কে, হক দর্শন করিবার বাসন: থাকে, তাগাম
 মর্মম্ভব্যাহারে আগমন কর, সমস্ত দর্শন করা
 ইব।' আমি তাঁহার এই আশাস-দ্বারা
 বিশ্বাস করিয়া পরম পুনকিত চিত্তে তাঁহা
 অনুবর্ত্তা হইবামাত পর্কহত শূড় হইলে
 এম বংশী ধ্বনি হইতে লাগিল। তাহার
 সেই সুধাময় মধুর রব বাহারদের কণকুণ্ড-
 লবিন্ট হইল, তাহার একবাহুর মুক্ত হস্ত
 পেল এবং তাহারদের চিত্ত ক্রমিতে অমি
 ক্রমণীয় আনন্দ-নীল নিসেক ও অশেষ
 ওমা-হরপ্র উখিত হইতে লাগিল। তাহার
 তাহারদের মধ্য-মস্তক এমন পৌরুণ ও উজ্জল
 হইয়া উঠিল, যেবাৎ হইল, এম তাহার

মরণ-ধর্ম-শীল মানব স্বভাব অতিক্রম করিয়া অমর ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু, কি আশ্চর্য! সেখানে যে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল, তথ্যে অনেকেই সে সুখাসিত্য কাহারও জ্ঞান করেন নাই। আর কৃত্তকু ফলি লোক অশ্রু অশ্রু প্রদান করিয়াও তাঁদের স্বাদ গ্রহণ করিয়া সুখানুভব করিতে সমর্থ হইতাই। ইহাতে আমি অত্যন্ত সম্বলিত হইয়াছিলাম। পরমায়াসী বিদ্যাপরম্পর ও বিশ্বাসের কারণে জিজ্ঞাসা করিতে, তিনি উত্তর দিলেন “এ বৃহৎ পুস্তকের পক্ষপাতি যে তিন প্রত্যক্ষপক্ষত দৃষ্টি করিতেছে, তাহার এক এক পক্ষতে এক একটা মঞ্চ বাস করে। তাহার বেব-হুয়া বেশ ভূষা পরিয়া এক এক নিবিড় নি-কুণ্ডে অবস্থিত পুস্তক লোকের অধিকরণ আকর্ষণ করে। সেই তিনটা মঞ্চ বাহার-দের অস্ত্রধারণ অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। তাহার অন্য বিচারে মনোপযোগ্য করিতে সমর্থ নহে। তাহাদের নাম কি জানি? অ-জান, অজান ও অজান। বিদ্যাপরম্পর বাহা বসিলেন, কৃত্তকু তাহাটী প্রত্যক্ষ হইল; সকল জাতীয় যাবতীয় মীন-বৃষ্টি অকর্মণ্য বাহান মনুষ্য তরুণ হইতে সেই কুটিল-স্ব-ভাব বিশ্বাসের প্রকৃষ্ণের কুমন্ত্রণ জ্ঞান করিয়া তাহাদের প্রেরণায় বাহা মুক্ত হইল, আর উদার হৃদয় মনুষ্যেরা সৌভাগ্যে সৌভাগ্যে দেবীর বাণী স্বীকার করে, মহোৎসাহে প্রকাশ পুস্তক স্বতন্ত্র মনস্ক হইয়া মহাশয় আয়োজনার্থে উদ্যত হইলেন। সেই সুখা-ময় মরণ ধর্ম উদারদের কণ্ঠস্থ হইতে প্রকৃষ্ণ হইল, তাহাটী মর্ত্যে বাস হইল। তা-হাদের উৎসাহ-শক্তি প্রকৃষ্ণ করিতে লাগিল।

যেখানে, তাহার অত্যন্ত উৎসাহ স-চকাবে পুস্তকোক্ত পক্ষত আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। যে যে বস্তু সমাধিব্যাহারে লইলে সেই পক্ষত আয়োজন করিতে সমর্থ হইয়া যায়, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কোন না কোন বস্তু সঙ্গে করিয়া চলিলেন। কেহ একখানি শাগিত প্রাণ্ড তরবার, কেহ কোন পরিমাণী পুস্তক, কেহ একটি সুন্দর দুর্বা-

দ্বয়, কেহবা এক গোল বস্ত্র, ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক এক সামগ্রী সঙ্গে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেখি, মনুষ্য-নিরচিত প্রায় সমুদায় প্রধান প্রধান দ্রব্য তথায় সংগৃহীত হইয়াছে। যাত্রীরা সকলে নামা ভাগে বিভক্ত হইয়া নানা পথে আ-রোহণ করিতে লাগিল। অনেকে একপ ম-ক্ষীর্ণ ক্ষুদ্রতর পথ অবলম্বন করিলেক, সে তদুদার শিখর পর্যন্ত আরোহণ করিবার স-ত্ত্বপন্ন নাই, কিরদূর উত্তিরাই স্থগিত হইতে হয়। ভ্রমপ্রণয় গিপ্পকার ও প্রকৃতকারি-গের মধ্যে বহুতর ব্যক্তি এই সকল মক্ষীর্ণ পথের পথিক হইয়াছিলেন।

অমরদের বামপার্শ্বে অন্য এক সম্প-দায় মনস্ক করিলাম, তাহার অতি কুটিল বস্তুর পথ অবলম্বন করিতে সক্ষম লিগ্ধম হইয়া, বিপদগামী হইতেছিলেন। ইহা-তে দেখি, তাহার পরিশ্রম ও কষ্ট-মক্ষতা বিষয়ে অন্য কোন সম্পদায় অপেক্ষায় তান না হইয়াও অধিক দূর আরোহণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। কেহ কেহ অনবরত এক প্রহর কাল ক্রেশ করিয়া যত দূর উখিত হইয়াছিলেন, সক্ষম একবার গদাখলন হই-য়া নিমেষমাত্র তাহার দিগুণ পথ অধো-গমন করিলেন। দেখি, রাজ-নিয়ম-বাব-সায়ি কত শত সুবিখ্যাত ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তাহাদের নামস-জ্ঞানের সিংহাসন ধরণ করিয়া চতুরতা ও ধূর্ততাকে প্রদান করেন।

এই সমস্ত আদৃত বাপার মনস্ক করিতে করিতে অনেক দূর আরোহণ করিলাম। আরোহণ করিয়া দেখি, পক্ষতের পার্শ্ববর্তি অন্যান্য যত পথ দৃষ্টি করিয়াছিলাম, সম-দায় আসিয়া ছুই প্রশস্ত পথে মিলিত হই-য়াছে, সুতরাং সেই প্রশস্ত পথের সমুদায় যাত্রী এই ছুই বৃহৎ পথ প্রবেশ পুস্তক ছুই বৃহৎ সম্পদায় হইল।

এই ছুই প্রশস্ত পথের প্রবেশ-দ্বারের অনতিদূরে এক এক ভীষণাকার যক্ষ সংখ্যা-নাম ছিল। তাহার এক জন্ম ধূর্ত-বর্ণ, দীর্ঘ-দন্ত, কুটিল-নেত্র এবং জল-সিঁদুর-মা-টা-

*পুস্তকোক্ত এই প্রকার রূপ বর্ণনা আছে।

হার হস্তে এক ভয়ঙ্কর লৌহ-দণ্ড ছিল, যত ব্যক্তি তাহার সম্মুখবর্তী পথ দ্বারা গমন করিতেছিল, তাহারদের সকলেরই সম্মুখ-ভাগে সেই দণ্ড ঘন ঘন ঢালাই করিতে লাগিল। খলোকে তাহা দেখিবামাত্র ভয়ে কম্পমান হইয়া পশ্চাৎপাশে প্রত্যাবর্তন পূর্বক "মৃত্যু" "মৃত্যু" বলিতে চীৎকার করিয়া উঠিল। আদর্শ যক্ষ বিচার পথের নিমিত্তপক্ষে ছিল, তাহার নাম যের। তাহার হস্তে বম-দণ্ডের নামে যেমন সাংঘাতিক অস্ত্র ছিল; তাহাও বটে, কিন্তু সে যেপ্রকার বিকট-মৃত্যু উৎসাহিত মুখভঙ্গি ও বিক-পূর্ণিত মুচ্চ-পথে পরে পরিবাদ আরম্ভ করিল, এবং অতি দুঃখমত ক্রুদ্ধ প্রদর্শন পূর্বক সকলের প্রতি যেরূপ নিশ-সূক্তি করিতে লাগিল, তাহাতে যক্ষ-সম্প্রদায় তাহাকে ভয়ানক ক্রম হইল। এমন কি, তাহারদের সমভিব্যাপারি-মাত মাত মাত্র তাহার আকার দর্শন ও বাক্য-প্রদান ভয়েমাত হইয়া শৈথিল্যরোগে নি-লেগল। এই দুই-কক্ষ-সভার যক্ষ দৃষ্টি করিল, আদর্শ যেরূপ হ্রস্বকম্প উপস্থিত হই-ল, তাহাও বসিবার নহে। কিন্তু পূর্বোক্ত বংশী-বুনি পুনঃ পুনঃ বর্ণনাচার হওয়ারত অজি-নব উৎসাহ সঙ্গার ও সঙ্কম বৃদ্ধি হইল, এবং বঙ্গলা জয়-ভূমি ভীষণতঃ রূপ কুঙ্ক-টিকা হস্তে ক্রমে ক্রমে নিমুক্ত হইতে লা-গিল। বঙ্গারদের হস্তে প্রথর ভববার ছিল, তাহারা স্ফটিক পূর্বক দর্প করিয়া এবং মোস্ত্রপথে প্রবেশ করিলেক। অবশিষ্ট সম্বন্ধি-বিশিষ্ট শিষ্ট ব্যক্তি সকল দ্বিতীয় পথ অবলম্বন পূর্বক অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে গমন করিতে লাগিলেন। প্রথমে উভয় পথেই কিঞ্চিৎ কষ্টদায়ক বোধ হইল, পরে যখন পূর্বোক্ত যক্ষদের আধারদের দৃষ্টি-বহি-ভূত হইল, তখন উভয় পথেই তত্তৎ পথের পথিকদিগের সতিশয় সুখদায়ক বোধ হই-তে লাগিল। যদিও আমি দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু দুই হইতে প্র-থম পথের ভাব ও তদীয় যাত্রিদিগের বা-হার অবলোকন করিলাম। বলিতে কি, তাহা কোন মতেই আমার মনঃপূত ও পরি-শুদ্ধ বোধ হইল না।

তখনকার, আমরা পরম প্রাণের সহিত সুমধুর বংশী-স্বর শ্রবণ পুরস্কেস অর্থাৎ উৎসাহ সহকারে মুচ্যাক কীর্তিনাম উৎসাহ হইয়া করিতে লাগিলাম। পথমধ্যে প্রায় সন্ধ্যায় দুই একবার বিপাকান্ত শব্দেই গেল, কিন্তু তাহার প্রায় পর্যায়ে গমন করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, এবং ক্রমে ক্রমে ক্রুদ্ধকায় হইতে শিথিলদেশে উপনীত হইলেন। তাহারা যেস্থানের কি অপূর্ণ শোভা! কি মনোরম ভাব! তাহার মুচ্যাক শোভা এখনও আমার চিত্ত পটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেস্থানের সুমন্দ সুগন্ধ স-মাপক নিরুপম সুখদায়ক! তাহাও প্র-ত্যেক শিল্পেণ ও প্রতিবারের নিশান স-ক-কারে সর্বদা সুখিমন মুখ-সংকার হইতে লাগিল। আমাদের বোধ হইল, যেন কি অনির্কটনীর অন্তঃরসে প্রতিমিত হইতো। তৎ প্রদেশের আর এক অপূর্ণ গুণ আছে, শুনিলে সকলে চমৎকৃত হইবেন। তাহাও দণ্ডায়মান হইয়া যক্ষ পূর্বকৃতঃ সমস্ত মত-স্বরণ করা যাব, ততই অস্ব-করণ আনন্-দীনে নিমগ্ন হইতে থাকে। আমরা ইত-স্তত পদচারণ পূর্বক সন্ধ্যাবেগে এক অপূর্ণ অট্টালিকা অবলোকন করিয়া তদতিময়ঃ-বাক্য করিলাম। তাহার বহির্দ্বারোপরি "কী-র্তিনিকेतন" এই দুই শব্দ বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাহার চারি দিকে চারি রৌপ্যময়-মুদ্রবর্ণ-কবচ-সংস্কৃত প্রস্তম্ব দ্বার আছে, এবং তাহার অভ্যন্তরে প্রতিদেবী এক মুচ্যাক সুবর্ণময় সিংহাসনে উপবেশিত হইয়া অনবরত বংশী বাজন করিতেছেন। যাত্রিগণ শ্রবণ করিয়া হর্ষ-সম্পাদে অবগাহন করিলেন, এবং নামো সম্প্রদায়-বিভক্ত হইয়া সানন্দ মনে উৎসাহ সহকারে কীর্তিনিকेतনে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। প্রতি দ্বারে পুরাতনবেস্তা নামে কতকগুলি পণ্ডিত অবস্থিত ছিলেন, তাহারা অনেক ব্যক্তিকে সমভিব্যাপারে কবিয়-মর্ডায়ণে ঘাইয়া গেলেন। তন্মধ্যে অ-নেকে তাহারদের সহায়ত, ব্যক্তিরকে ক-বায় প্রবেশ করিতে বদাঙ্গি সমর্থ হইত না। এইরূপে, ভূমণ্ডলের চারি পথে

বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির চারি দ্বারা প্রবেশ করিলেন; আমিও পরম বেদান্তবিশিষ্ট হইয়া কীর্ত্তিমিকেতন প্রবেশ পুরস্কার সমস্ত সম্বর্ধন করিতে প্রস্তুত হইলাম। দেখিলাম, কীর্ত্তিদেবী স্বর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট পালিশ সফসকে দ্বাি সহস্র সয-ক্ষনা পূর্বক মুমূর্ষব স্বরে গুরু এক আসন গ্রহণ করিতে কহিলেন, উৎকর্ণাৎ তাহার স্ব স্ব মর্ত্যমানুধারে এক এক আসনে উপবেশন করিগেন। কীর্ত্তিদেবীর পরম পবিত্র মুরমা শোভা দর্শন, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খের সুগন্ধ সুদুরভাস পৌরিত গ্রহণ এবং তাঁহার সুবাসিত্ত মুমূর্ষব বশীরব শ্রবণ করিয়া সকলে মোহিত হইল। তাঁহার অস্ত্রের সৌগন্ধে দেশান স্তম্ভিত হইল। আমি ইতস্ততঃ পদচারণ পূর্বক এক এক দিকের এ এক একের মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিয়া পূজকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলাম। দেবীর লম্বাশর্ষে কতিপয় দাঁষ-কায়, বৃহৎক্ষ-মতরল-পরাক্রাশ, বীর্যপদবীর্যবিশিষ্ট মনুয্য প্রেয়সিক হইয়া অকৃত্যভাষে উপবিষ্ট আ-ছেন। তাঁহারদের মনস্ত্রীতে মাহন ও উৎসাহের অনুপ্রাণ বক্ষণ সঙ্গীতরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আমি কোন কোন বর্ণিত ব্যক্তির প্রতি স্পষ্ট প্রকাশ পূর্বক অত্যন্ত উৎসাহে সহকারে এক দুইতে দুটিপাত করিয়াছিলাম ইহা কহিয়া আমদের সমভিব্যাহারিণী বিদ্যাপরী বহিলেন, "জান না, ই-হার ভারতবর্ষে কয় গুণ করিয়া প্রত্য-কট গুরু বাপার অনুপ্রাণ করিয়াছেন। স্বর্ধনীমণ্ডলে তাঁহারদের পাশের ও কৌরব পদবীর্য প্রারিত আছে।" কিং প্রবল-প্র-ত্যাপ্রিত, মনু হৃদয়-বিশিষ্ট, কতিপয় বি-দেশীয় ব্যক্তিকে সেই প্রেয়সি প্রদান আসন স্বধিকার করিয়াছেন। বিদ্যাপরী তাঁহারদের নাম ও গুণ কহি করিলেন, কিন্তু বিদেশীয় যোকার নাম উক্তমরূপ শরণ পক্ষে না। এক জনের নাম দুর্গি আসন-গ-জাগুর, এক জনের নাম সীতল, আর এক জ-নের নাম সানিবাল ইত্যাদি। যে সমস্ত পু-রাত্ত্ববিৎপতিতের। এই সকল ব্যক্তিকে সফ-ভিব্যাহারে করিয়া সন্মানিত হইলেন, তাহার

এক এক ব্যক্তির পার্শ্বস্থলে অবস্থান পূর্বক কীর্ত্তিদেবীর সমীপে তাঁহারদের পরিচয় প্র-দান করিতে লাগিলেন; এবং সেই সুযোগে আপনারাও পরিচিত হইলেন। কীর্ত্তিদেবীর দক্ষিণ পার্শ্বের ভাব আর এক প্রকার। তথায় যে সমুদায় মহানুভাব ম-নুয্য বিরাজিত ছিলেন, তাঁহারদের প্রকল্প মুখমণ্ডল অবলোকন করিলে শোকাক্তর বি-ষম ব্যক্তির অন্তঃকরণও একবার প্রকল্প হ-ইতে পারে। তাঁহারদের সহস্রা বসন, সা-রলা-স্বভাব, সুধাময় সরস বাণী, এবং আন-ন্দোৎকল্ল চক্লস নোচন প্রত্যক্ষ করিয়া আমি প্রীতি রূপ অমৃতরসে অভিভুক্ত হইলাম। তাঁহার। কীর্ত্তিদেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এবং কতিপয় পরম সুন্দরী প্রিয়মানিনী রমণী চিত্রবিচিত্র অপূর্ব পরিচ্ছদ ও গরম শোভাকর মনোহর আল-স্কার ধারণ পূর্বক তাঁহারদের সমভোগিনী স্বরূপে অবস্থিত করিতেছিলেন। তাঁহা-দের কবি পদবীর্য সর্বত্র প্রচলিত এবং তাঁহা-রদের লক্ষ্যগিনী রমণীরা রাগিনী বলিয়া সর্বস্থানে বিখ্যাত। পূর্বোক্ত বীরগণ যেমন এক এক পুরাত্ত্ববিৎপত্তের সমভিব্যাহারের তথায় প্রবেশ করিয়াছেন, কবিদিগকে সেক্ষণ কাহারও অনুকূল্যে আপেক্ষা করি-তে হয় নাই। বরং তাহার।ও অনেকাংশে বী-যাসন ও গুণবান ব্যক্তির কীর্ত্তিমিকেতন প্রবেশ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁ-হার। সকলেই স্ব স্ব-প্রধান; তাঁহারদের চতু-স্থিত পুণ্ডরিকের কেমন মনোহারিনী শক্তি আছে, তাহা বানো তাহা দেখিবা মাত্র তা-হারদিগকে যত পূর্বক পথ প্রদান করি-ছিল। ভূট শ্মশ্রুধারি, সহস্রা-বসন, প্রা-চীন পুণ্ডরিক এই প্রেয়সি মধ্য-স্থল-বর্ত্তি অপূ-র্ব সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। প্রাচীনের মধ্যে এমন সুন্দর পুণ্ডরিক আর দৃষ্টি করি নাই। বিদ্যাপরী বহিলেন, এক জনের নাম বাল্মীকি, আর এক জনের নাম হৌসর। দক্ষিণ ভাগে হৌসর এবং কাহার বাম ভাগে বাল্মীকি এক এক স্থানি পরম রমণীয় পু-ণ্ডরিক হইতে করিয়া অবস্থিত করিতেছেন। বাল্মীকির বাম পার্শ্বে এক পরম রূপবান

যুবা পুরুষ চিত্তের পরিচ্ছন্ন পরিধান পূর্বক নানা-বর্ণ-বিভূষিত কুমুদামনে উপবিষ্ট আছেন, এবং তদীয় সৌরভে সর্বস্থান আনন্দিত করিতেছেন। তিনি না কি উচ্চ-য়িনী নিবাসী মূপতি বিশেষের সভাসদ থাকিব, নূপতি অপেক্ষাও শত গুণে কীর্তিদেবীর প্রিয়ণায় হইয়াছেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে মাঘ, ভারবি, ভবদুতি, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি স্ব স্ব মর্যাদানুসারে যথাক্রমে এক এক শোভকের আসনে উপবিষ্ট আছেন। কিন্তু রক্ত বাল্মীকির যেকপ স্বভাব-সিদ্ধ মনন কাব ও অকৃত্রিম আশ্চর্য শোভা, তাঁহারদের কাহারও মেকপ নছে। তাঁহারদের উত্তম শোভা আছে তাঁহার সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকেরই শরীরের সৌন্দর্য অপেক্ষায় বঙ্গালঙ্কারের শোভা অধিক। কেহ কেহ আপন আপন পরিচ্ছন্ন এ প্রকার কুটিল ও দ্রুটিল করিয়া ফেলিয়াছেন, যে যথায় ও অনেক কক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া না দেখিলে, তাঁহারদের যৎকিঞ্চিৎ যে সৌন্দর্য আছে তাহাও দুষ্টি-গোচর হয় না। এদিকে কোমরের পার্শ্বে বর্জিল ডেটী, মিল্টন, হেক্সপির প্রভৃতি শত শত রসাত্মক চিত্র মুদ্রিত কবি অবস্থিত আছেন। এই ক্ষেত্রের সত্য্যচার্য্য অপূর্ণ শোভা অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ একেবারে মোহিত হইল।

ইঁহারা সকলে বিচিত্র কথা প্রসঙ্গ কাল যাপন করিতেছিলেন, তন্মধ্যে বাল্মীকী ও কালিদাসের একটি কথা শ্রবণ করিয়া স্মৃতিশর ছুঁষিত হইলাম। তাঁহার কহিলেন, আমাদের স্বজাতীয় নব্য সম্প্রদায়ি বহু ব্যক্তি আমাদেরিগকে যথোচিত আদর অবদান না করিয়া ভিন্ন জাতীয় কবিদিগকে নানা উপচারে পূজা করিয়া থাকে। তবে সুখের বিষয় এই, যে ভিন্ন জাতীয় পণ্ডিতেরা আমাদের যথার্থ মর্যাদা জানিতে পারিয়া বিশিষ্টরূপে জ্ঞান স্বীকারের যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন। দেখ, তাঁহারি আমাদেরিগকে যে প্রকার প্রকৃত পরিচ্ছন্ন প্রদান করিয়াছেন, আমরা অস্বাভিক্রমে সে প্রকার পরিধেয় পরিধান করি নাই। এখন তদ্রূপে

স্বজাতীয় নব্য ব্যক্তিরিগকে কেহ কেহ আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রীতি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিতেছেন।

অতঃপর, তাঁহারি কীর্তি দেবীর সমুদয়-বর্জি সিংহাসন সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারদের বিদায় বর্জন করি। তাঁহারি সকলেই প্রায় প্যানে মদ্র, এবং সকলেরই সপট দেয় প্রসস্ত। পূর্বে তাঁহারিগকে মক্কা-গোক্ষা প্রজ্ঞানন্দ ও উচ্চিত্ত-জ্ঞান জ্ঞান ছিল, তাঁহারদের সকলকেই সেই স্থানে দুষ্টি করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম। বাঁহারা ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিদ্যা বিদ্যে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারদের সকলেরই সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। তথায় আমার সাতিশয় প্রজ্ঞানন্দ অর্ঘ্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মস্পষ্ট ও ভাস্করচাৰ্য্য অন্মান তাহে বিরাজ করিতেছেন। প্রথমে মহাশয় আর্ঘ্যভট্টকে কিছু মুন ও বিদ্যে দেখিয়াছিলাম, পরে অক্ষয় ও তাঁহার গৃহমণ্ডলে প্রকুল হইতে দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহার কোন শ্রিয়ন্তর মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। বাস্তবিকও, তিনি কতিপয় অসামান্য হীর্ষজিন্সম্পন্ন মহানুভাব মনুষ্যের প্রতি অঙ্গুলি নিদেধ করিয়া কহিলেন, "পূর্বে কেহই আমার যথার্থ মর্যাদা অবগত হইতে পারেন নাই সুতরাং আমার কথায় আস্থা ধরে। ঊরে থাকুক, অত্যন্ত অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরন্তু এই সমস্ত বিদেশীয় বন্ধু আমার অধিপ্রায় অবলম্বন করিয়া আমার শ্রম সার্থক ও গুণ উচ্ছল করিয়াছেন।" তিনি যে সমুদায় বিদেশীয় পণ্ডিতকে অঙ্গুলি নিদেধ দিয়া লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তাঁহারদের পরিচয় প্রাপ্তার্থে পরম কৌতুহল্যক্রান্ত হইয়া আমার সমস্ত ব্যাহারিণী বিলাম্বরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, এক জনের নাম কোর্নিস কস্, এক জনের নাম পেলিসিয়, এক জনের নাম মিল্টন ইত্যাদি। এই শ্রেয়োক্ত নাম শ্রবণ মাত্র আমার অন্তঃকরণ পূর্ণ হইল।

* আর্ঘ্যভট্ট পৃথিবীর আর্জক গাও বর্জক কবি-
তেন, কিন্তু তাঁহার পরে বরাহমিহির প্রভৃতি প্রকৃতি
তাঁহার স্বীকার করেন নাই।

ও শরীর লোমাক্রান্ত হইয়া উঠিল। পূর্বে ইহাকে পৃথিবীর মাতৃভীর মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ ছিল, এবং এখানেও দেখিলাম, ইনি সর্বাপেক্ষা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছেন। তথায় বেদধ্যাস ও শঙ্করাচার্য এবং প্লেটো ও বিদ্যোৎসবসকলও দৃষ্টি করিলাম। প্রথমে তাঁহারা সকলের মধ্যস্থলে মণ্ডলীর করিতেছিলেন, পরে ডুমওলের পশ্চিম-পশ্চিম-বিবাসি কতকগুলি নব্য গ্রন্থকারের আশ্রয় মঞ্চ-ভ্যাগতি সম্বন্ধ করিতে না পারিয়া এক পার্শ্বে গিয়া অবস্থিতি করিলেন, এবং এই সমস্ত গ্রন্থকর্তা তাঁহারদের আসন অধিকার করিয়া লইলেন।

এইরূপ কত জাতীয় কত গুণবান ও বিদ্যাবান ব্যক্তিকে একত্র দৃষ্টি করিলাম, তাহার বর্ণনা করা চুকুর। সকলের আপন আপন গুণ ও নব্যানুসারে আসন গ্রহণ মস্তব্য হইলে, তাঁহারা পরস্পর ক্রমে একে একে কাণ্ডিদেশীয় প্রতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্মধ্যে কেহ কহিলেন “হে দেবি! আমি সোক্রেটসকে শিক্ষা দানার্থে সাময়িক ও কারিক ক্লেস করিয়া শরীর ক্রিষ্ট এবং অশুদ্ধকরণ নিকীর্ণ করিয়াছি। কিন্তু অনেকেই তদর্থে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, এবং কেহই তাহার পুরস্কার প্রদান করে না। অতএব, হে দেবি! তোমার শরণাপন্ন হইয়া নিবেদন করিতেছি, তোমার সানুগ্রহ কটাক্ষপাত ব্যতিরেকে ডুমওল আমার আর কোন পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।” কেহ কহিলেন “হে দেবি! আমি কেবল তোমার সোমাদ লাভপ্রত্যাশায় এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, এবং অক্লান্ত জ্ঞানরণ পূর্ষক মনোহর কাব্য প্রস্তুত করিয়াছি। অতএব, হে দেবি! আমার প্রতি সন্মত করিয়া পাচ কর।” যে সমস্ত মহা মহাবীর দেবীর বান ভাগে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ শব্দ আরম্ভ করিলেন “হে দেবি! আমরা কেবল তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ধোরতর সঙ্কট সমুদয়ে পতিত হইয়াছি। তোমার নিমিত্ত কতকত বন্দন, যোগিক-ধর্মাব প্রবৃত্ত করিয়াছি, কত শত প্রকার অধিঃসমস্ত করিয়া দক্ষ করিয়াছি,

এবং কত জাতির আধীনস্থ রত্ন হরণ করিয়াছি। অতএব, হে দেবি! অতঃপর তোমার পাদপদ্মে স্থান দান কর।” আমি শে-বোস্ত্র লোকদিগের স্তোত্রী সমুদায় শ্রবণ পূর্ষক অত্যন্ত মুগ্ধিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম, কি? ইহারদের মধ্যে অনেকে কীর্তিদেবীর সেবার্থে সর্ব-দেবনীয় দেবদেব ধর্মাকে অবহেলন ও কীর্তিশেল আ-রোহণার্থে পরম পবিত্র ধর্ম্মাচল পরিভ্রাণ করিয়া আসিয়াছেন? ইতিমধ্যে আমার স-মভিব্যাহারিণী কিতকারিণী বিদ্যাবধী কহিলেন, “তুমি কেন এই নিকেতনের এক আসন গ্রহণ করিয়া উপবেশন কর না?” আমি কহিলাম, “বিদ্যাবধী! তুমি মানুষুল হইয়া আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা শি-রোধার্থ্য। কিন্তু তুমি যখন স্পৃহা না থাকিলেই বা কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এ স্থানে উপস্থিত হইবে? কিন্তু যে সুখ্যাতি সৌরভ প্রচার পরের বাগিঞ্জয় পরিচালনার উপর নির্ভর করে, তাহার নিমিত্তে কোন স্বর্গ দান বিসঙ্কণু দেওয়া উচিত নহে। আমি কীর্তি দেবীকে কোন ক্রমে অশ্রদ্ধা করি না এবং তাঁহার প্রসাদ লাভার্থে ব্যাকুলও নহি। আমি যে দেবতার মত দুর সেবা করা উচিত তাহা করিব এবং দেবাধিপতি ধর্ম্মের অক্ষয়মাণ নিয়ত নিযুক্ত থাকিব। ইহাতে কীর্তিদেবী আমার প্রতি অনুকূল হইয়া রূপাকটাক করেন, আমি সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ পূর্ষক তাঁহাকে হৃদয় বাসে স্থান দান করিব। নি-স্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক থাকিবা যদি বাবতীয় লোকের অজ্ঞাত থাকি সেও ভাল, পাপক-লঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া কীর্তি লাভের অতি-লাঘী নহি।”

এইরূপ চিন্তার বেগ প্রবল হওঁতে আমি সহসা জাগ্রিত হইয়া উঠিলাম। এ-খন ক্ষেত্র উন্নীলন করিয়া দেখিতেছি, কো-থায় বা কীর্তিশেল, কোথায় বা কীর্তিনিকে-তন, আমি যে সমস্ত অতিব্রহ্মের পরম পূজ-নীয় মুক্তি ধর্ম্ম করিলাম, তাঁহারাই বা কোথায়? পূর্ষ নিশায় যে শব্দ্যার শরম ক-রিয়াছিলাম, তাহা কেই পক্ষিঃ ব্রহ্মিয়ারি। এতদন্ত লঙ্কায়ের শিশির-বিন্দু সুকোমল স-

বীর্যময় মনস প্রবাহিত হইয়া সর্বাঙ্গের
আধরণরূপে কম্পিত করিতেছে ও সর্বা
শরীর শীতল করিতেছে।

জলপ্রপাত



নানা দেশ ও নানা স্থান পরিভ্রমণ না
করিলে জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও বি-
চিত্র কীর্ত্তি সম্যক্ রূপে দৃষ্টি করা যায় না।
এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে অল্পত বা-
পারের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, তাহা এ
দেশের প্রায় কোন ব্যক্তিই দৃষ্টি করেন নাট,
তাহার নাম জলপ্রপাত। নদী সমুদায়
এক এক পর্য্যন্তের উচ্চদেশ হইতে উৎপন্ন
হইয়া সমুদ্রে অথবা তাদৃশ অন্য কোন জ-
লালায়ে পতিত হয়। ইহার উৎপত্তিস্থান-
কে প্রস্রবণ বলে। প্রথমে কোন প্রস্রবণ
হইতে অল্প অল্প জল নিঃসৃত হয়, পরে
অন্যান্য জলের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ
বিস্তৃত হইতে থাকে। ভূমির উচ্চতা ও
সিন্ধুতানুসারে প্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধি হয়।
কোন স্থানে দ্রুত বেগে গমন করে, কোথাও

বা ভয়ঙ্কর আঘাত উপস্থিত হইয়া। যথা-
স্থান হয়, কৃত্রিম সমুদ্রবন্ধি স্থাপনাশি
দ্বারা প্রতিহত হইয়া দ্বিতীয়ে বিভক্ত হয়।
যখন কোন নদী সমুদ্রস্থ ও উন্নত পর্য্যন্ত
পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়, তখন তাহার জল
সেই স্থানে একত্র হইয়া যে দিকের যে পর্বত
সর্বাংশে উচ্চ উচ্চ, তাহার উচ্চভাগে পতি-
য়া অবতীর্ণ হয়। সেই প্রকাণ্ড ভয়ঙ্কর
প্রচণ্ড বেগে জলধর শব্দ করত উৎপন্ন
শত শত বা সহস্র সহস্র বহু নীচে পতিত
হইয়া অত্যশ্চর্য্য অনির্দেয় ভয়ঙ্কর কাণ্ড
উপস্থিত করে। ইহাকেই জলপ্রপাত
করে।

আমেরিকা ইউরোপ, আফ্রিকা, আমে-
রিকা চারিদিকেই পুরি পুরি জলপ্রপাত
আছে। আমেরিকা ইউরোপের আন্তঃপাতি
মুইজল ও এংলিশী জলপ্রপাত সকল
সর্বাংশে উচ্চ। তাহার বৃষ্টি-প্রমাণ তা-
মগাকার জল-রাশি পর্য্যন্তের উচ্চদেশ হইতে
জলধর বেগে যেরূপ গভীর পর্য্যন্ত পৃষ্ঠস্থ
একবারে ১৫০০ কোথাও ২০০০ হস্ত নীচে
পতিত হইতেছে। কিন্তু আমেরিকার
জলপ্রপাত সমুদায় সর্বাংশে প্রশস্ত।

এই সমস্ত জলপ্রপাত দেখিতেই আমে-
রিকা। আমেরিকা বাণ্ড নায়েগেরা নামে
এক নদী আছে, তাহার জলপ্রপাত এক
জলপ্রপাত। তাহার অত্যন্ত বিস্তার, অতি
প্রচণ্ড বেগ, বোরভর গভীর পর্য্যন্ত, এতদু-
ক্ত ফেরাশি ইত্যাদি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে
বিশ্বাশয় হইতে হয়। এই নদীর জল
স্থানে স্থানে কোন কোন পর্য্যন্তোপরি পতিত
হইয়া এ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় যে
তাহা দৃষ্টি করিলে জলপ্রপাত উপস্থিত হয়।

এই জলপ্রপাতের প্রকার ভয়ঙ্কর
শব্দ, যে তাহাতে কণ বধির হইয়া যায়। তা-
তথাই একপ্রকার প্রচুর কোণ্ডপতিত হয়।
তাহার বাষ্পময় মেঘ স্বরূপ হইয়া উচ্চ
উঠে। কোন কোন দিন প্রায় ১৮ মাস
হইতে ইহার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, এবং
এই ফেরাশি এত উচ্চ উৎপন্ন হয়, যে
প্রায় ৩১ ফ্রোশ হইতে তাহার বাষ্প দৃষ্ট
হইয়া থাকে। কোন প্রস্রবণ এই জল

প্রপাতের বর্ননা করিয়া গিয়াছিলেন যে
 “ একেবারে এক সহস্র কামান অগ্নি
 মিলে যে প্রকার ভগ্নানব-শব্দ প্রচ্যুত হয়
 উৎপন্ন হয়, সেই চলপ্রপাত সেই প্রকার
 দর্জান ও বাশ্পোৎসর্গের সর্ববিধা থাকে। ”
 আর এই কেম্বারিয়ার উপরে স্থাপিত কিল্লন
 পথিক্ত হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে
 কেম্বারিয়ার উপরে কেম্বারিয়ার, অর্থাৎ দুটি ক-
 বিয়ে মৌচিত হইতে হয়। এতদনন্তর
 ইঞ্জিনগুণে এই প্রপাত বর্ণিত হয়, যাহা ইহা-
 কেম্বারিয়ার উপরে দুটি কেম্বারিয়ার।

এই দুটি কেম্বারিয়ার কেম্বারিয়ার
 হইতে প্রাপ্ত হইতে পারে ২,১৪,৫৮,০০০
 টন কেম্বারিয়ার হইতে পারে।

এই প্রপাতের চলপ্রপাতে যে সকল
 কেম্বারিয়ার, কেম্বারিয়ার প্রকার শৌক্য
 হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেম্বারিয়ার মিসেরি নামে
 এক নদী, তাহা হইয়া চলপ্রপাতের চ-
 লপ্রপাতের মিসেরি প্রকার কেম্বারিয়ার।
 এই কেম্বারিয়ার পরিমাপ প্রায় ৪০০
 ফুট। এতদনন্তর চলপ্রপাত উল্লঙ্ঘন পূর্বক
 প্রায় ১৩৫ ফুট উচ্চ হইয়া উঠে, এবং উঠি-
 তা উঠিতে সহস্র একর অর্ধ আকার
 প্রায় ১০০ ফুট, ও তাহার উপরে স্থায়শি-
 পতিত হইয়া যায়, লোহিত, পীতাদি রমণীয়
 বর্ণ সহস্র ও শস্য পরিষ্কৃত। তাহাতে ইহার
 অংশক। সুস্থতা বস্তু আর কি আছে।

ব্রিটেন দেশের একপর্যটক আমে-
 রিকার প্রদেশকমানন্যের চলপ্রপাত দেখি-
 তে গিয়া এক সন্দেশের কাণ্ডার দুটি ক-
 রিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, তাহার
 কেম্বারিয়ার উপরে কেম্বারিয়ার পতিত হইয়া, অ-
 বিকল ইঞ্জিনগুণে অর্থাৎ ইঞ্জিন হইয়াছে।
 এগণনগুণে যেমন এক কেম্বারিয়ার ইঞ্জিন
 নীচে আর একখানি দুটি হয়, তাহা যেনও
 সেইকম দেখিলেন, এবং এগণন সন্দেশ ইঞ্জিন
 বস্তু যেমন নানা বর্ণে বিভূষিত হইয়া কেম্বারিয়ার
 প্রপাতের ইঞ্জিনগুণে সেইকম দুটি ক-
 রিলেন।

এক এক নদীর ২১৩ চলপ্রপাতও থাকি-
 তে পারে। ইংলণ্ডে হর্সাম্ প্রদেশের
 পশ্চিম ভাগে টীজ নামে এক নদী আছে।

সেই নদী এক সমুদ্রবর্ত্তি পূর্বক দ্বারা প্রতি-
 বন্ধ হওয়াতে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই
 প্রদেশে চলপ্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে, এবং
 সেই দুই চলপ্রপাত কিছুদূর পৃথক পৃ-
 থক পতিত হইয়া পরে পরস্পর একত্র হই-
 য়া মিলিত হইয়াছে। উভয়ে মিলিত হইয়া
 ভগ্ননর আকার ধারণ পূর্বক এতদনন্তর
 অবতীর্ণ হয় এবং তাহার ফল সমস্ত এই
 উচ্চ উল্লঙ্ঘিত হইয়া, অপর্যায় প্রকাশ
 করে।

ভূমণ্ডলে শত শত চলপ্রপাত আছে,
 ভারতবর্ষেও ভিমানের ও বিষ্ণুদি পূর্বক
 অনেক দুটি হইয়াছে। চল প্রপাত বি-
 রূপ আশ্চর্য বাপার, এতদনন্তর দেখিলে তাহা
 সম্যকরূপে অনুভব করা যায় না।

ধর্ম্মনীতি

পূর্বের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিবরণ করা গিয়াছে,
 এখনে পশ্চিমরূপ ও কর্তব্যকর্ম্মের মিকরণ
 করিতে প্রবৃত্ত হওয়া হইতে পারে।

পরমেশ্বর হীমরূপকে অর্জনা করিয়া
 প্রবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে নাম প্রকাশ
 মেবুত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রাচীন
 বৃত্তির এক এক প্রয়োজন আছে এবং
 উপার্জন করা অর্জনা বৃত্তির প্রয়োজন,
 পরোপকার করা উপচিকার্য বৃত্তির প্রয়ো-
 জন, কার্য কারণ নিকরণ করা অনুবিত্তি বৃ-
 ত্তির প্রয়োজন ইত্যাদি। অর্জনা যাহা
 কার্য সাধনার্থে যে বৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন,
 তাহাকে সেই কাণে নিয়োজন করা কর্তব্য।
 কিন্তু অনেকানেক স্থলে পরস্পর বিপরীত
 ভাবের আবির্ভাব হয়; এক বৃত্তি যে কার্যে
 প্রবৃত্তি প্রদান করে, অন্য বৃত্তি তাহা নিষেধ
 করিতে থাকে। অর্জনা বৃত্তি থাকিতে
 উপার্জন করিতে প্রবৃত্তি হয়, এবং
 পরিবার প্রতিপাদনার্থে উপার্জন করাও
 বিধিত তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু পরের অ-
 র্থাপহারণ করা ন্যায়পরতা বৃত্তির অধীন
 নহে। এস্থলে অর্জনা বৃত্তি যে কার্যে
 প্রবৃত্তি দিতেছে, ন্যায়পরতা বৃত্তি তাহা নি-
 ষেধ করিতেছে; সুতরাং একবৃত্তির প্র-

য়োজন বুঝা করিতে গেলে, অন্য বৃত্তির উপদেশ স্বীকার করা হয়। অতএব, একপ স্থলে কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য? পূর্বেও সানব প্রকৃতি বিষয়ক প্রস্তাবে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা গিয়াছে, যে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তি সমুদায়ই সর্বোপেক্ষ প্রধান বৃত্তি, অন্যন্য বৃত্তিতে তাহারদের বশবর্তী করিয়া রাখা উচিত। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তি সমুদায় যে নিরুচ্চপ্রবৃত্তির অপেক্ষায় প্রথম রূপে প্রতীত হয়, ইহা আমাদের অস্বীকার। আমাদের একপ স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার আছে, যে নিরুচ্চ প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হইলে, এই সমস্ত শেষোক্ত প্রবৃত্তিকে প্রধান রূপে স্বীকার না করিয়া থাকায় না। অতএব, এমত স্থলে নিরুচ্চ প্রবৃত্তিকে অনাদর করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তির উপদেশ গ্রহণ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

যদি অপচ্যন্তেহ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তির বশবর্তী না থাকে, তাহা হইলে বিস্তর অনির্বোধপতি হয়। যে নাতার প্রপাচ অপচ্যন্তেহ থাকে, আর তাদৃশ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তি না থাকে, তিনি অত্যন্ত রেহাসসক্ত হইয়া স্বীয় সম্বন্ধের সমুদায় মনোরথ পূর্ণ করিতে প্ররক্ত হন। হিতকারি বা অহিতকারি যে কোন বিষয় দ্বারা সম্বন্ধের মনস্তৃষ্টি লক্ষ্যে, তাহাই করিয়া থাকেন। এইরূপে, অনেক সংস্কানের অভিভোজনে, আলসা বন্ধনে ও পাপাচরণেও উৎসাহ দিয়া থাকেন। কিন্তু এ প্রকার ব্যবহার আমাদের সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তির বিরুদ্ধ। বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিকপিত হয়, যে সম্বন্ধের সমুদায় অশুভ বাসনা সিদ্ধ করিলে তাহার অসুস্থতা, অশিষ্ঠতা, উগ্রতা, প্রভৃতি অনিষ্ট উৎপাদন করা হয়। যদ্বারা কাহারও ক্রোধ ও অনিষ্ট হয়, তাহার কাশি উপদ্রিকীর্ষা বৃত্তির অভিমত হইতে পারে না। বিকোপ বালকের অন্তঃকরণ অস্বপ্নে মগ্ন করিলে তাহার প্রতি ম্যার-বিরুদ্ধ ব্যবহার করা হয়, অতএব একপ আচরণ ম্যারপরক বৃত্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির

পরম পিতা। পরমেশ্বর আচার্যসিদ্ধান্তে শিশুর তরুণ পোষণ ও সাধারণ শূভেচ্ছা করিলে তারার্পন করিরাজন, অতএব তাহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করিয়া রাখা হইবার অভিপ্রায় নাই; সুতরাং একপ প্রকার ভক্তিবৃত্তিরও সম্মত নাই। অতএব এ প্রকার ব্যবহার যদিও অপচ্যন্তেহের মনস্কাম হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তির প্রাক্ক নহে যুক্ত পরমপিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রায় নাই।

যদিও বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তির সর্বোপেক্ষ প্রধান বৃত্তি, কিন্তু তাহারদের ও অন্তঃকর্তব্য বিধানার্থে নিরুচ্চপ্রবৃত্তি নকলের সহায়ক আবশ্যক করে। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তির সহিত এ প্রকার অপচ্যন্তেহের সহযোগ থাকিলে, অন্তঃকর্তব্যের স্বভাব স্বভূ ও উৎসাহ পূর্বক লালন পালন করা যায়, যে-কথা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তি দ্বারা সেক্ষপ করা যায় না। অপচ্যন্তের অপেক্ষক সম্বন্ধের মনস্কাম সাধনে যে অধিক বাস্তব হয়, তাহার এই কারণ।

অতএব, কর্তব্যাকর্তব্য সিবেচনা বিষয়ে এই নিয়মই সর্বতোভাবে বুদ্ধিবৃত্তি বোধ হইতেছে, যে সকল প্রকার মনোরথ পরস্পর মিলিত ও বিরোধি থাকিয়া যেকোন উপদেশ গ্রহণ করে, তদনুযায়ি ব্যবহারই বৈধ ব্যবহার, এবং তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহারই অবৈধ। যে স্থলে নিরুচ্চ প্রবৃত্তি সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তির বিরোধ হয়, সেস্থলে এই উপদেশ প্রযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়ের অনুমতি প্রার্থিত হইতে পারে। এইরূপ ব্যবহারে নামই ধর্ম ও পুণ্য। ধর্ম ও পুণ্য কোন যত্নপদার্থ নহে। যেমন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন লোমায়ুত চতুষ্পদ প্রাণির সাধারণ নাম পশু, এবং কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ্মবিশিষ্ট পক্ষ্ম প্রাণির সাধারণ নাম পক্ষ্ম, সেইরূপ সমুদায় বৈধ ব্যবহার সাধারণ নাম ধর্ম ও পুণ্য। বৈধ ব্যবহার সচিত্র পুণ্য ও পুণ্যের কিছুমাত্র বিশেষ নাই। এবং পক্ষ্ম প্রকার জীবজগৎ সমুদায় মনোরথের অভিমত ক্রমাতে বৈধ করা যায়, তাহা কেই কর্তব্য নহে, এবং তাহাকে ধর্ম ও পুণ্য বলিতে হয়। এতদ্বারা পণ্ডিতগণের এইরূপ সংস্কার আছে, যে সকল

করিলে ধর্ম, শৃংগ বা মুর্ত্তি নামে এক স্বতন্ত্র পদার্থের উৎপত্তি হয়। ইহা নিত্যই জাতি-সম্মত, কারণ তাহা গোমণিব মতে।

মনুষ্যের সমুদায় কৰ্ত্তব্য, ভক্তি, উপ-নিবেশী, ন্যায়পরতা, এটী তিন প্রবৃত্তিরই অন্নিমিত্ত তাহার সমাজে নীচিকথ্য সকল ধর্ম প্রবৃত্তিই যেমন হইতে পরস্পর দরহৃত হইয়া একত্র জন্ম করে এবং তাহা; তাহার একেই স্বাভাবিক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য করে, নিষ্কলিত কোন এক প্রবৃত্তি আপন অধিকার পরিচয় করিয়া জানা ধর্ম প্রবৃত্তি ও ভক্তি প্রবৃত্তির বিচ্ছিন্নতা করে, তবে তাহার কাহারও সমাজে ধর্ম প্রবৃত্তির সম্মত হইয়া আসে। যদি কোন ভক্তি সম্মত মনীষ্যের কতিপয় ভাব তাহার মনোমগ্নীল ভক্তি সহস্রগুণে তাহা বর্ধিত হইতে পারে, এবং তাহার সম্মত পরিচয় সমর্থ্য থাকে। তবে তিনি স্বতন্ত্র ভক্তি প্রবৃত্তি উপচিকীকৃত বস্তু হইয়া তাহার উচ্ছারণে অসম্মত হইতে পারেন। সে সময়ে তিনি সে বিষয়ে পরামর্শের অভিশ্রয় ও ন্যায়পরতা বিবেচনা না করিতেও না করিতে পারেন। কিন্তু বস্তুগাম্যতা স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখি, তখন প্রতীতি হয়, একথা যেমন উপচিকীকৃত ভক্তি, অভিমত, সেক্টর ন্যায়-সম্মত; মুক্তি-সিক্ত এবং পরামর্শের অভিশ্রয়। অতএব, সমাজে, ধর্ম প্রবৃত্তি ও ভুক্তিবৃত্তি ও কাহারও ক্রমে আঁকার কবি-হেতে। এটীকণ, ধর্মের ন্যায় প্রকার্যই কোলের উপকারি এবং পরামর্শের অভিশ্রয়, এবং যে যে কাহারও মনুষ্যের পরামর্শের কাহার অভিশ্রয়, মুক্ত ভুক্তিবৃত্তির অভিমত, তাহা উপচিকীকৃত প্রবৃত্তি পরচারও সম্মত, তাহার মনোমগ্নীল ভক্ত-এব, এক ধর্ম প্রবৃত্তি আপন অধিকার পরিচয় না করিয়া যে কার্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে, তাহা স্বভাবতই অন্যান্য ধর্ম প্রবৃত্তির অভিমত হইয়া থাকে। আর বিবেচনা পরিয়া দেখিলে জানা যায়, যে নিষ্কলিত প্রবৃত্তিরও যে সকল ন্যায় প্রযোজন, একপ কার্য তাহার বিরোধী নয়, অথবা ইহা নিষ্কলিত প্রবৃত্তির ও বিরুদ্ধ নহে।

ভুক্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য করিলে সকল স্থানে দেখা হয় না বটে, কিন্তু এক ভুক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে পদে পদে ক্রম হইবার সটী বনা। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, উপচিকীকৃত ভুক্তির সহিত ভুক্তি ও ন্যায়পরতার সহযোগ না থাকিলে অপারে দান, অচিৎ বাসনীয়তা প্রবৃত্তি নান দোষ ঘটতে পারে। ভুক্তিবৃত্তি সঞ্চিত না হইলে, ভুক্তিবৃত্তি মুক্তি ও মনোমগ্নিত বন্ধুর উপাসনা প্রবৃত্তি হয়।

অতএব বস্তুগাম্যতা নিরূপণ বিষয়ে এই পূর্বেই নিয়ম অবলম্বন করাই শ্রেয়। যে সমুদায় মনো ভুক্তি পরস্পর মিলিত ও অবিরোধী থাকিয়া যেকপ উপদেশ প্রদান করে, তাহাই কর্তব্য, এবং বস্তুগাম্য ব্যবহার কর্তব্য। যেখানে নিষ্কলিত প্রবৃত্তির সহিত ভুক্তিবৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি বিরোধ হয়, সে স্থলে শ্রেয়স্ত প্রথম ভুক্তিবৃত্তির অনুগামী হইয়া কার্য করা উচিত। কিন্তু সকলের মনোমগ্নীল সম্মত নহে, কাহারও কপ ও তিৎসাম সর্বাঙ্গেরও প্রমাণ, কাহারও মনোমগ্নীল সর্বাঙ্গেরও ব্যবহার, তাহারও বা ভুক্তি ও উপচিকীকৃত সর্বপেক্ষা ভুক্তিবৃত্তি। ইহাতে সকল বিষয়ে সকলের সম্মত উপদেশ সমান অভিশ্রয় হওয়া মুকঠিন। অতএব, যাহারদের মানসিক ভুক্তি সকল স্বভাবসত্তে জাতি ও পরস্পর সমঞ্জসীকৃত থাকে, এবং নানা প্রকার ভৌতিক ও মানসিক বিদ্যানুশীলন দ্বারা উত্তম রূপে গাঞ্জিত হয়, তাহাদের মনোবৃত্তি সমুদায় পরস্পর অবিরোধী ও মিলিত থাকিয়া যেকপ উপদেশ প্রদান করে, তাহাই গ্রহণ করা শ্রেয়।

এইরূপে যে সমস্ত কৰ্ত্তব্য অবধারিত হয়, তাহারই নাম ধর্ম ও পুণ্য, তাহাই স্কগ-দীক্ষার সাফল্য আদ্য এবং তাহাই একান্ত যত্ন ও প্রয়াসে সহকারে সম্যকরূপে পালন করা কর্তব্য। এইরূপ ব্যবহারকে সাধ ব্যবহার বলে, এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে, অস্টিকরণ প্রেম ও পবিত্র থাকে এবং এইরূপ আচরণ দ্বারা পরম পিতা পরামর্শের প্রতি যথার্থ শ্রীতি প্রকাশ পায়।

উপাসকসম্প্রদায়

সাধ

সাধ সম্প্রদায় বোকে এক মাত্র বিশ্ব-প্রচার উপাসনা করে, এবং কঠকগুলি নি-
র্দিষ্ট নীতি অনুসারে ব্যবহার করিতে
সক্ষম করিয়া থাকে। ইহারা সেই সমুদায়
ব্যবহারকে সাধ ব্যবহার জ্ঞান করে, একারণ
আপনারদিগকে সাধ অর্থাৎ সাধু বলিয়া
সম্বোধনেন।

১—এই সাধ ইতিহাস আছে, যে ১৬০০
সময়ে আপকা তাহাব কিব্রিৎ অগ্র পশ্চাৎ
বীরজান নামে এক ব্যক্তি উনয় দ্বারের নিকট
উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে এই সাধ
সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। এবিষয়ে সে সক-
ল অন্যান্য যুক্তি-বিরুদ্ধ উপাখ্যান প্রচ-
লিত আছে, তাহা আর বিশেষ লিখিবার
প্রয়োজন নাই। বীরজান দিল্লী এদেশীয়
নান্দাল নগরের নিকটবর্তি ত্রিবসর গ্রামে
বাস করিতেন।

বীরজান স্বীয় পুত্রের সমিধানে হিন্দী
ভাষায় শব্দ ও শাব্দি ছন্দে উপদেশ প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। সাধেতা তাহা সঙ্কলন করি-
ক রাখিয়াছে, এবং সভাতে পাঠ করিয়া
থাকে। তাহাব সরসংগত স্বরূপ আদি-উ-
পদেশ, নামক গ্রন্থে পশ্চাৎলিখিত দ্বাদশ অনু-
মতি সঙ্কলিত আছে।

১—একমাত্র আধিতীয় পরমেশ্বরের খা-
কার কর। তিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন
এবং মর্ত্য করিতে পারেন। তাহার অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ আর কেহই নহে। অতএব কেবল
তাহারই উপাসনা করা কর্তব্য; মন্ত্রক,
প্রস্তর, ধাতু, কাষ্ঠ, বৃক্ষ প্রভৃতি অন্য কোন
সৃষ্ট পদার্থের উপাসনা করা কর্তব্য নহে।
কেবল এক জগদীশ্বর আছেন, এবং তাহার
কথা আছে। যে ব্যক্তি অসত্য আনোচনা
করে ও অসত্য অনুষ্ঠান করে, সে পাপ কর্ম
করে, এবং যে পাপ কর্ম করে, সে নরক-
গামী হয়।

২—শিষ্ট ও নরক বৃত্ত, সংসারে আসক্ত
হইও না। প্রমাণ অক্ষয় পুস্তক স্বপ্ন পালনে
এবৃত্ত থাক, বিশ্বাসিত হইত বা কালাপ পঞ্জি-
চ্যর্গ কর, বিশ্বাসিত হইত ভরণ করিও না।

৩—অসত্য কথন পরিহার কর। কি
জন্ম কি মৃত্যু, কি সুখ কি দুঃখ, যেম পশুর
নিদ্রা কাহারও নিকটে কোন সমস্যা হইও
না। পরমেশ্বরের প্রশংসা নিয়োজনমত
নিযুক্ত রাখ। কি অর্থ, কি জুনি, কি পণ্য,
কি পশুর খাদ্য কোন বস্তু হরণ করিও না।
অন্যের ধনে ও আপন ধনে বিশেষ কাহারও
জানিবে, এবং আপন ধন দীর্ঘ কিছু দিন
তাহাতে ভুক্ত থাকিবে। কদাপি কোন উ-
কম্পনা করিও না। কি পুস্তক, কি স্ত্রী, কি
মহা, কি বাজ শোভা, কি অন্যান্য অন্যান্য
বিষয় কোন বস্তুর উপরে চক্ষুকে স্থির না-
রিয়া রাখিও না।

৪—অসৎ কথার প্রতিপাত কবিও না।
ঈশ্বর দেহবিকৃত আর কাহারও দ্ধতিবাদ
প্রবণ করিও না। উপকথা, সুখা মপ, প-
রনিন্দা, এবং পশ্যমস্তীত দ্বন্দ্ব অন্য কোন
প্রকার নীত বাদো কর্ণপাত করিও না।
মনই পশ্য মস্তীতের স্বাদা যত স্ববণ।

৫—কি দেখ, কি অর্থা, কোন নিবয়েব
কোন বস্তুতে লোভ করিও না, এবং অন্যের
ধন হরণ করিও না। পরমেত্বরই সকলকে
সকল বস্তু বিহরণ করেন। তাহাকে থেকে
অকা করিয়ে, হসনুকপ কল প্রাপ্ত হইবে।

৬—যখন কেত জিজ্ঞাসিবে তুমি কে?
তখন কহিবে, আমি সাধ। জাতির প্রশংসা
করিও না, বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইও না,
স্বীয় ধর্মে দৃঢ়কপ বিশ্বাস রাখিও, মনুষ্যের
উপর আশা করিও না।

৭—সুজ বস্ত্র গরিবান পরিও। রত্ন,
কঙ্কল, মঞ্জর, মেদী এসময় ব্যবহার করিও
না, ললাট প্রভৃতি কোন অঙ্গের ভিঙ্গক ধারণ
করিও না, এবং মালা, কপমালা ও বস্ত্র-
লঙ্কার ধারণ করিও না।

৮—মাগক দ্রব্য ভরণ করিও না। তা-
মূল চর্কণ, সুগন্ধ গ্রহণ ও তাজকুটেয় ধূম
পান করিও না। অহিমেয় ভরণ ও তাহার
আজ্ঞাণও গ্রহণ করিও না। চপ্ত উকোপান
করিও না এবং মনুষ্য ও পুস্তকিকার যমকে
মস্তক নত করিও না।

৯—কীবের জীবন মর্ত্য করিও না, কা-
হারও দেহে আঘাত করিও না, বস পূর্কক

কোন ভ্রম্য প্রকৃতি করিও না, এবং যাহাতে
কুর্গতি হয় এমন সাধ্য প্রদান করিও না।

১০—এক এক পুরুষ এক এক স্ত্রীকে
এবং এক এক স্ত্রী এক এক স্বামিগে বিবাহ
করিবেক। স্ত্রীর উচ্ছ্রিত্য সেৱন করা
পুরুষের কণ্ঠ্য নহে, কিন্তু স্ত্রীর যদি পুরুষ
ের উচ্ছ্রিত্য ভোজন করিবে এবং থাকে,
তবে তাহা অসংগত নহে। স্বামির বশী-
ভূত থাকা স্ত্রীর পক্ষে বিধেয়।

১১— পরাধিন বেষণ করণ, মাচরণ ও
দান পরিগ্রহ করিও না। কৃষ্ণদিগের কৃষকে
এই হইবে না, এবং অসংগত ভাঙ্গা অৰ্জুন
করিও না। অসংগত হও, তবে বিশ্বাস
করিও। দাশন্যের সমাজই তীর্থ-স্থান,
স্বর্গের জন-প্রিয় স্থান নাই। কোন কোন
জৈন মায়, তাহা অসংগত হও, পরে
কৃষ্ণদিগের মায় সংগত করিও।

১২— মাত্রে, পিত্রে, মায় এবং পশু পক্ষির
স্ব ও আকার অনুসারে শুভাশুভ বন্দনা
করা সাধে পক্ষে উচিত নহে। তাহার
কোন ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান করা
কর্তব্য।

মৎস্যসংহিতার সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে নামঃ
একবারে এই সকল বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উ-
ল্লেখ আছে। কিন্তু তৎকালে তাহা অসংগত
হইবে। সাম্প্রদায়িক মতাবলীর নানক
এভ্যেতী একত্ববোধবিধিগে পক্ষানুসারে স-
ঙ্কতিত হইয়া থাকিবেক। জগতের স্বভাব,
অনিষ্ট নিরুপিত দেবতাদিগের আশ্রিত ও অ-
বস্তার উপাসনার চরম কথা ও সমস্ত বিষয়ে
হিন্দুদিগের সহিত সাধসিগের বিভিন্নতা
নাই। তাহারও সংসার অতিক্রম করাকে
মুক্তি কহে।

তাহারা উপাসনার্থে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে
না, নিরুপিত সময়ে গৃহ মধ্যে অথবা তাহার
সমীপবর্তী কোন নির্দিষ্ট স্থানে সমসার হই-
য়া ঈশ্বরের উপাসনা করে। শূন্য হইলে,
পুণ্ড্রিমার দিবসে তাহারদের সমায় এইম-
ধাকে। তৎকালে স্ত্রীপুরুষ সকলে যথা
সাধ্য হিন্দিকি কিংকিৎ খাদ্য ভ্রম্য গৃহে
রা নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, এবং তথা

নানা প্রকার কথা প্রসঙ্গে ও কোন সাধারণ
বিষয়ের বিচারে দিন যাপন করে। সায়
কালে পান ভোজন সমাপন করিয়া বীরভান,
অথবা তদীয় গুরু, অথবা দাচু, নানক, বা
কর্বি প্রণীত পদাদি পাঠে বাসি যাপন
করে।

তাহারা পরমেশ্বরকে সংনাম কহে।
কারণ তাহারদের আর একটি নাম সংনামি।
কিন্তু তদনুরূপ আর এক সম্প্রদায় আছে
তাহারদেরই প্রসিদ্ধ নাম সংনামি।

দিল্লী, আগরা, জয়পুর ও কর্ণাটক
অনেক সাধে বসতি আছে, বিশেষতঃ
কর্ণাটকদের সমীপবর্তী মাধোয়ার নামক
শাখামগরে বহু সাধে নিবাস। শূন্য
হিমাছে, মেজাপুর এবং তদনুরূপ দক্ষিণে
প্রদেশে কতকগুলি অবস্থিত কবে। সলতর
ইহারদিগের মধ্যে তাদস অধিক নহে,
এবং তদ্বোধে আমোকেই হিতব লোক।

বিজ্ঞাপন

বাহার তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য এক-
বার মনস করেন, তাহার পত্র দ্বারা
জানাইবেন।

শ্রীমৎগেজ্ঞনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

বে সকল সভ্য মৎস্যসংহিতার নিয়মিত রূপে
পত্রিকাদি প্রাপ্ত না হইলে, তাহার পত্র দ্বারা
অবগত করিবেন।

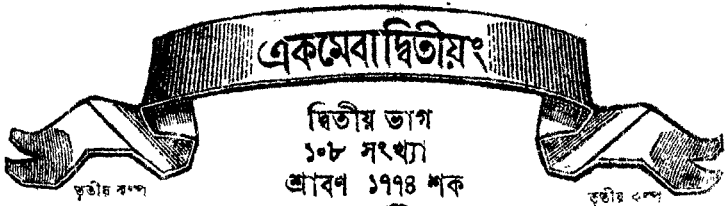
শ্রীমৎগেজ্ঞনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

পঞ্চমখণ্ডী পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে-
তাহার মূল্য ৬ টকা। বাহার প্রয়োজন হয়
মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীমানকঙ্ক বেদান্তবোধিনী

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে
যোক্তাভিলাষিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয় হই-
তে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়—বাহার মূল্য এক টাকা।
১ আনান্ড রবিবার নয় ১৯১১। কলিকাতা: ১৯১০।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

অপরাধবোধোৎসর্গের নামনোদোৎসর্গের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।
 অর্থ পরামর্শদাতার সহায়তায় প্রকাশিত।

গভিন্দ্র শ্রীতিলক প্রিন্টার্স সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত।

ধর্মনীতি

১০৮ সংখ্যক পত্রিকার ৩৪ পৃষ্ঠার পর

ধর্মোদ্বাস্ত জ্ঞান যে আমারদের স্বভাব-
 সিদ্ধ, ইতি পুরোঁ তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত
 হইয়াছে। সমুদায় মনোরুতি পরস্পর
 মিলিত ও অবিরোধি থাকিয়া যে প্রকার
 ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয় পাও, তা-
 হাই কর্তব্য এবং তৎসিদ্ধ ব্যবহার অকর্তব্য।
 কিন্তু যদি পাপ, পুণ্য, জ্ঞান মনুষ্যের প্রকৃতি-
 সিদ্ধ হইল, তবে এ বিষয়ে মতামত ও
 বাহানুবাদ হইবার কারণ কি? সমুদায় মনু-
 ষ্যের এক প্রকার স্বভাব, অতএব, যে বি-
 ষয় আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ, সে বিষয়ে স-
 কল মনুষ্যেরই এক রূপ অভিপ্রায় হইতে
 পারে। কিন্তু ইহার বিপরীত ভাব সর্বত্র
 দৃষ্টি করা যাইতেছে। এক ব্যক্তি যে কন্ম
 নিতান্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করেন, অন্য ব্যক্তি
 তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও পরম পবিত্র
 বোধ করেন। এক জাতীয় লোকে যে প্র-
 কার ব্যবহার বিষম বিগর্হিত বলিয়া নিন্দা
 করে, অন্য জাতীয় লোকে তাহা অতিশয়
 শ্রেয়ঙ্কর কার্য্য বোধ করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া
 থাকে। কত দেশে কত প্রকার পরস্পর-
 বিরুদ্ধ দেশাচার প্রচলিত আছে তাহার
 সংখ্যা করা দুর্কঠিন। এক মানবজাতি
 হইলে একরূপ পরস্পর বিপরীত অভিপ্রায়

উৎপন্ন হইবার কারণ কি, তাহা বিবেচনা
 করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

এখন তাহা—ইতিপূর্বে উল্লেখ করা
 গিয়াছে, যে সকল লোকের সকল রুতি
 সমান নহে; কাহারও অধিক বুদ্ধি, কাহার-
 ও অল্প বুদ্ধি; কাহারও অধিক দয়া, কা-
 হারও অল্প দয়া, কাহারও এক রিপু প্রবল,
 কাহারও অন্য রিপু প্রবল। কোন রুতি অ-
 ত্যন্ত বলবতী থাকিলে, তদ্বারা ধর্মোদ্বাস্ত
 বিবেচনার কিছু না কিছু ব্যতিক্রম ঘটি-
 তেই পারে। যাহার উপচিকীর্ষারূপে অ-
 ত্যন্ত প্রবল, কিন্তু উক্তিভূক্তি সর্বাঙ্গপেক্ষা
 দুর্বল, পরোপকার সাধন করা তাহার যা-
 দুদ কর্তব্য বোধ হইবে, পরমেশ্বরের অরণ-
 মনন করা তাহঁদের আবশ্যিক বোধ হইবে না।
 আর যে ব্যক্তির উক্তিভূক্তি সর্বাঙ্গপেক্ষা প্র-
 বল, কিন্তু উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা সর্বা-
 পেক্ষা দুর্বল, পরমেশ্বরের অথবা কোন
 ননঃকল্পিত উপাস্য দেবতার কণ, স্তুতি,
 ধ্যান ও ধারণার তাহার যাদৃশ প্রসঙ্গ ও উৎ-
 সাহ জন্মে, যথা নিরদে সংসারিক কন্ম
 নির্বাহে ও জন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তা-
 হঁদের অস্বাদু। কাম, অপত্যদেহ, আনন্দ-
 লিপ্সা ও বিবৎসা প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে
 সংসারজন্মে অবস্থিতি করা যেকোন আব-
 শ্যক বোধ হয়, এ সমস্ত রুতি নিস্তেজ হই-

লে সেক্ষণ না হইতে পারে। বেদে হয়, তাঁহারদের এই সমুদায় বৃত্তি অশাস্ত্র ছুর্কল, এবং ভক্তি ও কৌতুহল জনক কোন কোন বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় প্রবল। তাহারায় সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকিবেন। যে সমস্ত শাস্ত্রকারেরা দিয়া বিশেষে বলিদান, সুরাপান ও পরস্বী গমনের বিবি দিয়াছেন, তাহারদের বসম জিয়াংসাদি নিক্রম্ট প্রকৃত বলবর্তী ছিল তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় কথা—বুদ্ধি দোষেও অনেকা নেক অবিহিত কৰ্ম বিহিত বোধ হয়, এবং বিহিত কৰ্মেও অবিহিত বোধ হয়। পরম কাব্যগিক পরামেশ্বরের নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা যে কৰ্ত্তব্য ইহা সূৰ্ব্বগাঢ়-সম্মত; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করিয়া সেই সমুদায় নিয়ম নিকপন করিতে হয়। তাহার দেশীয় লোকেরা বিদেশীয় লোকদিগকে পরম শত্রু জ্ঞান করে, একারণ তাহারা বিদেশীয়দিগের অথাপহরণ ও প্রাণ সংহার করা শ্রমায় বিঘ্ন বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু ইচ্ছাতে এমত বিবেচনা করা উচিত নহে, যে তাহারদের উপচিকিৎসা ও ন্যায়-পৰতা বৃত্তি মন্দেই নাই। যদি তাহারদিগকে একপ দেশিয়া দেওয়া যায়, যে কোন জাতীয় লোক তাহারদের বৈরি নহে, সকল লোকে তাহারদিগকে মিত্র জ্ঞান করিয়া তাহারদের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, এবং পরে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে বিদেশীয় লোক মাত্রেই ধন হরণ করণ কৰ্ত্তব্য কি না, তবে তাহার কোন কালে ইহা বিহিত বলিয়া স্বীকার করিবেন না। অতএব, তাহারদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত না হওয়াতেই এই বিষয় দোষাকর কুসংস্কারে উৎপত্তি হইয়াছে।

নর-হত্যা ও আত্ম-হত্যা যে নর-পাপ, তাহা এতদেশীয় অপর সাধারণ সকল লোকেরই বিশিষ্টরূপ বিদিত আছে। কিন্তু ইহঁদের শাস্ত্র বিশেষের ক্রমাণুসারে সতীর সহস্ররূপ ও নরবলি প্রদান এই দুই বিষয় বিপরীত ব্যাপার স্বর্গ-সাধন বলিয়া উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন, এবং বহু কাল

পর্যন্ত তদনুযায়ি ব্যবহার করিয়া পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত হইলে জানিতে পারা যায়, যে যে গ্রন্থে এই দুই বিষয়ের বিধি আছে, তাহা ভ্রমক্রমাদে পরিপূর্ণ, তাহার অনেকানেক অভিপ্রায় নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ, বিশেষতঃ এই দুই ছুক্তিয়ার বিধি সৰ্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয়। আমাদের সমুদায় ধৰ্ম্মগ্রন্থে বুদ্ধিবৃত্তির সহস্ররূপ হইয়া উভয় কৰ্ম্মকেই দারুণ ছুদ্ধম বলিয়া স্বীকার করে। বাস্তবিক-প, রাজা রামমোহন রায় অসাধারণ বুদ্ধিবলে সহস্ররূপ বিঘ্নের অবৈপত্য স্থাপন করিয়া রাজ-সহায়তা গ্রহণ পূৰ্ব্বক তাহা বিহিত করিয়া দিয়াছেন।

এতদেশীয় লোকে গজাজল স্পর্শে পূৰ্ব্বক সাক্ষ্য দান করা দারুণ জুয়তিজনক গর্হিত কৰ্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, এনিমিত্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতে কোন যতেই সম্মত হন না, এবং কাল ক্রমে এপ্রকার প্রগাঢ় কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, যে এখন গজাজল স্পর্শে বিত্তি রহিত হইয়াছে, তথাপি সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হন না। যে শাস্ত্রে গজাজল স্পর্শের প্রতিষেধ আছে, তাহাকে অজ্ঞান জ্ঞান কৰ্ম্মতেই এক দারুণ দোষাকর ক্রমাচারের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু যিনি নানা প্রকার ভৌতিক ও মানসিক নিয়ম পর্য্যালোচনা পূৰ্ব্বক বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জিত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় জ্ঞানেন, যে সাক্ষ্য হইয়া যথা-প্রকৃত যথদুর্ঘট যথার্থ কথা কহিতে কিছু মাত্র দোষ নাই, এবং দুইট দমন ও শিষ্ট পালনার্থে সাক্ষ্য দান করা সম্পূর্ণ বিধেয় ও সৰ্ব্ব-প্রাণে প্রেরণকর। সত্য কথা কহিয়া দোষের দোষ ও নির্দোষের নির্দোষতা সপ্রমাণ করিয়া দেওয়া যে উচিত, ইহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে তাহার সন্দেহ নাই। তবে এতদেশীয় লোকে বুদ্ধি দোষে গ্রন্থ বিশেষকে অপ্রান্ত স্বীকার করিতে, এপ্রকার বৈপরীত্য ঘটায়।

রোগ বা বিপদ উপস্থিত হইলে লোকে তৎপ্রতীকার প্রার্থনায় জপ, স্তুতি, স্তব্যানন ও মানসিক করিয়া থাকে। কিন্তু নানা প্রকার ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক বিদ্যা

অধ্যয়ন পূর্বক পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম প্রণালীর বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চিত প্রতীতি হয়, যে পরমেশ্বর মনুষ্যের ন্যায় কাহারও স্তবে ও উপহারে তুষ্ট হইয়া আপনার সংস্থাপিত ব্যবস্থার অতিক্রম করেন না। তিনি যে বিষয়ে যে নিয়ম নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তদনুসারে রোগ শাস্তি ও বিপদভ্রাতারের চেষ্টা করা ব্যক্তিরেকে আর উপায়ান্তর নাই। লোকে বুদ্ধিদোষে পরমেশ্বরকে মনুষ্যবৎ বিকার-বিশিষ্ট জ্ঞান করাতেই এপ্রকার কুসংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে।

কোন কোন কৰ্মে কিছু কিছু দোষও আছে, এবং কতক কতক গুণও আছে। যিনি তাহার দোষ-ভাগ মাত্র দৃষ্টি করেন, তিনি তাহাকে গর্হিত জ্ঞান করেন; এবং যিনি গুণ-ভাগ মাত্র দৃষ্টি করেন, তিনি তাহাকে বিহিত বলিয়া অঙ্গীকার করেন। অল্প বয়সে পুত্রের বিবাহ দেওয়া উচিত কিনা এ প্রশ্নাব উপস্থাপিত হইলে, এতদেশীয় লোকে, বিশেষতঃ খ্রীলোকে, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া থাকেন, যে যদারা অবিলম্বে মেহাস্পদ পুত্র-বধুর মুখ-চন্দ্র দর্শন করিয়া; অতিশয় আনন্দান্বিত হওয়া যায়, এবং পুত্র-বধু গৃহে আসাতে গৃহ-কন্দের বিস্তার সাধনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পরম সুখের বিষয়, অতএব অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু দূরদর্শি বিজ্ঞ ব্যক্তির বিবেচনা করেন, পুত্র-বধুর মুখ-লোকন সুখজনক বটে, কিন্তু বাসক বালিকা পরস্পর উদ্বাহ-হৃত্রে সংযুক্ত হইলে পরস্পরের মৰ্য্যাদা আনিতে পারে না, এবং কাহার কিরূপ চরিত্র তাহাও অবগত হইতে সমর্থ হয় না, অতএব তাহারদের পরস্পর প্রণয় সঙ্গার হওয়া চূৰ্ণট। বিশেষতঃ, পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাবজাত হইলে সর্বদা কলহ ঘটনা হইয়া যাবজীবন অসুখে কাল বাপন করিতে হয়। আর যদি অল্প বয়সে, অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তি না হইতে হইতে, সস্তান উৎপন্ন হয়, তবে সে সন্তান দুর্বল, দীর্ঘ ও রোগী হয়, এবং অল্পবয়সে কাল-প্রাপ্তে প্রবীর্ণ হইয়া অত্যাচারি পিতা মাতাকে শোকাবুল করিয়া যায়। ত-

স্ত্রিম, যদি বিবাহিত পুত্র অল্প বয়সে হইয়া শীতিমত বিদ্যা ও বিদায়-কর্ম শিক্ষার্থে অবসর না পায়, এবং অক্ষয় ও অকৃতী হইয়া সংসারে নিষ্ফলভাবে পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করিতে অসমর্থ থাকে তবে দারুণ দৈন্য দশার পতিত হইয়া গিব জীবন যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করে। অতএব, অল্প বয়সে বিবাহ প্রদানে দোষের মাপট অধিক। যাঁহাতে এই সমস্ত বিষয় সঙ্গট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা কোন মতে আমাবদের উপচিকীর্ষা ও ন্যায্যপরতার অভিমত হইতে পারে না, সুতরাং তাহা কোন ক্রমেই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। বালক-বিবাহের যৎকিঞ্চিৎ নাহা গুণবৎ আভাস পায়, তাহাই লক্ষ্য করিয়া দোষ সন্ধানের প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে, এতদেশীয় লোকে বালক পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন। অন্যান্য নানা দেশে যে সকল কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহারও অনেক এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ—যেমন দুই জনের মুখস্বী সমান নহে, সেইরূপ মনুষ্যের দুটি কন্ম-ও পরস্পর তুল্য নহে। আমরা যেমন কতকগুলি এক প্রকার জন্তুকে পশু, পক্ষী, পতঙ্গ অথবা অন্য কোন সংজ্ঞা দিয়া থাকি, সেইরূপ কতক গুলি এক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জিন্মাকে এক শ্রেণীতে গণিত করিয়া সত্য, ক্রমা, দান, চৌর্য্য-শাস্তি আখ্যা প্রদান করি। ইহার মধ্যে দান, ক্রমা, সত্য-শ্রেণীতে কয়েক জাতীয় কন্মকে বৈধ এবং অন্য কয়েক জাতীয় কন্মকে অবৈধ বলিয়া জানি। কিন্তু এক জাতীয় সমগ্রায় সংক্লেষের সমান গুণ নহে, এবং এক জাতীয় সকল কু-কন্মেরও সমান দোষ নহে। কাহাকেও দান-শরিতে দেখিলে সকলে তাহার পাতিত্য করিয়া থাকেন; কিন্তু যখন দান করিলে, কাহারও আশংকা বৃদ্ধি অথবা কোন কুকন্মে বা কুপ্রবৃত্তি উৎসাহ প্রদান করা হয়, সেইলে দান করা কোন ক্রমে বিহিত নহে। স্বপ্ন-পরিদোষ না করিয়া যথেষ্ট অর্থ দান করা কোনমতেই উচিত নহে। স্বপ্ন-বিশেষে দান করা ভাল বটে, কিন্তু বিচার-

সময় উপবিষ্ট হইয়া যথা বিধানে দোষের সপ্ত না করা এবং যেরূপে ক্ষমা করিলে সোকার উপর উপহাস বৃদ্ধি হয়, সে যেরূপে ক্ষমা করা কদমার্গ কর্তব্য নয়; সে কেহ হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া এ প্রকার স্থ-
গেও দানাদি করা পুণ্যজনক বোধ করেন। এইরূপ, এক জাহাজ সমুদায় কায়কে সম-
মান জ্ঞান করাততঃ অনেক জন ঘটিবার সম্ভাবনা।

চতুর্থতঃ।—আমরা বক্তব্যের সেরূ, প্রী-
তি বা ভক্তি করিয়া পক্ষ, তাহার চরিত্রের
বিষয় গম্যানে তৎ পরিবার সময়ে দোষকে
নশু ও গুণকে গুরু করিব, বোধ হয়। কেহ-
পাজপ্রমাণাদি ও ভক্তি-ভাজনকে স্মরণ
হইয়া মাত্র অহংকর্যে যেরূ, প্রীতি ও ভক্তি-
রূপে অর্জ হইয়া এ প্রকার পক্ষপাত উপ-
স্থিত হয়, যে, তাহারদিগকে দোষ-ভাগকে
দোষ বলিয়াই প্রীতি করিতে প্রবৃত্তি হয়
না। তাহারদের দোষের প্রতি আমারদের
দৃষ্টি থাকে না;—তাহারদের সমূহ দোষ
আমাদের প্রীতি দূর অগাধ ন্যূনত্রে নিমগ্ন
হইয়া থাকে। মিহেরা যে মিত্র পক্ষের
দোষ দৃষ্টি করিতে অসমর্থ, তাহার এই কা-
রণ। প্রত্যেক শতকে স্মরণ হইলে যেযা-
নস প্রবণ ও কোধানস প্রক্লিত হইয়া
উঠে, এত তদুরা তাহার সমূহ গুণ বিস্মৃত
হইয়া তিস প্রমাণ দোষ তাস প্রমাণ বোধ
হয়। তাহার দোষের প্রতিই আমারদের
দৃষ্টি থাকে, এবং তাহার প্রতি একপ শত্রু
ভাবের আবির্ভাব হয়, যে সমূহ গুণকে গুণ
বলিয়া স্মরণীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না।
এ কারণ, অনেকানেক স্থলে শত্রুরা যেমন
সমর্থ দোষ নিকৃপণ করিয়া মিত্রকণ্ড কার্য
করে, মিত্র পক্ষ হইতে সেবপ হওয়া মুক-
টিন। শত্রু বা মিত্র বস্তুই কোন বিষয় বি-
চার করিতে হইলে, বিচারকদিগকে পক্ষ-
পাত রূপ গুরুতর দোষে পতিত হইবার
সম্ভাবনা।

আমাদের ধর্মার্থ জ্ঞান স্বভাব-সিদ্ধ
হইলেও যে কয়েক কারণে কোন কোন
চক্ষুরূপে সংকম ও কোন কোন সংকম-
কে চক্ষুরূপ জ্ঞান হয়, তাহার বিবরণ করা

গেল। তৎ সমুদায় পর্যালোচনা করিয়া
দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, যে আমাদের
ধর্ম প্রবৃত্তির স্বভাবের কদমার্গ বাতিক্রম হয়
না। পরের হিতাভিলাষ করিয়া উপচিকিৎসার
স্বভাব, ন্যায়ান্যায় প্রতীতি করা যে ন্যায়প-
রতার স্বভাব, ভক্তি-ভাজনকে ভক্তি করা যে
ভক্তি-বৃত্তির কার্য, কোনক্রমেই তাহার স-
ন্যথা হয় না। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি উপ-
যুক্ত মত মার্জিত না হওয়াতে সকল দ-
র্মের সমর্থ গুণগুণ নিকৃপণে অসমর্থ হই-
য়া অস্বাভাব থাকে, অথবা কোন কোন বৃত্তি
অত্যন্ত প্রবল হইয়া ধর্ম প্রবৃত্তির উপদেশ
প্রদান করিয়া রাখে; ইহাতেই স্থল বিশেষে
ধর্মকে অধর্ম ও অধর্মকে ধর্ম জ্ঞান হয়।
যেহেতু অনু, মনু, তিত্ত ও কট অনুভব
করা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ, সেইরূপ ধ-
র্মার্থ প্রতীতি করণে আমাদের প্রকৃ-
তি-সিদ্ধ তাহার সন্দেহ নাই। ধর্ম প্র-
বৃত্তি সমুদায় স্বয়ং স্বভাবানুসারে ধর্মার্থ
জ্ঞান প্রকাশ পূর্বক আপনাদের সর্বপ্রা-
ধান্য প্রচার করিতেছে, এবং মার্জিত বৃত্তির
সহকৃত হইয়া পরম ধর্ম প্রযোজক পরম-
ধর্মের সমর্থ অনুমতি স্থাপন করিতেছে।
তাহারদিগকে পরমাশ্রম স্বরূপ পরমাশ্রম
প্রীতিনিধি জ্ঞান করা উচিত, এবং তদীয়
আদেশ তাহারই মতানু-
সারে জ্ঞান করিয়া ভক্তি প্রদান সহকারে পরিপা-
লন করা কর্তব্য।

উপাসক-সম্প্রদায়

প্রাণনাথ

প্রাণনাথ নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্র-
দায় সংস্থাপন করেন, এই নিমিত্তে ইহার
নাম প্রাণনাথি। লোকে ইহারদিগকে ধামি
বলিয়াও থাকে। প্রাণনাথ হিন্দু মোসলমান
উভয় শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং এই উ-
ভয় ধর্মকে একীভূত করিয়া এক মতন ধর্ম
স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ
কারণ, তিনি বেদ ও কোরাণ হইতে কতক
গুলি বচন সংগ্রহ করিয়া মহিভারিয়ল নামে
এক পুস্তক প্রস্তুত করেন, এবং তাহাতে

এই উভয় শাস্ত্রীর বচন সম্বন্ধে পরস্পর একে প্রশংসা করেন। তিনি আরব্রাজেব বাদশাহের রাজত্বের শেষ ভাগে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং এক হীরকের আকর বাহির করিয়া দেওয়াতে, বন্দেলখণ্ডের অধিপতি রাজা চন্দ্রসালের সমীপে অত্যন্ত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বন্দেলখণ্ড এই সম্প্রদায়ের প্রধান স্থান, এবং পুনার ইহার দের এক দেওয়ান আছে। তাহার মধ্যে এক স্বর্ণময়-ওস্তাদগিহিত টেবিলের উপরে প্রবর্তক-প্রতি পুরোক্ত পুস্তক স্থাপিত আছে।

ইহার দীক্ষার সময়ে হিন্দু মোসলমান উভয় জাতীয় সম্প্রদায় লোকের সহিত একত্র ভোজন করিয়া থাকে। প্রাণনাথ যে উভয় শাস্ত্রের অভেদ স্বীকার করিতেন, এই আহার বিষয়ক ব্যবহার তাহার স্পষ্ট নিদর্শন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ইহার স্ব স্ব কৃলাচার অনুসরণ কার্য করে। এ সম্প্রদায়ের হিন্দুরা হিন্দুদিগের মায় এবং মোসলমানেরা মোসলমানদিগের মায় আচার, ব্যবহার, ক্রিয়: কলাপ করিয়া থাকে। কেবল, এক মাত্র অধিষ্ঠীর পরমেশ্বর যে সর্বশাস্ত্রের প্রতিপাল্য এই প্রকার বিশ্বাস এবং পুরোক্ত সঙ্গর ভোজনের রীতি এই দুটি বিষয় ইহারদের সকলের একাঙ্গল।

বীবর



কোন কোন ইতর আদি স্ব স্ব বাসস্থান নির্মাণ বিষয়ে অসাধারণ কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকেন। পলিদিগের কুল্লার, কুম্বার

ফিকার, মধুকুম, বাবুরের বাসা এ সমস্তই সকলেরই বিদিত আছে। আমেরিকায় বীবর নামে এক প্রকার পশু আছে যেকণ পরিপাটী গৃহ নির্মাণে। বৃত্তান্ত শুনিলে সকলে চমৎকৃত হইবেন।

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে বীবরের প্রতিকূপ প্রকাশিত হইল। ইহার চতুঃপাশ ঘোর কণিল বর্ণ, এবং স্থূল মুকুট হইবে। ইহার লোমে আকাদিত। ইহার দেহ শরীরে ন্যূনমিক ১১ ইঞ্চ দীর্ঘ, ৩।১ প্রাচীর উচ্চ। ইহারদের মুকু সেন্দ্রকার শব্দ হারা অর্হুত, অন্য কোম পশুর সেন্দ্রকার নাদ। দন্ত মুখিকের দন্তের নায়, কিন্তু একা বলা ও শব্দ: যে তদ্বারা কাষ্ঠ পর্যাশ্ত কর্তন করিতে পারে। পশ্চাতের পদে অঙ্কুলি সকল মিশ্র, কিন্তু সম্মুখের পদ সেকর্ণ নহে। ইহার মস ও স্থব উভয়েরই অবস্থিতি করিতে পারে, এক সচরচর এম প্রকার জঙ্গল বৃক্ষের মূল ও কোন কোন বৃক্ষক বৃক্ষে বন্ধন উচ্চণ করিয়া থাকে। শীতকালে গাছের বহিভূত হইয়া স্থলে গমনাগমন পুর্বক বন্ধন আচরণ করিতে সমর্থ হয় না, একারণ গ্রীষ্ম কালে সংস্থান করিয়া থাকে। গ্রীষ্মের সময়ে গৃহ পরিচ্যাগ পুর্বক নানা স্থান পরিভ্রমণ করে, এবং জলাশয়ের সমীপস্থ বৃক্ষছায়াতে শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়, এবং তখন পুরোক্ত বৃক্ষ মূল ও বন্ধন ভিন্ন নানা প্রকার ভূণ ও জলও আহার করিয়া থাকে।

বীবরেরা গৃহ নির্মাণ বিষয়ে যে আশচর্য কৌশল প্রকাশ করে, তাহাই তাহারদের প্রধান গুণ। ছুই তিন শত বীবর একত্র হইয়া কোন বৃক্ষ, সরোবর, নদী, অথবা কৃত্রিম নদীর তীরে বাসস্থান প্রস্তুত করিতে প্রস্তুত হয়। বিশেষতঃ যাহার নিকটে বৃক্ষ আছে এইরূপ স্থান দেখিয়া বাস করে। কারণ, তাহা হইলে সেই বৃক্ষ ক্ষেদন করিয়া তদ্বারা গৃহ নির্মাণ করিতে পারে; অধিক দূর হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিতে হইলে বর্জ কষ্ট সম্ভাবনা। যদিও তাহার হৃদ ও সরোবরেও বাস করে, কিন্তু অধিকাংশে নদীর তীরেই থাকে; কারণ স্রোত দিয়া কাষ্ঠাদি

বহন করিতে বিশেষ ক্লেশ হয় না। যে সকল ক্ষুদ্র নদী বা ক্ষুদ্র নদীর জল শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাতে গৃহের অনতি দূরে এক সেতু বন্ধন করে। যদি নদীর প্রবাহ প্রবল না হয়, তবে সরল সেতু প্রস্তুত করে, আর যদি প্রবল হয়, তবে বক্র করিয়া নির্মাণ করে। কারণ বক্র সেতুর গুষ্ঠদেশ প্রবাহের দিকে থাকিলে অনায়াসে উত্ত হয় না। তাহারই বাস্তব জুসির নিম্নটে যে বৃক্ষ থাকে, তাহা দস্ত দ্বারা ক্ষেদন করিয়া পাত্তিত করে, পরে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাশা-স্থানে স্থাননয়ন করে। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, তাহারই নতের এক প্রকার ধার, যে তদুপায় মনুষ্যের শরীরের ন্যায় খুল খুল বৃক্ষ সমন্বয় কর্তন করিতে পারে। দস্ত দ্বারা বৃক্ষ-খণ্ড ও বৃক্ষ-শাখা সকল আকর্ষণ করিয়া আনে, এবং সম্মুখের পদ দ্বারা বন্ধন ও প্রসার বন্ধন করিয়া থাকে।

প্রথম তাহার সারি সারি খুঁটি পুষ্টি-নাশায়, পরে তাহার মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ-শাখা রোপণ প্রস্তুত করিয়া দাগকা ও কর্ম দিয়া পূর্ণ করে। এক এক সেতু ১০১৭০ ইঞ্চি দীর্ঘ, অর্থাৎ এমন শক্ত, যে মানুষে তাহার উপর দিয়া অবলম্বী ক্রমে গমনাগমন করিতে পারে। যে স্থানে তাহার অবিচ্ছেদ্য অধিক কাল বাস করিয়া থাকে, পুনঃ পুনঃ প্রতীকার করিতে, সেস্থানের সেতু অত্যন্ত কঠিন হয়, এবং রোপিত বৃক্ষ-দণ্ড সকল কালক্রমে পল্লবিত ও শাখা বিশিষ্ট হইয়া বৃক্ষ-প্রাণি রূপে প্রত্যায়মান হয় ও কখন কখন এত উচ্চ হয়, যে পক্ষিগণ তাহার উপরে কুলায় নির্মাণ করে।

তাহারা যে সকল দ্রব্যে সেচ প্রস্তুত করে, তাহাতেই গৃহ নির্মাণ করিয়া থাকে। সেতুর অনতি দূরে এক এক স্থান প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর গৃহ নির্মাণ করে। সেই সকল গৃহের উপরিভাগ খিলান করা; তাহার বহির্দিক গুয়াজের ন্যায় এবং অন্তর্দিক তুস্তরের ন্যায় দেখায়। গৃহের প্রাচীর প্রায় ১। হস্ত প্রশস্ত, এবং তাহার তলা নদীর জল অপেক্ষা এত উচ্চ, যে তাহাতে কখনই জল প্রবেশ করিতে পারে না। এক

এক গৃহে অনেক বীবর বাস করিয়া থাকে; ছুয়ের অপেক্ষায় ছান নহে, এবং ত্রিশের অপেক্ষাও অধিক নহে। তাহার গৃহ মধ্যে খাদ্য সামগ্রী রক্ষা করিয়া ভক্ষণ করে, এবং বৃক্ষ-পত্র ও শৈবালের শম্যা করিয়া শয়ন করে। একপত্র হওয়া গিয়াছে, প্রত্যেকে আপন আপন নিকৃপিত স্থানে অবস্থিত করে, কেহ কাহারও স্থান গ্রহণ করে না।

গৃহের দ্বার কেবল নদীর দিকে থাকে। এতদেশীয় চতুষ্পাঠীর ন্যায় এক এক গৃহের অনেক কুঠরী থাকে; কিন্তু তাহার সমুদায়ের পরস্পর যোগ থাকে না, প্রায় প্রত্যেক কুঠরীর পৃথক পৃথক দ্বার। এক ব্যক্তি কতি যাহা ছেদন, আমি বীবরদিগের এক বৃক্ষ বাটী দৃষ্টি করিয়াছি, তাহার প্রায় ১২ টা কুঠরী; তন্মধ্যে ২।৩ টার পরস্পর যোগ আছে, আর সমুদায়ের ভিন্ন ভিন্ন দ্বার। তাহার এক কুঠরী হইতে অন্য কুঠরীতে গমন করিতে হইলে জনের মধ্য দিয়া গমন করিতে হয়।

তাহার বর্ষে বর্ষে গৃহ সংস্কার করে, অথবা প্রতি বৎসর নূতন গৃহ নির্মাণ করে। গৃহ সংস্কার করিতে হইলে, শীতের প্রথমে কাশ্যারম্ভ করে। আর যদি নূতন গৃহ নির্মাণ করিতে হয়, তবে গ্রীষ্ম তুর প্রারম্ভ হইতে বৃক্ষ ক্ষেদন আরম্ভ করিয়া তাত্র মাসে গৃহ নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়, এবং শীতের সঞ্চার হইতে হইতেই শেষ করিয়া তোলে। তাহার রাত্রি যোগেই সমুদায় কক্ষ করিয়া থাকে।

তাহারা সর্দঙ্গ পরিষ্কৃত পরিষ্কৃত থাকে, এবং তদবর্ষে গৃহের বহির্ভূত হইয়া মল সূত্র পরিত্যাগ করে। পুথিলে অনায়াসে পোষ্য মানে, সর্দঙ্গ মনুষ্যের সমভিব্যাহারে থাকিতে ভাল বাসে, এবং যত স্নেহ করা যায় ততই পরিতোষ প্রকাশ করে।

যে সমস্ত বীবরের বৃত্তান্ত লিখিত হইল, তাহার আমেয়িকা-নিবাসি। ইউরোপের স্থানে স্থানেও অনেক বীবর প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহার গৃহ-নির্মাণ বিষয়ে তাদৃশ প্রসিদ্ধ নহে।

আশিয়ার অন্তঃপাতি রুশ দেশে মিটাচারী মূষিক নামে এক প্রকার মূষিক আছে,

তাহারাও মৃত্তিকা ধ্বনন করিয়া পরিপাটি গৃহ প্রস্তুত করে। সেই গৃহের মধ্যস্থলে এক প্রধান ঘর থাকে, নানা দিক দিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারে। কোন কোন মুখিক এ প্রকার গৃহ প্রস্তুত করে, যে স্থান-মুখিক ত্রিশ টা দ্বার দিয়া প্রধান কোঠে গমন করা যায়। প্রধান কোঠের পাশে অন্যান্য ঘর থাকে, তাহাতে গ্রীষ্মকালে শীতকালের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী সংস্থাপন করিয়া রাখে। সন্ধ্যা করিবার পরে যে সময়ে গৃহের মৃত্তিকা আর্দ্র হয়, তখন বাহির করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করে। অপ্রতুল না হইলে কোন ক্রমেই তাহাতে হস্তক্ষেপ করেনা। অন্যান্য সময়ে মুখিক মুখিকা উভয়ে গৃহক পৃথক থাকে, শীতের উপক্রম হইবামাত্র একত্র গৃহপ্রবেশ পূর্বক পর্যাগুপ্ত অন্ন আহার করত মুখে সঙ্কলে কাল যাপন করে।

পদার্থবিদ্যা

কাঠিন্য

জবোর ঘনত্ব ও গুরুত্ব অধিক হইলেই যে তাহার অধিক কাঠিন্য হয় এমত নহে। কোন কোন দ্রব্য অত্যন্ত ভারী, অথচ অত্যন্ত কঠিন নহে। কাচ অনেক খাত অপেক্ষায় লঘু, অথচ তাহারদের অপেক্ষায় কঠিন। কোন বস্তু কঠিন আর কোন বস্তু কোমল ইহা জানিবার নিয়ম এই, যে যে বস্তু দ্বারা যে বস্তুকে অঙ্কিত করা যায়, সে বস্তু সেই অঙ্কিত বস্তু অপেক্ষায় কঠিন। কাচের অপেক্ষায় ভারী অনেকানেক খাত কাচ দ্বারা অঙ্কিত হয়, অতএব, কাচ তাহারদের অপেক্ষায় কঠিন।

স্বর্ণ হীরক অপেক্ষায় ৪৫ গুণ ভারী, অথচ তাহার অপেক্ষায় আরেক কোমল। দ্রবপদার্থ যে পায়ন, তাহা অত্যন্ত কঠিন ইন্দ্রপাতের তুল্য ভারী।

হীরক অন্যান্য সমস্ত বস্তু অপেক্ষায় কঠিন, একারণ ইহার দ্বারা সকল দ্রব্যই অঙ্কিত হইতে পারে। তাহার পরকলা প্রস্তুত করে, তাহার হীরক দিয়া কাচ কর্তন করিয়া থাকে। হীরক সর্বাপেক্ষায় কঠিন বটে, কিন্তু

ইন্দ্রপাত সর্বাধিক কঠিন নহে। তবে সূক্ষ্ম ইন্দ্রপাত সমান নহে, অত্যন্ত উপাত্ত নহে। একেবারে শীতল করিলে অত্যন্ত কঠিন হয়। ইন্দ্রপাতের এই আশ্চর্য গুণ মনুষ্যের গোচর হওয়াতে যে কিপর্যন্ত উপকার দর্শিতাছে, তাহা বর্ণনা করা যখন। অনেকানেক অজ্ঞানাত্মক অসভ্য লোকে লৌহ ও ইন্দ্রপাতের ব্যবহার জ্ঞাত না থাকাতে, অগ্নিও প্রস্তুত বিশেষ দ্বারা বস্তুকে ছেদন করিয়া থাকে। ইহাতে এক এক ব্যক্তির এক একটু রক্ষা ছেদন পূর্বক তদুপাত্ত লোক প্রস্তুত করিতে এক বৎসর পথ চলিতে পারে, কিন্তু একপ্রকার সভ্য জাতীয় সুনিপুণ সুত্বধর ইন্দ্রপাত-নির্মিত শানিত অস্ত্র দ্বারা চুই এক দিবসের মধ্যেই সে কৰ্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন।

স্থিতিস্থাপকতা

বেত্র প্রভৃতি কতক গুলি দ্রব্যকে কুঞ্চিত করিয়া অর্থাৎ নোয়াইয়া ত্যাগ করিলে, পুনর্বার পূর্ববৎ হয়। সেই সমুদায় দ্রব্যের বে গুণ থাকতে এই প্রকার ঘটনা হয়, তাহার নাম স্থিতিস্থাপকতা।

সমস্ত বস্তুর স্থিতিস্থাপকতা গুণ সমান নহে; কোন বস্তুর বা অধিক, কোন বস্তুর বা অল্প। বিশেষতঃ বস্তু বিশেষে এই গুণের নানা প্রকার ইতর বিশেষ দেখা যায়। রবর টানিয়া দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু অতিশয় দীর্ঘ করিলে আর অধিক পূর্ববৎ হয় না; পূর্বাপেক্ষায় দীর্ঘ হইয়া থাকে। প্রত্যুত, কাচ কুঞ্চিত করিয়া ত্যাগ করিলে, কখনই কুঞ্চিত হইয়া থাকে না, তৎক্ষণাৎ পূর্ববৎ সমান হয়। কিন্তু কাচ অতিশয় পাতলা অথবা সুক্ষ্ম সূত্র স্বরূপ না হইলে কুঞ্চিত করা যায় না, অপেক্ষেই ভগ্ন হইয়া যায়।

কাচ, ইন্দ্রপাত, গজদন্ত প্রভৃতি কঠিন দ্রব্যের এক রবর, পট্ট-সূত্র, চর্ম প্রভৃতি অনেক কোমল দ্রব্যেরও এই গুণ আছে। বায়ু ও বায়ুবৎ সমুদায় বস্তু সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। কোন বায়ু-পূর্ণ ক্ষত্র মসক সঙ্কুচিত করিলে সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ পূর্ববৎ ফীত হয়। জল ও অ-

ন্যায়্য ভব ভবেরও স্থিতিস্থাপকতা গুণ আছে, কিন্তু অতি অল্প।

ইস্পাত-নির্মিত উত্তম তরবারকে একপ কৃষ্ণিত করিতে পারা যায়, যে তাহার ছুই মুণ আনিয়া একম সঙ্গলয় হইবে, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে উৎকণ্ঠ সরল হয়।

অপকৃষ্ট ইস্পাত ভাঙা অন্য কোন ধাতু নির্মিত দণ্ড কৃষ্ণিত করিলে, তাহা কৃষ্ণিত হইয়া থাকে, নয়, ভগ্ন হইয়া যায়।

ঘটিতে যে ইস্পাত-নির্মিত স্পিং থাকে, তাহা পাত বন্ধের পরে ছাড়িয়া দিলে-ও উৎকণ্ঠ সরল হয়।

এক প্রকার প্রস্তুত আছে, তাহাকে কৃষ্ণিত করা যায় এবং ছাড়িয়া দিলে উৎকণ্ঠ মুক্তবে সরল হয়।

বস্তু বিশেষের স্থিতি-স্থাপকতা গুণ থাকতে, মনুষ্যের বিশ্ব উপকার হইতেছে। ইস্পাতের স্থিতিস্থাপকতা গুণ দ্বারা ঘড়ি-ঘাড়ি প্রভৃতি অনেকাধিক উত্তমোত্তম অস্ত্র-বস্তুকে দ্রব্য প্রস্তুত ও সুসঙ্গার হইতেছে। জগদীশ্বর সৃষ্টি করিল যে অভিপ্রায়ে জড় পদার্থের এই সমুদায় গুণ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা একমত সঙ্গার হইয়া তাহার আশ্চর্য্য কৌশল ও অপার মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

ভঙ্গপ্রবণতা।

যে গুণ থাকে, কোন কোন বস্তু অন্য-মনসে ভগ্ন হয়, তাহার নাম ভঙ্গপ্রবণতা, এবং যে সকল দ্রব্য অন্যমনসে ভগ্ন করা যায়, তাহার নাম ভঙ্গপ্রবণ। অনেকাধিক পদার্থে কঠিন দ্রব্যের এই গুণ দৃষ্টি করা যায়।

লৌহ-সত্ত্ব কাচ দ্বারা আচ্ছিত হয়, অত-এব, কাচ লৌহ অপেক্ষায় কঠিন তাহার সন্দেহ নাই; অথচ কাচের ন্যায় ভঙ্গপ্রবণ দ্বিতীয় বস্তু পাওয়া দুষ্কর।

ইস্পাত উত্তপ্ত করিয়া একেবারে সহসা শীতল করিলে অত্যন্ত কঠিন হইবে, কিন্তু ইহাতে তাহার স্থিতিস্থাপকতা গুণ হ্রাস হইয়া ভঙ্গপ্রবণতা গুণ বৃদ্ধি হয়। একারণ, যে ইস্পাত দ্বারা অন্যান্য কঠিন ধাতু পদার্থ কর্তন করা যায়, তাহা অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলেই ভগ্ন হয়। দৌহ, তাম্র,

এবং পিত্তলও উত্তপ্ত করিয়া সহসা একে-বারে শীতল করিলে অন্যমনসে ভগ্ন করা যায়।

ঘাতসহন

কোন কোন দ্রব্যের এই প্রকার গুণ আছে, যে তাহা পিটিয়া পাত করা যায়, এই গুণের নাম ঘাতসহন। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, নীসক, লৌহ প্রভৃতি অনেক ধাতুর এই গুণ আছে, তন্মধ্যে স্বর্ণের ঘাতসহন গুণ সর্বাধিক অধিক। তাহাকে পিটিয়া এ প্রকার সুক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করা যায়, যে তা-হার বেধ এক বুরঞ্জের ১৮২০২০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। দশা ২১২ তাপাংশ প্রমাণ উষ্ণ হইলে তাহাকে পিটিয়া গ্ৰাস্ত করা যায়; কিন্তু মতন ৩০০ তাপাংশের অধিক এবং ৪০০ তাপাংশের অনধিক উষ্ণ থাকে, তখনই দস্তুর এই গুণ সর্বাধিক অধিক থাকে। লৌহও অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে এই গুণ প্রাপ্ত হয়। এক প্রকার, বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কোন কোন ধাতুও পিটিয়া যোগ করা যায়। লৌহ ও প্লাটিনম্ নামক ধাতু মধ্যস্থ উত্তপ্ত করিয়া পিটিলে এই রূপ মুক্ত হইতে পারে।

যে সকল ধাতুর ঘাতসহন গুণ অতিশয় অল্প, তাহা পিটিতে পিটিতে ভগ্ন হইয়া যায়। কোন কোন ধাতু আহত হইবা মাত্র কাচের ন্যায় ভগ্ন হয়।

তাত্ত্বতা

কতকগুলি ধাতুকে টানিয়া তত্ত্ব অর্থাৎ তার প্রস্তুত করিতে পারা যায়। সেই সকল ধাতুকে তাত্ত্ব এবং তাহারদের এই গুণকে তাত্ত্বতা গুণ বলে। উল্ফস্টন নামেব প্লাটিনম্ ধাতুর এত সুক্ষ্ম তার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যে তাহা উৎকণ্ঠের সূত্র অপেক্ষায় অধিক স্থূল নহে। তিনি স্বর্ণের একপ সুক্ষ্ম তার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যে তাহার বাস এক বুরঞ্জের ৫০০০ ভাগের এক ভাগ। তাহার ৩৬৭ হাত তৌল করিয়া অঙ্ক রতি মাত্র হইয়াছিল।

আপাততঃ বোধ হইতে পারে, যে যে সকল ধাতুর উত্তম রূপ পাত করিতে পারা যায়, তাহাতেই উত্তমরূপে তার প্রস্তুত হয়,

অর্থাৎ যে ধাতুর ঘাতসহ্য গুণ অধিক, তাহার তাড়নতা গুণও অধিক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

লৌহেতে অতি সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত হয়, কিন্তু সেরূপ পাত প্রস্তুত হয় না। টিন এবং সীসের পাত বেতপ সূক্ষ্ম হইতে পারে, তার সেরূপ সূক্ষ্ম হয় না।

এই গুণের অধিকা বিষয়ে স্টাটিনস্ ধাতু সর্কোপেক্ষার প্রধান, রৌপ্য দ্বিতীয়, লৌহ তৃতীয়, তাম চতুর্থ, স্বর্ণ পঞ্চম ইত্যাদি। কাচ অপেক্ষেই তদ্রূপ হয় বটে, কিন্তু তাহাও দ্রব করিয়া তার প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

ভিদ্যাবরোধকতা

কতক গুলি বস্তুর এই প্রকার গুণ আছে, যে তাহারদিগকে আকর্ষণ করিয়া সহজে ছিন্ন করা যায় না। সেই সমস্ত বস্তুকে ভিদ্যাবরোধক এবং তাহারদের এই গুণকে ভিদ্যাবরোধকতা গুণ কহে। যোগাকর্ষণের আদিকাই ইহার কারণ। যে বস্তুর পরমাণু সমুদায়ের পরস্পর অধিক আকর্ষণ, তাহা অধিক ভিদ্যাবরোধক, এবং বাহার পরমাণু সকলের যোগাকর্ষণ অল্প, তাহা অল্প ভিদ্যাবরোধক। সমুদায় কঠিন দ্রব্যের এবং অনেক কানেক দ্রব দ্রব্যেরও এই গুণ আছে, তন্মধ্যে ইস্পাতের ভিদ্যাবরোধকতা গুণ সর্কোপেক্ষা অধিক।

যে দ্রব্যের ভিদ্যাবরোধকতা গুণ অধিক তাহা অধিক ভার সহিতে পারে, এবং বাহ্যিক সে গুণ অল্প, তাহা অল্প ভার সহিতে পারে। কোন্ ধাতু কত ভিদ্যাবরোধক, তাহা নানা প্রকার ধাতুর তারে ভার বুলিয়া দিয়া দেখিলেই জানা যায়। যে ধাতু কত ভারসহ, তাহা কত ভিদ্যাবরোধক। কঠিন প্রকার ধাতুতে এক বুরুলনের সহস্র ভারের এক ভাগ প্রয়োগ সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ভার বুলিয়া দিলে, যে ধাতুর তার খসি জার সহিতে পারে, তাহা পাতাৎ লিখিত হইল।

- সীসক ১/২ সের
- টিন ১/৪ ..
- স্বর্ণ ১/৪ ..
- রৌপ্য ১/৪ ..

- পাটিনস্ ১৩
- তাম ১২
- ইস্পাত ১১৭

পট্ট-সূত্র, লোমস সূত্র, শেণ-সূত্র, চন্দ্র শরীরের সঙ্গর্গত অক্ষ-বক্রনী ইত্যাদি অনেকানেক বস্তুর অধিক ভিদ্যাবরোধকতা থাকিতে, তদ্বারা মানুষের বাহ্যরোপের অনেকের জন্য প্রস্তুত ও অনেক কার্য সম্পন্ন হইতেছে।

ডামুর ভাষাধান

পূর্বে শীত দ্বারা কোন কোন বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি হইবার প্রমাণ মধো এই প্রকারে লিখিত হইয়াছে, যে জল, জব বৌদ্ধ প্রভৃতি কতক গুলি বস্তু শীতল হইয়া কঠিন হইবার সময়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উৎপন্ন হইয়া ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত করে। এই সকল দ্রব্য কঠিন হইয়া এক এক প্রকার মনোর অকার ধারণ করে। এই সমস্ত পরিষ্কৃত বস্তুর সংধারণ নাম ডামুর, এবং যে ব্যাপার দ্বারা এই প্রকার আকার উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ডামুর তাপাদ। সিঙ্কারি, বরফ, স্ফটিক, কাচ, হীরক এবং অন্যান্য সমুদায় রত্নই ডামুর। চিনি ও লবণের নামাও ডামুর। এক এক বস্তুর ডামুরের এক এক প্রকার নির্দিষ্ট আকার উৎপন্ন হয়, কোন মতেই অন্য প্রকার হইতে পারে না।

যদি কিঞ্চিৎ লবণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্পে অল্পে উষ্ণ করা যায়, তবে সেই জল ক্রমে ক্রমে বাষ্প হইয়া উঠিয়া যায়, এবং তাহার সহিত যে সকল মিশ্রিত থাকে, তাহা পৃথক হইয়া উত্তম আকার ধারণ করে। চিনি, সোরা, ক্রিস্টালি প্রভৃতি অনেক দ্রব্য এই প্রকারে ডামুর হইতে পারে।

যদি জল করিয়া অল্পে অল্পে শিথল ভাবে শীতল হইতে দেওর যায়, তবে অনেক ধাতুই ডামুর হইতে পারে।

যদি জলের সহিত কিঞ্চিৎ কটুকিরি অথবা নীলকুতে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে একটা ভার নিহিত পাত রাখ করিয়া রাখা যায়, তবে হই এক ঘটক মধো অনেকানেক

ক পরম রমণীয় পরিপাটী ডামুর প্রস্তুত হইয়া সেই পাত্রের চতুর্দিকে আবৃত ও মুশোভিত করে।

সাম্প্রদায়িক

সকল বস্তুর অর্থার্থ হিঁদ্র বিশিষ্ট। অর্থাৎ বস্তুর ভাবের সময়ে তাহার সূত্র সকল পরস্পর ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করে, সুতরাং তাহার মধ্যে মধো হিঁদ্র থাকে। অস বস্তু হইবার সময় যে তাহার মধ্যে বিস্তর হিঁদ্র থাকে, এবং তন্নিমিত্ত তাহার বিস্তার বৃদ্ধি হয়, এ বিষয় পূর্বে লিখিত হইয়াছে। মিছরি ও নানা প্রকার প্রস্তরের মধ্যে অস প্রবেশ করিলেও তাহারদের আয়তন বৃদ্ধি হয় না; কারণ সেই সকল প্রস্তরের মধ্যে যে হিঁদ্র আছে, তাহাতেই অস প্রবেশ হইয়া থাকে। এ প্রকার এক হিঁদ্র বিশিষ্ট প্রস্তর আছে, যে তাহার মধ্যে মিয়া অস নিঃসৃত হয়।

অস অত্যন্ত নিপীড়িত হইলে স্বর্ণের মধ্যে মিয়া ও নির্গত হইতে পারে, কারণ স্বর্ণ ও হিঁদ্র পরিপূর্ণ। কোন পণ্ডিত একটা স্বর্ণময় ফোঁপ (গোলা) অস-পূর্ণ করির অত্যন্ত নিপীড়িত করিয়াছিলেন। ইহাতে সেই গোলায় চতুর্দিকে স্বেদ বিস্তার নাম অস-বিহীন সকল নির্গত হইতে লাগিল।

অস্তুর অস্থি সমুদায় প্রকার হিঁদ্র-পরিপূর্ণ। যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টি করিলে তাহা মণ্ডলময় অর্থাৎ মৌচাকের ন্যায় দেখায়।

কাষ্ঠে এত হিঁদ্র আছে, যে তাহাকে কতকগুলি একত্রীকৃত ময় বলিলে বলা যায়।

যদি একটা বোতল উত্তম-অস-পূর্ণ ও শোলা দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে ২০২৫ হাত গভীর জলে ময় করিয়া তোলা যায়, তবে দুই হাৎ, সেই বোতল উত্তম জলের পরিবর্তে লবণাঘূতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহার কারণ, শোলা অত্যন্ত হিঁদ্র-বিশিষ্ট, এনিমিত্ত উপরকার অস-রাশির ভার দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া অস-প্রবেশের পথ প্রদান করে।

বিস্তারিত

যে গুণ দ্বারা বস্তুর বিস্তার অর্থার্থ আয়তন বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম বিস্তারিত। নানা

প্রকারে বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি হয়। যাহ কতকগুলি চর্ম বা কাপাসের উপরে প্রস্তর বা অন্য কোন ভার দ্রব্য স্থাপন করা যায়, তবে সেই চর্ম ও কাপাস সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এবং ভার তুলিয়া লইলেই ক্ষীত হইয়া উঠে। বস্তুর আয়তন বৃদ্ধির যত কারণ আছে, তন্মধ্যে তেজই প্রধান কারণ। যে স্থানে তেজের বিয়োজন শক্তির বিবরণ করা গিয়াছে, সেস্থানে এবিষয়ের অনেক উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ডুমগুনস্ব সমস্ত বস্তুর উষ্ণতা ও শীতলতা ক্রমাগতই পরিবর্তিত হইতেছে, সুতরাং তদনুসারে তাহারদের আয়তনও হ্রাস ও বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যাবতীয় বিভিন্ন পদার্থে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, সমুদায়ই সকল সময়ে ক্ষীত বা সঙ্কুচিত হইতেছে। তাহার শীতের সময়ে সঙ্কুচিত হয়, এবং গ্রীষ্ম কালে বৃদ্ধি হয়। যে দিবস অধিক গ্রীষ্ম, সে দিবস অধিক ক্ষীত হয়, এবং যে দিবস অধিক শীত, সে দিবস অধিক সঙ্কুচিত হয়। আমরা দৃষ্টি-শক্তির অপত্যতা বশতঃ এই সমস্ত ব্যাপার দৃষ্টি করিতে সমর্থ নহি।

সঙ্কোচ্যতা

সমুদায় দ্রব্যেরই এইরূপ গুণ আছে। যে কোন না কোন প্রকারে তাহার পরমাণু সমুদায় পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া সঙ্কুচিত হয়, এবং তদুপায় তাহার আয়তন হ্রাস হয়। ঘনত্ব গুণের বিবরণ মধ্যে এবং অন্য অন্য স্থলেও এবিষয়ের অনেক উদাহরণ লিখিত হইয়াছে, অতএব এখানে কেবল বায়ুর সঙ্কোচ্যতা গুণের একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। যদি কোন অস-পূর্ণ পাত্রে একখান শোলা ভাসিতে থাকে, আর একটা শূন্য কাচ-নির্মিত গ্লাস অধোমুখ করিয়া তাহার উপর এ প্রকারে ধরা যায়, যে গ্লাসের মুখে অস-স্পর্শ হয়, তবে কিঞ্চিৎ বায়ু সেই গ্লাসের মধ্যে রুদ্ধ হইয়া থাকে। পরে সেই গ্লাস যত নিপীড়িত করা যায়, এই শোলা তাহার মধ্যে স্তম্ভ উঠিতে দেখা যায়; কারণ গ্লাসের অন্তর্গত বায়ু সঙ্কুচিত হইয়া তাহার উপরি ভাগে স্থিতি করে, সুতরাং তা-

হয়। মধ্যে জল উষ্ণিত হয়, এবং সেই সঙ্গে শোণাণ্ড উষ্ণিত হইতে থাকে।

মহাভারত

আদিপর্ক

সপ্ত পঞ্চাশ অধ্যায়—আত্মীক পর্ক

শৌনক কহিলেন, হে সূতকুলতিলক। এই সর্পসত্ত্রে যে সকল সর্প ছতাতশনে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের নাম প্রথমে অভিলাষ করি। উগ্রশ্রবঃ কহিলেন, বহু সহস্র বহু প্রযত বহু সর্প সর্পসত্ত্রে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের সংখ্যা করা অসম্ভব; তথাপি যত দূর স্মরণ হয়, প্রধান প্রধানের নাম কহিতেছি অরণ করুন। তদাধো বাসুকি-কুলোৎপন্ন যে সকল নীলবর্ণ, রক্তবর্ণ, শূন্যবর্ণ, অতি ভয়ঙ্কর, মহাকায়, মহাবিষ ভয়ঙ্করমগণ মাতৃশাপ রূপ বিষম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া বর্ম্মীয় ছতাতশনে পতিত হয়, তাহাদেরই বাহুল্যে নামোল্লেখ করিব।

কোটিশ, মানস, পূর্ণ, জল, পাল, হমীল, পিচ্ছল, কৌলপ, চক্র, কীলবেগ, প্রকালন, হিরণ্যবাহু, শরণ, তক্ষক, কালদন্ত এই সকল বাসুকি-জাত সর্প শ্রদীপ্ত ছতাতশনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত বাসুকি-বংশ-সজ্জত অতি ভয়ঙ্কর মহাবলশালী আর আর অনেক নাগ শ্রদীপ্ত ছতাতশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

একণে তক্ষক কুলোদ্ভূত নাগগণের নামোল্লেখ করিতেছি অরণ করুন। পুচ্ছাণ্ডক, মাতুলক, পিণ্ডসেক্তা, রক্ষক, উচ্ছিধ, শরভ, ভঙ্গ, বিলুতেজাঃ, বিরোধ, শিলী, শংকর, মুক, সুকুমার, প্রবেপন, মুক্তার, শিশুরোমী, সুরোমী, মহাভনু; এই সমস্ত তক্ষক-জাত নাগ হব্যবাহু প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

পারাবত, পারিভাত, পাণ্ডুর, হরিণ, রূপ, বিহক, শরভ, মেঘ, প্রমোদ, সত্বাপনঃ; ই-রাবত কুলোৎপন্ন এই সকল নাগ অধি-প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

হে বিকোত্তম! অকম্পিত কোরবাকুলজাত নাগদিগের উল্লেখ করিক অরণ করুন। গরক, কুণ্ডল, বেণী, বেণীকঙ্ক, কুমারক, বাছক, শূক্বেবর, ধূর্তক, প্রাতক, বাতক, এই সকল কোরবাকুলজাত সর্প ছতাতশনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

একণে খতরা কুলপ্রভূত, বাবুসম বেগ শালী, মহাবিষ সর্পগণের বিষয় কীর্তন করিতেছি অরণ করুন। শঙ্ককর্ণ, পিঠিরক, কুঠার, সুগনেচক, পূর্ণাক্ষয় পূর্ণমুখ, প্রোভাস, শকুনি, দরি, অম্বাচঠ, কামঠক, স্ববেগ, মানস, বায় ভৈরব, মণ্ডবেদাক্ষ, পিশাক্ষ, উদ্ভপারক, ঋষভ, বেগবানু নাগ, পিণ্ডারক, মহাভনু, রক্তাক্ষ, সর্কসারক, সম্বক, পটবাসক, বরাহক, বীরণক, সুচিয চিত্রবেগিক, পরাশর, তরুণক, মণিকঙ্ক, আকুণি।

হে ত্রকম! সুবিখ্যাত প্রধান প্রধান নাগের নাম কীর্তন করিলাম। বাহুল্যে অধুক্ত সকলের নামোল্লেখ করিতে পারিলাম না। ইহাদের যে সকল সন্তান ও সন্তানের সন্তান শ্রদীপ্ত পাবেক প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহাদের সংখ্যা করা অসম্ভব। অতি ভয়ঙ্কর ও প্রলয় কালীন অনল তুলা বিষ বিশিষ্ট ত্রিশীর্ষ, সপ্তশীর্ষ, দশশীর্ষ এবং অন্যান্য শত শত সহস্র সহস্র সর্প সেই বর্ম্মীয় ছতাতশনে ছত হইয়াছে। মহাকায়, মহাবেগ, শৈল-শূক্ৰ-সম সমস্ত, যোজনায়ত, ষিষোজনায়ত, কামকপী, ইচ্ছাবল, শ্রদীপ্ত অনল তুলা বিষশালী মহাসর্প সকল ত্রকমগণে নিগৃহীত হইয়া সেই মহাসত্ত্রে দহ হইয়াছে।

প্রশ্নের উত্তর।

“ত্রকমিজ্ঞানু” এই নাম স্বাকর করিয়া কোরবাকুল পারলৌকিক ভোগভোগ বিষয়ে যে প্রশ্ন কবিয়াছেন, তাহার প্র-উত্তর প্রদান করা হইতেছে।

প্রশ্ন
“স্বীভাষা দেহপঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া কি প্রকার অবস্থায় অবস্থিত করে? ইহা কি প্রকার বিকৃতি প্রাপ্ত হয়? অন্য দেহ সংক্রমণ করে কি না?”

উত্তর।

স্বীকার্য শরীর পরিচর্যা করিয়া বি-
 রূপ অবস্থায় অবস্থিতি নহে, যাহা নবদেহে
 জন্মিবার উপায় নাই। পদমেধের মা-
 নাবদিগকে এক্ষণে কোন মনোবৃত্তি প্র-
 দান করেন নাই, যে উদ্ভূত জন্মরা এ
 বিষয় অবধারণ করিতে পারি। তবে এই
 পর্যায় বসিবে প্রায়শঃ, যে অগম্যাবধি যে
 জন্মের নিয়ম প্রকাশ্য হইবে, তাহা কি-
 রূপে পালন করিতে হইবে, এবং তাহার কাহা
 পর্যায়াচর্যা করা তাহাকে এক্ষণে পরম
 স্মরণীয় ও অপর মনোবৃত্তি বলিয়া প্র-
 তীতি করিতে হইবে, তাহাতে নিশ্চয় জানিতে
 পারা যায়, যে সকলেই যু যু শূভশুভ
 কাম্যাসুখেরে শূভাশুভ কল প্রাপ্ত হইবে।
 যিনি পদমেধ পরিশুদ্ধ পদমেধে বিচরণ করত
 কর্তব্যনুষ্ঠান নিয়ম থাকেন, তিনি ইচ্-
 স্কামে ও পরজন্মের পূর্বের সুখতার স্বরূপ
 জন্মের প্রাপ্ত করেন, এবং যিনি বিপণ্যমণ্ডী
 মন্ডীতে পদমেধে কাম্য করেন, তিনি স্বাপনার
 স্বলক্ষণের বড়ক স্বাপন করেন তাহার
 সন্দেহ নাই। গতকালে কাম্যক্রমে গগনতের
 উন্নত হই। তাহাষ্ট পরম স্বরূপিক পরমে-
 ধেরই সন্মত স্বাপনের উদ্দেশ্য। তাহার
 মনোমায় সৃষ্টির মায়া তাহাষ্ট প্রধান সৃষ্টি।
 গতকর কাম্য কাম্য তাহাষ্ট সন্মত হই-
 বে, তাহাষ্ট সন্মত হইবে,—আনন্দ স-
 হোগে বসি যাইবে। তাহার অপরিবর্তনীয়
 সন্মত স্বরূপে বিদ্যমান বলিয়া আমরা এই
 পর্যায় পরিচর্যা করিতে পারি, তিনি
 ইচ্ছামেধে অমাবদিগকে তাহা সন্মত জা-
 নিয়াই সন্মত করেন নাই।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার পক্ষ স্বীকার করিতেছি
 যে শ্রীযুক্ত রাকেশলাল মিত্র মহাশয় স্মৃতি
 উত্তম এক খণ্ড ভারতবর্ষের মানচিত্র এই
 বন্দায় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীম্পেঞ্জনাথ ঠাকুর।
 সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৪
 শকের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়
 মাসীয় আয় ব্যয়

বিবরণ।

আয়

| | |
|---------------------------|-----------|
| দানপ্রাপ্ত | ৩২৫৭। ১৫ |
| ব্রাহ্মসমাজ শুল্ক বিক্রয় | ১০ |
| গত মাসের স্থিত | ৪০৭। ১১৫ |
| — | |
| | ৭৫২৫। ১১৫ |

ব্যয়

| | |
|--------------------|----------|
| কম্পিউটারগণের বেতন | ১৮৫৫। ১০ |
| বিবিধ ব্যয় | ১৩৫০। ১৫ |
| — | |
| | ৩২০৫ |

স্থিত

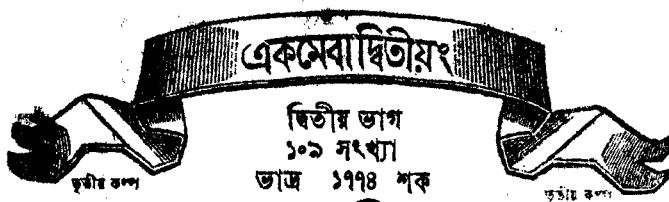
| | |
|-------------------------|----------|
| মগস | ৪৩০৫। ১৫ |
| চমতিরিজ্ঞ কল্যাণের কাগজ | ৪। ১০ |

দানপ্রাপ্তির বিবরণ

| | |
|------------------------------------|----------|
| শ্রীযুক্ত ধরনন্দর দান | ১ |
| শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব | ৪ |
| শ্রীযুক্ত রামকাল মনোপাখ্যার | ২ |
| শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচন্দ্র মিত্র | ১ |
| শ্রীযুক্ত গিরীশলাল চৌধুর | ৪০ |
| শ্রীযুক্ত স্বামীনাথ দেব | ১৫ |
| শ্রীযুক্ত হারদুর্গাম পসিন | ১৫ |
| শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বসু | ১ |
| শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রনারায়ণ বসু | ১০ |
| শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র পুর | ৩ |
| শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রনাথ চৌধুর | ১০ |
| শ্রীযুক্ত নরসিং চৌধুর | ১৫ |
| শ্রীযুক্ত উত্তমচন্দ্র চৌধুর | ১০ |
| শ্রীযুক্ত নরসিং চৌধুর | ১০ |
| শ্রীযুক্ত কুমার কল্যাণচন্দ্র মিত্র | ১ |
| শ্রীযুক্ত শ্যামচন্দ্র দেব | ১ |
| শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বসু | ৮ |
| শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চৌধুর | ১০ |
| শ্রীযুক্ত হরনমোহন দেব | ১০ |
| শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচন্দ্র মিত্র | ১০ |
| শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র মিত্র | ১০ |
| শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বসু | ২ |
| শ্রীযুক্ত ব্রহ্মলাল বসু | ১৫ |
| শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর মিত্র | ৩ |
| দানপ্রাপ্তের প্রাপ্ত | ১২৫৫। ১৫ |

৩২২৫। ১৫

৩ মাসের বৃহৎকলিকাতা লক্ষ্য ১৮৭৪। কলিকাতা ৩২২৫।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

অপর্যায়বোধেরঃ সামবেদোক্তবোধঃ পিতৃভ্যঃ কল্পোক্তবোধঃ নিরুপদঃ ব্রহ্মোক্তবোধঃ।
অথ পরা বহা তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তদ্বিন্দু প্রীতিভঙ্গ্য প্রিয়কার্যাদিধনঃ তদুপাসনমতের।

ধর্মনীতি

১০৮ সংখ্যক পত্রিকার ৪০ পৃষ্ঠার পর।

কল্পে পাপ পুণ্যের বিশেষ করা যায়, পুণ্যে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে। পরমেশ্বর আমারদিগকে যে প্রকার মানসিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা সম্যক রূপে পর্যালোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, যে লম্বদার মনোরুজি পরম্পর সমঞ্জসী-কৃত ও অবিরোধি থাকিয়া বেক্ষপ উপদেশ গ্রহণ করে, তদনুযায়ি ব্যবহারই বিচিত ব্যবহার এবং তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহারই অবিচিত। যেখানে নিরুক্তপ্রকৃতির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রকৃতির বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রকৃতির অনুমতি প্রতিপালন করা কর্তব্য। অগভীষণ যেমন আমারদিগকে এই প্রকারে পাপ পুণ্য বিবরণ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই রূপ তদনুযায়ি দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া সেই উপদেশকে বৃহত্তর রূপে সম্বোধন করিয়া রাখিয়াছেন। যে সমস্ত ধর্মাবলম্বী আমারদের চিত্তপটে চিত্রিত হইয়া রাখিয়াছে, সেখানে তদনুযায়ি পুণ্যপুণ্ড কল উপহার হইয়া তাহার আশা-দ্বিধা-নিরোধেরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

পরমেশ্বর যে আমাদের নিকট ব্যবহার অনুমতি করিবেন, তাহা করিয়া থাকিবেন,

ইহা পূর্বাধি সকল দেশীয় সকল জাতীয় পণ্ডিতেরাই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি নিয়মে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদান করেন, তাহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া নানা প্রকার কাল্পনিক মত প্রচার করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি পরম ধার্মিক হইয়াও চিরকাল অন্ন চিন্তায় কাতর হইয়া মহা দুঃখে দিনপাত করেন, অথচ কত কত অতি পাপিত পরপীড়ক নরায়ণ অতুল ঐশ্বর্য লাভ করিয়া নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ ও হাস্য কৌতুক করত পরম সুখে কালযাপন করে। কোন কোন পরমার্থ-পরায়ণ পুণ্যবান ব্যক্তি ধাবচ্ছাবন রুদ্র ও শীর্ণ শরীরে বহু কষ্টে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে, কেহ কেহ চিরকাল পাপ-পথে প্রবৃত্ত থাকিয়াও সুস্থ ও সবল শরীরে বিনা রোগে মাংসারিক কথ্য সাধন করে। কোন কোন ধনাঢ্য-সন্তান সর্বদা বিরক্ত ও অত্যন্ত অসুখী, কেহ কেহ নানা বিধ সুখ সন্তোষ করত মহানন্দে কাল যাপন করে। পূর্বজন্ম পণ্ডিতেরা এই সমস্ত বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপণে অবমর্থতা প্রযুক্ত কেহ পূর্ব জন্ম জিজ্ঞাসিত পাপ পুণ্য কেহ বা অন্য প্রকার অমি-থিত্য করণ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তদনুযায়ি মত কোন মতেই প্রামাণিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার বিষয়ক প্রশ্নাবে ভৌ-
তিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়মের যে
রূপ বিবরণ করি, গিয়াছে, তাহা সবিশেষ
মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিও। দেখিলে
অবশ্যই বিশ্বাস হইবে যে যে ব্যক্তি যথেষ্ট
নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন করে, সে তদ্বিষয়ক
দুঃখ বা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ভৌতিক নি-
য়ম লঙ্ঘন করিলে জ্বর, গলাধি উন্নত হয়,
শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে রোগ কায়ে,
আর বর্ষা বিলাক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে
পুনঃজন্মিত বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হইয়া
সৌক-নিদ্দা, চিত্ত-গালিনা, লোকের অবি-
শ্বাস, বন্ধু-দ্বার দণ্ড ইত্যাদি নানা প্রকার
প্রতিকূল প্রাপ্ত হইতে হয়। কি ধনী কি
নির্দীন কি হিন্দু কি মোসলমান, কি খ্রী কি
পুরুষ কোম হলে কাহারও প্রতি এ নিয়মের
অব্যাপ্তি নাই। সকলেই সেই বিশ্বাসিপের
প্রজা, সুতরাং সকলেই তাৎ পরিধানে স্ব স্ব
কর্তমানরূপ দণ্ড ও পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

অতএব, যে সমস্ত সুনীতিসূত্র আমা-
দের মানস-মন্ডে আঁকিত রহিয়াছে, কাম্য কা-
লে ও যখন তদনুসারী কলাফল উৎপন্ন হইয়া
আসিতেছে, তখন বলিতে হইবে, উভয়ে এক
অবধান করিয়া বিশ্বাসিতর শাসন-প্রণালীর
ঘণাৎ তত্ত্ব প্রচার করিতেছে, এবং কর্তব্য-
কর্তব্য অবধারণ বিষয়ে পুরোক্ত পরিশুদ্ধ
নিয়ম দৃষ্টির রূপে সপ্রমাণ করিতেছে।

কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ বিষয়ক নিয়ম
অবধারিত হইলে, এক্ষণে কাহার প্রতি কি
প্রকার ব্যবহার কর্তব্য তাহার বিবরণ করি-
তে প্রবৃত্ত হওয়া উচিতত্বে। আপনি
জ্ঞানপন্ন ও সুস্থ না হইলে, আর আর
কর্তব্য কাম্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়
না। অতএব, তৎপ্রকার বিষয়ক কর্তব্য
ব্যবহার বিবরণ করা যাইতেছে, পক্ষাৎ অ-
ন্যেয় প্রতি যেকোন ব্যবহার কর্তব্য তাহার
বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিতত্বে।

আম্ম বিষয়ক কর্তব্য কাম্য

পরমেশ্বর আম্মদিগকে যে প্রকার
প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা পর্যালোচনা
করিয়া দেখিলে বোধ হয়, আম্মা জন্মগত
কর্তব্য কাম্য

সম্পাদন পূর্বক জ্ঞান ও ধর্মোন্নতি করি,
এই অভিপ্রায়ে তিনি আম্মদিগকে সৃষ্টি
করিয়াছেন। আম্মা যে কোন অংশে
অসুখি থাকি ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে,
প্রকৃত, সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে সুখি
হই ইহাই তাঁহার সমুদায় নিয়মের উদ্দেশ্য।
আম্মা যে আপনাদের স্বভাবকে সলিল
করিয়া রাখি, ইহা কোন মতে তাঁহার অতীষ্ট
হইতে পারে না, প্রকৃত, শরীরকে সুস্থ ও
সবল এবং অন্তঃকরণকে জ্ঞান-প্রভায়া প্র-
দীপ্ত ও ধর্ম-ভূষণে বিভূষিত করি ইহাই
তাঁহার অভিপ্রেত। তাহা হইলে, আম্মা-
দের শরীর ও মন উৎকৃষ্ট হইয়া পরম রম-
ণীয় ভাবধারণ করে, এবং অশেষ সুখের
আধার হইয়া সর্ব-সুখ-দাতা পরম পিতা
পরমেশ্বরের অপার কারণ স্বরূপ প্রকাশ
করে।

এই সমুদায় অভিপ্রায় যদি সুক্ষ্মসিদ্ধ
হইল, তবে আপনাদের প্রকৃতি ও পরমেশ্বরের
নিয়ম-প্রণালী বিষয়ক জ্ঞানোপার্জন করা
অবশ্য কর্তব্য তাহাৎ সন্দেহ নাই। আম্মা
নার উদ্দেশ্যে যত কাম্য কর্তব্য, তদ্ব্যপে এ
কাম্য সর্ব-প্রধান। স্বগদীশ্বর আম্মা-
দিগকে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়া
ছেন, কেবল জ্ঞান লাভ তাহার প্রয়োজন,
এবং বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার সহিত যে অনু-
পম সুখ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, তাহা
জ্ঞান শিক্ষার প্রত্যক পুরস্কার। আম্মা
জ্ঞান শিক্ষার্থে নিযুক্ত হইবে বলিয়াই তিনি
এই সকল প্রদান বৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন।
অতএব, জ্ঞানরূপ রত্ন লাভ হারা তাঁহার শূ-
কর অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করা
সর্বতোভাবে কর্তব্য।

জ্ঞান-রত্নের সুখাময় ফল জ্ঞানোপা-
র্জনের সঙ্গে সঙ্গেই কলিতে থাকে। যখন
আম্মা কাম্যভাবে অথবা অন্য কোন কারণে
বিরক্ত ও অস্বচ্ছন্দ-চিত্ত থাকি, তখন পুস্তক
পাঠ মহোৎসাহী বোধ হয়। সময় বিশেষে
পুস্তক বিশেষ পাঠিত হইলে, পরম প্রশা-
স্পদ মিত্রের ন্যায় সঙ্গীপিত হৃদয়কে শান্ত
ও বিশ্বাস বহনকে প্রসন্ন করিতে পারে। কোন
পরমার্থের বিচার পর্যালোচনা করিতে করি-

তে কোন অধিকার নিয়ম নিরূপিত হইলে
 কত আত্মারই উপস্থিত হয়। জ্যোতির্বিদ্যা-
 বিশারদ আর্থাৎ পৃথিবীর আত্মিক পক্ষ
 অবধারণ করিয়া বেঙ্গল প্রভৃতি বর্ষ প্রাপ্ত
 হইয়াছিলেন, অসামান্য-ধীশক্তি-সম্পন্ন মহা-
 নুর্ভাব নিউটন মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক অ-
 পূর্ণ নিয়ম নিরূপণ করিয়া যেক্ষ অত্যাশ্চর্য
 অসিদ্ধচরিত্র আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন,
 এবং ভুবন-বিখ্যাত মহাত্মা কোলব্রু অগাধ
 সমুদ্র উত্তরণ পূর্বক আমেরিকা প্রদেশে
 পদার্পণ করিয়া যে প্রকার অপার সুখ লাভ
 করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় হিমালয়
 তলা স্তূপাকৃতি স্বর্ণ-খণ্ড কঙ্কর-রাশির ন্যায়
 তরু বোধ হয়। জগৎসংসারের ঐশ্বর্য্যও
 সে অমূল্য সুখের উচিত মূল্য নহে। ত্তই
 এক পরম ভাগ্যান্বান ব্যক্তি ভিন্ন সামান্য
 লোকের ভাগ্যে এপ্রকার প্রগাঢ় আনন্দ
 ঘটে না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে সকল সুখ-
 রাজ্যের পথ প্রদর্শন করিয়া যান, তাহাতে
 ভ্রমণ করিতে সকলেরই অধিকার আছে।
 আমরা তাঁহাদের নিরূপিত এক একটি
 প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা করিয়া কত আনন্দই
 অনুভব করিতে থাকি। প্রাকৃতিক নিয়ম
 বিষয়ক এক এক বিদ্যা এক একটি পরম
 রমণীয় পবিত্র উদ্যান স্বরূপ; তাহা দর্শন,
 রসন, স্পর্শ ও আলোচনা করিয়া অন্তঃ-
 করণ অপূর্ব আনন্দ-নীরে অবগাহন
 করে।

কিন্তু ইহাও জ্ঞান-রূপের প্রথম কল
 নহে। ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কল আছে,
 সেই কল প্রাপ্তিই বিদ্যা লাভের প্রধান উ-
 দেশ্য। আমরা চতুর্দিকে বাবতীয় কীবে
 ও বাবতীয় পরার্থে পরিবেষ্টিত, তাহাদের
 সহিত আহারের যেক্ষ সঙ্কল্প ধরান
 আছে, তাহা জাতিরা তদনুযায়ী কাব্য করা
 উচিত। মজ্জা পানে গৃহে বিপৎপাত ও
 ক্রোশংপাশির সন্তাবনা। আমরা বুদ্ধি-
 বৃত্তি পরিচালক পূর্বক কত সম্ভার নিরূপণ
 করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিব বলিয়াই,
 পরম কারিত্বিক পরমেশ্বর আহারবিধিকে এই
 সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তি আহার করিতেছেন।
 ক্রমবধি বুদ্ধিবিদ্যার সন্তাবনা করিলে তাঁহাদের

সম্মিধানে সাপরাধী থাকিয়া আপন কামের
 হুমুখমর কল জোপ করিতে হয়।

যেখানে দেশের কোঁরো বেগন অন্যান্য বৈধ
 ক্রিয়ার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, বিদ্যাশিক্ষা
 তাদূশ অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া উপদেশ প্র-
 দান করেন না। কিন্তু যখন জ্ঞান বার্হ-
 য়েকে আপন শরীর ও মন সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ
 রাখিবার সম্ভাবনা নাই, এবং আপন পরি-
 বার ও জনসমাজের প্রকৃতি যেক্ষ কার্য ক-
 র্তব্য তাহাও উচিত মত অনুষ্ঠান করিতে
 সমর্থ হওয়া যায় না, আর যখন জগৎদেব
 আহারদেবকে তত্ত্বদ্বিধয়ে সমর্থ করিবার
 নিমিত্ত বুদ্ধির প্রদান করিয়াছেন, তখন
 জ্ঞান শিক্ষা করা অপর সাধারণ সমালোচনাই
 উচিত কর্ম্য তাহার সন্দেহ নাই। বিশ্ব-
 নিয়ন্ত্রীর নিয়ম ও আতিপ্রাণ বিষয়ক জ্ঞান
 শিক্ষাই আহারের অবশ্য কর্তব্য, না বি-
 ধিনে প্রত্যহার আছে। তদ্বিন্ন অন্য বি-
 ধয়ের জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞানপদের বাচ্য নহে।

এই নিয়ম যদি অব্যাহত হইল, তবে
 বালা কালোবিধি পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ভৌ-
 তিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষা
 করা উচিত। ইহাই যদি পরম পিতা প-
 মেস্বরের অভিপ্রেত হইল, তবে শিক্ষার
 সঙ্কল্প সঙ্কে তাহা যথোচিত কলোপাদি
 হয় তাহার সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ বায়ু
 সেবন, পরিমিত ভোজন, গরমুত ও পরি-
 ক্ষম গৃহে বাস, এবং শরীর ও মনের অনতি-
 শয় চালনা করা উচিত, ইত্যাদি শারীরিক
 বিধান বিষয়ে শিক্ষিত হইলে, বালাকরা
 তাঁহা পালন করিতে যত্নবান থাকে, তদুদ্রা
 শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক যুক্তি লাভ
 করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে মুখে কাল গণন করিতে
 পারে, এবং তন্নিমিত্ত সর্ব-সুখ-মাতা পরম-
 পিতা পরমেশ্বর সম্মিধানে কৃতকৃত্য থাকার
 পূর্বক ঘাঘাতে নগর মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু
 সঞ্চারিত হইয়া ও স্বদেশস্থ বিদ্যালয়,
 চিকিৎসালয়, দেবালয় প্রভৃতি সাধারণ-গৃহ
 সম্ভার শারীরিক নিয়ম এলিপালনে অনু-
 কূল হইয়া লোকের স্বাস্থ্যজনক হয়, এমত
 চেষ্টা করে। স্বাস্থ্য বরদে মন পরিগ্রহ
 করিলে যে সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তি জোপ করি-

তে হয়, তাহা সবিশেষ অবগত হইলে, বালকেরা এই কুনীতি পরিহার করিয়া উজ্জ-
নিত দারুণ চুঞ্চ ঘটনা নিবারণ করিতে
পারে। অতএব, চুঞ্চনিবৃত্তি ও সুখ বৃদ্ধি
প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষার প্রাথমিক পুরস্কার।

যখন আমরা মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া
ভূমিতে হইয়াছি, তখনই আমাদের কতক
গুলি অরশ্য-প্রতিপাল্য নিত্য ব্রতে ত্রুতী
হওয়া হইয়াছে। জ্ঞানপন্য শরীর সুস্থ ও
স্বচ্ছন্দ রাখা, অস্থ-এবং জ্ঞান ও পরম বিতু-
বিত করা, সন্তান সম্বন্ধিক শিক্ষিত ও
সুখি করা, লোকের সহিত যথোচিত সদ্ব্যব-
হাব এবং তাহারদের সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধন
পূরক জন-সমাজের আর্থিক সম্পাদন করা,
এবং সর্ব সুখসাধনা পরম পিতা পরমেশ্বরের
অপার মহিমা ও কল্যাণ-স্বরূপ গণ্যালৌচনা
পূরক তাহার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি প্রকাশ
করা নিত্য কৰ্তব্য। কিন্তু বিশ্বনিরস্ত
বিশ্বপতি যে বিষয়ে যে নিয়ম সংস্থাপন
করিয়াছেন, তাহা না জানিলে সে বিষয়
মুচ্যাক্রমে সম্পাদন করিবার সম্ভাবনা নাই।
তিনি আমাদের শরীর রক্ষার্থে কিরূপ
ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, ত্রী পরিগ্রহ ও
পুত্র কন্যার প্রতিপালন বিষয়ে কিরূপ
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, মনু-
ষ্য বর্ণের সুখ স্বচ্ছন্দতা বন্ধনর্থ কোন বস্তু-
কে দি কি গুণ প্রদান করিয়াছেন, কাহার
সহিত কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য তদ্বিষয়ে কি
অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, এবং তাহার অনি-
র্কচনীয় স্বরূপ ও পরমার্থো মহিমা কিরূপে
কত দুর শিক্ষা করিতে সমর্থ তওয়া যায়, এই
সমুদায় সমাক্রমে নিরূপণ করা কর্তব্য।
কি রাজ্য কি প্রজা, কি ভৃত্য কি স্বামী, কি
শ্রী কি পুরুষ, কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরই
এই সমস্ত শত্ৰুকের নিয়ম শিক্ষা করা ক-
র্তব্য। এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানই যথার্থ
জ্ঞান, এই জ্ঞানই চুঞ্চ রূপ দারুণ রোগের
মহৌষধ, এই জ্ঞানই সুখ-রত্নের অধিতীয়
আকর, এই জ্ঞানই মানব জন্ম সার্থক করি-
বার হুলীভূত উপায়।

“ এই সমুদায় কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা
করিয়া জন্মদুঃখ ব্যবহার কর, নয়, বিদ্যা-

ধিপের বিশ্ব-রাজ্যের অপরাধী অকৃতজ্ঞ
প্রজা হইয়া গাবজীবন যন্ত্রণা ভোগ কর”।
ইহাই তাহার আশ্র। এ আশ্রা অখণ্ডনীর।

পদার্থবিদ্যা

গতির নিয়ম

স্থান পরিবর্তন অর্থাৎ এক স্থান হই-
তে স্থানান্তর হওয়ারকে গতি কহে। গতি
না থাকিলে, এই জগৎ কেবল কতকগুলি
স্পন্দহীন নিস্তী ব পদার্থে পরিপূর্ণ হইয়া
থাকিত। নদী-প্রবাহ, বায়ু-সঞ্চারণ, ঋতু-
পরিবর্তন, চন্দ্র সূর্যের উদয় ও অস্তগমন,
জল ও উদ্ভিজ্জের জীবন প্রাপ্তি, শব্দ ও
জ্যোতিঃপ্রকাশ এ সমুদায়ের কিছুই হইত
না। সংসারের সমুদায় ব্যাপার কেবল
গতিরই কাণ্ড; কোন পদার্থ এক স্থানে স্থির
হইয়া নাই। গতির নিয়ম জানিলে শত
সহস্র প্রকার ভবিষ্যদ্ব্যুতীনা গণনা করিয়া
বলা যায়।

স্নোকে মনে করে, এক স্থানে স্থির হই-
য়া থাকাই জড়ের আত্মিক ধর্ম, কোন কা-
রণে চালিত হইলেও পুনর্বার ক্রমে ক্রমে
স্থির হয়। কিন্তু একথা যে নিত্য সত্য
মূলক, তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।
জড় পদার্থ আপনি কিছুই করিতে পারে
না; চালাইয়া দিলেই চলে, এবং স্থির ক-
রিয়া রাখিলেই স্থির থাকে। তবে যে ভূম-
ণ্ডলে কোন বস্তু সঞ্চারিত হইলে ক্রমে ক্রমে
স্থির হয়, তাহা অন্যান্য বস্তুর ঘর্ষণ আক-
র্ষণাদি দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব, জড়
পদার্থ চালিত হইলেও ক্রমাগত চলিতে
পারে না, ক্রমে ক্রমে স্থির হয়, একথা কোন
ক্রমেই প্রামাণিক নহে। জগতের কোন
পদার্থ এক স্থানে স্থির আছে কি না সন্দেহ
হল। বায়ু বহিতেছে, জল চলিতেছে,
মেঘ উঠিতেছে, আলোক আসিতেছে, বৃক্ষ
ও জন্তু মধ্যে রস ও রক্ত সঞ্চারণ করিতেছে,
ইত্যাদি গমন-ব্যাপারই সর্বদা চতুর্দিকে
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পর্তুতঃ কিছুতর
বস্তু আপাততঃ স্থির বোধ হয়। বটে, কিন্তু
তৎ সমুদায় সম্বন্ধিক-সমস্ত ভূমণ্ডলে অব্য-

শ্রাব্য প্রকৃতি বেগে গমন করিতেছে। চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সূর্যও অন্য স্থান পরিস্বেতন করে। অন্যান্য গ্রহ ও ধূমকেতু সমূহায়ও সূর্যামণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, এবং কত শত সূর্যমণ্ডল দ্রুতবেগে নিয়ত খাবিত হইয়া থাকে।

অতএব কোন বস্তু একবার চালিত হইলে, যদি অন্য বস্তু দ্বারা প্রতিহত না হয়, তবে ক্রমাগত চলে। কোনমতে স্থির হয় না। এই নিয়ম টি সর্বদাই ক্ষুদ্রয়ক্ষুদ্র রাখা উচিত; যে কোন বস্তু অন্য বস্তুর শক্তি কর্তৃক চালিত না হইলে চলিতে পারে না, এবং চালিত হইলে পর অন্য বস্তুর শক্তি দ্বারা প্রতিহত না হইলে স্থির হইতেও পারে না।

শক্তি

অন্য বস্তুর শক্তি বিনা কোন বস্তুর গতি উৎপন্ন হয় না। যদ্বারা কোন বস্তু চালিত হয়, তাহাকে শক্তি বলে। অশ্বের শক্তি দ্বারা রথ চালিত হয়, বুধের শক্তি দ্বারা হল চালিত হয়, বাত্মের শক্তি দ্বারা বাত্ম-যন্ত্রের চক্র সকল ঘূর্ণিত হয়, এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি দ্বারা বৃক্ষের কল ও মেঘের কল ক্রমশে পতিত হয়। শক্তি বিনা গতির উৎপত্তি হয় না, এবং গতি বিনা ভ্রমগুলের কোন ব্যাপার সম্পন্ন হয় না।

বেগ

কোন বস্তু কোন নির্দিষ্ট কালে যত দূর গমন করে, তাহাকে সেই বস্তুর বেগ বলে। যে অশ্ব এক এক ঘণ্টায় ৪ ক্রোশ চলে, তাহার বেগ প্রতি ঘণ্টায় ৪ ক্রোশ বলিতে হয়। দূরের সংখ্যাকে সময়ের সংখ্যা দিয়া হরণ করিলে, বেগের সংখ্যা নিকৃপিত হয়। যেমন, যে অশ্ব ১০ ঘণ্টায় ৫০ ক্রোশ গমন করে, তাহার বেগ প্রতি ঘণ্টায় ৫ ক্রোশ; কারণ দূরের সংখ্যা যে ৫০, তাহাকে সময়ের সংখ্যা ১০ দিয়া হরণ করিলে, ৫ হয়।

সমান শক্তি দ্বারা চালিত হইলে, যে বস্তু বড় ভারী, তাহার বেগ ক্ষুদ্র বস্তু হইয়া থাকে। যদি কোন বস্তুর সমান প্রমাণ বারুদ দিয়া কয়েকটা পিচ সের, বন্দ সের, পিচিশ সের সশস্ত্রের গতি চালনা করা

যায়, তবে পিচ সের ভারী গোলায় যত বেগ হয়, দশ সের ভারী গোলায় বেগ তাহার অর্ধেক, এবং পিচিশ সের ভারী গোলায় বেগ তাহার পিচি ভাগের এক ভাগ হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি হস্তের বলে কোন ক্ষুদ্র ভেলককে দ্রুত বেগে চালনা করিতে পারে, সে ব্যক্তি তদ্বারা কোন মনুষ্যপক্ষকে কোন ক্রমেই তাদৃশ বেগে চালনা করিতে সমর্থ হয় না, এবং কোন প্রমাণে জাহাজকে কিছুই চালনা করিতে পারে না।

অর্থাৎ, যে সকল দ্রব্য সমান ভারী, তন্মধ্যে যে দ্রব্য যত শক্তি দ্বারা চালিত হয়, তাহার বেগ তত এতদূর হইয়া থাকে। কোন কামানের গোলা এক ছটাক বারুদ দ্বারা চালিত হইলে বর্ত বেগে চলে, তুই ছটাক বারুদ দ্বারা চালিত হইলে তাহার দ্বিগুণ বেগে চলিবে, তিন ছটাক বারুদ দ্বারা চালিত হইলে তাহার দ্বিগুণ বেগে চলিবে।

এইরূপ শক্তির ভারতম্য ও ভারিয়ের ভারতম্য দু'শায়ে বেগের ভারতম্য হইয়া থাকে।

শক্তি-প্রয়োগের ক্রম ও প্রকারাদি অনুসারে নানা প্রকার গতির উৎপত্তি হইয়া থাকে; তন্মধ্যে কয়েক প্রকার গতির বিবরণ করা যাউতেছে।

সমগতি

চালিত বস্তু অন্য বস্তু দ্বারা প্রতিহত না হইলে যেমন স্থির হয় না, সেইরূপ তাহার গতির হ্রাস বৃদ্ধিও হয় না; সর্বদা সমানই থাকে। এই প্রকার গতিকে সমগতি কহে। ভ্রমগুলস্ব কোন বস্তু চালিত হইলে পৃথিবীর আকর্ষণাদি দ্বারা তাহার গতির ব্যতিক্রম ঘটিয়া ক্রমে ক্রমে হ্রাস ও নাশ হইয়া আইসে। একারণ, পৃথিবীতে সমগতির উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু গগন-মণ্ডলস্ব গ্রহ চন্দ্রাদির গতি এ বিষয়ের সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত-স্থল। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্ৰ, শনি, পৃথিবী এবং অন্যান্য সমুদায় গ্রহ নির্দিষ্ট নিয়মে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, ইহারই গতি প্রায় সমগতি। ইহার অন্যতম যেমন বেগে চলিতেছে, সহস্র সহস্র

বৎসর পূর্বেও প্রায় সেইরূপ বেগে চলিত, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার এক প্রকার সমান বেগে চলে বলিয়াই জ্যোতির্বিদগণ প্রকল্পণনা করিতে পারেন এবং কখন কোন গ্রহ কোন স্থানে থাকে তাহাও গিরি বলিতে পারেন।

পৃথিবী যে ৩৬৫ দিন ১২ মণ্ডে স্থানকে একবার প্রদক্ষিণ করে, তাহাতে আমাদের এক বৎসর হয়। কখন চলিতে চলিতে ৬০ মণ্ডে বৎসরের ন্যায় যে এক একবার আবর্তন করে, তাহাতে দিব্যরাত্রি হয়। আবার যে উত্তর ক্রান্তিতে বিস্তার করিয়া ঋতু, মরু, শিশু, গ্রহর, মণ্ড, পল, অনুপল প্রভৃতি গণনা করিয়া থাকি। পৃথিবী এই প্রকার গণনা বেগে চলে বলিয়া আমরা তৎসংক্রান্ত ভবিষ্যৎ ঘটনা সকল গণনা করি। বলিতে পারি, এবং আমাদের বিযরকর্মের তদনুযায়ি ব্যবস্থা করিয়া যথা কালে তাবৎ কামা নিরূপিত করিয়া থাকি। পৃথিবীর এক কাল গতির নিয়ম না থাকিলে কোন দিন কোন সময়ে রাত্রিশেষ ও দিব্যবসন হইবে, এবং কোন সময়ে কোন ঋতু পরিবর্তন হইবে, পূর্বে তাহার কিছুই জানিয়া পারিতাম না, সুতরাং বিযরকর্ম ও যাতায়াত ব্যবস্থার নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা করিতে সমর্থ হইতাম না। ইহা উঠিলে, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্যের বিঘ্ন ব্যতিক্রম ঘটনা লোকেরা নিরূপিত হইত। ছুটি হইয়া উঠিত।

পৃথিবীর নামা অন্যান্য গ্রহেরও ছই প্রকার গতি আছে। তদনুসারে তাহারদেরও বৎসর ৩৬ দিন গণনা হইতে পারে। ইহাতে, যদি সেই সকল গ্রহ পৃথিবীপ্রকল্প নামে বুঝিত্ত্বীর্ষী জীবের নিবাস-ভূমি হয়, তবে বোধ হয়, তাহারাত দিন, মাস, বৎসরাদি নিষ্কপণ করিয়া তদনুযায়ি সাংসারিক ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া থাকে। আমাদের দৃষ্টি-মাত্ৰিক ২২ বৎসরের বৃহস্পতির এক বৎসর এবং ২০ মণ্ডে এক অহোরাত্র হয়। আমাদের ৬৮৬ দিনে মঙ্গলের বৎসর এবং ৬১ মণ্ড ৩৭ পলে তাহার অহোরাত্র হয়। আমাদের ২২৪ দিনে শুক্রে বৎসর এবং ৫৮ মণ্ড ২২ পলে তাহার অহোরাত্র হয়।

সরলগতি ।

কোন বস্তু একবার চলিত হইলে যেমন চিরকাল সমান বেগে চলে, সেইরূপ যে দিকে চলিত হয়, ঠিক সেই দিকেই চলিয়া থাকে, অন্য কোন দিকে গমন করে না। হস্ত হইতে পুস্তক স্থলিত হইয়া, বৃক্ষ হইতে ফল গলিত হইয়া এবং মেঘ হইতে জল-বিন্দু নিঃসৃত হইয়া সরল ভাবে ভূতলে পতিত হয়, বিনা কারণে অন্য দিকে গমন করে না। কামানের গোলা, ধনুকের শর প্রভৃতি অনেকানেক দ্রব্য এক দিকে চলিতে চলিতে যে ক্রমে অন্য দিকে গমন করিতে দেখা যায়, তাহার কারণ পশ্চাত্ প্রদর্শন করা খাইবেক। কিন্তু এই নিয়ম অবধারিত স্থানিতে হইবে, যে কোন বস্তু এক শক্তি দ্বারা এক দিকে চলিত হইলে ঠিক সেই দিকেই চলে, ইহাকেই সরল গতি বলে।

বাক্যধর্মঃ

প্রথম খণ্ড

দ্বাদশোধ্যায়ঃ

শুক্রে বৎসরাদি বিচারক
কোনো পৃথক পুস্তকেন লকনঃ

অধিতীয় পরমাত্মা বৃক্রে ন্যায় স্তল
রহিয়া আপনাব স্বপ্রকাশ মতিমতে স্থিতি
করিতেছেন। সেই পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্ম দ্বারা
এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে।

মহা সোমা বহুংগি বহুসাবলুৎ সংপ্রতিচ্ছবে
এবং ইং জং সর্গং পরআরামি সংপ্রতিচ্ছভেঃ

হে প্রিয়! যেমন পক্ষি সকল তাহার
দিগের বাস স্থান বৃক্রেতে স্থিতি করে, ত-
ক্রূপ সমুদায় পদার্থ পরমাত্মাতে স্থিতি
করিতেছে।

একোদেবঃ সর্গভূতেষু পুত্রাঃ সর্গস্থাপী সর্গভূতাস-
রাষ্ট্রাঃ। সর্গাধ্যাকঃ সর্গভূতাদির্বাসঃ সার্গী চেতা কে-
বলোনিষ্ঠপনকঃ

এক যে পরমেশ্বর, তিনি সর্গভূতেতে
প্রচ্ছন্ন ভাবে স্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্গ-
স্থাপী ও সকলের আত্মবাসী। তিনি তাবৎ
কার্যের অধ্যক্ষ, তিনি সর্গ ভূতের আত্মর,

তিনি সকলের সাক্ষী, জ্ঞান স্বরূপ, ও সঙ্গ র-
হিত এবং সৃষ্টি পদার্থে যে সমস্ত গুণ আছে,
তাহার কিছুই তাঁহাতে নাই।

মহাদেশ উত্তরভাগে তির্ঘ্যাক প্রকাশনয়ন জ্বলিতে
বহনমুদ্রা। এবং মনোবোধনয়ন বরেন্দ্রোঘোনিঃ
প্রকাশনয়নভিত্তিকঃ।

সূর্য্য যেমন উজ্জ্ব, অধ, তির্ঘ্যাক, সমুদায়
দিক প্রকাশ করিয়া প্রকাশ পায়েন, অস্থিতীয়
ঐশ্বর্য্যবান্ বিশ্ব প্রকাশক জগৎ কারণ বরণীয়
পরমেশ্বর সেই রূপ প্রকাশ পাইতেছেন।
একাকী তিনি সর্ব্বভূতে তাহারদিগের স্বীয়
ভাব সকল নিয়োজন করিতেছেন।

নৈনমুদ্রা ন তির্ঘ্যাক ন যথো পরিকল্পনং। ন
তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহনমশ্যঃ।

কি উজ্জ্ব দেশে, কি তির্ঘ্যাক, কি মধ্যদেশে,
কোথাও তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে
নাই। তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম
মহনমশ্য।

ন সঙ্কশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুঃ পশ্যতি ক
স্তননং। স্মা যনীয়া মনসাতিক্শংপোষএনমেবং
বিনুরমুভাক্তে কবতি।

তাঁহার স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, সুতরাং
কেহ তাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না।
তিনি মনোগত সংশয় রহিত বুদ্ধি দ্বারা
দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হইলেন, যাহারা তাঁ
হাকে এই প্রকারে জানেন, তাঁহারা অমর
হইলেন।

অবশ্যাপি বহুভির্দেহৈঃ সত্যঃ সত্ত্বশ্চোপি বহুবো-
নয় বিদ্যাঃ। আক্ষর্য্যোহক্সা কৃশরোম্য লক্ষণা অক্ষ-
র্য্যোজাতাঃ কৃশলাশুশিতাঃ।

শুনিবার উপায় অভাবে অনেকে যে প-
রত্রম্মাকে প্রাণ হৃৎ না, অনেকে প্রাণ করিয়াও
যাঁহাকে জানিতে পারে না, তাঁহার জ্ঞান উ-
পদেশ করিতে পারে এমন বক্তা অতি দু-
র্লভ ও অত্যন্ত নিপুণ হে ব্যক্তি সেই তাঁ-
হাকে লাভ করিতে পারে। নিপুণ রূপে
অনুশীলিত হইয়াছে, এমন জ্ঞাতাও দুর্লভ।

পর্য্যটঃ আশানবুদ্ধি বালাভে যুতোর্ঘ্যবি বিতস্তা
পালং। অধ ধীরাম্মহুতজ্ঞং বিনিজা প্রবনমুবেদিত
ন প্রার্থয়তঃ।

আপা বুদ্ধি কোক সকল বহির্বিষয়েতেই
প্রকাশিত হইয়া বিত্তীয় উচ্চার পাশে বন্ধ
হয়; এই কেন্দ্রীয় বুদ্ধি সকল নিত্য স্ব-

মৃত্যুকে জানিয়া সংসারের ভাব অমিত্য
পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রাণন্য করেন না।

যেনাহং নাযুতা স্যাম্ বিসম্যং তম সূর্য্যাক্ষং। অ
নতোম্য মনসায় বসনোম্য জ্যোতির্বিষতঃ প্রকাশ্যঃ
সূত্রং গময়। আবিগামীর্জগদ্বিঃ সত্ত্ব সত্ত্ব পশিত্য
সুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

যাহার দ্বারা আমি অমর না হই হইত-
তে আমি কি করিব। হে জ্যোতির্বিষয়ঃ।
অসৎ কর্ম্ম হইতে আমাকে সংকল্পে লই-
য়া যাও, অন্ধকর্ষ হইতে আমাকে জ্যোতি-
তে লইয়া যাও এবং মৃত্যু হইতে আমাকে
অমৃত লইয়া যাও; আমার নিজেই প্র-
কাশিত হই, হে রুদ্র! তোমার যে প্রথম
মহা তত্ত্বের দ্বারা আমাকে সঙ্গদা রক্ষা
কর।

ইতি প্রথমমুখ্যে দ্বাদশোধ্যায়ঃ।

মহাত্মারত

আদিপত্র

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়--আত্মীক পত্র

১০৭ সংখ্যা ১০ পত্রিকা ৪৭ পৃষ্ঠা পত্র

উগ্রশ্রবণ কহিলেন, বাক্সা জনসংগ
আত্মীককে একরূপে বরদান উদ্ভাত হই-
লে, আমরা তাঁহার প্রবে এই এক পদ্য
বক্তা হু প্রাণ কবির্য্যাদি। নাগরাজ তক্ষক
ইন্দ্র হস্ত হইতে চ্যুত হইয়া সেই স্থানেই
ধাকিল। তখন রাজা জনসংগর অত্যন্ত
চিন্তাশ্রিত হইলেন। অর্থাৎ তখনক সেই
বিধি পূর্ব্বক ছত অতি প্রদীপ যজ্ঞীয় হস্ত-
শনে পতিত হইয়া না।

শৌনক কহিলেন, হে স্বচন্দনন্দন! সেই
মনীষাসম্পন্ন জ্ঞানগদ্বিগের মন্ত্র সকল কি
নিশ্চেষ্ট হইয়াছিল, যে তক্ষক প্রাণিতে প-
তিত হইল না। উগ্রশ্রবণ কহিলেন, পরমগ-
রাজ ইন্দ্র হস্ত হইতে চ্যুত ও বিচেতন হ-
ইয়া পতিত হইতেছেন, এমন সময়ে আ-
ত্মীক "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই বাক্য তিন বার
উচ্চারণ করিলেন, এবং তক্ষকও উদ্বিগ্নভিত্তে
স্বভুরিকে অবহিত হইল।

এইরূপে তক্ষক আকাশ ও পৃথিবী উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইলে প্রাতঃ সন্ধ্যা গণের উপদেশ বশবর্ত্তি হইয়া কহিলেন, আত্মীক বাহ্য নাজেনে। হাতী উড়ক; এই কর্ম্ম সমাপিত হউক। নাগগণে নিরাগন হউক; আত্মীক প্রীত হইব; বৎস! সূতের সঙ্গে বাক্য সত্য হউক।

তাহারা ভাঙ্গাচাকের প্রদান করিবামাত্র তেঁদেরিকে পাত্ৰে পুনঃপ্রদান উপস্থিত হইয়া, সেই সর্প স্তম্ভ নিরুত হইল; ভরত-কুলডিমক রক্ষা করিয়াসহ্য প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। যে সমস্ত সর্পিক ও সন্ধ্যা গণ সেই সর্পসহ্যে সন্ধ্যা হইয়াছিল, তাহারদিগকে উপদেশ্যে অর্থ প্রদান করিলেন; আর যে জগৎস্থ জনন স্তম্ভ সন্ধ্যায়তন নিমগ্ন কালে কইয়াছিল, যে এক ব্রাহ্মণকে উপদেশ্যে করিয়া সর্পসহ্য রক্ষিত হইবেক, তাহাকেও প্রভুস্বর্গে অন্যান্য নানা ভ্রবা এবং স্বর্গ প্রাপ্ত করিলেন। তদনন্তর যথাবিধি অবশ্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

এইরূপে প্রীত মনে বোধচিত্ত সৎকর্ম্ম করিয়া পুত্ররাজ মহাবী আত্মীককে স্বর্গ্য প্রেরণ করিলেন, এবং তাঁহার প্রস্থান কালে সর্পগণে ভগবন! পুনঃসীরা যেন আপনকালে প্রাপণময় হয়। আর যৎকালে আমি আপনকালে মহাবজ্রের অনুষ্ঠান করিব, তখনই যে সন্ধ্যা হইতে হইবেক।

আত্মীক এইরূপে বসন্তা সন্ধ্যা ও রাজ্যে সন্তোষোৎসাহমান করিয়া তথাৎ বলিয়া পরম প্রীতি চিন্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং আলয়ের উদ্ভাণ হইয়া সন্ধ্যার ও অননীর সমিধানে গমন পূর্বক রত্নীও পাদ বন্দন করিয়া অপর্যাপ্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। যে সমস্ত নাগ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, প্রবণ মতি তাহারদের শোক, ভয় ও মোহ দূর হইল; তাহার সান্তিশয় প্রীত হইয়া আত্মীককে কহিল, বৎস! অভিনয়িত বর প্রার্থনা কর। তাহার চারি দিক্ হইতে ভূয়োভূয়ো ইহাই কহিতে লাগিল, হে বিধন! আমরা তোমার কি প্রিয় কর্ম্ম করি বল; আমরা সকলে পরম প্রীত হইয়াছি; তুমি আমারদিগকে যোর

নিপাহ হইতে মুক্ত করিয়াছ; বৎস! আমরা তোমার কি আত্মীক সম্পাদন করি বল।

আত্মীক কহিলেন, যে সকল ব্রাহ্মণ অথবা অন্যান্য মানবগণ প্রসন্ন মনে সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে আমার এই ধর্ম্মাখ্যান পাঠ করিবেন, এই বর দাও, যেন তোমাদের হইতে তাহারদিগের কোন ভয় না থাকে। নাগগণ প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিল, হে ভাগিনেয়! তুমি যে প্রার্থনা করিলে আমরা পরম প্রীত চিন্তে তাহা সম্পাদন করিব।

যে ব্যক্তি দিব্যভাগে অথবা রাজ্যকালে অসিত, আন্তিম্যনু ও সুনীথকে স্মরণ করিবে, তাহার সর্পভয় থাকিবেন না। হে মহাভাগে নাগগণ! যে মহাযশস্বী মহাপুরুষ মহর্ষি জরৎকারের উরসে নাগভগিনী জরৎকারের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি জন্মজন্মের সর্পসহ্যে তোমারদিগের রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাহাকে স্মরণ করিতেছি, অতএব, তোমাদের আমাকে হিংসা করা উচিত নহে। হে মহাবিশ্ব সর্প! অপসরণ কর, তোমার মঞ্চল হউক, গেলিয়া যাও, জন্মজন্মের যজ্ঞান্তে আত্মীক যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর। যে সর্প আত্মীক বাক্য শুনিয়া নিরুদ্ধ না হয়, তাহার মস্তক শিশুক বৃক্ষ ফলের ন্যায় শতখণ্ডে বিভীর্ণ হইয়া যায়।

উপশ্রবঃ কহিলেন, হিহেহেহে আত্মীক সনাগত ভুজগগণ কর্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত ও গমমাডিলাবী হইলেন। সেই সন্ধ্যা ভুজগগণকে সর্পসহ্য ভয় হইতে মুক্ত করিয়া পুত্র পৌত্র রাখিয়া যথাকালে কাল প্রাপ্ত হইলেন। হে ঋষিপ্রবর! আমি আপনকার নিকট আত্মীকের উপাখ্যান যথং কীর্ত্তন করিলাম। এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে কখনও সর্প ভয় থাকে না। হে হৃৎকুলাবতংস! আপনকার পূর্বপুরুষ ভগবান্ প্রমতি স্বীয় পুত্র রুক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রীতিপ্রসূলচিত্তে আত্মীকের পরম পবিত্র চরিত্র যেক্রপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং আমি যেক্রপ শুনিয়াছিলাম, আপনকার নিকট আঘোপান্ত অবিকল বর্ণন করিলাম। আপনি

দুঃখ স্বাক্ষর অবশ্য করিয়া আমাকে পূজা
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, আত্মিক সেই
পরম পবিত্র ব্রহ্মের আখ্যান স্বাক্ষর করি-
লেন, এক্ষণে আপনকার মহৎ কৌতুহল নি-
রূত হউক। সর্বসত্র সমাপ্ত।

উনষষ্ঠি অধ্যায়

শৌনক কহিলেন, হে স্নত নন্দন! তুমি
আমার নিকট ভগ্নবংশের বৃত্তান্ত শ্রুতি
অখিল মহৎ আখ্যান কীর্তন করিলে, ই-
হাতে আমি তোমার শ্রুতি শ্রীত হইয়াছি।
এক্ষণে আমি তোমাকে পুনর্বার অনুরোধ
করিতেছি ব্যাস মহাক্ষত্র যে সমস্ত কথা
আছে, সে সমস্তই আমার নিকট কীর্তন
কর। সেই অতি ভূঃসম্মা সর্বমন্ত্রে মহা-
ত্মা সমস্যাগণ অবসর কালে যে যে বিষয়ে
যে সকল বিচিত্র কথা কীর্তন করিয়াছিলেন,
আমরা তোমার নিকট সেই সমস্ত কথা
যথাযথ শ্রবণ করিতে বাসনা করি; তুমি
আমারদিগের নিকট বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্বসত্র নিযুক্ত
ব্রাহ্মণেরা অবসর কালে বেদ মূলক নানা
আখ্যান কীর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যাস-
দেব মহাক্ষত্ররূপ বিচিত্র আখ্যান কী-
র্তন করেন।

শৌনক কহিলেন, ভগবান্ কৃষ্ণদৈপায়ন
অবসর কালে রাজা জনমেজয় কর্তৃক জিজ্ঞা-
সিত হইয়া পাণ্ডবদিগের বশ্যকর যে মহা-
ভারত রূপ আখ্যান বিধি পুস্তক শ্রবণ
করাইয়াছিলেন, মহানুভব মহাবীর মনঃ-
সাগর সমুত্ত সেই পরম পবিত্র কথা যথা-
বিধি শ্রুতিতে অভিলাষ করি; হে সাধু-
শ্রেষ্ঠ! তুমি তাহা কীর্তন কর, আমি অম্বা-
পি আখ্যান শ্রবণে ভূগু হই নাই। উগ্র-
শ্রবাঃ কহিলেন, হে ঋষিপ্রবর! আমি
কৃষ্ণদৈপায়নপ্রোক মহৎ উৎকৃষ্ট মহাক্ষত্ররূপ
নামক আখ্যান প্রথমাবধি সমদায় কীর্তন
করিব, আধুনি শ্রবণ কর। আমারও এই
আখ্যান কীর্তন করিতে অভ্যস্ত আকাঙ্ক্ষা
উদয় হইতেছে।

ষষ্ঠি অধ্যায়

শৌনক কহিলেন, ভগবান্ কৃষ্ণদৈপায়ন
অবসর কালে রাজা জনমেজয় কর্তৃক জিজ্ঞা-
সিত হইয়া পাণ্ডবদিগের বশ্যকর যে মহা-
ভারত রূপ আখ্যান বিধি পুস্তক শ্রবণ
করাইয়াছিলেন, মহানুভব মহাবীর মনঃ-
সাগর সমুত্ত সেই পরম পবিত্র কথা যথা-
বিধি শ্রুতিতে অভিলাষ করি; হে সাধু-
শ্রেষ্ঠ! তুমি তাহা কীর্তন কর, আমি অম্বা-
পি আখ্যান শ্রবণে ভূগু হই নাই। উগ্র-
শ্রবাঃ কহিলেন, হে ঋষিপ্রবর! আমি
কৃষ্ণদৈপায়নপ্রোক মহৎ উৎকৃষ্ট মহাক্ষত্ররূপ
নামক আখ্যান প্রথমাবধি সমদায় কীর্তন
করিব, আধুনি শ্রবণ কর। আমারও এই
আখ্যান কীর্তন করিতে অভ্যস্ত আকাঙ্ক্ষা
উদয় হইতেছে।

শ্রবণ করিয়া এক্ষণে উপস্থিত হইলেন।
যে পাণ্ডব শিষ্টাঙ্গিক মহাপুরুষ যমনাদীপে
শক্তিপুত্র পরাশরের উরসে সত্যবর্তার
কন্যাশিখাতেই তদীয় গর্ভে জন্ম গ্রহণ ক-
রিয়াছিলেন; যিনি যাত মাত্র শ্রেষ্ঠাক্রমে
সেই বুদ্ধি করিয়াছিলেন; যিনি অত্র মহি-
মন্ত বেদ ও সমস্ত ইতিহাস অধ্যয়ন করি-
য়াছিলেন; তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ত্রেতা উপ-
বাস, পুত্রোৎপাদন, ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা
কেহ বাঁচার তলা হইতে পারেন না, সে অধি-
তীয় বেদবেত্তা, সর্বজ্ঞ, সত্যবর্ত, সত্য পরা-
য়ণ কবি, ত্র্যম্বক এক বেদকে চতুর্ভাগে বি-
ভক্ত করিয়াছেন; যে পবিত্র কীর্তি মহা-
যশস্বী মহাপুরুষ শাশ্বতুর বংশ রক্ষার্থে
ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিতুরকে জন্ম দিয়াছিলেন।
সেই মহাক্ষত্রা বেদবেদাক্ষত্র পরায়ণ শিষ্যগণ
সমভিব্যাহারে রাজর্ষি জনমেজয়ের যজ্ঞ-
ক্ষেত্রে শ্রবেণ করিলেন, এবং দেখিলেন
রাজা বহু সংখ্যক সন্ন্যাস, নানা দেশীয় নর-
পতিগণ, এবং প্রজাপতি তৃত্বা যজ্ঞানুষ্ঠান
নিশুণ ঋষিক্ষণে পরিবৃত্ত হইয়া উপবিষ্ট
আছেন।

ভরতকুলপ্রদীপ রাজর্ষি জনমেজয় সেই
মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া সস্তর হইয়া স্ব-
গণ সমভিব্যাহারে প্রত্যাক্রমণ করিলেন,
এবং বসিবার নিমিত্ত বাঞ্ছন নিশ্চিত আনন
প্রদান করিলেন। অনস্তর দেবগণ ও ঋষিগ-
ণের পূজনীয় মহর্ষি উপবিষ্ট হইলে, রাজা
শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করি-
লেন। প্রথমতঃ পাণ্ড্য অর্থাৎ আচমনীয় প্রদান
করিয়া পরিশেষে মধুপকোক্ত বিবানে এক
পো নিবেদন করিয়া দিলেন। ব্যাসদেব
জনমেজয়ের পূজা গ্রহণ করিয়া সাতিশয়
শ্রীত হইলেন, এবং নিরপরাধে গোর বধ
করা বিষয় মছে, এই বলিয়া উহার শ্রাণ বধ
নিবারণ করিলেন।

রাজা এইরূপে শ্রুতিভাষ্যের পূজা স-
মাধান করিয়া শ্রীতমানে তৎ সন্ন্যাসে উপ-
বেশন পুরঃসর তাঁহাকে কুশল সিজ্ঞাসা
করিলেন। ভগবান্ ও পাণ্ডুকুল নিবেদি-
লেন। পরে সন্ন্যাস মতসংগণ তাঁহার শুভ
করিলেন; তিরিও তাঁহারদের যথোচিত

সমাহার করিলেন। অন্যত্র কয়েকজন স-
মস্ত সমস্যাগণ সহিত কৃতান্ত্রিয় হইয়া এই
জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান! আপনি কোরব
ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ দেখিয়া-
ছেন, অতএব আমার এতদূর বাসনা
এই, আপনি তাঁহাদেরের সচিত কীর্তন ক-
রেন, আমার পিতামহের রণে যেখানে
শ্যামা ছিলেন, তাৎপরি নি নিমিত্ত তাদৃশ
বিদান, তাদৃশ বর্ষ সংহারকারি মহাযুদ্ধ ঘ-
টিয়াছিল; আপনি এই সকল বৃত্তান্ত আ-
খ্যোপাত্ত বর্ণন করুন।

ভগবান কৃষ্ণাধিপায়ন তাঁহার সেই বাক্য
শ্রবণ করিয়া সম্মুখপাশ্বে স্বীয় শিষ্য
বৈশম্পায়নকে এই আদেশ করিলেন।
পুত্রের কোরব ও পাণ্ডবদিগের যেকোপে আ-
কর্ষিত হইয়াছিল, তাকা আমার নিকট
হুনি যেকোপ শুনিয়াছ সেই সমস্ত ইহাকে
শ্রবণ কর। বৈশম্পায়ন গুরুর আদেশ
পাইয়া রাজ্য ও সদস্যবর্গ এবং অন্যান্য নৃ-
পতিগণের নিকট গুরুপাণ্ডবের আকর্ষিত
ও কুলক্ষয় সংক্রান্ত পুৰাতন ইতিহাস আ-
খ্যোপাত্ত কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একমুখী আধায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রথমতঃ গুরুদে-
বকে ভক্তি সাক্ষাৎপূর্বক একাগ্রে চিত্তে সা-
ক্ষীভূত প্রণিপাত করিয়া এবং সমস্ত ব্রাহ্মণ-
গণ ও অন্যান্য বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সম্মান
ও সৎকার করিয়া, সর্বলোকিক বিখ্যাত মহা-
ত্মা মহর্ষি শ্যামসদেবের বিশেষ মত্ত বর্ণন
করিব, মহারাজ! আপনি এই ভারতীয়
কথা শ্রবণের খোঁয়াপাত্ত বাটন, এবং গুরু-
দেবের আদেশ পাইয়া আদিতে এই মহতী
কবার কীর্তনে উৎসাহ জন্মিতেছে।

মহারাজ! শ্রবণ করুন। রাজ্যের নি-
মিত্ত মুক্ত ক্রীড়া দ্বারা যেকোপে কোরব ও
পাণ্ডবদিগের আকর্ষিত ও পাণ্ডবদিগের
বনবাস এবং স্বর্গসংহারকারী সংগ্রাম ঘটি-
য়াছিল, তাকা অর্থাৎ তোমার নিকট বর্ণন
করিব।

ব্যুধিত্যামি পঞ্চ বীর পিতার পরলোক
ক্রমের পর, অরণ্য হইতে আসারে জে-
তারামস করিতেছেন; এবং অর্থাৎ কালক্রমেই

যুদ্ধে ও বনুর্বেবে কৃতবিদ্যা হইয়া উঠিলেন।
কোরবের পাণ্ডবদিগকে এইরূপ শ্রী, কীর্তি,
বল, বীর্য, উদার্য সম্পন্ন ও পুরবাসিন-
গের জির দেখিয়া অত্যন্ত ঈর্ষ্যা পরবশ
হইলেন। ক্রমস্বভাব ছুয়োধন, কর্ণ, ও
সৌবল একমতাবলম্বী হইয়া পাণ্ডবদিগকে
নানা নিগ্রহ করিতে ও সাহাদিগের উপর বৎ-
পরোমান্তি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল।

পাপাত্মা ছুয়োধন ভীমকে অগ্নের সচিত
বিষপান করাইয়াছিল, কিন্তু ভীম তাহা
জীর্ণ করিয়াছিলেন। ভীম প্রমথ কোটা-
তে নিদ্রিত ছিলেন, ছুরাত্মা ছুয়োধন সেই
অবস্থায় তাঁহাকে বন্ধ করিয়া গড়া প্রবাহে
প্রক্ষেপ পূর্বক গৃহে আসিয়াছিল। পরে
কুন্তীনন্দন আগরিত হইয়া নিকবাহবনে
বন্ধন ক্ষেদন পূর্বক গড়াপ্রবাহ হইতে উ-
ত্থান করেন। একনা ভীমকে মিত্রিত পে-
খিয়া ছুয়োধন অতি ভীকর্ষিব ক্রমসর্প
দ্বারা তাঁহার সর্বাক্ষে মংগন করায়, তথাপি
তাঁহার জাণ মাশ হয় নাই।

এইরূপে ছুয়োধন পাণ্ডবদিগের যে স-
কল নিগ্রহ করিত, মহানতি বিচুর তৎপ্র-
তীকার ও তাহা হইতে তাহাদের রক্ষা
করিবার বিধায় সতত অবহিত ছিলেন।
স্বর্গবাসী মেবরাজ ইন্দ্র বেগন জীবলোকের
সুখপ্রদ, বিচুর পাণ্ডবদিগের নিরত সেই
রূপ সুখপ্রদ ছিলেন।

যখন ছুরাত্মা ছুয়োধন কি গুপ্ত কি
প্রকাশিত কোন উপায়েই পাণ্ডবদিগের
বিন্দন করিতে পারিল না; তখন কর্ণ,
ছুংশাসন প্রভৃতি মণ্ডিগণের সহিত মন্ত্রণা
করিয়া এবং গুপ্তরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া কুরু-
গৃহ নির্দান করাইল। পুত্রের চিত্তব্রহ্ম-
কারী রাজা শতরাষ্ট্র রাজ্যভোগাভিলাষে
পাণ্ডবদিগকে নিকরিত করিলেন। তাঁহার
পঞ্চভ্রাতা ও সঙ্গী, ছয় জনে হস্তিনপুর
হইতে প্রস্থান করিলেন। যাহা প্রকৃত বিচুর
মহাশয়, প্রস্থান কালে তাঁহাদের সহি
সকপ হইয়াছিলেন; তাঁহাদের উপলক্ষে
প্রভাবে তাঁহার নিশীথ বনময়ে কতদূর
মাহ হইতে মুক্ত হইয়া কুল প্রস্থান করিতে
পারিয়াছিলেন।

পাণ্ডুর বারণক নামের উপস্থিত
 হইয়া কন্যার বিবাহ তখন অবস্থিতি করি-
 তে লাগিলেন। রাক্ষসের তরাসের অধিক
 শানুসারে রাক্ষসের বিবাহ ও সতর্ক হইয়া
 জতন হইয়াছিল। বিনী করিলেন। অনন্তর
 বিজয়ের উপলক্ষে ক্রমে প্রথমতঃ কুরুর
 প্রস্তুত করিলেন, পরে সেই জতন হইয়া
 প্রদান করিয়া এবং চুরাচার পুত্রটনকে
 লক্ষ করিয়া কন্যার সহিত গুপ্তভাবে শানুয়
 করিলেন।

কিয়দূর গমন করিয়া পাণ্ডুরের এক
 বনিনীর সমীপে হিড়িম্ব নামক এক বন-
 ভয়ানক রাক্ষস সেখানে পাইলেন, এবং
 ঐ রাক্ষসেরাজের প্রাণ বধ করিয়া প্রকাশ
 ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। ভীম-
 সেন এই স্থলে হিড়িম্ব রাক্ষসীর পাণ্ডুগ্রহণ
 করেন। এই হিড়িম্ব গর্তে ঘটোৎকচের
 জন্ম হয়।

অনন্তর পাণ্ডুরের একচক্রা নামক ন-
 গরীতে উপস্থিত হইলেন এবং ত্রাজচারি
 বেশ পরিষ্কার পূর্বক বেদাধ্যয়নরত ও ত্রাজ-
 পরায়ণ হইয়া কিছু কাল এক ত্রাশ্রমের অ-
 লয়ে অবস্থিতি করিলেন। তথায় এক ন-
 হাবল পরাক্রম বক নামক ভয়ানক কুম্ভারি
 রাক্ষস ছিল; হাবাহা ভীমসেন তাহার
 নিকটে গিয়া নিম্বাহাচারি প্রভাবে তাহার
 প্রাণ বধ করিয়া নগরবাসিনীগের ভয় কি-
 রাক্ষস ও শোক নিবারণ করিলেন।

কিয়দিন পরে পাণ্ডুরেরা জরণ করিলেন,
 পাঞ্চালদেশে জৌগন্দী নামে এক কন্যা
 স্বয়ম্বরা হইয়াছেন। স্বয়ম্বর সুভাস্ত্র জীবন
 করিয়া তাহার তথায় গমন করিলেন, এবং
 জৌগন্দী লাভ করিয়া সংবৎসর কাল পাঞ্চা-
 লদেশে অবস্থার করিলেন। অনন্তর তা-
 হারদিগকে লক্ষিল পাণ্ডুর বলিয়া জানিত
 পারিবাতে পূর্বকার ইন্দির পুর প্রত্যগ-
 মন করিলেন।

রাজা সুভাস্ত্র জৌগন্দীর পাণ্ডুরদিগকে
 কহিলেন, যে বংশের। কিসে তোমাদিগের
 প্রাণ রক্ষা না হয়, তাহা বিবেচনা
 করিয়া আশ্রয় স্থান করিয়া তোমাদিগকে
 বাণ্ডব কলে বাস করিতে হইবে।

উদ্ভাবনী শক্তি প্রদান কর।
 নগরবাসিনীর মনোর, বাসের উপযুক্ত স্থান।
 তাহার। তাহাদিগের ছুই জনের বংশমুদ-
 রে, অগ্নিনাদিগের সমাধি রূপে রক্ত পু-
 র্বক সমস্ত সুভাজন সমভিবাগারে গণ্ড
 প্রদেয় হইয়া করিলেন।

পাণ্ডুরেরা তথায় দশ বৎসর বাস করি-
 লেন এবং শত্রুপ্রভাবে অন্যান্য নরপক্ষি-
 গকে বশীভূত করিলেন। এইরূপে তাহা-
 রা ধর্মস্থিত, সত্যব্রতপরায়ণ, সর্ব বিঘ্নের
 সাবধান ও ক্রমাশীল হইয়া অনেকানেক বি-
 পক্ষগণকে বশীভূত করিতে লাগিলেন। ম-
 হাযশী ভীমসেন পূর্ব দিক জয় করিলেন;
 ব্রহ্মবীর অর্জুন উত্তর দিক; নকুল পশ্চিম
 দিক; বিপক্ষ পক্ষ কার্যকারী মহাবল দক্ষিণ
 দিক জয় করিলেন। এইরূপে তাহারা সক-
 লে সমস্ত পৃথিবীকে আগুনাদিগের বশী-
 ভূতা করিলেন। সূর্য্যদেব স্বভাবতঃ সতত
 বিরাজমান আছেন, এক্ষণে যথার্থ বিক্রম-
 শালী পক্ষ পাণ্ডুরেরা সূর্য্যদেবের ন্যায় বি-
 রাজমান হওয়াতে, পৃথিবী ষট্‌মুখ সম্প্রদা-
 র ন্যায় হইল।

অনন্তর যথার্থ বিক্রমশালী, তেজস্বী,
 ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন নিমিত্তবশতঃ প্রাণ-
 কণেঞ্চাও শ্রিয়, পুরুষ শ্রেষ্ঠ, স্থিরমতি,
 মান, গুণলব্ধ অর্জুনকে বন প্রেরণ ক-
 রিলেন। তিনি পূর্ণ সংবৎসর ও একমাস
 বনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সহিত লাঞ্চার ক-
 রিবার নিমিত্ত দ্বারকা গমন করিলেন।
 তথায় তিনি বাসুদেবের অনুষ্ঠা, রাজীবলো-
 চনা, মধুরভাষিণী সুভদ্রার পনি গ্রহণ করি-
 লেন। যেমন ইন্দ্রের শচী, মারায়ণের লক্ষ্মী,
 সেইরূপ সুভদ্রা পাণ্ডুরের অর্জুনের স-
 হাযিণী হইলেন।

কুর্কীতনয় অর্জুন বাসুদেবের সহায়তা
 প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডুরদেব হাবাহাদের তৃপ্তি
 সম্পাদন করিলেন। বাসুদেব সহায় থাক-
 াতে পাণ্ডুরের অর্জুনের কষ্ট লাগ হইল
 না। অগ্নি প্রীত হইয়া অর্জুনকে ধনু-
 শ্রেষ্ঠ পাণ্ডব, অক্ষয় বর্ণপূর্ণ ছুই মুখ এবং
 কপির্জয় রথ প্রদান করিলেন। অর্জুন
 পাণ্ডুরদেব কলে মরণামক অসুরকে মৃত

করেন, এই নিমিত্ত অসামুহ্য রাজস্বের বন্ধ
কালে সর্বত্রস্থানান্ত দিবা সভা নির্মাণ ক-
রিয়াছিলেন। সেই সভাতে নিত্যকাল জু-
মতি হিন্দুকর্তৃক ছবোপনম সোভাক্রান্ত হই-
লেন; তৎপরে শত্ৰুনির সন্নিহিত পাশ্চাত্যেতে
যুধিভিরকে বধনা করিয়া দ্বাদশ বৎসরের
নিমিত্ত বন প্রেরণ করিলেন। পাণ্ডবেরা
দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর
অজ্ঞাতবাসে থাকিলেন।

পাণ্ডবেরা এইরূপে ত্রয়োদশ বৎসর
অতিক্রম করিয়া যখন চতুর্দশ বর্ষে স্বীয়
রাজ্যাধিকার প্রার্থনা করিয়াও প্রাপ্ত হই-
লেন না, তখন যুদ্ধারম্ভ হইল। তাঁহারা
সেই যুদ্ধে করির সুল বংশ ও রাজা দুর্যোগ-
ধনের প্রাণ বধ করিয়া রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত
হইলেন।

মহাভা পাণ্ডবদিগের পুরাযুদ্ধ, রাজ্যাধি-
কারের নিমিত্ত জাতভেদ, এবং যুদ্ধ জয়ের
স্বভাৱ এই।

বিভিন্ন পুস্তকের মূল্যের বিবরণ

| | |
|--|-----|
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কণ্ঠের তৃতীয় ভাগ | ৫ |
| ৫ চতুর্থ ভাগ | ৫ |
| ৬ দ্বিতীয় কণ্ঠের প্রথম ভাগ | ৫ |
| ৬ দ্বিতীয় ভাগ | ৫ |
| ৬ তৃতীয় ভাগ | ৫ |
| ৬ চতুর্থ ভাগ | ৫ |
| ৬ তৃতীয় কণ্ঠের প্রথম ভাগ | ৫ |
| ৬ ক্রমের সংহিতা পুস্তক প্রথম খণ্ড | ১ |
| ৬ দ্বিতীয় খণ্ড | ১ |
| ৬ ত্রাঙ্কণম সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অনুবাদ | ১ |
| ৬ কেবল সংস্কৃত | ১১০ |
| ৬ কেবল বাঙ্গলা অনুবাদ | ১০ |
| ৬ ইংরাজী অনুবাদ | ১০ |
| ৬ বঙ্ক বিচার | ১০ |
| ৬ পরমেশ্বরের সঙ্ক্ষিপ্ত বর্ণন | ১০ |
| ৬ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বঙ্ক ভা | ১০ |
| ৬ বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ | ১১০ |
| ৬ সংস্কৃত পরোপকারক | ১০ |

| | |
|---|-----|
| কুগোল | ১১০ |
| পদার্থ বিদ্যা | ১১০ |
| বর্ণমালা | ১০ |
| ইংরেজী ভাষায় জ্ঞতি প্রভৃতি | ১১০ |
| ইংরেজী ভাষায় ত্রাঙ্কণসেবধির কতিপয় অ- খ্যায় ও অন্য অখ্যায়িণয় | ১১০ |
| বেদান্তিক জাঙ্কি কার্যবিশ্বকোষ | ১০ |
| ত্রাঙ্কসংক্রীত পুস্তক | ১০ |
| পৌত্তলিক প্রবেশ | ১০ |
| বঙ্কভাষায় কঠোপনিষৎ | ১০ |
| রুতি সঙ্কিত ঐ দেবনাগর অক্ষরে | ১১০ |
| ত্রাঙ্কণম ঐ অক্ষরে | ১১০ |

**কলিকাতা ত্রাঙ্ক সমাজের ১৭৭৪
শকের আবেগ মাসীয় আয়
ব্যয় বিবরণ।**

আয়

| | |
|--------------------------|--------|
| দানপ্রাপ্ত | ৫১১০ |
| ত্রাঙ্কণম পুস্তক বিক্রয় | ১১১০ |
| গত মানের স্থিত | ৪৩২৬/৫ |
| ৮৯৬৬/৫ | |

ব্যয়

| | |
|------------------|-----|
| কম চারিগণের বেতন | ৪২১ |
| বিবিধ ব্যয় | ১২ |
| ৪৩৩ | |

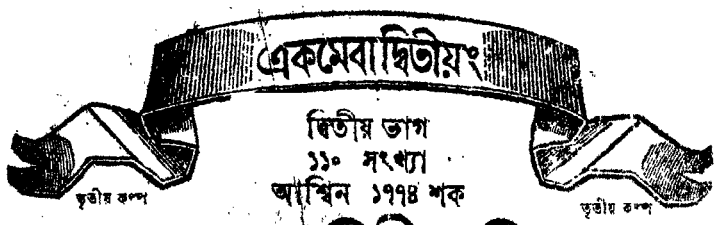
স্থিত

| | |
|--------------------------|--------|
| মগন | ৩৮১১/৫ |
| উন্নতিরক্ত কম্পানির কাগজ | ৫০০ |

দান প্রাপ্তির বিবরণ

| | |
|-----------------------------------|------|
| ঐযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ২ |
| ঐযুক্ত রাধানারায়ণ বসু | ২ |
| ঐযুক্ত সুনীলাস দত্ত | ১০ |
| দানার্থে প্রাপ্ত | ২১১০ |
| ৪৬৩০ | |

১ আনু রবিবার বঙ্গ ১৯৭৪, কলিকাতা: ৪৯৫৬



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

অপর্যায়িত্ববোধের সাহায্যে মোক্ষার্হের পিতা পরমেশ্বরের নিরঙ্কর প্রকাশিত হইতেছে।
 অথ পরাযায়িত্ববোধের সাহায্যে

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

বিজ্ঞাপন

আগামি ১১ আশ্বিন রবিবার প্রাতঃকালে মানিক
 রাস্তা সমাজ হইতে।
 শ্রীআনন্দচন্দ্র বসু } উপাচার্য
 শ্রীবালেশ্বর বসু }

শ্রুতি দিবস পরম পিতা পরমেশ্বরের
 জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলপ্রদায়িত্ব প্রতীপাদক
 বাক্য উচ্চারণ ও মনন পূর্বক শ্রীতি, ভক্তি
 ও কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার উপাসনা করা
 ব্রাহ্মদিগের অবশ্য কর্তব্য। তাহাকে শ্রীতি
 করা যে তাঁহার উপাসনার প্রথম অঙ্গ, ব্রা-
 হ্মেরী জ্ঞান এই রূপে সম্পাদন করিয়া ধা-
 কেন, এবং তরিক্তিত্র ব্রহ্মোপাসনার এক
 পদ্ধতিও প্রস্তুত আছে। কিন্তু সে পদ্ধ-
 তিতে সংস্কৃত বচন থাকিলে, তাহা পাঠ
 ও তাহার অর্থ প্রকৃতি করা অনেকের
 পক্ষে সুকঠিন, একারণ কেবল বাঙ্গলা
 ভাষায় আর এক পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া প্র-
 কাশ করা যাইতেছে। অপর সাধারণ লোক-
 লেই উপাধি দ্বারা পরিমার্জিত পরমেশ্বরের
 আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।
 বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তাঁহার সংস্কৃত
 পাঠ করা কঠিন হইলে, তাঁহার অর্থা-
 র্থে এই ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা উপাসনার
 প্রয়োজন উপাসনা সম্পন্ন করিতে পারি-
 যেন।

ব্রহ্মোপাসনা

গুণতঃসং

যিনি এই অখিল ব্রহ্মোপাসনার চেতনা-
 চেতন সমুদায় পদার্থ সৃজন করিয়াছেন,
 যিনি বিবিধ উপায় দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত
 জীবের সুখা সুখা শান্তি করিতেছেন, যিনি
 জ্ঞান ধর্মের উন্নতি নিমিত্তে সুকৌশল স-
 ম্পন্ন নানাবিধ উপায় করিয়া রাখিয়াছেন,
 তাঁহার অজ্ঞতা প্রবাহিত করণক্রমে কীট
 পতঙ্গ পশু পক্ষি মনুষ্য সকলেই নিরঙ্কর
 মহামানুষ হইয়াছে, আমরা সেই সর্বজন্য
 মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের মনের সহিত বার
 বার নমস্কার করি।

ও শতাং জানমনঃ ব্রহ্ম।
 আনন্দরূপমৃত্যুং যথিত্যতি।
 শান্তং শিবমইবতৎ।

সেই সর্বজন্য, সর্বব্যাপী, নিরবয়ব, সর্বপাপ-
 শূন্য, বিশুদ্ধ স্বভাব, নিত্য, পরাংপর পরমেশ্বর
 সর্ব লোকে প্রকৃতিগণকে সন্তান সন্তান
 হিষ্ণকাল প্রতীপালন করিতেছেন। তিনি
 প্রাপ মম সন্তুদায় ইন্দ্রিয় এবং পৃথিবী জল
 স্থানু যোগ্যতা কাষ চর্যার সৃষ্টি করিয়াছেন।
 তাঁহার সর্বজন্য সুন্দর নিরামানুষের অধি

প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু সকল পণ্যের ক্রমে গমনাগমন করিতেছে, তবু সকল ফলমুখ হইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চার করিতেছে। তিনি আতপ তাপ নিবারণার্থে সুশীতল ছায়া সঞ্চারের উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি পখিপ্রাঙ্গ কাঁকের বিক্রমার্থে নিস্তক রজনী ও শ্রাণ্টিহর মিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি রোগ প্রতীকারের নিমিত্তে ঔষধের সৃজন করিয়াছেন। তিনি পিতৃ মাতার মনে স্নেহ প্রদান করিয়া সন্তানসিগকে পালন করিয়াছেন। আমরা সেই মঙ্গল-সম্পন্ন জগৎ প্রসবিতা পরম পিতার অনন্ত জ্ঞান, অসীম শক্তি ও অপার প্রেম চিন্তনে প্রবৃত্ত হই।

স্তোত্র

হে অকৃত শক্তি অনাদি কারণ! তুমি অতি নিগূঢ় তত্ত্ব, তে তোমার মহিমা ও স্বরূপ জানাও পারে? তুমি আমারদের বাক্য মনের অঙ্গোষ্ঠার! আমরা তোমাকে না বাক্যে বাক্যে কহিতে না মনোহেই বুঝিতে পারি। আমরা তোমার স্বরূপ জানিব কি? তুমি ইঞ্জা মাত্র যে সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছ, তাহার একটি ক্ষুদ্র পদার্থেরও স্বরূপ জানি না। আমরা তোমার ইচ্ছার, তোমার নিয়মের বা তোমার কার্যের, কিছুই নিগূঢ় তত্ত্ব জানি না; কেননা তুমি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তা এই মায় পালি। তুমি সৃষ্টি না করিলে কোথায় বা এই বিভিন্ন বিশ্ব, কোথায় বা ইহার সুখ দৌন্দর্য্য থাকিত এবং কোথায় বা আমরাই থাকিতাম। হে পরমায়ন! তুমি সমস্ত পদার্থের ও সকল মঙ্গলের নিদানভূত। তুমি আমারদের জন্ম স্থিতি ভক্ষ, ধন জন যৌবন, বুদ্ধি বিদ্যা শক্তি, সকলের সুলাভার। তুমি দয়ার সাগর। আমারদের উপর তোমার যে কত স্নেহ ও কত প্রেম তাহা কি বলিব? তুমি আমারদের নিমিত্তে সুখ্য সম কৃত্য হু-ছের সৃষ্টি করিয়াছ। আমরা শৈশব কালে যে অকৃত্রিম স্নেহ-দ্বারা লালিত পালিত হই, তাহা যে কি অকৃত পদার্থ কিছু বুঝিতে

পারি না, বোধ হয় যেন তোমার অপার গভীর প্রেম সুকুমার স্নেহ রূপে অবতীর্ণ হইয়া মাতার স্নেহের অবস্থিতি করে। তোমায় প্রেমের সীমা কোথায়? আমরা স্বর্গে না হই গর্ভে জন্মিয়া পথ্যের অচেতন প্রায় শরীর থাকি, যৎকালে প্রার্থনা করা দূরে থাকুক আমরা কোন প্রকার শব্দ করিতেও পারি না, তুমি সেই সময়ে আমারদের ভাবি প্রয়োজন সাধন উদ্দেশে আপন। হইতেই জ্ঞান দ্বার ইঞ্জির ও কার্য-সাধন অল্প সমুদায় প্রদান কর। তোমার উদার করুণা প্রার্থনা সাপেক্ষ নহে। তুমি আমারদিগকে কি না দিয়াছ? অপরাপর সৃষ্টির সঞ্চিত বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় প্রদান করিয়াছ। বাহ্যতে আমরা মুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নিরীক পূর্বক ইতকালে ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সু-বাস্তাদান করিয়া পরকালে চরিতার্থ হইতে পারি, তুমি আমারদিগকে তত্ত্বমসুত শক্তি দিয়াছ এবং বায়ু বস্ত্র সকলকেও তাহার অনুকূল করিয়াছ; তথাপি যে আমরা তোমার আভিপ্রের্ত সুখ সম্ভোগ করি না, সে আমারদিগেরই দোষ। আমরা তোমার প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সহকারে কি না করিতে সমর্থ হই? অনন্ত কৌশল বিচিৎ এই বিভিন্ন বিশ্বকার্য্য পথ্যালোচনা দ্বারা সর্ব্বমই তোমার অনন্ত জ্ঞান, মহীয়সী শক্তি, অনির্কটনীয় মহিমা, অপার প্রেমের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া অতুল রিষত স্বেচ্ছানন্দ উপভোগ করিতে পারি; কিন্তু আমরা এক্ষণ অকৃতজ্ঞ যে তোমার মত স্নেহময় পরম পিতা ও প্রীতিপূর্ণ পরম বন্ধুকেও জাগিয়া থাকি। আমরা বিশ্বরস পরবশ হইয়া তোমাকে মনের সহিত প্রীতি করি না ও তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে যত্নশীল হই না। পুণ্যের মনোহর স্বরূপ আমরা দেখিয়াও দেখি না। তুমি আমারদের মনের ভাব প্রতি সকলই জানি। তুমি যে রূপ পরম ন্যায়বান্ রাখা; সেইরূপ পরম করুণাময় পিতা। অতএব আমরা অতি বিশ্বস্ত চিত্তে তোমার উপর নির্ভর করিতেছি এবং অতি বিনীত ভাবে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।

ওৎসবে বাহিনী

ধর্মনীতি

১৯১৩-১৪-এক পত্রিকার ৫২ পৃষ্ঠার পর
আস্বাস্থ্যবিষয়ক কর্তব্য কথ্য

আস্বাস্থ্যবিষয়ক আত্ম বিষয়ক কর্তব্যের মধ্যে জ্ঞাননির্ভরতা করা যেমন প্রথম কাহা, সেইরূপ আপনার শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছ রাখা দ্বিতীয় কাহা। শরীরের পরমেশ্বর অন্যান্য অংশের প্রকার সুস্থকর ব্যাপারের ন্যায় শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের আমাদের আরম্ভ করিয়া দিরাছেন। তিনি অনুবাকে উৎকৃষ্ট দৈহ প্রদান করিয়া কতকগুলি এ প্রকার নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, যে তাহা পালন করিলেই পরম আরোগ্য উপভোগ করা যায়।

শরীর জীবের পক্ষে শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষায় সুস্থকর বিষয় আর কিছুই নাই। শরীর ভগ্ন হইলে সমগ্র সংসার কেবল দুঃখের আগার স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন গগণ মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে পূর্ণচন্দ্রের সুধাময় কিরণ প্রকাশ পায় না, সেইরূপ শরীর অসুস্থ হইলে, শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার সুখান্বাদনে সমর্থ হওয়া যায় না। অতুল জৈবিক, বিস্তারিতবশ, প্রভূত মান সজ্জম কিছুতেই স্বাস্থ্যকরণ প্রসন্ন ও মধু-মণ্ডল প্রকল্প হয় না। রোগী ব্যক্তি সর্বদাই অসুখী, সকল বিষয়েই বিরক্ত, এবং কেবল রোগের চিন্তাতেই চিন্তাকুল। কতকটাই তাহার দিন ঘাপন হয়। তাহার দুঃখের দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়। চিররোগী ব্যক্তিরিগের শরীর কেবল দুঃখই তার স্বরূপ হইয়া উঠে। তাহার নিয়তই উদ্ভিগ এবং সর্বদাই সঙ্কচিত-চিন্তা। তাহার দিবারদি শরীর-সুকোপযোগি সকল ব্যাপারেই সীমিত থাকিয়া কোন কর্মে কষ্ট-স্টে কাল ব্যয় করা তাহার মন নিত্যরত হইয়া উঠে। শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে যত্ন না করা যে দুঃখের এই সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তি তাহার উপযুক্ত প্রমাণ।

পরমেশ্বর কৃপায় মনের সহিত শরীরের একত্রে ক্রিয়াকর্ম স্বয়ং করিয়া দিরাছেন, যে শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্তব্যের বিধি-কর্তব্য

অস্বাস্থ্যকর মতেজ ও প্রকল্প থাকিলে, শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ বিষয়ে বিশিষ্ট রূপ উপকার মর্শে। উভয়ের সুস্থতা উভয়ের পক্ষে উপকারী, এবং উভয়ের অসুস্থতা উভয়ের পক্ষেই অপকারী। অস্বাস্থ্যকর শোকাভূত হইলে শরীরও শীর্ণ হয়, এবং শরীর পীড়িত হইলে ক্রোধ রিপু প্রবল হয় এবং দয়া ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট বৃত্তি দুঃখল হয়। যে শিশু স্নেহিত সহাস্য-বদন, পীড়িত হইলে, সেও সর্বদা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। তখন আর তাহার মনোহর মধুর হাস্য হুঁট হয় না এবং অল্পকৃষ্টি সুমিষ্ট শব্দ সকলও শ্রুত হয় না। প্রথমে ক্ষুধার সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ না করিলে, শরীর বনহীন হইয়া মনও নিতান্ত হইতে থাকে এবং অত্যন্ত পুষ্ণতর ভোজন করিলে, শরীর ও মন উভয়েরই ধ্বনি হয় এবং তখন শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিপ্রম করিতেই ক্রেশ বোধ হয়। সুরাপান করিলে কোন কোন নিরুষ্টি প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, আর প্রাতঃকালে বিশ্বগতির বিশ্বকাব্যের আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শন পুরস্কার সুশীতল সমীরণ সেবন করিলে, মনের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল স্ফূর্তি পাইয়া থাকে। আনন্দ উদ্ভাবন করে। শারীরিক পীড়া হইয়া কত কত ব্যক্তির অরণ-শক্তি হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে, এবং রোগ-শাস্তি ও স্বাস্থ্য-বৃত্তি হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মৃতি-শক্তি প্রবল হইয়াছে। অতএব, যখন শরীরের সহিত মনের এ প্রকার মৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং যখন শরীর সুস্থ না থাকিলে কর্তব্য কথ্য সমগ্র বিহিত বিধানে সম্পাদন করিতে পারা যায় না, তখন জীবনরক্ষা, ধর্ম রক্ষা, সুখসাধন প্রভৃতি সকল বিষয়ের নিমিত্তেই শারীরিক স্বাস্থ্য লাভার্থে যত্ন-বান্ধু থাকা সর্বতোভাবে বিধেয়। যদি জীবিত মনে পরিবার প্রতিপালন করা কর্তব্য হয়, পুত্রপুত্রকর ককা বিহিত হয়, পরম পিতা পুত্রবৎসকে প্রমাদরূপ ভক্তি প্রদান করা উচিত হয়, তবে শরীরকে সুন্দররূপ সুস্থ ও স্বচ্ছ রাখা অবশ্য কর্তব্য তাহার সন্দেহ নাই, কারণ শরীর ভগ্ন হইলে এ

সমস্ত অবশ্য কৰ্তব্য কৰ্ম সুচারুরূপে সম্পাদিত করা যায় না। যদি পরম অক্ষম পিতা মাতাকে যত্ন রূপে অগ্নিশিখায় দগ্ধ করা অসম্ভব হয়, এবং যদি প্রাণাধিক জ্বরিতর পুত্র কন্যাদিকে যথোচিত ঐতিপালন না করা হুৎসাহ হয়, তবে মাথা সত্ত্বে শারীরিক নিয়ম পালনে কতকগুলন পূর্নক প্রাণত্যাগ করিয়া এই সমস্ত বিষয় বিপত্তি উপস্থিত করা অবশ্যই কৰ্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই। আত্মহত্যা যে মহাপাপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু জন-প্রবেশ, অতি-প্রবেশ, উৎসাহানিষ্কার একেবারে প্রাণত্যাগ করা আর ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্নক ক্রমে ক্রমে মেরু নাশ করা উভয়ই তথা: কেবল শীঘ্র আর বিবেচনা সঙ্গিত বিবেচনা। অতএব, প্রায়ম কাৰুণিক পরমেশ্বর আমাদের শরীর রক্ষার্থে যে সমস্ত শতকের নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করা সর্বতোভাবে কৰ্তব্য। না করিলে প্রাণত্যাগ আছে।

রণে ও অকাল-মৃত্যু দ্বারা যে সমুদায় ক্রেশ ও মরণ উপস্থান হয়, তাহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। শারীরবিধান বিদ্যায় যে সমস্ত বাস্তব সনিক্ষেপ বক্তব্য লিখিত থাকে, তাহা উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

পরমেশ্বর ইতর প্রাণিদিগকেও শারীরিক নিয়মের অধীন করিয়াছেন, এবং তা-কালদিগকে তৎপ্রতিপালনে সক্ষম করিবার নিমিত্ত কতকগুলি স্বভাব-গিঞ্জ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন। তাহারা সেই সমস্ত স্বাভাবিক সংস্কারের অনুবর্তী হইয়া স্ব স্ব শারীরিক কার্য নিৰ্বাহ করতঃ সুস্থ শরীরে কাল বাপন করে। অতএব এ বিষয়ে তা-হারদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে বিশেষরূপ উপকার দর্শিতে পারে। ক্রমতঃ, যে যে স্থানে তাহারদের শরীরের সক্ষমতা আহারের শারীরিক প্রকৃতির একা আছে, সে-সে স্থানে তাহারদের ব্যবহার আহারের সক্ষমতা স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। তাহা হইলেই তাহাদের শরীরিক

তাহারদের ব্যবহার নিরীকণ করিয়া দেখিলে, শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান বিষয়ে সমুদয় উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ। ইতর জন্তুরা স্বভাবতঃ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে। সকলেই পক্ষিদিগকে অল্প অকালন ও পক্ষ বিন্যাস করিতে দেখিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। যখন তাহারা পক্ষ সমুদায় মার্জিত ও বিন্যাস করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন তা-হারদিগকে কেমন সুন্দর দেখায় ও কেমন স্কর্তিযুক্ত বোধ হয়। গৃহস্থের গৃহস্থিত বিভ্রাল সকল স্ব স্ব লামাবৃত্ত কলেবর পরিষ্কৃত ও চিক্ণ করিয়া রাখে। গাভী-গণ কত যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ পূর্নক বৎসের শরীর লেখন করিতে থাকে। অ-শ্বের শরীর মার্জিত করিয়া না দিলে, তৃণ-দিগ্ন উপর অল্প আর্দ্রন করে। বনের সমুদায় পশু পক্ষিই স্ব স্ব স্বভাবানুসারে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে, কেবল মনুষ্যের আশ্রয়ে থাকিলে নানা কারণে তাহার কিছু কিছু অনাথা হইতে দেখা যায়।

দ্বিতীয়তঃ। তাহারদিগকে আহার অ-শ্বের্ণার্থ পরিষ্কৃত করিতে হয়, ইহাতে শা-রীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থ অল্প সমুদায়কে যত চালনা করা আবশ্যিক, তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ পরমেশ্বর তাহারদের শারীরিক প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর একপ শৃঙ্খলা করিয়া দিয়াছেন, যে নিয়মাতীত অ-তিরিক্ত পরিষ্কৃত করিতে হয়না, অথচ প-রিমিত পরিষ্কৃত না করিলেও চলে না।

তৃতীয়তঃ। প্রত্যেক প্রাণী আপন আ-পন স্বভাবানুসারে কতকগুলি নির্দিষ্ট বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকে। অগাধীশ্বর যে যে জন্তুর যে যে খাদ্য নিৰ্ব্বপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই তাহারদের শরীর সর্বাপেক্ষা সুস্থ ও সবল থাকে। তাহারা মনুষ্যের ন্যায় পুষ্ণ পুষ্ণ অতিভোজন করিয়া পীড়িত হয় না, এবং অস্বিকারি ত্রব্য আহার করিয়াও অকাল-মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না।

ইতর জন্তু সকল পরমেশ্বর-প্রদত্ত সং-স্কার বিশেষের বশবর্তী হইয়া এই প্রকার বাহ্য কৰ্ম্ম ব্যবহার করিয়া সর্বদা সুস্থ

যেহেতু এই প্রকার স্বাস্থ্য সংরক্ষণ প্রাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু পরিশেষে তাহারদিগকে প্রায় সুস্থিত হইয়া যে অভাব পরিহার করিয়াছেন। তাহারা বৃদ্ধি সহকারে শরীরকে স্বাস্থ্য প্রত্যেক অঙ্গের প্রয়োজন এবং তাহার কার্যের রীতি নিরূপণ পূর্বক শারীরিক ক্রিয়াকে জানিতে পারেন, এবং তাহা প্রতিপালন করিয়া পরম আরোগ্য সম্ভোগ করিতে পারেন। পক্ষাৎ এ বিষয়ের এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেই জানা যাইবে।

আমাদের রাজ্যে সেই আয়ুর্ভেদে সেই চর্ম লোমকূপে পরিপূর্ণ এক এক লোককূপ শরীরস্থ অনিষ্টকারী নষ্ট পদার্থ নির্গত হইবার এক এক দ্বার বন্ধ। প্রতি দিন স্নানবাস্ণে প্রায় ১০ হটিক নির্গত হইয়া থাকে। যদি লোমকূপ বন্ধ হইয়া সেই সমস্ত অনিষ্টকারী পদার্থ বহির্গত হইতে না পায়, তবে তাহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে দোষাশ্রিত করে; রক্ত দূষিত হইলেই শরীর অসুস্থ হয়। শরীর হইতে যে স্বেদ নির্গত হয়, তাহার জলীয় ভাগ বাস্ণ হইয়া উঠিয়া যায়, অংশিষ্ট ভাগ গাঢ় হইয়া লোম-কূপ সমুদায় রোধ করে। অতএব, তাহারদিগকে পরিষ্কৃত রাখিবার নিমিত্ত অত্র সকল প্রেক্ষাগার ও মার্জনা করা কর্তব্য। যে বস্ত্র এই প্রকার ছিন্নযুক্ত ও পরিষ্কৃত, যে অন্যায়ভাবে স্বেদ শোষণ করিতে পারে, এবং তাহার মধ্য দিয়া স্বেদ বহির্গত হইতে পারে, তাহাই পরিধান করা বিধেয়, নতুবা শরীর অপরিষ্কৃত থাকিলেও সে প্রকার অপকার হয়, অত্যন্ত ঘন ও মসৃণ বস্ত্র পরিধান করিলেও সেই প্রকার হইয়া থাকে। তৎকালে যখন লোম-কূপ দ্বারা শরীরের নিকট পক্ষাৎ বাহির করিয়া দেয়, সেইরূপ আবার বাহিরের বস্ত্রও শোষণ করে। অতএব প্রাক-শৌচ ও মার্জিত না করিলে পরিষ্কৃত অনিষ্ট হইয়া থাকে। এবং এই যে লোম-কূপ বন্ধ হইলেই শরীর নষ্ট পদার্থ সকল শরীর হইতে বাহির হইতে পারে না, আর এক প্রকার প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল মধ্যস্থিত হইয়া শরীরের নিকট

ইয়া রোগ উপস্থিত করে। শরীরস্থ চর্মের এই প্রকার স্বেদশোষণ করিয়া দেখিলে, পাত্র ও বস্ত্র পরিষ্কৃত পরিষ্কৃত রাখা অবশ্য কর্তব্য। বস্ত্রাদি প্রত্যেক অঙ্গ এবং বাহ্যাদি এই প্রকার এই নিয়ম অবগত হইয়াছে, তাহারা তৎপ্রতিপালনে যেমন যত্নবান্ হইয়, ইতর ব্যক্তিদিগের তৎসং হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই প্রকারে শরীরস্থ সাংস্পর্শী নিক্ত প্রভৃতির স্বভাব ও প্রয়োজন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায়, যে স্বাস্থ্য সাধনার্থ শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা আবশ্যিক।

কোন অঙ্গকে নিত্য নিক্ত রাখা উচিত নহে এবং কোন অঙ্গকে অতিমাত্র চালিত করাও প্রায় নহে। উভয়েই দোষ, উভয়েতেই শরীর রুগ ও ভয় হয়। সুস্থ শরীরে উৎসাহ সহকারে শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করিলে, আপনাকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ বোধ হইয়া অতি অপরূপ বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে। ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত ভোগবিলাসি ব্যক্তির তদনুরূপ সুখাস্বাদনে সমর্থ নহেন। তাহার সাধাকে ইন্দ্রিয়-সুখ কহেন, তাহা শারীরিক সুখভোগ-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ অপেক্ষায় অনেকাংশে নিকট।

সাংসারিক আচার ব্যবহারের এ প্রকার বিশুদ্ধতা ছাড়াই যে প্রায় সকলেই অত্র সঙ্কলান বিষয়ক পুঙ্খানুপুঙ্খ ছই দোষের কোন না কোন দোষে লিপ্ত আছেন। বহুদিগের মধ্যে অনেকে পরিভ্রম-বিমুগ্ধ হইয়া আলস্য সলিলে শারীরিক স্বচ্ছন্দতাকে বিসর্জন দেন, নিধনের ধনোপার্জনার্থ নিয়মাতীত পরিভ্রম করিয়া পরমাশ্রম ক্রম করিয়া ফেলেন, এবং বিদ্যার্থীরা শারীরিক পরিভ্রম পরিত্যাগ পূর্বক অত্যন্ত মানসিক পরিভ্রম করিয়া শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ করেন, ও তৎকালে কেহ কেহ চিররাগী হইয়া বহু কষ্টে জীবন হাপান করেন। প্রার্থন প্রার্থন বিদ্যালয়ের অনেককেই হইতে বিদ্যালয়ে প্রবেশ হইবার কিছু কাঁচ পড়েই হইতে পারে নাই।

সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা হার-
দিগের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের বি-
ষয়ে বিশিষ্টরূপে দৃষ্টি না রাখাতে, এবং
বিদ্যালয়স্থ সমস্ত ছাত্রকে শারীরবিদ্যায়
বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আপনাদের অবশ্য
কর্তব্য বলিয়া নাজানতেই এই মহানর্কের
উৎপত্তি হইয়াছে।

এক্ষণে বিষয় বস্তুকে যে প্রকার দ্রুতি
প্রদর্শিত আছে, তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর।
বিক্রমি ব্যক্তির দিবসের অধিক তাপ কেবল
বিষয় কার্যেই কেন্দ্রণ করেন, জ্ঞান ও ধর্ম
অনুশীলন করিতে অবকাশ পান-স্বাী কিছু
মনুষ্যের মকল প্রকার বৃত্তিই যথা নিয়মে
চালনা করা উচিত, এবং ক্রিষ্ণকর্মের নি-
য়ম ও আশ্রমাদ প্রয়োগ করাও কর্তব্য।
তদ্ব্যতিরিক্তে কোন মতেই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ
ও স্বর্গোচ্চতাবে সুখি হওয়া যায় না। যখন
পরম কারুণিক পরমেশ্বর রূপা করিয়া আ-
মারদিকে ধান-শাক ও পরিহাস-প্রদীপ্তি
প্রদান করিয়াছেন, তখন তদ্বারা নিরোধ
আমোদ করা কোন মতেই গর্হিত নহে।
আমারদিকে অসংখ্য বিধে অসংখ্য প্রদত্তির
উৎসর্গসমর্পে নিয়োজন করাই অধর্ম। নি-
রোধ আশ্রম স্বার্থ সাধন লক্ষ্য অত্যন্ত
উপকারী ও সর্বাঙ্গতাবে বিধেয়।

এইরূপে পবিত্র-পাক-পাক্তি, শাসনিত সং-
কার প্রভৃতি মান্য বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান
করিয়া পশ্চাৎপ্রাপ্ত নিয়ম সমসাম নিক্রপিত
হইয়াছে। যথা প্রাচীন পরিচিত জোজন ও
নির্মাণ ব্যয় সেবন করা উচিত। যে ঘৃহ শুদ্ধ,
প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত এবং গাছগাছ অছোরাই
বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকে, তাহাতেই বাস
করা বিশেষ; সচরাচর নান্দ্র সেবন করা
অকর্তব্য; প্রতিরাজিতে ৩৭ ঘণ্টা নিদ্রা
বাঁওয়া আবশ্যিক; মনোভাষা উৎকর্ষ ও
যত্নগু উপস্থিত হইতে ন দেওয়া ও উপ-
স্থিত বিপদে ঐধ্যািবলয়ন করা কর্তব্য।
এ সমুদায় পরমেশ্বরের সাক্ষ্যে আজ্ঞা; অ-
পর সাধারণ সকলেরই এই সমুদায় শুদ্ধ
দায়ক অজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যত্নবান
থাকা উচিত। সকলে এই সমস্ত নিয়ম

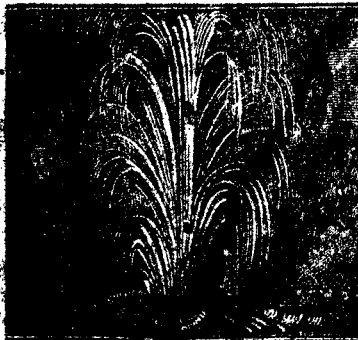
প্রাক্তর্ভাব হ্রাস হইয়া শারীরিক ও মান-
সিক স্বাস্থ্য লাভ ও তরুণবয়স অশেষ প্র-
কার সুখোন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত
হয়।

কোন কোন ব্যক্তিকে কিছু কিছু অত্যা-
চার করিয়াও কতক দিন সুস্থ থাকিতে
দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহাতে শারীরিক
নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শান্তি ভোগ করিতে
হয় না, এমন বিবেচনা করা উচিত নহে।
পরমেশ্বরের অধঃ আজ্ঞায় অবশেষে
করিয়া সুখে থাকা যায়, এ অতি অস্বাভা-
বের কথা। তাহারদের শরীর স্বভাবতঃ
সুস্থ ও বলিষ্ঠ, এই নিমিত্তে অধিক অত্যা-
চার ব্যক্তিরেবে ক্রম ও ভয় হয় না। কিন্তু
যে ব্যক্তি ক্রমাগত অধঃ শারীরিক নি-
য়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, সে যে পুনঃ পুনঃ
পীড়িত ও অস্বাস্থ্য-মত প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা
কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। অহা! কত
কষ্ট রূপ-লাবণ্য-বিশিষ্ট তরুণবয়স্ক যুব-
কের সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীরকে অত্যাচারে
পীড়িত ও ভয় হইতে দেখা যায়! যেমন
কোন পুষ্প-কলিকা কাট দ্বারা দংশিত বা
অন্য কোন বস্তু দ্বারা আহত হইলে, প্র-
স্ফুটিত না হইতেই বিশীর্ণ ও শূন্য হইয়া
যায়, সেইরূপ কত শত পরম রূপবান মনুষ্যকে
লাবণ্য রূপ রমণীয় পুষ্প অত্যাচার রূপ
বিধম উৎপাত দ্বারা অকালে মরিন ও নি-
বর্ণ হইয়া যায়। কোন কোন ব্যক্তি যে
শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান থাকি-
য়াও সর্কদ। সুস্থ থাকিতে পারেন না, তা-
হারও কারণ আছে। হয়, তাঁহার পিতা
মাতার কোন উৎকর্ষ রোগ অধিকার ক-
রিয়া অস্বাভাব করিয়াছেন, নয়, আপনারা
পূর্বে অন্য অত্যাচার করিয়াছেন, যে ত-
দ্বারা তাঁহারদের শরীর এক প্রকার ভয়
হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভয় হইলে পরেও,
তাঁহার শারীরিক নিয়ম পালন করিলে
যেমন সুস্থ থাকিতে পারেন, লঙ্ঘন করিলে
তেমনও থাকিতে পারেন না।

শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান বিধের যথাক্র-
মে যাহা নির্দিষ্ট হইল, তদ্বারা সর্বত্র প্র-
চলিত হইতে পারে, শারীরিক নিয়ম বিধান

ও প্রতিপালন করা আমাদের কর্তব্য। যে কর্তব্য সম্পন্ন না হইলে অন্যায় কর্তব্য বা বিঘানে সম্পন্ন করা যায় না, তাহা সর্ব প্রথমে সাধন করা উচিত। অপর সখস্বপ্ন সকলেরই শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করা জরুরি, সমুদায় বিদ্যালয়েই তদ্বিষয়ক বিদ্যা অধ্যয়ন করান কর্তব্য, এবং ধর্মোপদেশকামিগেরও তাহা অবশ্য কর্তব্য নিত্য ক্রমত বলিয়া উপদেশ প্রদান করা বিধেয়। এক্ষণে যদিও তাহার শরীর রক্ষার্থ যত্ন করা কর্তব্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু স্বমতানুযায়ি অন্যান্য বিষয় যে রূপ যত্ন ও দার্ঢ্য সহকারে শিক্ষা দিরা থাকে, শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করেন না। কিন্তু এক্ষণে বিধ-কার্য পর্যা-লোচনা দ্বারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় যত দূর জানা গিয়াছে, তদ্বারা নিঃসংশয়ে নিষ্কপিত হইয়াছে, যে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা আমারদের এক প্রধান কার্য এবং তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা বলিয়া উপদেশ প্রদান করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

উষ্ণপ্রসুবণ



উষ্ণপ্রসুবণ

থাকে। স্থানে স্থানে ভূমণ্ডলের খাতাতর হইতে যে জন-প্রকার নির্গত হয় তাহার নাম প্রসুবণ। যে সকল প্রসুবণে বহু স্তম্ভাবতঃ সর্বদা উষ্ণ থাকে, তাহার নাম উষ্ণ প্রসুবণ। আরকবর্ষে স্থানে স্থানে বীতাকুও প্রস্তুতি যে সকল উষ্ণ প্রসুবণ আছে, তাহা অপর সখস্বপ্ন সকলেরই বিদিত আছে। পৃথিবীর অন্যান্য ষণ্ডেও অনেকানেক উষ্ণ প্রসুবণ আছে। বিশেষকঃ তাইসলগু বীণে বীত আছে, এত আর কুম্মাপি নাই, এবং তৎ সদৃশ প্রবলতর উষ্ণ প্রসুবণও আর কোথাও নাই। তাহার অধিক-কংশ কোন কোন পর্বতের সনীপর্বর্তি কুম্মি হইতে, অনেকগুলি পর্বতের পাশ্বেদেশ হইতে, আর কয়েকটা শিখরদেশের নিকট হইতে নির্গত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত বীণে যত উষ্ণ প্রসুবণ আছে, তাহার মধ্যে গয়সেই নামে বিশ্যত ৩৪ টি প্রসুবণ সর্বাপেক্ষা প্রধান। তন্মধ্যেও আবার ছুটি বিশিষ্ট রূপে প্রসিদ্ধ; মহাগয়সেই ও নবগয়সেই। এই প্রসুবণের শিরোভাগে মহাগয়সেই নামক উষ্ণ প্রসুবণের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল।

তথায় মুক্তিকাময় বেটনে পরিবেষ্টিত এক বৃক্ষকুণ্ড আছে। যখন স্থির থাকে, তখন তাহার জল বিশুদ্ধ উষ্ণ ও কাচের জ্বালা নিশ্চল, এবং সর্বদা জলীয় বাষ্প ও অল্প অল্প বৃদ্ধি উঠে। কুণ্ডের বেটনের স্থানাধিক ১০০ হস্ত, কিন্তু তাহার জল অধিক গভীর নহে। যখন পরিপূর্ণ থাকে, তখনও ৩ হাতের অপেক্ষা অধিক জল থাকে না। তাহার মধ্যস্থলে স্থানাধিক ৫৪ হস্ত গভীর একটা রূপ আছে, তাহার ব্যাস প্রায় ৬ হস্ত, কিন্তু মুখের নিকট ক্রমে প্রশস্ত হইয়া কুণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে।

মধ্যে মধ্যে আয়ের গিরির বেষ্টিত অপর এক প্রকার সৌর-রূপ এই প্রবল প্রসুবণকবর্তিত। অতীত কাল ও বাষ্পাদি প্রচণ্ড বেগে নির্গত হইয়া থাকে। প্রথমে এক ধর-কামাধের মতের জ্বালা বোরতর পৃষ্ঠে প্রসূত হইয়া যায়। তৎপরে

ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, পরস্পরেই কুণ্ডের জল উত্তরোত্তর প্রবলরূপে ক্রমিতে থাকে, অবশেষে জল ও বাষ্পাদি সন্নিহিত উদ্ভিত হইয়া চতুর্দিকে বিকির্ণিত হইবার পথে। শেষ সমস্ত বাষ্প এত উর্দ্ধে উঠে যে প্রায় আট ক্রোশ হইতে দুর্গি করা যায়। আর যদি এইরূপে জল ও বাষ্প নির্গত হইবার পর একটা প্রকাণ্ড জল-প্রবাহ প্রবৃত্ত বাষ্প সঞ্চিত হইবে বিবেচিত হইয়া অত্যন্ত উর্দ্ধে গমনী হয়। এই প্রবাহের অন্তিম ভাগ চতুর্দিকে বাষ্পেতে একরূপ আবৃত থাকে, যে তাহার অধিকাংশ দুর্গিগাচর হইয়া। যে সময়কার অত্যন্ত দুর্গিগাচার দৃষ্টি করিলে বিশ্বাসপন্ন হইতে হয়। ত্রি ভূমিকম্প-রূপে উপর্যুপরি ঘূর্ণিত হইতে হইতে উদ্ভিত হইয়া গগন মস্তক পর্য্যন্ত উচ্ছ্বসিত করে, তাহার মধ্যবর্তি উর্দ্ধগামি জল-প্রবাহ সকল কম্পিত হইতে হইতে ফেগার হইয়া চতুর্দিকে বিকির্ণিত হয়, এবং সেই জলের কিচ-দশ বাষ্প হইয়া অবশিষ্ট সমস্ত তাহার ক্রম রূপে গতিত হইয়া অশুদ্ধ ফেগ বর্ণে প্রদর্শন করে। এই বাষ্পকার সূক্ষ্ম আশ্রয় বাষ্পার সঞ্চিত আছে। কুণ্ড হইতে ক্রম নির্গত হইবার সময় নানা প্রকার বর্ণ ধারণ করে, কখন কখন উর্দ্ধে ক্রমী মীথবর্ণে, কখন কখন উচ্ছল হরিৎ বর্ণে, কখন কখন ক্রমী হইলে শূক বর্ণে বর্ণে শোভা পায়। উর্দ্ধগামি প্রবাহ সমস্যায় নানা ভঙ্গি বিভক্ত হইয়া সহস্র সহস্র পয়স শোভাকর শব্দ বর্ণ ও গায়া উৎপন্ন হয়। তত্ত্ববোধিতকাল তিক মনল ভাবে উপিত হয়, আর অত্যন্ত দীর্ঘায় সুন্দর রূপ দ্রুত ভবে পরিভ্রমণে অপূর্ণ শোভা প্রকাশ করে। ইহার অপেক্ষায় রমণীয় ব্যাপার আর কি আছে? কে সকল জল-ধারার এ প্রকার গগন বেগ, যে তাহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে, যথ না হইয়া জলের ভেঙ্গে অনেক দূর উর্দ্ধে গমনী হয়। কিয়ৎকাল এইরূপ জল-ধারা নির্গত হইয়া পরে নিরুদ্ধ হয়, তখন সে জলকণু একেবারে শূক হইয়া যায়, পরে কুণ্ডের জল উর্দ্ধে পূর্ণরূপে বিকির্ণিত

এ কুণ্ডের জল এমন তত্ত্ব, যে পার্শ্ববর্তি লোকে তাহাতে মাংস পাক করিয়া খায়। তাহার একটা পাত্রে শীতল জল পুরিয়া তাহাতে মাংস রাখে, পরে এ কুণ্ডের উষ্ণ জলসেই পাত্র স্থাপন করে। ইহাতেই মাংস পাক হয়, আর অগ্নি আবশ্যিক করে না।

কত দেশে কত আশ্চর্য্য উষ্ণ প্রস্তর আছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। পুরোক্ত আইনস্‌ট্রাট হীসেই এমন অদ্ভুত দুই প্রস্তর পল্লম্পার নিকটবর্তি আছে, যে এখন তাহার একটা হইতে জন-ধারা সকল পুরোক্ত প্রকারে ৬৯ পাচ উদ্ভিত হইতে থাকে, তখন তাহার পার্শ্ববর্তি দ্বিতীয় কুণ্ড নিরুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং তৎপরে যখন ঐ দ্বিতীয় কুণ্ড হইতে জল-ধারা নির্গত হয়, তখন প্রথমেই কুণ্ড নিরুদ্ধ থাকে। এইরূপে পর্যায়ক্রমে উভয় কুণ্ডের জলোৎসেপ হইয়া পরম কোটুক প্রকাশ করে। অসম্পত্তা ইহা দেখিবা মাত্র অদ্ভুত বোধ হয়, তাহার মন্দ হইবে।

সমুদ্রের গর্ভ মধ্যেও এ প্রকার অনেক কানেক উষ্ণ প্রস্তর দৃষ্ট হইয়াছে। কোন কোন টার জল-ধারা সাতকে নির্গত হইয়া সমুদ্রের উপরিভাগে জল অপেক্ষায়ও উর্দ্ধে উঠে।

কোন কোন প্রস্তর হইতে জলের সঞ্চিত একপ দ্রুত পদার্থ সকল নির্গত হয়, যে অগ্নি-সংযুক্ত হইবার মাত্র জলিয়া উঠে। বোধ হয়, যেমন জলই উলিতেছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে যজ্ঞের, চন্দ্রশেখর, পাণ্ডেট, চিতোর, পঞ্জাব প্রভৃতি নানা স্থানে উষ্ণ প্রস্তর আছে। বঙ্গ প্রদেশে এই সমস্ত প্রস্তরের উন্মত্ত উৎপন্ন হইয়াছে ইহা নী জানাতে, ভারতবর্ষীয় লোকে তৎ সমস্যায় একে মনোবিশ্রান্ত দেবতা বিশেষের আধিপত্য স্বীকার করিলেন।

ফিলিপাইনে স্থানে কোন অসাধারণ কুণ্ড উপর দেখেন, তাহাই দেখিবার জ্ঞান করেন। পঞ্জাবের পুরোক্তর ভাগে চাঙ্গা নামক পর্বত সম্মুখে মৃত্তিকা হইতে যে অগ্নি শিখা উৎপন্ন হইতে দেখা যায় তাহা স্বীকার করিয়া বসিন্দা কিয়ৎকাল এই অসাধারণ সমস্য

পরিগণিত্য কার্যক্রমের লোকসেবা ভা-
 হাকে মাঝে প্রত্যেক মেম্বার বোধ করেন,
 এবং জুরি জুরি তীব্রযাত্রি তথায় সমগ্র
 গমন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তথায় জুরি
 হইতে করিষ্ ও হায়ড্রেন নামক বায়ু পদা-
 র্থ উৎপাদিত এক প্রকার বাষ্প নির্গত হইয়া
 থাকে, সেই বাষ্পের প্রকার ও গুণে বা-
 যুর সহিত মিশ্রিত হইলে জুরি উঠে।
 যখন আপনা হইতে না উঠে, তখন
 যন্ত্রের তথায় হস্ত করিয়া জুরি ধরিয়া
 দেয়, দিলেই তখন ক্রমাগত ক্রমিতে
 থাকে।

যে স্থানে অধিক বাষ্প উৎপাদিত, সুত-
 রায় অধিক শিখা প্রস্ফুটিত হয়, তথায় এক
 মন্দির নির্মিত আছে। সেই মন্দিরকে অ-
 ভ্যাকুয়ামে যে এক সূত্র কুণ্ড আছে তাহা হইতে
 নিম্নত অগ্নিশিখা প্রকাশিত হইতে থাকে।
 তাহার পাশে ইতস্ততা আরও অনেক স্থান
 হইতে বাষ্প নির্গত হইয়া উৎপাদিত হয়,
 কিন্তু সে সমুদায় আদর্শ অবলাভ করে। উক্ত
 কোন কোন সূত্র জলাশয়ের মতোপরি এই
 বাষ্প উৎপাদিত হয়, তাহাতে দীপ পরিয়া
 দিলে চিকিৎসকাল স্থগিত হইতে থাকে। এই
 সমস্ত ব্যাপারের একত্র সংগৃহীত হওয়াতে,
 ডাক্তারমহাশয় মহাতীর্থে অধো পরিগণিত হই-
 রাহে। কিন্তু এই সমুদায় বস্তু বিশেষের
 বিকার ব্যক্তিকে আর কিছুই নহে।

যে যে প্রকাবে ব্যায়াম করিয়া
 অথবা পুঙ্কে কোন কালে হিন্দ, অথবা
 বায়ুকে কোন কালে অগ্নি-ঘটিত অন্য কোন
 প্রকার চৈতন্যিক উৎপাদক ঘটনা হইয়াছিল,
 তাহা সেই সেই প্রকারেই উক্ত প্রভাব
 হইয়া থাকে। তাহাও একই। বৃষ্টি-
 ন্তি হইলেই, যেহেতু বৃষ্টি নামে পৃষ্টি
 কালেই বৃষ্টি হইলেই উক্ত ক-
 র্ম হইয়া থাকে। তাহাও একই।

এই প্রকারেই বস্তু-
 পরিণামের উপকরণ হইতে পারে।

সকিত হয়। সেই বাষ্পের হেতুে গন্ধ-
 রূপ জন উৎপাদিত হইয়া উৎস যন্ত্রের
 নীতলে উপনীত হয়, পরে বাষ্পও প্রত্য
 বেগে উৎপাদিত হইয়া আইসে।

একদেশীয় অপর সাধারণে সীতাও
 প্রভৃতি উৎপাদককে দেখেই জান
 যেন। কিন্তু বস্তু বিচার করিয়া দেখি-
 লে অনারামে জানিতে পারা যায়, যে
 এ সমুদায় কেবল নাম প্রকারেই পদার্থের
 পরস্পর সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে,
 এবং সমগ্রতা সর্বত্র পরমেয়্যেরই অ-
 চিন্তা শক্তি ও অনুপমকীর্তি প্রকাশ করি-
 তেছে। তিনি সৃষ্টি কালে যে যে বস্তুকে
 যে যে গুণ প্রদান করিয়াছেন, তাহারা এই
 সমস্ত অসুত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া তাহারই
 সত্তিম প্রচার করিতেছে।

উপাসক-সম্পাদার

সংনামি

এ সম্পাদারের লোকেরা পরমেয়্যেরকে
 'সংনাম করে' একারণ ইহার সংনামি ব-
 লিয়া বিখ্যাত।

অযোগ্য নিবাসী কগলীবন নামে
 এক কবি এ সম্পাদারের প্রবর্তক। লক্ষী
 ও অযোগ্য নগরীর নধ্যবর্তি কাটোয়া
 নামক স্থানে তাহার সন্নিবেশ আছে।
 তিনি বাবুলীবন সংসারপ্রমে থাকিয়া হিন্দী
 ভাষায় জ্ঞানপ্রকাশ, মহাপ্রদায়, সেখম
 গ্রন্থ প্রভৃতি করেক স্থান পর প্রস্তুত ক-
 রিয়া যান। তাহাও জ্ঞানপ্রকাশ না-
 মক পুস্তক ১৮১৭ সম্বতে লিখিত হয়।

কিছুতেই পৃথিবীর গর্ভে জ্বালি উৎপাদিত ও
 বাষ্প উৎপাদিত হইতে পারে, এখানে তাঁহা জানন তাহা
 উচিত। লক্ষীর জল সূত্রের হেতুে বাষ্প হইয়া
 উৎপাদিত হয় এবং তাহা দ্বারা সৃষ্টি পিত্তের সঞ্চারিত
 হইয়া লীচ দ্বারা ক্রমে ক্রমে জল কালে পরিষ্কৃত হয়।
 তাহা হইয়া দ্বারা বিস্মৃত হইয়া পিত্ত প্রকাবে
 পিত্ত প্রস্রাবিত করে, এবং তাহা হইতেই পৃষ্টি
 পিত্তের সঞ্চারিত হইতে চাহে এবং পিত্ত উৎ-
 পাদিত করে। এইরূপে জল হইয়া পিত্ত
 কালী দ্বারা তথায় পতিত হইতে পারে। পৃষ্টির
 প্রকারেই তাহা উৎপাদিত হইতে পারে। পিত্তের
 সঞ্চারিত হইতে পারে।

ভার নিয়াছেন। মনুষ্য সৌঃ বুদ্ধিবলে পক্ষি ভূমিকে পৃষ্ঠ ও অনুর্বরা ভূমিকে উর্বরা করিয়া শারীরিক শক্তি সহকারে তাহা কর্ণপূর্ণক উত্তম বীজ বপন করিয়া কান্ত হয়েন, পরিশেষে করুণাকর পরম পুরুষ এই সময়ে বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা ক্ষেত্র সকলকে শস্যপূর্ণ করিয়া মনুষ্যের ভ্রম সকল করেন ও তাহার সম্বন্ধের অঙ্গ সংস্থান করেন। যদিও পৃথিবীর কোন কোন স্থানে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি দ্বারা অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটনা হয়, তথাপি অনেকানেক দেশে পর্যাপ্ত শস্যোৎপাদন হয়। সেই ক্ষতি পূরণ করে। অগ্নীশরের রাক্ষা অঘাত্যে শীর্ণ না হইবার এই এক প্রশস্ত উপায় বিদিত হইয়াছে। অগ্নি ত্রীম্বাকালের প্রথর প্রচারিণী দ্বারা পৃথিবী হইতে যে সকল বাষ্প উৎপিত হয়, তাহা নিম্বাসের সহিত সেবন করিলে আমায়দিগের বিস্তর অনিষ্টের সজ্জাবনা, কিন্তু ঐশরের মিরমে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। সেই সকল বাষ্প পুরীকৃত হয় ও বায়ু নিম্বাল হইয়া আমায়দিগকে বাস্ত্য বিধান করে। পরন্তু বৃষ্টি দ্বারা ত্রীম্বাতিশয় নিবারণিত হয় ও আমায়দিগে বিধি কর্ম করিতে সক্ষম হই। বৃষ্টিতেই বহু নদী প্রভৃতি জনশয় সকল লোকেশ্বরিপূর্ণ হয় ও তদ্বারা প্রাণিবর্গ শ্রেয় বারি প্রাপ্ত হইয়া বিনা ক্লেমে ক্রীম ঘাপন করে। তত্ত্বরিং পণ্ডিতেরা নিরূপণ করি য়াছেন যে ব্রহ্মীকমলে পর্ত্ত সকল হইতে এক প্রকার স্নেহ মৃত্তিকা নিম্নস্থ ভূমিতে নিপতিত হইয়া তাহাকে অত্যন্ত উর্বরা ও শস্যশালিনী করে। এই প্রকার পর্যাবোচনা করিয়া যেখিলে স্পষ্ট প্রকীত হইবে যে বৃষ্টি দ্বারা মনুষ্য ও জুয়গুলস্থ যাবতীর প্রাণি অশেষ প্রকার উপকার হইতেছে। কিন্তু ইতর জন্তরা ইহ সৌকে নামাবিধি সুখ প্রাপ্ত হইয়াও সেই সুখ প্রদাতার হস্তকে দেখিতে পায় না, কেবল মনুষ্যই অন্ধা ও তজ্জি সম্বন্ধিত হইয়া সেই অগ্ন্য পিতাকে অপিয়াত করিতে পারে। অতএব বঁহার অজ্ঞতা সঙ্গতরূপে এই পৃথিবীকে অধরর মিত্র করিতে এবং তাহার উপায় প্রদান করা উচিত।

যিথেষ্টই অধিকার আছে, তাঁহার প্রতি আনন্দ মনোর সহিত কৃতজ্ঞতা ও প্রেম প্রকাশ করিয়া মানব জন্ম সার্থক কোন না করি।

ঐকমেবাদ্বিতীয়ঃ

ব্রাহ্মধর্মঃ
প্রথম খণ্ডঃ

ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ

সত্যমেব জয়তে মনুতঃ। সত্যম লোকসুপমা
হেস জায়া সম্যক জানেন। যেনাত্রমব্যবহাং বাণ-
তাহায়ে ১৭ সত্যসা পরমং নিধায়ংঃ

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না।
সত্য কথা দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা,
সম্যক জ্ঞান দ্বারা এষ্ট পরমাত্মকে প্রাপ্ত
হওয়া যায়। বাসি সকল এই সমস্ত অনু-
ষ্ঠান দ্বারা তৃপ্ত চিত্ত হইয়া সত্যের পরম
অগ্রিম স্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলেন।

বিষয়ঃ পৃষ্ঠঃ সত্যসত্যসত্যসত্যসত্য
সেইমর্মেঃ স্বং পশ্যতি যতঃ কাম্যেয়াঃঃ

প্রকাশবান্, মিসবর, পূণ স্বরূপ, সব
লের বাহিরেও আছে এবং সকলের অন্তে-
রেও আছে এবং কল্প বহিঃ, তাঁহার প্রাণও
নাই এবং মনও নাই; ষড়শীল নিম্পাল
জ্ঞানি সকল ইহাকে দুষ্টি করেন।

যেমন নামাধিপাল্যমিন্ যোকঃ অধিষ্টিতাঃ হ
ইংগেয়া দ্বিপদম্ভবুক্ষ্যংঃ সবাএবহমানল্লাভাঃঃ

যিনি দেবতালিগের অধিপতি, ইহাকে
লোক সকল আর্জিত হইয়া রহিয়াছে; যিনি
এই দ্বিপদ ও চতুঃপদ ভাবক স্তম্ভদিগের
শাসনে রাখেন, তিনি এই জন্ম রচিত
মহান্ আত্ম।

অপুটৌমুটীঃ স্তম্ভঃ যোক্তাঃ যতোহহঃ বিজ্ঞাতঃ
বিজ্ঞাতঃ

এই পরমাত্মাকে কেহ মর্শন করে নাই,
কিন্তু তিনি সবদাই মর্শন করেন; কেহ তাঁ-
হাকে জ্ঞতি সৌচর করে নাই, কিন্তু তিনি
সকলই জ্ঞাবণ করেন; কেহ তাঁহাকে মনন
করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই
মনন করেন; কেহ তাঁহাকে জ্ঞাক হয় নাই,
কিন্তু তিনি, সকলই জানেন।

নঃগেবিকি বেভি আনদিসুতোম নি দুহতঃ
ইহা নকে ইহা নকে, এই প্রকার সেই

মন্দের প্রীতি নহেন, সুতরাং পক্ষ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না।

পঞ্চমমর্শনোপদেশঃ সৎসংগাৎপথিনাঃ সৎসমিধা প্র-
শান্তিঃ কামিষ্যৎ ৷

সেই এই পরমাঙ্গা সকলোই বিষয়া ও সকলের অধিপতি, তিনি এত জগতে যে কিছু পাপের ব্যাধি, যতদূরযতই শাসন করেন।

সংসারিণী মনুষ্যেরা তাঁকে মহৎ প্রতিভা, মহৎ সৎসংগ, সৎসমিধা, সৎসংগীতমিত্যাদি পক্ষা-
গোচরে রাখিয়া থাকিবেন।

শরীরের পরম উৎকৃষ্ট কামে মুক্তিযত্নে দুই জন কবিও হইল, রসিকারূপেই; তখন সে কবি কবি বরুণ কবি কবি সোপ করেন, তখন এক জন সেই কবি প্রবাস করেন। তৎকালে ব্যক্তি সকল তাঁহারদিগকে দাস্য ও আত্মপূজা মায় পরস্পর ভিন্ন করিয়া বলেন অপরকার ও তিষ্ঠাচক্রেত কর্তি রও এই প্রকৃত কথিয়া থাকেন।

ইতি প্রথমখণ্ডে ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ

পরসংসারজ্ঞান পূর্বক প্রকাশ করিতেছি, তখন ভাঙ্গা কবির প্রাতঃকালে শ্রীমুক্ত বাবু ষোল্ল জন ব্রহ্মোপাধ্যায় মহাশয়ের মুক্ত শ্রী-
মুক্ত বাবু ব্রাহ্মধর্ম প্রকাশ ব্রহ্মোপাধ্যায় কলি-
ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজের মুখে উপস্থিত হইয়া
বিস্তৃত বিবরণে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন।
উদ্ভূতপক্ষে ব্রাহ্মধর্মের এক সমাজ হই-
য়াছিল, এই সমাজে অনেক ব্রাহ্ম উপ-
স্থিত ছিলেন। যখন নিজে উপাসনা কার্য
সম্পন্ন হইলে, তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণার্থে উ-
পাচার্য্য শ্রীমুক্ত অন্নব্রহ্ম বেদান্তবাণী-
শের সহক্ষে দণ্ডারমান হইলেন। উপা-
চার্য্য মহাশয় তাঁহাকে যে প্রকার সঙ্গপদেশ
প্রদান করিয়াছিলেন, পশ্চাতে তাহা প্রক-
টিত করা বাইতেছে।

“ব্রহ্মেশপ্রকাশ! তোমার পক্ষে এই
দিবস অতি পবিত্র। তুমি অদ্য সেই অস্বভাব-
মৌ প্রথম সোপানের পদ নিক্ষেপ করিতেছ,
শান্তি হইয়া জাহ্নবীত আশ্রয়ণ করিতে।

তুমি অদ্য যে প্রতিজ্ঞা করিবে, যাহাজীবন জা-
হ্নবী প্রতি সৃষ্টি রাখিবে, তদনুযায়ী ব্যব-
হার করিতেকার্যমতোব্যাকো চেতিত থাকিবে।
তুমি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, মনুষ্যের
নাম কার্য করিবে; তাহা হইলে ক্রমে
মন্ত্রণা হইতে উৎকৃষ্ট পদ লাভ হইবে।
তিনি তোমার এই শরীরকে শ্রী ও সৌন্দর্য্য
হায়া অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তোমার আত্মা-
কে জ্ঞান ও মন্দের বীজ প্রদান করিয়া অ-
মৃতের অধিকারি করিয়াছেন, যাঁহা হইতে
তুমি সমুদায় মুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতেছ,
তিনি শ্রীতি পূর্ণ নয়নে তোমাকে সর্বদা
দৃষ্টি করিতেছেন, যাঁহাকে মনের সহিত
কুমি শ্রীতি করিবে, এই আমার উপদেশ।
প্রতিদিন অতি নিশ্চিন্ত সময়ে পরিশুদ্ধ
হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রীতি পূর্বক মন্ত্রণ
সমাধান করিবে, এবং ক্রতজ্ঞতা পূর্বক ম-
নের সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিবে। ইহা
তোমার নিভা কর্ম, ইহাতে কদাপি অবহে-
লা করিবে না। তাঁহার প্রতি যেমন শ্রীতি
করিবে, তেমনি তাঁহার প্রিয়কর্তা সম্পন্ন
করিতে তৎপর থাকিবে। সৎপথে থাকিবে,
মায় গণে থাকিবে, পাপ কষ্টকে বিবরণ
পরিভোগ করিবে, তখন হইতে সর্বদা মুখে
বহিবে; তোমার আত্মা বাহ্যতে নিশ্চিন্ত
হয়, পূণ্যজ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়, সৎসংগে
ভুক্ত হয়, অমৃত তন্ত্র পাণ্ডের উপস্থিত
হয়, ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাংসারিক
কর্মে আবৃত থাকিবে।

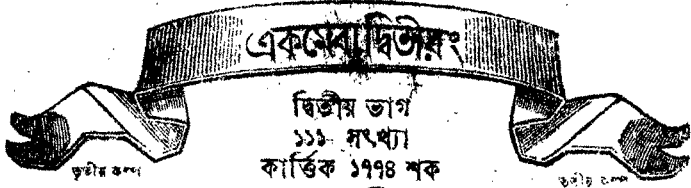
“পূর্বে যতনি তৎ কৃষ্ণাংসমকৌবলমুখ্যং, সৎসং-
গৌরমোপাস্যাতঃসুপুং সৎসংগত্যাং মুখং সৎসং-
গাৎসংগীতমিত্যাদি পক্ষা-
গোচরে রাখিয়া থাকিবেন।”

শ্রীমুক্ত বাবু ব্রহ্মেশপ্রকাশ এই উপদেশ
অর্থ পূর্বক এখা নিম্নে প্রতিজ্ঞা পাঠ ক-
রিলেন পর, সমাজ ভঙ্গ হইল।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মধর্ম প্রকাশের সর্বোচ্চমাত্রায় প্রকাশিত
কৃত্যসমূহের উদ্ভাবনমূলক কার্যের পত্রিকা
কৌমুদী প্রকাশ করা গিয়াছে। তাহার অর্থ-
স্বয়ং পূর্বক পাত প্রকাশিত হইবে।

১৯০৩



দ্বিতীয় ভাগ
 ১১১ নংখ্যা
 কার্তিক ১৭৭৪ শক

তৃতীয় ভাগ

তৃতীয় ভাগ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

প্রকাশক: শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বসু, কলিকতা, ভারত।

অফিস: পত্রিকা, তত্ত্ববোধিনী সংসদ।

প্রিন্ট: প্রিন্টিং প্রেস, কলিকতা, ভারত।

সুরাপান

যখন কোন কঠোর লতার বীজ কোন মনোহর পুষ্পাঙ্গনে পতিত হইয়া অল্প বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাহার প্রতি কালাহত দুষ্কোপ না হইলে না হইতে পারে, কিন্তু যখন সেই অল্প হইতে এক বিশাল বিঘলতা উৎপন্ন হইয়া পার্শ্ববর্তি পুষ্প-বৃক্ষ সমূহায় পরিবেষ্টন পূর্ণক সংকার করিতে থাকে, তখন তাহার উচ্ছেদ না করিয়া কান্ড খাকা যায় না। সেই প্রকার যখন কোন কুরাতি রূপ বিঘলতা জনসমাজে বৃদ্ধ হইয়া সোফের ধর্ম আশ্রয় বিলাস করিতে থাকে, তখন আর বিচক্ষণ বিদ্ব লোকের। তাহাকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা না করিয়া নিরন্তর থাকিতে পারেন না।

সুরাপান রূপ মহাপাপ এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে যে অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হইতেছে, তাহা এক্ষণে সকলেরই বিদিত হইয়াছে। ঐতৎ যখন তখন একান্তে সুরাপান করা যে কর্তব্য হবে, ইহা অধিক লোকের প্রতীত না হইক, কিন্তু তাহার আভিয্য হাবা যে লোকের অর্থনাশ, স্বার্থ হানি, মোহ বৃদ্ধি, পাপাশক্তি প্রভৃতি বহু প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে, তাহা অনেকেই জানকর্য হইয়াছে, এবং তাহার বিবরণার্থে হিন্দু ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের ইচ্ছা হইয়াছে।

পার্লিয়ামেন্ট নামক রাজসভায় আবেদন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সম্ভার সভ্যরা এবং খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারক মিশনারী কোম্পানির সার্টির পরিবর্তন উপযুক্ত ইংলণ্ডে যে আবেদন প্রদা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাও মাদক ব্যবসারে কোম্পানির উৎসাহ প্রদান নিরাকরণার্থে এখানকার সন্ত্রাসবিধি-সিদ্ধ কাম করিয়াছেন। এই জঘন্য ব্যবসারে তাহারদের উৎসাহ প্রদান রূপ বিষম ব্যবহার প্রচলিত থাকিতে রাজ্যের শবল ভাগেই দিন দিন-অম্য ও অজানার মাঝে ভ্রমের বিপদী বৃদ্ধি হইতেছে, এবং তদুপায় লোকের মাদক ব্যবসার প্রবৃত্তি প্রায় হইয়া এদেশ উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইতেছে।

পূর্বে মোংলুরান সর্জারের মদমত্ত ও মদ্য ব্যবসায়িদিগকে অধোচিত শাস্তি প্রদান করিতেন, একারণ তাহারদের রাজস্ব কালে একদম্পে পয়সহোবের তাদৃশ প্রায় হইত ছিল না। কিন্তু বর্তমান রাজপুরুষদিগের বীতি-তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার। আপনায় বহু উৎসাহ প্রকাশ পূর্ণক চেষ্টা করিয়া মদ্য ব্যবসার প্রবৃত্তি করিতেছেন। তাহারদের মদ্য হস্তে মদ্য ও দুষ্কিল কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে বোধ হয়, তাহার। স্বকীয় হোকাননে প্রকারিণের ধর্ম, আশ্রয়, মাদক রূপ সুরাসই

স্বাধিকারিত্তে পারেন। তাঁহার আশ্রয়
 যের অন্যায়চর্য প্রকাশনার্থে যত কৌশল
 করুন ও যত প্রকার বাধা দেন প্রকৃত করুন,
 কিছুতেই তাঁহারদের এ চর্যপত্রের কলঙ্ক
 অপনীত হইবার নহে। যখন তাহারা রা-
 জ্যের স্থানে স্থানে যোগ্যের সংস্থাপন ক-
 রিতে অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন, এবং
 তাঁহারদের যে কমচারী মাসক-ক্রমের বর
 তৃষ্ণি করণার্থে স্বাধিকার মগ্ণে যত মন্দিরাদি
 বিপদী সংস্থাপন করিতে পারে, তাহা-
 রার প্রতি তত সাংসার প্রকাশ করেন, তখন
 তাঁহারদের এই কার্য-গত উপদেশ বাচনিক
 উপদেশ আপেক্ষাও প্রবল মানিতে হই-
 বেক। এক্ষণে একদেশে পানদোষ রূপ মহা-
 পাপ তে প্রকার প্রবল হইতেছে, আর কিছু
 দিন এ প্রকার হইলে, প্রজ্ঞাপন নিত্য অক-
 র্ণন ঘটনা দিনে-দিনে হইবার সম্ভাবনা।
 ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে পোয়ানগরনিবাসী
 কতকগুলি এতদেশীয় দুর্নীতন এই প্র-
 কার পানদোষ অবলম্বন করিতে, বলাহীন ও
 শ্রীহীন হইয়া বন, বীর্ষ্য, জাগা ও শ্রীতে তদ্রূপ
 ক্রিয়াদিগের আপেক্ষা অত্যন্ত হীন। প্রাপ্ত
 হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে উদ্ভিন্ন হইবার
 উপক্রম হইয়াছে। ব্যঙ্গলা দেশের লোক
 সংস্কারী হইয়াছিল, তাহাতে আবার মন্দির-
 যন্ত্র-প্রভৃতি কি আর রক্ষা আছে? তাঁহার।
 যদি কোন সম্ভরণ না করিবা এই প্রকার
 অত্যাচারে আবৃত থাকেন; তাহা হইলে তাঁ-
 হারদের সুরা রূপ বিষপানে অর্জুরীভূত হই-
 রা সময়ে নিমূ ল হইবার সম্ভাবনা।

রাজপুত্রদের আশ্রয়দেব স্বার্থীভা-
 র্কে রাজ্যমধ্যে মাসক ব্যবসায় বিস্তার করি-
 তেছেন, কিন্তু আমরা কি বিবেচনার তাঁহার-
 দের প্রদর্শিত কুশবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন পূর্বক
 কুপথগামি হইরা বিনাশ প্রাপ্ত হই? ইহা
 কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত নয়, যে যে
 ভয়ঙ্কর গরলপান অভ্যাস করিলে বন, বীর্ষ্য,
 রন, ধূম্য সম্ভার নষ্ট হয়, তাহাতে আবৃত
 হইয়া কি নিত্যক নিরোপের কৰ্ম মনে?
 কত কত পানীয়ক ব্যক্তি একপ অবশ-চিত্ত,
 যে শরীর ভীর্ণ হইয়াছে, অন্তঃকরণ অধসর
 হইয়াছে, পশু-ভক্তি হইয়াছে; তাঁহার। পাপ-

পক্ষে প্রবর্তি রহিয়াছেন, তথাপি চৈতন্য হয়
 না। তাঁহারদের মোহ হইতে উপায়
 করিবার আর সাধ্য নাই। কলিকাতার
 অনেককেক-অভ্যুদয়কার বে প্রকার অশুভ
 রীতি দৃষ্ট করা যায়, তাহা অরণ হইলে স্ব-
 দেশের দুঃখসা ভাবিয়া আমরা অশ্রুপাত
 হয়। তাঁহার। মাসক সেবন ও তাহার আনু-
 সঙ্গিক অন্যান্য পাপাচরণ করিয়া প্রায় সমস্ত
 রাতি অথবা তাহার অধিক ভাগ আদরণ ক-
 রেন, দিবসের প্রথম ভাগ নিত্যক জেপন
 করিয়া স্নান তোজনাদি প্রকৃতিসঙ্গ কৰ্ম
 সকল সাধন করেন, পরে কেহ কেহ আপা-
 রাস-মাধ্য সামান্য প্রকার বিষয়কাম্য সম্পা-
 দন, কেহ কেহ বা মিথর্ষক অলীক ক্রিয়াতে
 কিঞ্চিৎ কাল হরণ করিয়া রজনীর আগমন
 প্রত্যাশায় প্রত্যাশাপন্ন থাকেন, এবং রজনী
 উপস্থিত হইলেই পুনর্বার মোহ-হৃদে মগ্ন
 হইরা পাপ পক্ষে লিপ্ত হইতে থাকেন।
 এই তাঁহারদের প্রচলিত রীতি, ইহাট তাঁহার-
 দের নিত্য ক্রম্য, এইরূপে তাঁহারদের জীবন
 বাগ্নন হইতেছে, ইহাতে তাহারা অবিলম্বে
 অকর্মণ্য হইরা উঠেন। তাঁহারদের অধ্যক্ষের
 কল কেবল তাঁহারদের নিজ চুম্বপেতেই প-
 ব্যাপ্ত হয় না; তাঁহারদের সম্ভার নস্বত্বিতাও
 তদনুরূপ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হই-
 রা সংসারের পাপ-প্রবাহ প্রবল করিতে
 থাকে। এইরূপ কত শত সুপ্রসিদ্ধ মহাশয়
 কলন-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইরা একেবারে
 উদ্ভিন্ন হইতেছে। মহা নগরী কলিকাতা
 এই সমস্ত পাপের আকর স্থানী কলিকাতা
 রূপ পাপ-সমগ্র হইতে যে স্তরক উপিত হয়,
 তাহার। পার্শ্ববর্তি গ্রাম সমুদায় অবিলম্বে
 দ্বাষিত হইতে থাকে। এই পাপ-সমগ্র
 হইতে যে প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহা ভাগী-
 রথীর, স্রোতের ন্তিত সমভাবে প্রবাহিত
 হইরা উভয় তট প্রাবল করিতে থাকে।
 সন্দেহ যে শারদীর স্রোতস্ব উপস্থিত,
 তত্পলকে ইতি মধ্যেই যে সমস্ত মোহতরক
 উপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মনে
 হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই হৃৎকম-
 সব সমাধানার্থে ইচ্ছা হইলে কত উপায়-
 নই একতরফে হইয়াছে। তাঁহার। পাপ-

ক সমস্তব্যবহারে কত প্রকার মানক ব্যবহারই
 আয়োজন করাইতেছে। এই উপলক্ষে সুরা-
 নক্সা ধনাত্মক যুবকেরা স্ব স্ব পারিষদগণে প-
 রিবেষ্টিক ও অপয্যোগ্য পানরসে রসিত হইয়া
 মনের উল্লাস প্রকাশ করিবেন, এবং সেই
 সমস্ত পারিষদেরাও বাবুর প্রসাদে জ্ব-
 দর-কবাট উদ্ঘাটন করিয়া পান-ডুকা
 চরিতার্থ করিবেন, এই রমণীয় গোডে
 লোপিত হইত, উভয় পক্ষই পুসকিত
 চিত্তে ব্যস্ত পরিভ্রমণে। এই উপলক্ষে সুরা-
 পারিষদেরা সম্পূর্ণরূপে কতই বুদ্ধি হইবেক
 এবং কত তরুণবয়স্ক ব্যক্তি অসম্মত ব্রতে
 মত্তন ভ্রমি হইবেক। এইরূপে সুরাপানরূপ
 পাপানল ক্রমশঃ প্রজ্জ্বলিত হইতেছে; কি-
 ৰূপে যে নিঃশেষ হইবে তাহা অনুভূত হয়
 না। যদ্যেদম্ভ যে সমস্ত পণ্যাঙ্গাদি মহা-
 মারা এই বিঘ্নে বিগর্হিত মহাপাপ অব-
 লম্বন করেন নাই, ইহা সম্মুখে উন্মুল্লন
 করণার্থে তাহারদের সাধ্যমত চেষ্টা করা
 কর্তব্য। কিন্তু রাজপুরুষেরা স্বীয় সোভ
 সধরণপূর্বক অশেষ দোষাকর সুরা ব্যব-
 নায়ে উৎসাহ প্রদান করিতে কাত্য না হইলে,
 এবং শ্রবল রাজনিয়ম দ্বারা তাহার যথোচিত
 শাসন না করিলে, কোন ক্রমেই এ মনোবাঞ্ছা
 পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ধর্মনীতি

১৮৬০ সালের পত্রিকার ৩৭ পৃষ্ঠার পর

অস্বি-বিষয়ক কর্তব্য কথ্য

ধর্মপ্রবৃত্তি সকল প্রবল ও পারিশোধিত
 করা আমাদের আত্ম-বিষয়ক এক প্রধান
 কাৰ্য। ধর্মের পরে আর পদার্থ নাই।
 যিনি ধর্ম স্বরূপ মহা-রত্নের যথার্থ মধ্যান
 জানিয়াছেন, তিনি ক্রমশঃ সমস্ত সুখ-স-
 ম্পত্তি বিসর্জন দিতে পারেন। পরমে-
 শ্বর মনুষ্যের ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সর্বা-
 পেক্ষা প্রদান করিয়াছেন, অতএব তাহার-
 দিগকে উন্নত করিতে ও নিরুত্ত প্রবৃত্তি স-
 মুদায়কে তাহারদের বশীভূত রাখিতে নি-
 রন্ত চেষ্টা করা কর্তব্য। ধর্মনিষ্ঠান, ধর্ম
 বিষয়ক পুস্তক-অধ্যয়ন, মহাপাপদিগের চ-
 রিত-পাতি-বিচারিত, ইত্যাদিগের কীর্তি

অরণ ইত্যাদি যে কোন উপায় ধর্মের প্রতি
 অজ্ঞা ও উৎসাহ একে দুর্বলতার প্রতি অ-
 জ্ঞা ও দুর্গা রূপে, তাহারই কর্তব্য। অতএব
 পান-দোষ প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাপার দ্বারা
 নিরুত্ত প্রবৃত্তি প্রবল এবং বুদ্ধি ও ধর্ম
 প্রবৃত্তি দুর্বল হয়, তাহা সর্বাঙ্গতোভাবে নি-
 যুক্ত। আমরা যখন যে অবস্থায় যে কাম্যে
 নিযুক্ত থাকি, পুণ্য-সদার পবিত্র নীত্রে প-
 বপাখন পূর্বক স্বকীয় চরিত্রকে পবিশুদ্ধ
 রাখিতে সর্বদা তৎপর থাকি উচিত। পু-
 চরিত্রের সন্ধান অমূল্য সম্পত্তি আর কিছুই
 নাই। যিনি জন্ম ভাগ্যের এমন মহা
 মূল্য ধন সংস্থান করিতে পারেন, তিনি
 পরম সোভাবান। তাহার মনোবৃত্তি মনো-
 বহর সরোবর সুনির্মল সুব-সনিলে সর্বদা
 পল্লিপূর্ণ থাকে।

কর্তব্যের অনুষ্ঠান ও অকর্তব্য পরি-
 তাগই ধর্ম, তদ্বারাই ধর্মপ্রবৃত্তি উন্নত ও
 নিরুত্তপ্রবৃত্তি সংঘত হয়, এবং তদ্বারাই
 ধর্মের প্রতি অজ্ঞা ও অধর্মা অজ্ঞা জন্মে।
 অতএব আমাদের ধর্মোন্নতি ও চরিত্র
 শোধন বিষয়ে যাহা কিছু কর্তব্য আছে,
 তাহা সেই সমস্ত কর্তব্য কাম্যের বিবরণ
 মতদা ক্রমে ক্রমে উক্ত হইতে থাকিবে। এ-
 স্থলে কেবল দুই একটি বিষয়ের প্রসঙ্গ
 করা যাইতেছে।

আনেকে অস্বীল থাকে অথন, কথা প্র-
 সঙ্গ পরনিষ্ঠা করণ, আমাদের বিশেষ
 সাত্তিশর আনক্তি প্রকাশ, কুলোকের সং-
 সর্গ ইত্যাদি নামান্য সামান্য কুক্রিয়া করি-
 য়া তাদৃশ দোষ ও যথোচিত অনুতাপ করেন
 না, এবং তদ্বারা তাহারদের চরিত্র যে ক্রমে
 ক্রমে মলিন হইতে থাকে তাহাও বিবেচনা
 করেন না। স্তরপোষট হউক আর লম্ব
 অথই হউক, কর্তব্যের অধ্যয়ন হইলেই
 অধর্ম হয়, ও তন্নিমিত্তে পদা-মস্তর পরিধান
 সাপরাধ থাকিতে হয়। তদ্বিহ, কোন ছন্দ-
 বৃত্তি চরিতার্থ হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে
 অধর্মেতে অজ্ঞা হাম হইয়া আসক্তি
 বুদ্ধি হইতে থাকে। নিরুত্তপ্রবৃত্তি সকল
 চরিতার্থ হইলেই প্রবল হয়, একে একদার
 যে কুকর্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাও প্রতি

আর তাদৃশ যুগ থাকিবে না। অর্থাৎ প্রতি সত্বরিত সাধু ব্যক্তিবিশেষ যে স্বভাববিন্দু অর্থাৎ যুগ থাকে, তাহার হ্রাস হওয়াই দোষ। তাহার হ্রাস হইলেই পাপের পথ প্রশস্ত হইতে থাকে। যেন কোন দেহের কোন স্থানে জ্বর হইলে তৎকাল প্রতিক্ষণ জল নিরিত হইয়া প্রতিক্ষণ সেই স্থানের আশ্রয় হইতে হয়। ঐ প্রকারে ক্রমে সমুদায় দেহ জ্বর হইয়া আসিলে মূর্খপাতি ভূমি-বৎ ক্রমে লোভিত হইয়া সেই যুগ আমরা মত-ব্যয় ক্রমেতে অর্জয় করি। তাহার প্রত্যেক বারই পাপের প্রতি অনুভব হ্রাস হইয়া অশুভের প্রতি প্রবেশ বৃদ্ধি হয়; এবং এইরূপে যুগ যুগ অত্যন্ত করিয়া অশু-করণ এমত পাপসমূহ হইতে পারে, যে অবশেষ যেরূপতর বৃদ্ধি করিতে পারি সঙ্ক-চিত্ত হয় না। এক সময়ে যে ব্যক্তি যে ক্রমেতে অশু শূন্য বা মাত্র অত্যন্ত যুগ ও বিশ্বাস প্রকাশ করে, পরে সেই ব্যক্তিই অভ্যাগের মর্মান্বিত হইয়া অসমুচিত্ত চিত্তে অশূন্য বদনে সেই যুগের কুংকিত পাপে প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব যাহারা পু-ণ্যের পাপে পড়িলে মনোহর স্বরূপ আত্মা-ভিত্তি করিয়া তাহাকে জ্ঞানরাসনে স্থাপন করিতে আত্মনয় করেন, অতি সামান্য পাপকেও লঘু ভনে করা তাহারদের কর্তব্য নহে। কখনও কোন পাপ হইলে অতি গুরুতর পাপের উত্তর হয়। তাহাকে সামান্য জ্ঞান করাই বা ক্রমেতে প্রেরণ হইতে পারে। যখন কোন পাপ পাপের পাপ উপস্থিত হয়, তখন তাহা হইতে ক্রমেতে মনো-হর পাপের উপস্থিতি হইলে পাপে তালাই বিবেচনা করা কর্তব্য, এবং এটি বি-বেচনা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া ক্রমে। যখন পুণ্যোপার্জনিত কট-কি লতার অধুগ উৎপত্তি না করিলে, তাহা হইতে এক বিশাল মতা উৎপন্ন হ-ই-া পাপবর্তি পুণ্য-হ্রাস সকল নষ্ট করি-তে পারে, সেইরূপ পাপোত্তরের মূল পথ্যে উপস্থান না করিলে অশেষ দুঃখ হইতে বোধহয় আশঙ্কিত হইয়া বৃষ্টি-কর্তব্য পাপের পাপ হইবে।

অতি সামান্য ক্রমেতে এক বারও শূ-ক-রিতে হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অশুভ-ব্যয় মির্জা করা কর্তব্য। পুণ্যই স্মৃতি, হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতি সত্বরিত ব্যক্তিবিশেষ যে প্রকার স্ব-ভাব-বিন্দু যুগ ও স্বভাববিন্দু, তাহার হ্রাস হওয়াই দোষ। অসৎ সংসর্গ এ দোষের এক প্রবল কারণ। অধ্যয়ন করিলে সঙ্ক-দা সম্বাস করিতে বাহারদের প্রবৃত্তি হয়, অধ্যয়নে বেলা যুগ থাকা উচিত তাহা তাহারদের কথনই থাকে না। স্বভাব স-ধোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাস ও স-মাম্য প্রবল নহে। যে পরমার্থ-পরা-য়ন পুণ্যবান ব্যক্তি পাপের সংস্পর্শ প-র্ষিত, অসঙ্গ জ্ঞান করিয়া অসৎ সংসর্গ বিব-বৎ পরিভ্যাগ করেন, পরে নানা কা-রণে কুণোক্তের সহিত সম্বাস করা উ-চ-কালও অভ্যাস পাইতে পারে, তাহারা অধ্যয়ন প্রতি অধ্যয়ন হ্রাস হইতে পারে, পরিশেষে নানা প্রকার পাপাচারে প্রবৃত্তি হইতে পারে। অতএব অসৎ মন্ত্র পরি-ভ্যাগ ও সাধন প্রবর্তন করা সর্বোত্তম। যখন পরম শোভাকর পুণ্য চিত্তে সাধনয়-করণ বিস্তার করিয়া ভুগুণ্যই সমস্ত ব-স্বকে অত্যন্ত অধিকারী শোভার শো-ভিত করে, সেইরূপ পরমেশ্বর-পরায়ণ পুণ্যাত্মারা পাপবর্তি পুণ্যবিশেষের অধ-করণে অশু স্বরূপে পাপের সঞ্চার করেন। তাহারদের সহিত সম্বাসে যাহার অভ্যাস-অনুভব হয়, তখন পরিতোষ করে, এবং আপন্যায় অস্তুরকণকে সঙ্কদা প্রবল ও প-বিত্ত রবিত্তে বাহার একান্ত প্রতিজ্ঞা থাকে, এমত ব্যক্তিই অধ্যয়ন করিতে পারি পরি-ভ্যাগ পূর্বক যোগ্য পাপে পড়িলে সঙ্ক-মন্ত্রেণে অধিকারী হইতে পারে। পরে-র মর্মান্বিত পুণ্যোপার্জনিত চিত্তে পাপ-ব-বিত্ত পরিপাতী গুরুভোগে অধিকারী করা তা-হার মতত অভ্যাস, মুগুণবিন্দিত, সঙ্ক-রকম, অশুভকর, হ্রাস হইতে পারে। অধ্যয়ন করিলে সঙ্ক-দা সম্বাস করিতে বাহারদের প্রবৃত্তি হয়, অধ্যয়নে বেলা যুগ থাকা উচিত তাহা তাহারদের কথনই থাকে না। স্বভাব স-ধোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাস ও স-মাম্য প্রবল নহে। যে পরমার্থ-পরা-য়ন পুণ্যবান ব্যক্তি পাপের সংস্পর্শ প-র্ষিত, অসঙ্গ জ্ঞান করিয়া অসৎ সংসর্গ বিব-বৎ পরিভ্যাগ করেন, পরে নানা কা-রণে কুণোক্তের সহিত সম্বাস করা উ-চ-কালও অভ্যাস পাইতে পারে, তাহারা অধ্যয়ন প্রতি অধ্যয়ন হ্রাস হইতে পারে, পরিশেষে নানা প্রকার পাপাচারে প্রবৃত্তি হইতে পারে। অতএব অসৎ মন্ত্র পরি-ভ্যাগ ও সাধন প্রবর্তন করা সর্বোত্তম। যখন পরম শোভাকর পুণ্য চিত্তে সাধনয়-করণ বিস্তার করিয়া ভুগুণ্যই সমস্ত ব-স্বকে অত্যন্ত অধিকারী শোভার শো-ভিত করে, সেইরূপ পরমেশ্বর-পরায়ণ পুণ্যাত্মারা পাপবর্তি পুণ্যবিশেষের অধ-করণে অশু স্বরূপে পাপের সঞ্চার করেন।

আম্ম-প্রমাদ ও সাধুসঙ্গ অমূল্য সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া তদার্থে সর্বদা যত্নবান থাকেন, এবং তাঁহা লাভ করিয়া পরম পবিত্র আনন্দ অনুভব করেন, সে ব্যক্তি উপস্থিত ছুস্প-বৃত্তির নিরুত্তি করিতে অন্যান্য অপেক্ষায় অধিক সমর্থ তাহার সন্দেহ নাই। অতএব আপনাকে অধেশ্বর আক্রমণ হইতে রক্ষা করণার্থে আম্ম-প্রমাদ ও সাধুসঙ্গ লাভে নিমিত্ত যত্নবান থাকা অত্যন্ত আবশ্যিক।

আজ্ঞা মূল্য চেষ্টা করা আর এক আম্ম-নিয়মক কর্তব্য। যে স্থলে আপনার সুখ সৌভাগ্য মাহন করা অন্যান্য কর্তব্য কর্মের বিরোধি না হয়, সে স্থলে তাহার চেষ্টা করা কোন ক্রমেই গর্হিত নহে। যদি সত্বেই স্ব স্ব সুখ চেষ্টায় অর্থন ও ধর্মহেলা করে, তবে সকলেই বিবিধ সুখে বঞ্চিত ও নানা দুঃখে আক্রীণ হইয়া সংসার-ধাম কেবল নিরানন্দ ছুঃখধাম হইয়া উঠে। অতএব পরোপকার যেকোন পুণ্য কর্ম, ধর্ম-পথ অবলম্বন পূর্বক আম্ম সুখ সাধন করাও সেইরূপ এক কর্তব্য ক্রম, তাহার সন্দেহ নাই।

মধ্য নিয়মে শরীর ও মনের চালনাট সুখের মূদা। আম্মারদের প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যেক মনোবৃত্তি সুখ-রত্নের এক এক আকার স্বরূপ। করুণাময় পরমেশ্বরের নিরাম্যনুসারে তাহারদিগকে চালনা করিলেই, আন্তরিক সুখ ও সাংসারিক উপকার উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরমেশ্বর মনুষ্যের শরীর ও অন্তঃকরণে যে সমস্ত পরম শক্তকরী শক্তি ও বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সেইদ্বারা বাহ্য বিষয় ও তাহারদের সম্পূর্ণ উপযোগি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সকল বিষয়ে তাহারদিগকে নিয়োজন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। শরীর-সকালনের বিঘ্ন শারীরিক বাহ্য বিষানের প্রেক্ষা মধ্যে লিখিত হইয়াছে, এবং প্রধান প্রধান বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তি পরিচালন পূর্বক জ্ঞানমূল্য লাভ করিয়া সুখ অমূল্য ধন লাভ যে সমস্ত সর্বাধিকারীরা বিশুদ্ধ সুখের

সম্পাদক, তাহাও ইতি পূর্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইঞ্জিয়-বৃত্তি ও নিকট-প্রবৃত্তি-জনিত বিহিত সুখেও আম্মারদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অগমীষন করণের কো। পদার্থ নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। আম্মা এই সমস্ত বৃত্তিকে পরিচালিত ও চরিতার্থ করিয়া সুখসৌভাগ্য লাভ করিব, এই অভি-প্রায়েই তিনি তাহারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এক এক ইঞ্জিয় ও এক এক নিকট প্রবৃত্তিকে অপয্যাজ্য সুখের আধার করিয়াছেন। বসন্ত কালে যখন পু-খির্বা, নানারসে পরিপূরিত হইয়া পরম র-মণীর পুষ্প-পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক অপরূপ শোভা প্রকাশ করে, এবং পুষ্প-ভারাবনত তরু-শাখা সকল সুমন্দ মারুত হিল্লোলে কম্পিত হইয়া, অবিভ্রান্ত কুমুম বর্ণন পূর্বক চতুর্দিক আমোদিত করে, ও বৃক্ষ শাখা-কট বিহঙ্গম সকল বৃহৎ বৃহৎ শাখা পরিবর্তন পূর্বক মধুর স্বরে মনের সুখে গান করত পথিকের মন হরণ করে, উদ্যান বাহার নেত্র উন্মীলন করিবার সামর্থ্য আছে, এবং জ-বগেন্দ্রিয় ও বাণেন্দ্রিয় স্ববশ আছে, তাহার অন্তঃকরণ সুখামৃত-রসে অভিযুক্ত না হইয়, কতকগুলি কাষ্ঠ থাকিতে পারে। ন্যা-য়ানুগত থাকিরা নিকট প্রবৃত্তি পরিচালন পূর্বক ধন, মান, যশ উপার্জন করা অশে-ষ সুখের বিষয়। অতএব এই সমস্ত বৃত্তিকে বিহিত বিষয়ে নিয়োজন পূর্বক সুখ সৌভাগ্য লাভ করা কোন ক্রমেই গর্হিত নহে; প্রত্যুত আম্ম সুখ সম্পদ লাভ অন্যান্য গুরুতর কর্তব্য সাধনের বিরোধী ন হইলে তাহার চেষ্টা করা সর্বতোভাবে বি-ধেয়। কিন্তু শুল্কোক্ত বৃত্তি সমদায়কে সর্বদা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম-প্রবৃত্তির বশীভূত রাখা অত্যাশ্যক; মর্তব্য মোক্ষরূপে পণ্ডিত হইয়া পীপ-পথে লিপ্ত হইতে হয়।

কোন কোন উপায়-সম্পাদার মধ্য প্রকার ইঞ্জিয়-সুখ নিয়মিত পরিচালনা ব-সিয়া উপদেশ প্রদান করুন, কোন কোন সম্পদায়ের লোকে ইহঁদের উচ্ছেদ সাধনকে ইঞ্জিয়-সংগ্রহ জ্ঞান করিয়া ই-ঞ্জিয়-দ্বার রোধ করিবার চেষ্টা ক-

রোগ, কেহ কেহ বা শরীর শুদ্ধ ও স্ফিট
করাকে পরম ধর্ম বলিয়া বিশাল করেন।
কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্যের একমাত্র বন্ধু
করিয়া দিয়াছেন, তাহা সর্বিশেষ মনোযোগ
পূর্বক পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এই
সমস্ত মত নিতান্ত ভ্রান্তি ভুলক বোধ হয়।
নয়াসঙ্গার বিশ-বিধাতা দ্বারা করিয়া আ-
নারদিগকে যে পন্থার দ্বারা সন্তোষে সমর্থ
করিয়াছেন, তাহা সন্তোষ চিত্তে স্বীকার ও
উপভোগ করা হইবে। আর সঙ্কল্প ও
প্রতিক্রিয়া করিয়া সন্তোষদায়ক পরিভাগের
চেষ্ঠা করিলে তাহার অপার কারুণ্য স্বরূ-
পে অবহেলা করা হয়, এবং তজ্জন্য তা-
হার সমীপে সঙ্কল্পেরা থাকিয়া বিধি সুখে
বঞ্চিত হইতে হয়।

উপস্থিত প্রস্তাব সমাপন করিবার পূর্বে
আর একটি বিষয়ের বিবেচনা করিতে হ-
ইতেছে। সুখ-বলি যেমন দুর্লভ পদার্থ,
উদ্বোধ ও বিরক্তি তেমনই ক্লেশকর। মনের
শক্তি ব্যতিরেকে ধন, মান, সজ্জন সকলই
রুখা; কিছুতেই সুখী হওয়া যায় না। অ-
নেকে সকল উদ্বোধ-প্রতিক্রিয়াই পুরুষায়
ক্ষেপণ করে। কত শত ব্যক্তি অতুল্য-ঐ-
শ্বর্যবান্ ও প্রবল প্রতাপবিশিত হইয়াও মি-
য়ত একপ উৎকর্ষিত ও উন্মত্ত, যে কি-
ছুতেই তাহারদের স্বতি হইবার সম্ভাবনা
নাই। কাহারও বা কোন ছুরাশি পূর্ণ
না হওয়াতে অবিরতই অসুখ ও উৎকর্ষ।
কেহ বা কোন অসিদ্ধ সঙ্কল্প অথবা কোন
পুর্কচিত্তিত জাতি-মূলক কতি জনক ব্যা-
পার স্বরণ করিয়া মরনা দৃষ্টাপিত। কেহ
কেহ একপ ছুরাকাতক। যে কিছুতেই তৃপ্ত
নহে। তাহারদের যত স্পর্শ লাভ ও যত
পদ বুদ্ধি হইতে থাকে, লালসা রূপ অগ্নি-
শিখা ততই প্রফুলিত হইয়া তাহারদিগকে
নারী একান্ত উৎপাতে পাত্তিত করে। অ-
নেকের শূভাশঙ্ক ভিন্ন, অগ্ন, লগ্ন ঘটিত
কুসংস্কারই বা কত অসুখের কারণ। কোন
কোন ব্যক্তি এ প্রকার সন্দেহ, সংশয় ও
অনন্ত-যতন। যে কোন রূপেই তাহার-
দের সুখী হইবার উপায় নাই। তাহারা
অধিক শক্তি বা অধিক রোজ হইলেও মহা

সুখ, অধিক বুদ্ধি বা অধিক রোজ হইলেও
মহা ছায়া, বায়ু প্রবাহ কিঞ্চিৎ প্রবল হ-
ইলেও অত্যন্ত বিরক্ত। তাহারদের অ-
সন্তোষ রোগের প্রতীকার হওয়া দুর্ঘট।

অনেকের সন্তোষ-দোষ একপ উদ্বোধ ও
অস্বস্তির এক প্রধান কারণ বটে, কিন্তু বিবে-
চনা ও অভ্যাস দ্বারা অনেক দূস কর।
বায়ুপ্রবাহ সন্দেহ নাই। যে সকল ক্লেশ
কেশল কুসংস্কার-মূলক, জ্ঞান বুদ্ধি হইয়া
কুসংস্কার বিমোচন হইলেই তাহা দূর হই-
তে পারে। আর সন্তোষ সমস্ত অনর্থক
উদ্বোধের মলোদধ স্বরূপ। সন্তোষ অ-
পেক্ষায় সুখজনক এবং অসন্তোষ অপে-
ক্ষায় দুঃখজনক আর কিছুই নাই। মনুষ্য
সকল অবস্থাতেই সন্তোষ রূপ স্পর্শমণি
দ্বারা সুখ স্বরূপ স্পর্শ লাভে সমর্থ হইতে পা-
রেন। কিন্তু অতিশয় অপকৃষ্ট অবস্থাতে
অবস্থিত হইলেও যে দুঃখ শান্তির চেষ্ঠা
না করিয়া সন্তুষ্টি চিত্তে দিকাল কষ্ট স্বীকার
করিবে এমত নহে। যে অবস্থার থাকিলে
অম বস্তুর ক্লেশ বশতঃ শরীর শীর্ণ হয়,
অপরিষ্কৃত, অপরিশুদ্ধ, সর্পিণ গৃহে বাস
করাতে শারীরিক স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, এবং পরি-
বারের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে সন্তুষ্টি
অভাবে রীতিমত চিকিৎসা করা হইতে এবং
পুত্র ও কন্যাদিগকে উত্তমরূপে বিদ্যা শিক্ষা
করা হইতে অসমর্থ হইতে হয়, সে অবস্থার
সন্তুষ্টি থাকিবে এই সমস্ত ক্লেশ নিবারণ করি-
বার নিমিত্তে যত্ন না করা কোন রূপেই জের
কর নহে। যে অবস্থার অবস্থিত হইলে
মানা মতে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে
হয়, সে অবস্থার সন্তুষ্টি থাকা কদাপি তাহার
অভিপ্রের্ত নয়, অতএব কোন মতেই উচিত
নহে। সন্তোষের স্বার্থ লক্ষণ একপ নয়।
আপন আপন উপায় ও কর্মতানুসারে
ন্যায়ানুগত চেষ্ঠা দ্বারা যত দূর উৎকৃষ্ট অব-
স্থা হইতে পারে, তাহাতেই তৃপ্ত হওয়া, এবং
যে সকল অনিষ্ট ঘটনা নিবারণ করিবার
সাধ্য নাই, তাহাতে ব্যাকুলিত না হইয়া থাকা
অবলম্বন পূর্বক স্থির ভাবে নিসার-সজা
নির্ভীক করিয়া স্বার্থ সাধন। অর্থাৎ স-
ন্তোষ সন্তোষ সন্তোষ

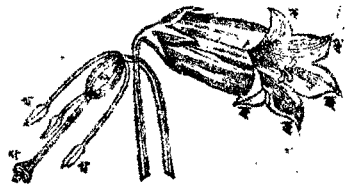
পরম মঙ্গলকার পরমেশ্বরের অপার কারুণ্য স্বরূপে দৃঢ়তার বিশ্বাস-এ প্রকার সম্ভাব্যের মূল। তিনি বিশ্ব পালনার্থে কতকগুলি কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন; আমাদেরদিকে সেই সমস্ত নিয়ম পালন পূর্বক বিহিত সুখ সম্ভোগে অধিকারি করিয়াছেন; সেই সকল নিয়ম পালন করিলে পুরস্কার ও সজ্ঞান করিলে শাস্তি প্রদান করেন; বায়ুপ্রবাহই শ্রেয় হউক, আর রৌদ্র ও বৃষ্টিরই আধিক্য হউক, তাহার নিয়মানুগত যে সমস্ত বিষয় আপাতঃ ক্রেশজনক বোধ হয়, তাহা কোন ভাবি শূন্য সাধনার্থে নিঃসন্দেহ সংঘটিত হইয়া থাকে; পরমেশ্বর বিশ্ব-রাজ্যের কর্তা নীকারার্থে বস্ত্র বিশেষকে যে প্রবল পরাক্রম প্রদান করিয়াছেন, তাহার আধিক্য প্রযুক্তই হউক, কিম্বা আপনারদের কর্ম-দোষই হউক, কোন বিপদ বা ক্রেশের বিষয় উপস্থিত হইলে সাহস ও সৈর্য্য অসময়ন পূর্বক স্থির চিত্তে তাহার প্রতীকরে চেষ্টা করা কর্তব্য, যাকুল হওয়া কোন মতেই উচিত নহে; রাজকীয় কার্যই হউক, বা-চক্ষ্য কার্যই হউক, আর আত্ম বিষয়ই হউক, কোন কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে মাধ্যানুসারে যথা বিধি যত্ন করিয়াও যদি কৃতকার্য না হওয়া যায়, তবে অনিবার্য্য অনিষ্ট ঘটনা নিবারণ করা আমাদের মাধ্যাতীত ও যথা সাধ্য চেষ্টা করা মাত্র আমাদের আন্তরিক কর্তব্য জানিয়া অনুচির ও অনাকুলিত চিত্তে কর্তব্য সাধনে তৎপর থাক উচিত; এই সমস্ত শূন্য তত্ত্বে অবিরলিত বিশ্বাস রাখিয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলে, অব্যাকুল হ্রসবে সংসার-বাজা নির্মূহ পূর্বক সম্ভোগ রূপ সুখারস পানে অধিকারী হওয়া যায়।

বৃক লতাটির উৎপত্তির নিয়ম

আমরা সকলই কোন অভিনব বস্ত্র সৃষ্টি করিতেই সক্ষম বোধ করি, কিন্তু স-কল আমাদের মস্তিষ্কে যে সমস্ত অ-

স্কৃত ব্যাপার মস্তিষ্ক কথ্যে, চরিত্রের তাদৃশ অনোবোধ করিয়া। রূপেতে পুঙ্খ প্রস্তুতি হইতেছে এবং তিন কথ্যের মধ্যেই তাহা হইতে ফল উৎপন্ন হইতেছে ইহা সকলে সচরাচর দেখিয়া থাকেন, কিন্তু অনেকেই তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করেন না। যেমন স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সহযোগে দ্বারা পশু পক্ষ্যাদি প্রাণিদিগের সন্ধান উৎপন্ন হয়, তদ্ব্যপ্তি উৎপত্তির নিয়মও তদনুরূপ। উদ্ভিদের বৃত্তান্ত অবগত করিলে, সকলে চমৎকৃত হইবেন।

পুষ্পের পাপড়ি কাছাকে বলে, সৰ্ব্ব-সেই জানে; সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম মল। চন্দ্রিকাকে পাপড়ি, তাহার মধ্যস্থলে যে কতক গুলি সরু সরু স্তম্ভ থাকে, তাহাকে কেশর কহে। তদ্ব্যপথে যে স্তম্ভ গুলি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, তাহার নাম গর্ভকেশর। এক্ষেত্রে একটি পুষ্পের চিত্রময় প্রতিক্রাপ প্রকাশিত হইল।



ক, ক, ক, ক, ক, ইহার পাপড়ি; খ, খ, ইহার কেশর; গ ইহার গর্ভকেশর; আর ঘ ইহার বীজকোষ, জাহাতে বীজ থাকে। স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত পুষ্পের পাপড়ি ও কেশরাদি পৃথক পৃথক চিত্রিত করা হইয়াছে।

বীজকোষে যে বীজ থাকে, প্রথমে তাহার উৎপাদিকা শক্তি থাকে না। কেশরের শিরোভাগে যে ধুলির মায়া এক প্রকার স্তম্ভ স্তম্ভ পদার্থ থাকে, যাহাকে পুষ্পেরে কহে, তাহাই গর্ভকেশরের শিরোভাগে পড়িত হইয়া বীজকোষের বীজ সম্ভারকে উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কেশরকে পুরুষ স্বরূপ এবং গর্ভকেশরকে স্ত্রী স্বরূপ কহিতে হয়। কেশরই যেমন পুরুষ থাকে, গর্ভক-

শরের শিরোভাগে সেইরূপ এক প্রকার
ত্রুণ পদার্থ থাকে।

অনেক স্থলেই এই প্রকার দুটি করা
যায়, যে যে পুষ্পের কেশর ছোট, আর
গর্ভকেশর বড়, তাহা পৃথিবীর দিকে অধো-
মুখ হইয়া থাকে। এবং যে পুষ্পের কেশ-
র বড়, গর্ভকেশর ছোট, তাহা উপরমুখ
হইয়া থাকে। কারণ, হাঁক হইলে গর্ভ-
কেশরের শিরোভাগে কেশরের শিরোভাগ
সম্পেক্ষর বড় হইয়া পৃথিবীর কেশর
রেণু আনয়নে পরমেশ্বরে পতিত হইয়া
বীজের উৎপাদন শক্তি সম্পাদন করি-
তে পারে। তাহা হইলে অশেষ প্রকার আ-
শ্চর্য্য কৌশল দৃশ্য হয়। যাক, তন্মধ্যে ইহা-
কেও এক প্রকার কৌশল বলিয়া গণ্য করি-
তে হবেক।

যদি পুষ্পেই যে কেশর গর্ভকেশর
বিভাগে থাকে, এমত নহে। কতক গুলি
দৃশ্য আছে, তাহাতে কেবল কেশর থাকে,
আর কতক গুলি পুষ্পেতে কেবল গর্ভকেশ-
র থাকে। এস পুষ্পের কেশরের রেণু
অন্য পুষ্পের গর্ভকেশরে পতিত হইয়া
কল উৎপাদন করে। পরমেশ্বর এ বি-
ষয় সম্পাদনাযে আশ্চর্য্য কৌশল করি-
য়া রাখিয়াছেন। পুষ্পেরে একপ লব,
যে বায়ু দ্বারা আনয়নে এক পুষ্প হই-
তে অন্য পুষ্পে লক্ষ্য হইতে পারে। আর
পুষ্পে মধু থাকিলে, মাকড়সারা তাহা
গান্ধকরিতে আঁসিয়া বহন করিয়া কোন
কেশর বিশিষ্ট পুষ্পে উপবেশন করে,
তখন তাহার রেণু তাহারের কাছে লিপ্ত
হইয়া যায়। অন্যরূপে যে পুষ্পে কেবল
গর্ভকেশর আছে, তাহাতে গমন করিয়াই,
তাহারদের নাজহ রেণু গর্ভকেশরে পতিত
হইয়া কল উৎপাদন করে।

এই প্রকারে যে বীজ পরিষ্ক হয়,
তাহা বৃদ্ধিকার হইয়া আবশ্যিক মত বায়ু,
ও তাহা ও তাহা প্রাপ্ত হইয়াই অঙ্কুরিত হয়।
প্রথমে কিছু কিছু হইয়া উঠে, পরে,
বীজের যে স্থানকে 'কোঁক' বলে, সেই
স্থান বিদীর্ণ হইয়া জলের ন্যায় একটি অ-
ল্প বাহ্যিক পদার্থে অন্তর্ভুক্ত হইয়া অঙ্কুর

স্থান ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ বীজ-
কার মধ্যে গিয়া মূল হয়, আর এক ভাগ
উপর গিয়া হইয়া কাণ্ড, শাখাদিকূলে পরি-
ণত হয়। এ দুইই একটি অঙ্কুরিত বীজের



অঙ্কুরিত প্রকাশিত
হইল। এই বীজ বি-
দীর্ণ হইয়া ক, খ, চি-
হিত দুই মনে বিভক্ত
হইয়াছে। তাহা হই-
তে যে বৃক্ষ, লতা, বা
তৃণ উৎপন্ন হইতেছে,
গ, তাহার মূল, এবং
খ, তাহার কাণ্ড।

যদি বীজের অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে স-
ম্মত কাল আবশ্যিক করে না, শব্দে
অঙ্কুর এক দিবসেই উৎপন্ন হইতে পারে,
কিন্তু গোলাবের বীজ অঙ্কুরিত হইতে ছা-
য়িক দুই বৎসর আবশ্যিক করে।

পরিষ্ক বীজের উৎপাদিকা শক্তি
মাপে মাপে হয় না। ২০০০। ৩০০০ বৎস-
রের পুরাতন বীজও অঙ্কুরিত হইতে দেখা
গিয়াছে। মিশর দেশের কোন সমাদি-
ফোরে ৩০০০ বৎসরের একটা পলাণ্ডু
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে উত্তম
পলাণ্ডু বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল। এ প্রকার
কত কল আছে, এর আতি প্রাপ্ত কৈলোও
তাহার উৎপাদিকা শক্তি মত করিতে
পারে না।

কতক গুলি উদ্ভিজের পুষ্প হয় না, সু-
তরাং তাহারদের উৎপত্তির নিয়ম একদা
নহে। তাহারদের মূল, পাত, অথবা অন্য-
কোন স্থানে এক প্রকার আঁত কৃত অঙ্কুরবৎ
পদার্থ থাকে, তাহা হইতে বৃক্ষাদি উৎ-
পন্ন হয়।

পদার্থবিদ্যা

বিবৃদ্ধগতি

পূর্বে কল ও জল পতনাত্মক যে
কয়েক উদাহরণ প্রদর্শন করা গিয়াছে, তাহা
সংলগ্নত্বের দৃষ্টান্ত বস্তুতঃ নহে। তাহা
হারা পৃথিবীর উপর নিষ্কল হইয়া কল
যেবে তাহা হইয়াছে তাহা হইয়া কল

বহু সময় কেবলমুখে এক বার মাত্র আকর্ষণ বা সঞ্চালন করিয়াই নিরন্তর হয়, তবে তাহা সমান বেগে চল, কিন্তু যদি নিরন্তর না হয়, ক্রমাগত আকর্ষণ বা সঞ্চালন করিতে থাকে, তবে তাহার বেগ ক্রমাগতই বৃদ্ধি হয়। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে যখন জল, কল ও পুস্তক পড়িত হয়, তখন পৃথিবী তাহারদিগকে ক্রমাগত আকর্ষণ করিতে থাকে, একারণ ক্রমাগতই তাহারদের বেগ বৃদ্ধি হয়। এইরূপ যে বিভিন্ন অবিরত বেগ বৃদ্ধি হয়, তাহাকে বিরুদ্ধ গতি বলাই। যদি পৃথিবী পূর্বেই জল, কল বা পুস্তককে একবার মাত্র আকর্ষণ করিয়া নিরন্তর থাকিত, তথাপি তাহারা ক্রমাগত সমান বেগে পড়িত হইত; ইহাতে যখন পৃথিবী তাহারদিগকে অনবরত আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন যে তাহারদের বেগ ক্রমাগত বৃদ্ধি হয়, ইহা না দেখিলেও অনুমানের বিষয় হইতে পারে।

বজ্রাঘাতে পর্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন হইলে প্রথমে অংশে অংশে পড়িত হইতে থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে তাহার বেগ একবার প্রবল হয়, যে আর কিছুতেই তাহার গতি রোধ করিতে পারে না।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, উচ্চ দেশ হইতে জল পড়িত হইবার সময়ে একটি স্রোতের মতো হইয়া পড়ে। সেই স্রোতের উপরিভাগ প্রশস্ত, আর যত নিম্ন ভর্তুকী সর। ইহার কারণ জল যখন পড়িতে আরম্ভ হয়, তখন তাহার তাদৃশ দ্রুত বেগ থাকে না, পরে যত নীচে আইসে, তত বেগ বৃদ্ধি হয়। ইহাতে প্রথমে যে প্রমাণ জল যে সময়ে ১১ হাত পড়ত, তাৎ পরেই সেই প্রমাণ জল সেই সময়ে ৩৩ হাত পড়িত হয়। সুতরাং প্রথমে তদ্রূপ হইয়া দীর্ঘে অধিক হয়, দীর্ঘে অধিক হইলেই ক্রমাগত সর হয়।

নায়েগেরা শরীরের উপস্থাপনের অতি প্রশস্ত ভঙ্গিমাণি প্রাপ্ত হইয়া অংশ অংশ চলিতে আসিয়া যখন শরীরের ক্রমে নিম্নপাদে উপস্থিত হইয়া পড়িত হইত, তখন হইতে পাদে পাদে পড়িত হইত।

শরের নাম অন্যান্য সংক্রান্ত এই প্রকার। এক পরে চাইতে অন্য পরে হইত অথবা ইকুরস চলিলে, তাহা প্রবল বেগে হইয়া পড়ে, সেই প্রবাহের উপরিভাগ স্থল, এবং অধোভাগ অংশে পড়িত হইত।

তদুপাধের উপর হইতে লক্ষ্য নিঃসন্ন্যাসে ভুলে অবতরণ করা যায়। উচ্চ খট্টারের উপর হইতে লক্ষ্য প্রচলন করিলে থাকে লাগে। ছাঁচের উপর হইতে পড়িলে হস্ত পদাদি ভগ্ন হইতে পারে। আর বেগুন হইতে পড়িত হইলে শরীর চূর্ণ হইয়া যায়। কেবল বেগের ইতর বিশেষই ইহার কারণ। অধিক উচ্চ হইতে পড়িত হইলে বেগ বৃদ্ধি হয়, সুতরাং হস্ত পদাদি অধিক তেজে আহিত হয়। কোন দ্রব্য পিড়িবার সময়ে হস্তের বল এবং পৃথিবীর আকর্ষণ উভয়েই কক্ষ করে। কক্ষকারেরা অধিক দূর মাকার উত্তোলন করিয়া লৌহাদিকে আঘাত করে, কারণ অধিক দূর হইতে মাকার পড়িত হইলে, হস্তের বল ও পৃথিবীর আকর্ষণে তাহার বেগ বৃদ্ধি হইয়া সতেজে য় পড়ে।

ধনুক হইতে শর নিক্ষেপ করিবার সময়ে ধনুকের আকর্ষণের পর্য্যন্ত শরের কুহিত লগ্ন থাকিয়া তাহাকে প্রক্ষেপ করে। ইহাচ, শরের বেগ অত্যন্ত প্রবল হয়।

বন্দুক ও কামান হইতে যে গুলি গোলা নিক্ষেপ হয়, তাহারও গতি বিরুদ্ধ গতি। বন্দুক ও কামানের মলের ভিতরে অগ্রে বারুদ পুরিয়া তাহার উপর গুলি গোলা স্থাপন করিতে হয়, অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ শূন্য থাকে। ইহাতে, সেই বারুদ অতি সংযুক্ত হইলে মলের প্রান্ত পর্য্যন্ত গুলি ও গোলায় লক্ষ্য থাকিয়া তাহারদিগকে ক্রমাগত সতেজে চলনা করিত থাকে। এই নিমিত্ত যে সকল বন্দুক ও কামান অধিক দীর্ঘ, তাহা হইতে অধিক দৈর্ঘ্যে গুলি গোলা নিক্ষেপ হয়।

কোন কোন ইতর ভঙ্গি বিদ্যুৎ গতির নিয়মনিগূহণ করা করিয়া থাকে। সেয, পৃথ, ও হস্ত বন্দুক করিবার সময়ে এক একবার আঘাত করিলে, পরে ভগ্ন হইতে

দুঃখবেগে ধ্বনিত হইয়া প্রহার করে; কা-
রণ তাহাকে শরীরের বেগ বৃদ্ধি হইয়া অ-
ধিক তেজে আঘাত করিতে পারে। কোন
কোন পক্ষী শয়করিয়া তক্ষা শস্য মধ্যে ক-
রিয়া উদ্ভূত হইয়া, এবং তদা হইতে আ-
ন্তরের উপর নিরূপণ করে। কোন কোন
হইলে, এই শয়করিয়া প্রত্যেকের অধিক
তেজে আঘাত হইয়া তদা হইয়া যায়।

কোন কোন বস্তুর উচ্চ স্থানে হইতে পৃথি-
বীতে পতিত হইলে তাহার বেগ তাহার বেগ
বৃদ্ধি হয়, এবং পৃথিবী পিণ্ডিত হইয়াছে।
সেই বেগে নিম্নে সিদ্ধান্ত মিবমানসুরে বৃদ্ধি হইয়া
থাকে। সপ্ত নিয়ম টি জানিলে, কোন
ক্রমাক উচ্চ হইতে পতিত হয়, তাহা পরি-
শোধ না করিয়াও অন্যরাসে বর্ণিত পায়।
যায়। পরিভেদে সেই নিয়ম নিরূপণ ক-
রিয়াগোম। কোন বস্তু উচ্চ হইতে পতি-
তের সময়ে এক সেকণ্ড কালে অর্থাৎ ১। অ-
নুপক্ষে ১৪ ফুট পড়ে। পৃথিবী যদি এক
বার মাত্র এই বস্তু আকর্ষণ করিয়া ক্রান্ত ধা-
কিত, তবে তাহা এই নিয়মানুসারেই নি-
য়ত পতিত হইত। কিন্তু পৃথিবী তাহাকে
অন্যরাসে আকর্ষণ করিতে থাকে, একারণ এই
১৪ ফুট পড়িতে পড়িতে তাহার বেগ এত
বৃদ্ধি হইয়া আইলে, যে দ্বিতীয় সেকণ্ডে
১৮ ফুট পতিত হয়। এইরূপে তৃতীয় সেক-
ণ্ডে ১০ ফুট, চতুর্থ সেকণ্ডে ১১২ ফুট,
পঞ্চম সেকণ্ডে ১৪১ ফুট উৎপাদিত। এই
১৬, ৪৮, ৮০, ১১২, ১৪১ ফুট বেগ
করিলে ৪০০ ফুট হয়। অতএব, যদি যিনি
ধরিয়া দেয়া যায়, যে এক বস্তু প্রস্তর পক্ষী-
মের শিখর বেগ হইতে ৩ সেকণ্ডে প্রমাণ
কালে ভূতলে পতিত হইল, তবে অন্য-
রাসেই বর্ণিত পায়। এই পর্যন্ত ৪০০
ফুট উচ্চ। ইহার একটি মুকুর সঙ্কেত-
ও আছে, তাহা সকলের মরণ রাক্ষ উ-
চিত। পড়িতে যত সেকণ্ড লাগে, তাহার
তত গুণ করিয়া পুনর্বার ১০০ সিদ্ধান্ত পূরণ ক-
রিতে হয়। ইহাকে যত অল্প প্রাণ হওয়া
যায়, তেমন উচ্চ ফুট উচ্চ। যদি কোন
পতীর কুপের উপর হইতে তাহার গুলে

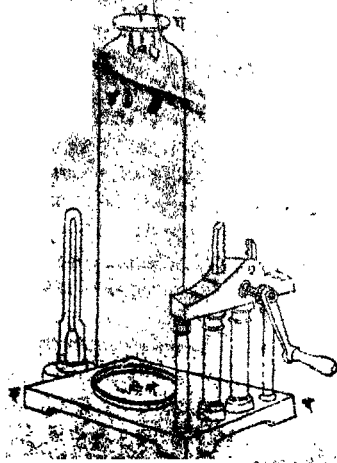
লোভ পতিত হইতে তত সেকণ্ড লাগে,
তবে সেকণ্ড ১৪ ফুট পতীর। কারণ প্র-
স্তর হইলে পড়িলে ৪ হয়, সেই ৪ কে
পুনর্বার ১০০ সিদ্ধান্ত করিলে ৪৪ হয়।
কোন কীর্তিস্তরের উপর হইতে ইচ্ছক প-
তিত হইতে যদি ৩ সেকণ্ড লাগে, তবে সে
কীর্তিস্তর ১৪৪ ফুট উচ্চ। কারণ তিনকে
তিন গুণ করিলে ৯ হয় এবং সেই ৯ কে
১০ দিয়া পূরণ করিলে ১৪৪ হয়। পূর্বো-
ক্ত নিয়মের বিধয় অধ্যয়ন করিবার সা-
কলের মনেট একপ সংশয় উপস্থিত হই-
তে পারে, যে সকল বস্তু কিছু এক সময়ে
পতিত হয় না, কোন বস্তু শীঘ্র, কোন বস্তু বা
বিলম্বে পতিত হয়। তবে সকল বস্তুর পতন
বিধয়ে কি কারণ একরূপ নিয়ম থাকে সম্ভব হ-
ইতে পারে? কি কারণে এক ক্রম অপেক্ষায়
অন্য ক্রম শীঘ্র বা বিলম্বে পতিত হয়, তাহা
জানিলেই এই বিধয়ের মীমাংসা হইবেক।

পৃথিবী নিকটস্থ প্রত্যেক বস্তুর প্র-
ত্যেক পরমাণুকে আকর্ষণ করে; সুতরাং যে
ক্রমো বহু পরমাণু থাকে, তাহাকে তত আ-
কর্ষণ করিয়া থাকে। একসের প্রস্তরকে
যত শক্তি সহকারে আকর্ষণ করে, তম সের
প্রস্তরকে তাহার মত গুণ শক্তি সহকারে
আকর্ষণ করিয়া থাকে। এ দিকেও, বিবে-
চনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, যদি কা-
হারও মত বস্তু আন্তরে ভুক্তি বস্তু থাকে, একটি
একসের আর একটি মতসের, যাহা যদি এক
সময়েই উভয় বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া আপ-
নার নিকট আনিতে হয়, তবে একসের পরি-
মিত বস্তুকে আকর্ষণ করিতে যত বল আব-
শ্যক তম সের পরিমিত বস্তুকে আকর্ষণ করি-
তে তাহার মত গুণ বল আবশ্যিক করে। অ-
তএব, সকল বস্তুকে সমান উচ্চ হইতে এক
সময়ে ভূতলে আনিতে হইলে, তাহাকে যত
বলে আকর্ষণ করা আবশ্যিক, পৃথিবী তা-
হাকে তত বলে আকর্ষণ করিয়া থাকে। সুত-
রাং গুরু লঘু সকল ক্রমই, স্বকাম উচ্চ হই-
তে এক সময়ে পতিত হইলে, এক সময়েই
ভূতল পর্যন্ত পড়িলে তাহার মতের কি।

তবে কে কোন বস্তু শীঘ্র কোন বস্তু বা
বিলম্বে পতিত হইতে দেখা যায়, তাহার

* ২৪ অনুচ্ছেদে ইহার কি ১ লেখা।

কারণ এই যে যদি প্রতিবন্ধক না পার, তবে সকল বস্তুই এক সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সমুদায় পতমান বস্তু সর্বত্রই প্রতিবন্ধক পায় এবং এই নিমিত্তই। তাহারদের পতনের ইতিবিশেষ হইয়া থাকে। ভূমণ্ডল চতুর্দিকে বায়ু-রাশিতে পরিবেষ্টিত, অতএব যত বস্তু তাহার মধ্য দিয়া পড়িত হয়, সকলকেই বায়ু ভেদ করিয়া পড়িত হইতে হয়, সুতরাং বায়ু তাহার পতনের প্রতিবন্ধকতা অস্বীকারে জন্মায়। যে বস্তুর ঘনত্ব অধিকতর, বায়ু তাহার ভাঙনুবাঁধি প্রতিরোধ করে। যাহার 'অধিক' আয়তন, তাহার অধিক প্রতিরোধ করে, এবং যাহার অল্প আয়তন, তাহার অল্প প্রতিরোধ করে। যে বস্তু অধিক প্রতিবন্ধক পায়, তাহার পতন হইতে অধিক সময় লাগে, এবং যেরূপ বস্তু অল্প প্রতিবন্ধক পায়, সে তদনুসারে অল্প সময়ে আসিয়া ভূ-তল স্পর্শ করে। কোন উচ্চ স্থান হইতে একটি স্বর্ণ-পিণ্ড নিক্ষেপ করিলে, যতক্ষণে আশ্রিত ভূতলে পতিত হয়, তাহাতে অতি দুর্লভ পাত নিক্ষেপ করিয়া কেবলিয়া লিমে, তম পোকা বহু বিলম্বে পড়িত হয়। কারণ, পিণ্ড অপেক্ষা পাতের আয়তন অধিক, সুতরাং বায়ু পাতের অধিক প্রতিবন্ধকতা জন্মায়, ইহাতেই তাহার পতন হইতে বিলম্ব হয়।



যদি বাতনির্ঘাতন হয় তবে, যেরূপ স্থান বায়ু-শূন্য করিয়া রাখা যায়, সেই স্থান আর একটি গুরু দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে, তাহাও পড়িত হইবে। এক সময়ে পড়িত হয়। যখন বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা এতকাল পূর্বে স্থানে স্বর্ণ মূর্তা ও পশীক কেবলিয়া দেখিয়াছেন, উভয়েই এক সময়ে পড়িত হয়। এই কথ চিত্রিত ক্ষেত্র বাতনির্ঘাতন যন্ত্রের প্রতিকল্প; য য একটি কাচ পাত, তাহার মধ্য হইতে বায়ু নির্গত করা হইয়াছে; তা একটি স্বর্ণমূর্তা, আর ছ একটি পালক, উভয়েই সমান বেগে পড়িতেছে।

পূর্বে প্রতিপাদন করা গিয়াছে, যে বস্তুতে যত পরমাণু থাকে, সে বস্তু তত বেগে অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে, সুতরাং তাহার নিকটবর্তি বস্তু সমুদায় তত বেগে পড়িত হয়। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্যের আকর্ষণ শক্তি অধিক, একারণ পৃথিবীর নিকটস্থ কোন বস্তু যে সময়ে ১৬ ফুট-মাত্র পড়ে, সূর্যের নিকটস্থ বস্তু সে সময়ে ৪৩৩ ফুট পড়িত হয়। ভূ-পৃষ্ঠে যে বস্তু এক সের ভারী, সূর্যমণ্ডলে তাহা ত্যনাতিক ১১৭ সাতাইস সের ভারী, এবং বৃহস্পতি গ্রহে তাহা দুই সের ভারী হইতক, আর চন্দ্রমণ্ডলে তিন হুটাক এক তোলা মাত্র।

সংবাদ

পরম আশ্চর্য পুস্তক প্রকাশ করিতেছি, যে প্রায় তিন মাস হইল শ্রীযুক্ত কানীধর মিত্র, শত্ৰুনাথ পণ্ডিত, হরিশ্চন্দ্র মণ্ডোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মণসম্প্রদায়িক সদাশয় ব্যক্তি দ্বারা তবানীপুরে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন হইয়াছে। তদায় প্রতি সোমবার সাংকালে সভা হইয়া প্রায় দুই ঘণ্টা কাল পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ ব্যাপী ব্রাহ্মণ বিধব বস্ততা ও গীতাদি হইয়া থাকে, এবং তৎকালে ৫০-৬০ ব্যক্তি তদায় উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। সমাজের কাৰ্য-প্রণালী দিন দিন উন্নত হইতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে পরিশোধিত হইয়া আসিবে উন্নত হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে সমাজের অধ্যক্ষের সমাজের নিমিত্ত এক বক্তৃত্ত্ব পুস্তক প্রকাশ করিতে

যত্ববান আছেন বোধ করি; তাঁহাদের শক্ত ও চেষ্টা দ্বারা অবিলম্বে তাহানির্মিত হইতে পারিবে।

জগদলে আর এক ভ্রোণ সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত ভ্রোণের নাম পুরন সঙ্ঘবান্ জাতি শ্রীমুখ্য সঙ্ঘবান্ সঙ্ঘবান্ হামসারের অধিষ্ঠিত। উক্ত সঙ্ঘবান্ একান্ত চেষ্টা দ্বারা গরু ও গাভীকে স্বকীয় হই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরে তাহারই মত দ্বারা গাভী নির্যাস হইয়া আপিতোহে। উক্ত সঙ্ঘবান্ প্রতিষ্ঠার সঙ্ঘবান্ পরে সমাজ স্থাপন করিয়া এক ঘণ্টা কাগজ প্রকাশনা। পরে প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ ও পরামর্শের পরে সঙ্ঘবান্ উৎসাহের বিবরণক বক্তৃতা হইয়া থাকে। তৎকালে স্তান্দিক বিলাসিতা ব্যক্তি তথায় উপস্থিত থাকিয়া প্রায়শ্চৈতন্যের প্রকাশ মননাদি করিয়া থাকেন। জগদলে এক কুত্র প্রায় তথাকার প্রাক্তমসমাজে বিশেষ বিলাসিতার সমাগম হওয়া আশঙ্ক্যের বিষয় বলিতে হইবে। বিশেষতঃ প্রায়শ্চৈতন্য কুত্র প্রবীণ মান্য ব্যক্তি তথায় অধিষ্ঠিত হইয়া এ বিষয়ে আপনাদের মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কেবল তিন মাস মাত্র হইল এই সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, অবগত হওয়া গেলে ইতি মধ্যেই উক্ত সঙ্ঘবান্ কতিপয় ব্যক্তি বিলাসিতার প্রকাশ্য অবলম্বন করিবার মানস করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় পুরস্কার প্রদানে উক্ত সমাজ স্থায়ী হইবে তৎপ্রদানের বিশেষ উপকার সম্ভাবনা।

বিজ্ঞাপন

আমরা কলিকাতা, যাত্রা জনগণের পত্রিকাতে দীর্ঘ সময়ের মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা পুনর্বার এক খানি কল্প পুস্তককারের মুদ্রিত করিয়া প্রস্তুত করা দিয়াছে, তাহার মূল্য ৩০ দিন আনা মাত্র। বাহার প্রয়োজন হয়, মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীমুখ্য সঙ্ঘবান্ সঙ্ঘবান্
সম্পাদক।

**কলিকাতা জাতি সমাজের ১৭৭৪
শকের ডাক ও আর্থিক মাসীরা
আর্থিক বিবরণ।**

বায়

| | |
|--------------------------------|--------------|
| মাসপ্রাপ্ত | ১২১/১৫ |
| প্রাক্তম পুস্তক বিক্রয় | ১১/০ |
| সম্পাদকের কাগজের শুল্ক প্রাপ্ত | ৪০ |
| গরু গাভীর বিক্রয় | ৩৮১/১৫ |
| | <hr/> ৪৮৩/১০ |

বায়

| | |
|------------------|--------------|
| কম্পানির প্রাপ্ত | ১০৭/০ |
| বিবিধ বায় | ৫৬/১০ |
| | <hr/> ১৬৩/১০ |

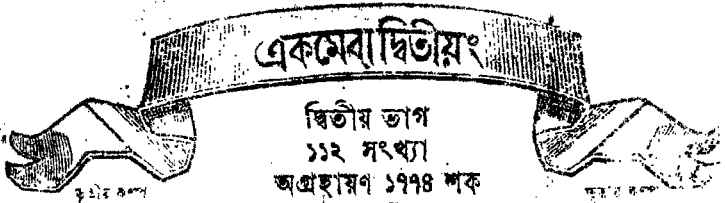
স্থিত

| | |
|-------------------------|------|
| মাস | ৩৭/০ |
| তদতিরিক্ত কম্পানির কাগজ | ৫০ |

দান প্রাপ্তির বিবরণ

| | |
|---------------------------------|-------------|
| শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায় | ১/০ |
| শ্রীযুক্ত কংসোদয় গাঙ্গুলী | ১ |
| শ্রীযুক্ত রাধামোহন বসু | ১ |
| শ্রীযুক্ত ঠাকুর দাস | ১ |
| শ্রীযুক্ত সত্যনাথ চট্টোপাধ্যায় | ১ |
| শ্রীযুক্ত হারিকানার | ১ |
| শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১ |
| শ্রীযুক্ত হরিশোভন সেন | ১ |
| শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় | ৩ |
| দানার্থে প্রাপ্ত | ২৮/১৫ |
| | <hr/> ৫২/১৫ |

এই পত্রিকাখিনি পত্রিকা কলিকাতা সমাজের
যোগাযোগের বিষয়ে খানি কল্প পুস্তককারের মুদ্রিত
কর্তব্য হইবে। ইহার মূল্য এক টাকা।
১ সাতিক পত্রিকাখিনি ১৯৭৪ সালের ১৯৭৪



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

অপরাঃ ক. বৃন্দেঃ মনুস্কেনঃ মাঘবেসোঃ গনপেঃ শিলা কল্যাণাকরণং নিরুজ্ঞং কল্যাণোচ্চাভিঃ সিতিক।
 অথ পরাঃ সত্যঃ শুভকরমধিঃ মাতেঃ ॥

প্রকাশিতঃ প্রিন্টারঃ সার্বভৌমঃ হুগুবলমেনঃ।

খস্মনীতি

১১১ সংখ্যক পত্রিকার ৭১ পৃষ্ঠার পর

আত্মবিষয়ক কৰ্ত্তব্যকৰ্ম্মের বিবরণ করা
 পিরাছে, একনে আনোর প্রতি ধেকপ বা-
 বহার কর্তব্য প্রভের বিবরণ করিতে অরুত
 হওয়া মাইতেছে। যেমন এটিকা যসের
 প্রত্যেক চক্র পৃথক পৃথক থাকিয়াও পর-
 স্পর দৃঢ়রূপে সম্বন্ধ থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক
 মনুষ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াও পরস্পর মনা
 ওকার সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।
 এই কোলাহলকারি পুণ্ণ জ্ঞানকীর্ণ জনসমাজ
 এইটি সুশৃঙ্খলা-সম্পন্ন পরম রমণীয় যন্ত্র
 স্বরূপ, প্রত্যেক মনুষ্য তাহার এক এক চক্র
 স্বরূপ, সেই মানব রূপ চক্র সমুদায় পর-
 স্পর অসম্বন্ধ থাকিয়া কার্য করে, কদাপি
 স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না।

পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য করা ম-
 নুষ্যকীর স্বভাব। ইহাতে, যদি এক এক
 টি মনুষ্যকী এক এক টি প্রকল্প পুস্পো-
 দ্যানে স্থাপিত হয় এবং পরস্পর সাফল্য
 করিতে না পারে, তাহা হইলে অপব্যয়
 সাহায্য জব্য আশ্রয় হইতে পারে, তাহার স-
 লেবু মাই; কিন্তু কলকার পরমেশ্বর তা-
 হারদিগকে স্বকল্প স্বকল্প সাহায্য ও কার্য
 সম্পাদনের কলম উদ্বিগ্ন করেন, তাহা সাধন
 করিতে না পারিয়া মনুষ্যই অকৃত্রিম কাল

যাপন করিবে। মনুষ্যের বিবরণ তাহি-
 কল সেইরূপ। উপপাঠা জগদীশ্বর অ-
 মারদিগকে ভক্তি, রেক, দয়া প্রভৃতি যে
 সমস্ত মনোমম মনোভুক্তি প্রদান করিয়াছেন,
 তাহার স্বভাবনি বিবেচনা করিয়া দেখিলে
 নিশ্চিত জ্ঞানিতে পারা যায়, সমাজ বন্ধ
 হইয়া গ্রাম ও নগর মধ্যে একত্র বাস ক-
 রাই মনুষ্যের পক্ষে প্রেরণকল্প, সংসারপ্রম
 পরিভাগ পূৰ্বক স্বতন্ত্র অদ্বিতিত করা
 কোন মতেই উচিত নহে। সমাজ-বন্ধ
 থাকিয়া পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিতে
 হয়, ক্রমে ক্রমে তাহাদের বিচার করা যা-
 ইবেক। তাহা প্রথমে গৃহ-বন্ধের কি-
 রূপ বিবেচনা করিতে আরম্ভ করা যায়।

কাম, অপত্যভয়েহ, আসঙ্কমিলনা এই
 তিন প্রথম প্রবৃত্তি থাকতেই, আচারনিগমকে
 গৃহ হইতে হইয়াছে। এই সমস্ত প্রবৃত্তির
 উচ্ছেদ হইয়া সমস্ত উন্নয়ন ও কল্যাণ
 একত্র সম্বাসের বাননা হয়, এবং উচ্চ
 বন্ধন যে অত্যন্ত সুভজনক ও সুখ বাসন
 তাহা বুদ্ধিবৃত্তি ও মনঃপ্রবৃত্তি দ্বারা নিঃসং-
 শয়ে নিরূপিত হয়। অতএব যখন কল-
 গপূৰ্ব পরমেশ্বর আমাঃদিগকে এই সমস্ত
 সুভবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন আমাঃ
 দের উচ্চ হইতে সংযুক্ত হইয়া সংসার-
 প্রাণম প্রবেশ পূৰ্বক তৎসংক্রান্ত নিয়ম
 সমুদায় প্রতিপালন করা তাহার উপায় অ-

ভিষ্মেত এবং আমায়দের নিত্যক কার্যে।
 উদ্বাহ বন্ধন অর্থাৎ বাহ্যিক স্ত্রী পুরুষ
 একত্র সহবাস করা যে কেবল মনুষ্যের
 স্বভাববিশিষ্ট অন্য নচেৎ উৎসাহবা, বনা
 বিজ্ঞান, কপোত, টিক, মকর, প্রভৃতি
 অর্থেক স্বত্ব পূর্ণবন্ধ হইতে পারে না করে।
 অপর্যে উৎসাহন ও পিতৃপত্নেরা তান
 অতীত হইলেও তখন, পিতৃপত্ন সংস-বদ্ধ
 হওয়া একর অবস্থিতি তা একত্র পদচালা-
 মন করে। মনুষ্যের তদনুকূপ প্রকৃতি
 থাকায় তা নিমিত্তই উৎসাহন, কি আ-
 মিরিকা পক্ষই উদ্বাহের প্রীতি ঐচ্ছিক
 থাকিয়া দেখা যায়। হিন্দু, চীন, গ্রীক,
 পাদসীক প্রকৃতি মনুষ্যের প্রাচীন ও আধু-
 নিক মনস ক্রটিমিগের মধ্যে এই স্বভাবানু-
 মত পরিচ প্রথা প্রচলিত আছে।

এই সুভোগ্যমস্পর্শ সুখের নিয়ম নি-
 মহোপকারী। স্বদেশীয় এক বস্ত্র হইতে
 অন্য বস্ত্র উৎপত্তি হয়, এ নিয়ম সর্বত্র
 বলাই। স্ত্রী, পশু, মৎস্য, বৃক্ষ, পশু, পক্ষী,
 কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি মধ্যে বিধ শরীরি
 যম এই নিয়মেই অধীন থাকিয়া দিন দিন
 প্রকৃতি সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। জানি-
 য়ে এই বিবাহ রূপ নিষিদ্ধ নিয়মের অধীন
 পক্ষাৎ, মাম, মগধ, দেশ, প্রদেশে অবি-
 দ্যে কেবলকর্তব্য ও মূলপূর্ণ হইতেছে।
 কত না পুরুষের বন-স্ত্রী ও মনুষ্যপরিবে-
 সিত কামনা স্ত্রী পুরুষের মত না হইতে
 হইতেই স্ত্রীকে কল্যেণ ও বিবে ব্যাপা-
 যের অতিরিক্ত পরিপূর্ণ হইতেছে। যে ম-
 মন্ত মানবজাতি অপর্যে পরিবার এক প্রান্ত
 অবধি অপর্যে প্রান্ত পর্যন্ত অধিকার করিয়া
 অবস্থিত করিতেছে, তাহাও প্রত্যেকে
 এক এক সম্পর্কী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,
 এবং তাহারদের কন্যার কাম-ভূমি এক
 কালে মনুষ্যসম্পর্ক শূন্য সুপর্ণ হইল,
 তাহার সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর নি স্বাক
 সূক্ষ্ম সূত্র সফল করিয়া কি স্বাক মনঃ ব্যা-
 প্যারই সম্পন্ন করিয়া হইয়াছে। আশ্চর্য
 কোলস। কি নিষিদ্ধ প্রথা।
 পরম স্বাক্ষরিক শাসনধর্ম উদ্বাহ বিধের
 যে দৃষ্টান্ত প্রদান। তাহাও প্রথম সংস্থাপন

করিয়া রাখিরাছেন, তাৎসম্যগ স্বাক্ষর
 প্রতিপালন না করিলে মনুষ্যের উদ্বাহ-সং-
 কার বিহিত বিধানে সম্পন্ন হয় না। এক
 এক করিয়া তাৎসম্যগের বিবেচনা করা
 হইতেছে, পাঠক বর্ণ পাঠ করিয়া দেখিলে
 জানিতে পারিবেন, এই সমস্ত ঐচ্ছিক নি-
 য়মের বিরুদ্ধাচরণ এতদেশীয় লোকের
 দারুণ দুঃখস্বভাব বর্জন্য করিব।

প্রথম বিয়ম।--কন্যা পাত্রেয় পাবিত্র
 মন সম্পন্ন হইবার পূর্বে পরস্পর সাক্ষাৎ
 কন্য, সন্ধ্যাপ, উভয়ের ভাব ও মনোগত
 অভিপ্রায় নিরূপণ, সম্মত চরিত্র পরীক্ষা,
 এবং প্রণয় সফল হওয়া অপরিহার্য। এত-
 দেশে এই কৃষ্টিবদ্ধ শব্দজনক নীতি প্র-
 চলিত না থাকিলে, যে প্রকার অনিষ্ট ঘটনা
 হইয়া থাকে, তাহা অপর দাবারও সন্দেহ-
 বই বিমিত্ত জানে। কন্যাকা যাহারদের
 চিরজীবন পরস্পর প্রণয়পাশে বদ্ধ থাকে
 উচিত, অপর এক মুখে একত্র সহবাস
 করা আবশ্যিক, এক মত হইয়া একান্তি-
 জ্ঞানে মনোদান পুরুষের সম্পাদন করা ক-
 র্তব্য, সফল বিবাহে একান্ত হওয়া যা-
 হারদের পণ, তাহারদের পরস্পা প্রণয়
 সঙ্গারও চরিত্রনি নিরূপণ বাচিত্রেকে ই-
 তাহ পাশে বদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ কৃষ্টি বিবাহ
 ও নিত্য অসম্প্রত তাহার সন্দেহ নাই।
 এই প্রকার বিধম বিরুদ্ধ ব্যবহার অত্যন্ত অ-
 পারাধজনক ও অর্শেয় অনর্থের মূল। যা-
 হারদের বুদ্ধির জ্ঞেয় মাত্র অতঃ, তাহার
 আর এই অর্শেয় নোকার কুবাবহারকে
 কতকি বিহিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন
 না। এই কারণে দুঃখ দারক দুর্নীতি প্র-
 কৃত্যে কত পরিবারের যে কি পর্যন্ত
 কল্যাণ জনক ও ক্রেশ নাহক হইয়া উঠিয়াছে,
 তাহা বলিবার নহে। পানি গ্রহণ কালে
 কন্যা পাত্র উভয়েই পরস্পরের স্বভাব ও
 গুণগুণ জানিতে পারে না; বিশেষতঃ প্রে-
 মের ভক্ত-লোকসিগের যে প্রকার অপর
 বনে বিবাহ হইয়া থাকে, তখন তাহারদের
 পরস্পরের চরিত্র পরীক্ষা করিবার অসম-
 ও বলে না, তাহা পিতা মাতার পাত্রসম্ভার
 দ্বারা কন্যার বিবাহের কন্যা পাত্র হা-

ধেন, তাহারদের গুণগুণ বিবেচনা করা তাদৃশ আবশ্যক বোধ করেন না। ইহাতে এদেশের অনেক পরিবারে যে সম্পত্তির অসম্পত্তি কৃষ্ণ করি শিকার অধিকৃত দক্ষ ইহাতে দেশীয় যত্ন, তাহার আশঙ্কা কি!

“ পরস্পর বিরুদ্ধভাবে, অসম-মুক্তি ও বিপরীত-অভাবের স্ত্রীপুরুষের পানিগ্রহন হইলে উভ্যকেই সাবক্ষী বন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে পায়। মানসিকভাবে ও বুদ্ধি চলন্য বিঘ্নে দিল্লি বৈলক্ষণ্য থাকিলে, কত কত দাপট, মহা অসুখে কাল যাপন করিয়া থাকেন, তাহার আপনায়াই আপনাদের অভাবের কারণ বুঝিতে পারেন না। কলকাতা উজরের মানসিক বৈলক্ষণ্যই অনেক ঘটনার একে মাত্র কারণ। যদিও প্রথম উদ্যমে তাহারদের প্রথম দক্ষ্য হইলেও ইহাতে পারে, কিন্তু তাহা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। পরম স্ত্রী-স্ত্রী ভাষায় কুমুম সর্পিণ মনোহর না-বরণে অধিকাংশ স্ত্রী মলিন বোধ হয়, এবং সেই দুঃখের কারণে ক্রমে ক্রমে নিরাশ হইয়া যায়।

যদি স্বামী অতিশয় মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও বিশ্বাস-ঘাতক হয়, স্ত্রীর যদি সম্ভাচারিণী, সন্তাবাদিনী, ও অতিশয় ধর্মভীতা হন, তবে নিজ পতিকে পুনঃপুনঃ অবশ্যচরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তিনি সর্বদাই ক্রোধান্বিত হইয়া থাকেন। যে স্থলে স্বামী বিনয়ালম্বে সন্তুষ্ট থাকিয়া কোন ক্রমে সংসার মীমাংসা করিতে পারিলেই আশনাকে সুখি ও চরিতার্থ বোধ করেন, আর তাহার চিত্র-সহচরী লেগোজি-লাগি পত্নী পরম শোভকের বেশ ভূষণ ও বৈয়াক্য সাদৃশ্য প্রকাশার্থেই সন্তত ব্যাকুল থাকে, সে স্থলে যে রূপ অসুখের সন্তান, তাহা অনেককে আশঙ্কিত ও ভয়ানক অনুভব করিয়া থাকেন। কলকাতা, বিদ্যাবান, উদার-স্বভাব, মঙ্গল পুরুষের সহিত কোন বিদ্যাবাদী, সন্তাবাদিনী, অসুখের সন্তান পানিগ্রহণ ও আশঙ্কিতের বিষয়। ইহা-র কারণ এই যে, স্বামী অধিক দর্শনের

প্রয়োজন নাই; এদেশীয় অনেককে দেখিলে ব্যক্তিই এ বিষয়ের বিশিষ্টতা দেখা যায়। বিদ্যাবান পতি মানব জন্মের পাপকর-মাক জ্ঞান হ্রস্বের রমিক হইয়া তাহদের প্রাণ-ক্ষেই পরম-পরিভোয় প্রাপ্ত করেন, ইহাতে দুঃখ স্ত্রীর সহবাসে কোন ক্রমেই তাহার মন-স্ত্রী জন্মে না, এবং স্ত্রীও পতির ভিন্ন-মতি দেখিয়া কখনই সন্তোষ প্রকাশ করেন না। স্বামী যে সকল বিষয় অসৌক্য ও অপকারি বলিয়া জানেন, তাহার কুমুম-স্বাধিষ্ঠা পত্নী তাহাতে অবশ্য-কর্তব্যরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এখা বিষয়ে উজরের অতিশয় অনৈক্য বশতঃ একই স্ত্রীর অতি ক্রমেই পবন পূজনীয় পরার্থে ও অন্যের উপেক্ষা ও অন্য-দের অস্পৃশ্য হইয়া উঠে; এক্ষণে এ দেশীয় বিদ্যাবান যুবক মতবীর মধ্যে এই রূপ মত স্ত্রী-মত হইতেছে, এবং অনেককে এই মনঃস্ত্রী ও দুঃখের কারণ হইয়াছে। ইহাতে, এমন যে স্ত্রী-স্ত্রী সংসার ধার, তাহাও বিদ্যাক্রম বিঘ্ন বিঘ্ন-দুখিত হইয়া সর্বদাই দুঃখ-অপ-দায়িত্বের উৎপত্তি করে।”

দ্বিতীয় নিয়ম - যেমন স্বামী পরিপূর্ণ না হইলে তদ্রূপে স্ত্রীও সন্তোষ হয় না, সেইরূপ অশ্রু বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাঙ্গতা না হইতে হইতে স্বয়ং উৎসাহন করিলে সন্তান তাদৃশ বল-বীর্ষ্য-সম্পন্ন হয় না। বিলক্ষণ-যত্নে স্বয়ং মনুষ্যের নিরুট প্রবৃত্তি মন-ল প্রবৃত্তি থাকে, এবং বুদ্ধির পরিপূর্ণ প্রবৃত্তি সমুদায় সম্যক-রূপে পরিপূর্ণ হইয়া শোভিত না হয়, তাহার সে সময়ের স্বয়ং অপেক্ষাকৃত প্রবীর্য-বায়ের সন্তান অশ্রু-য় কোন কোন অংশে হীন হয়, তাহার সন্তান হইবে। অনেককে দেখিলে যেমন কোন কণ্ঠি সন্তানকে যে সন্তোষেই পান অ-পেক্ষার বুদ্ধিমান ও বীর্ষ্যমান দেখা যায়, তাহার এই এক প্রধান কারণ। অতএব, কি স্ত্রী কি পুরুষ, অশ্রু বয়সে বিবাহ করা কাহারও পক্ষে কখনো মতে।

সন্তানের স্বভাব-বোধ এই অবশ্য-পা-পের প্রধান পতিকর। যেমন এক গৃহে অশ্রু-স্ত্রীকে কাহার সংস্পর্শে, অম্যান্য

সিকটবৃত্তি পূহ ও অধি ভঙ্গসেই দৃষ্ট হয়। সেইরূপ এই একপক্ষের প্রকৃতমান্য অনেক স্থানের উৎসাহিত হইয়া থাকে।

যে যে দেশে অধিক কাম কামোদ্ভবর কামোদ্ভবনীত করিয়া পক্ষ প্রচার রীতি আছে, তাহার অনেক নৈমিত্তিক অর্থসংগ্রহাদি উৎসব-বয়স্ক হইয়া পক্ষ প্রচার বশীভূত হইয়া অর্থসংগ্রহাদি কামোদ্ভবনীত করিয়া পক্ষ প্রচার রীতি প্রচলিত করেন। তাহার প্রায় পতি না প্রিয়তমা পত্নীর ন্যায় আশ্রয় ও হাঙ্গামা দেখাওক মর্মে এতদ্বারা বিমোহিত হইয়া যান, এবং তদীয় গুণগুণবিষয়ে বিশেষ অনুশঙ্কনা না করিয়া অসম আপন বিন্দু চিত্তকে পরস্পরের প্রণয়পাশে বদ্ধ করিয়া ফেলেন। প্রথমে উভয়ের মধ্যে উচ্ছাসান্বিত অধির মায়াজড়রূপেই সৌভাগ্যে আবৃত থাকে, কা-
জরূপে প্রকাশিত হইয়া উভয়কেই মজ্জ ক-
রিতে পারিলে করে। এতদ্বারা লোকদি-
গের মধ্যে ঘটনাক্রমে জের কোন দৃষ্টি-
তির কোন দর্শন এই প্রকার সঙ্গারের উৎ-
পন্ন হইয়া থাকে, পরে কলঙ্কপূর্ণ অগ্নি-
জ্বলিত হইয়া কাহারো হস্ত করিয়া ফে-
লে। প্রয়োজক বিদ্যমান ও বহু দর্শন
থরা হইয়া বৃত্তি পক্ষ প্রচার পরিপক্ব ও
প্রিয়তমা হইয়া বিবাহ হইলে, এই স-
মস্ত কামিনী ঘটনায় সত্যতমা অনেক দুঃস-
হস্ততারিল সম্ভব নাই।

স্মিত্রিয়া ভঙ্গা বালা বিবাহের অন্তে এক
বিষয়কাল। এ দেশের উভয়পক্ষের। সচরা-
চর বেকপ তরুণ বয়সে পুত্র পৌত্রাদির বি-
বাহ দিয়া থাকেন, তখন তাহাদের কার্য-
কমণ্ড উপায়ক হওয়া দূরে থাকুক, বিবাহ
রূপ বন্ধন (বিদ্যা) শিক্ষার ও এক প্রবল প্রতি-
রুদ্ধক হইয়া উঠে। তাহার বিলা ও ব্যব-
সায় শিক্ষার কাল পায় না; অথ কয়েক
পিতৃ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া অতঃক উপায়
হইয়া পড়ে। তখন জ্ঞানভূষণই বা
কোথায়, ধর্মালোচনাই বা কোথায়, যমে-
শের মজল চিত্তই থাকোথায়? জীবিকা
নিরাস্ত্রোপায়াদি ব্যবসায় শিক্ষা না করিতে
পারিলে অর্থ উপাধিই সমস্যা হইয়া সর্ব-

হাই হিতাকুল থাকে। কিন্তু অধিকশের বি-
বাহ। পরিবার প্রতিপালনের উদ্যোগ অবদা-
হণ না করিয়া বিবাহ কর, কে কোন ক্রমেই
কর্তব্য নহে ইহা এ দেশের লোক এক বার
নামেও স্বয়ং করেন না, এবং এই পক্ষ স-
ভকর প্রমিত নিয়ম প্রতিপালন না করাই
যে পরম ন্যায়বান পরমেশ্বর-সমিধান সা-
পরায় পাবিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রোধ ভোগ
করিতেছেন তাহাও বিবেচনা করেন না।
কিন্তু তাহার ইহা বিবেচনা করন, আর না
করন, অখিল-ব্রহ্মাণ্ডধিপতির অগ্ৰস্তা নিয়ম
ভঙ্গের কল কদাচি অন্যথা হইতে পারে
না। তাহার যাবৎ অগ্ৰহীস্বরের নিয়ম প্র-
গল্ভিতে বিশ্বাস ও তদনুযায়ি ব্যবহার না
করিবেন, তাবৎ তাঁহারদিগকে তদ্বিষয়ক না-
না প্রকার উৎসে ভোগ করিতে হইবে। বা-
ল্য বিবাহ যে মহাপাতক, এই সমস্ত প্রতিক-
স তাহার প্রত্যাক প্রমাণ।

স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর বয়স ভাব থাকে
উচিত : অতএব তাহারদের বয়সক্রমের
অধিক দুঃখবিধা হওয়া বিপের নহে। স-
নুষ্ঠের বয়োবৃদ্ধি সহকারে শরীর ও মনের
অবস্থা পরিবর্তিত হইতে থাকে; এ নিমিত্ত
নয় বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধকরণের উচিত
ও গতি এক রূপ হইয়া পরস্পর প্রায় স-
কারের অধিক সম্ভবনা। তাহার প্রথম
পরস্পরের ভার এহ এবং প্রয়োজনপ্রয়ো-
জন আশ অনুভব করিতে পারেন, স্বাম্য
বয়স্কব্যক্তির নেকপ পারেন না। স্ত্রী ও
ভাৰ্য্যার বয়সক্রমের পরস্পর অধিক দুঃখনা-
ধিকা হইলে সুভার বয়সভাব সম্বন্ধে
হইবার সম্ভবনা থাকে না, এবং পিতা মা-
তার শরীরের অবস্থা ও মানের গতি বিভিন্ন
প্রকৃতি হইলে, সমস্ত কদাচি সুলকণ-
সঙ্গের নিকেষ প্রকৃতি ভোগ হয় না। এত-
কেনীর পুরুষদিগের মধ্যে আবদান হইয়া
কালেরই উদাহ, সংস্কার বিব্রো অধিক
আছে, কিন্তু স্ত্রীগণের বিবাহের কাল-নাম
ব্য পযুক্তই প্রাপ্ত। কোন কোন ব্যক্তি
যে মঙ্গল বা একান্ত কাম-সংস্কার, অধি-
বাহিতা থাকে, সেও কোন কদাচি
বিভ, ১০। ৫০

নবম বা দশম বর্ষীয়া বালিকার পাবিত্র-
হণ করেন, এবং তদ্বারা আপনাব অঙ্গুষ্ঠ
ঘটমীর স্পর্শপাত করিয়া সম্বানের বিরুদ্ধ
সভাব উদ্ভাবিত করেন।

অতএব, বালাবিবাহ এক মহাপাপ। ভর্তা
ও ভাষ্যার দারিত্র্য, মুখতা ও উৎকর্ষা, এবং
সম্বানের চর্যগতা, নিক্রীষাজ্ঞা ও সর্কাংশে
নিকৃষ্ট স্বভাব প্রাপ্তি ইকার প্রত্যক্ষ ক্রান্তিকল।
কিন্তু আনাদের দেশস্থ সোকের ফি বি-
ঘন ভ্রান্তি। উহার্য্য এই অশেষ দোষা-
কার দেশচারকে বিধি বিহিত বিশুদ্ধ বা-
বহার জ্ঞান করিয়া থাকেন। যে ঘৃণ্যকর
কশাচার সর্কনাশের হেতু স্বরূপ তাহার্য্য ও
বর্গ সাধন বোধ করিয়া সম্প্রদান করিয়া
থাকেন। কিন্তু পবন নায়বান পরমেষ্-
তের শতকর নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহার
সমচিত শাস্তি অবশ্যই অবশ্য ভোগ ক-
রিতে হয়। এ নিমিত্ত আমরা বহু কাল-
ধি এই ত্রুষ্ছন্দ কুরীতি পাশ্বে বন্ধ থাকিয়া
বধোচিত ক্রেশ শান্তি হইতেছি। এই কু
প্রথারূপ বিষম পাপকে এদেশ হইতে নি-
র্কাসিত না করিলে আমাদের কোন ক্র-
মেই মঙ্গল নাই। এই প্রবল পাপ প্রচ-
লিত থাকিলে, আমাদের সুখসৌভাগ্যের
উন্নতি হওয়া সূত্রে থাকুক, আমরা পুরুষে
পুরুষে হীনাবস্থা ও উচ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হ-
ইতে থাকিব।

পূর্বে ভারতবর্ষে উদাহ বিধয়ে এ প্রকার
কুৎসিত রীতি প্রচলিত ছিল না। যখন
মুসলমানের পুরুষেরা গুরু গৃহে কেহ বা
হস্তিশ, কেহ বা চবিশ, কেহ বা অষ্টাদশ,
কেহ বা দ্বাদশ বর্ষ বৈদ্যায়ন করিয়া অব-
শেষ দার পরিগ্রহ করিতেন, এবং যখন
খ্রীষ্টানের স্বেচ্ছায় গৃহে গ্রহণ এবং বি-
ধবাঙ্গিরে পুনঃ সংকারের প্রথা প্রচলিত
ছিল, তৎসম্ভার হিন্দুরা একদিকার কুসংকা-
রাবিত্ত স্বত্ব-সভাব, হিন্দুদিগের অপেক্ষায়
সদাচারি ও সৎস্বভাব ছিলেন তাহার
সম্বন্ধেই এই প্রবল উদাহ বিধয়ে একপ
অপেক্ষাকর উদাহ রীতি নিয়ম বলবৎ ছিল

না, সুতরাং তৎসমিত দুঃখ ও যাতনায় ত-
খন ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এ
কালে তাহার সম্পূর্ণ বৈশীর্ষ্য ঘটিলে।
ইশা ব্যক্ত করিতে লক্ষ্যর অধোবৎ ক্রমিক
হয় যে স্থান বিশেষে বর্ষ বিশেষের সদা
ক্রমিত শিশুর বিবাহের বিধয় প্রচলিত, এ-
বং দুই তিন মাসের বালক বালিকার উদাহ
সম্বন্ধ নিবন্ধ করিয়া থাকে।

জম্মিনি দেশে এ বিধয়ে এক পটন্ত
ভকরী রীতি প্রচলিত আছে। তাহার পু-
ত্রুষের ২৫ ও স্ত্রীপোষকের ১৮ বৎসর বয়সক-
ম না হইলে পাবিত্রহণ অবিকার হয় না,
এবং যিনি বিবাহ করিবার মানস করেন উ-
হার স্ত্রী-পরিবার প্রতিপালনে সামর্থ্য ও অ-
বস্থোন্নতিত আশা করিয়া আছে কি না,
শান্তিরক্ষক ও ধর্ম্মযাক্ষের নিকট তাহার
প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়। আমাদের
দেশেও তদনুগুণ কোন নিয়ম নির্ধারিত থা-
কা আবশ্যিক; নতবা কোন কালে আমরা
দেয় স্ত্রীত্বিক ও সুখোন্নতি হইবার সম্ভাবনা
নাই।

উপাসক সম্প্রদায়।

শিবনারায়ণি।

শিবনারায়ণি সম্প্রদায়ের সাধ ও না-
নকপস্থিতির নাম একেশ্বরবাদি। তা-
হারা কেবল নিরাকার নিষ্কলিত নিগুণ পর-
মেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু ও
মোগলমানদিগের মতই যে সকল বস্তু
স্বয়ং ও পুঞ্জনীর বলিয়া উক্ত আছে, তাহার
কোন বস্তুকে শক্তি, তত্ত্বিক ও পূজা করে না।
হিন্দু সম্প্রদায়ের কতিক তাহারদের এই এ-
ক বিধের বিতিনতা আছে, যে কি হিন্দু
কি মোসলমান কি খ্রীষ্টান কোন সম্প্রদায়ি
কোন আতীর লৌকিকে স্বয়ং সম্প্রদায়
বিত্ত করিতে তাহারদের আপত্তি নাই।

তাহার বিশেষ দক্ষতা পূর্ণ জাদু বাস্ত-
ল্য আছে। বেক তাহারদের সম্প্রদায়

সম্বন্ধে গর্ভে থাকিতেই পিতা মাতা অন্য পিতৃপিতৃ
মাতাকে পরিচয় করেন এবং তাহার কন্যা হইলে
সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে তাহার বিবাহ করিয়া থাকে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ডক্টর হইবার বাসনা করিলে, কয়েকজন শি-
বনারায়ণি একত্র মিলিত হইয়া ক্রিষ্ণ
মিষ্টান্ন ও তাম্বাকু সহিত একদিন আশু-
দায়িক গ্রন্থ মণ্ডলের স্থাপন করিয়া থাকে।
পরে সেই পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করা ও
সেই সকল সামগ্রী উপস্থিত শিবনারায়ণি
দিগকে বিতরণ করা হয়। ইহা ইতঃসেই
দীর্ঘকাল কথ্য হস্তমুখ হইল।

ইহার পরবর্ত্তের কোন নির্দিষ্ট নাম
আছে। এমত হইলে বর্ত্তমান তাঁহার গুণানু-
সারে সত্য, সত্য, সত্য, আপনো, অলীখ
পুরুষ, নার, নিরঞ্জন, সত্যপতি, তার কল-
মাতা প্রভৃতি নামে প্রত্যেকের নাম দিয়া তা-
হাকে নির্দেশ করেণ।

ইহারিগের সত্যস্বামী, সত্য, সিতাচা-
র এই তিন ধর্ম্ম সর্ব প্রথমে এবং বহু বি-
বাহ অতি নির্বিঘ্ন। ইহার তিনকাদি কো-
ন নামে দায়িক পিতৃ ধারণ করেন না, এবং
কি হিন্দু কি মোসলমান কোন শাস্ত্রোক্ত
কোন ফিরাকসম্প্রদায় অনুষ্ঠান করেন না।
বিন্দু ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভিন্ন ব্যবহারিক কর্ম্ম বিষয়ে
সে প্রকার নিবেদনই।

ইহার সত্যি ভেদ স্বীকার করেন না,
এবং বিন্দু মোসলমানদিগের নামে স্বাদ্যা-
খন্দ্য বিচার করেন না। এতদ্ব্যতীত স
সম্প্রদায়ি লোকের বিচারে সে বিষয় গোপন
রাখিবাবু নিমিত্ত কতকগুলি সাংস্কৃতিক শ-
র্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকটা
শর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া পাশ্চাত্য প্রদেশে করা যা-
ইতেছে।

মনিষ জন
কুলারাম, কুল, মুট ভাত
কবিদ্বন্দ্বী দল
মুদ্রা রুটি

* অলঙ্কার পুস্তক
১৫ নং, ১৬ নং নীর মাদি মাদি তাহি।
প্রত্যেক বইটির মূল্য ১০ টাকার।
উন মেরুপ না ইত্যদ্যে বইয়ের।
উন মেরুপ বইয়ের মূল্য ১০ টাকার।
জনাবাদী
১৫ নং, ১৬ নং নীর মাদি মাদি তাহি।

| | | |
|----------------------------|-------|--------------------------|
| বাক্যসা | | পাউরুটি |
| কাঠাল | | সংসার |
| রামরস | | সংসার |
| রামকরণ | | পাউরু |
| কবুতরি | | সমুদ্র |
| চন্দনগোরি | | শুকরমাংস |
| তিতর | | মুগি |
| বটের | | জল |
| জুজুরাম | | যদ্য |
| জ্বালসেম, জ্বালস | | সংসার |
| দুধি | | ব্যঙ্গন |
| সনিপ দর্শন | | অলপান |
| বাসরী, মরগি | | ফক |
| খৈনি | | শোকা |
| খৈনি | | শুভ্রাক |
| আকাশকামিনী | | তাড়ি |
| আনন্দরাম | | গাজা |
| ভোমোয়াম | | অহিকেশ |
| দেশ, চোলিশ, মচরাসি | | শিবনারায়ণী |
| বিদেশ, উনচালিশ, কাল, মক্ষি | | } ভিন্ন মল- দায়ি লোক |
| টিকটিকা | | |
| | | } মাল্যাবারী ইবরাণী |

এ মল্য মায়ের আর এক নাম সন্ত; ই
হার অর্থভূক্তের নাম শিবনারায়ণ বলিয়া
শিবনারায়ণি সংজ্ঞা হইয়াছে। মাজিশু-
রের অর্থপ্যতি চন্দোয়ার গ্রামে মরগুনি
নামক ক্ষত্রিয়কুলে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।
তিনি মছারাজ মহম্মদ শাহের রাজত্ব কালে
ধর্ম্মপ্রবোধক বলিয়া বিখ্যাত হন, এবং
১৭৯১ সনতে গুরুমাস নামে এক গ্রন্থ প্রস্তু-
ত করেন। তাহার নাম, সন্তবিনাস, ওজন,
সন্তসুন্দর, সন্তাধরি, সন্ত উপদেশ, তিন

* প্রথম ভাগের মূল্য ১০ টাকার।
এবার লেখার শিখারাম চৌধুরী
অধ্যক্ষ হইলেন।
১৫ নং, ১৬ নং নীর মাদি মাদি তাহি।
প্রত্যেক বইটির মূল্য ১০ টাকার।
উন মেরুপ না ইত্যদ্যে বইয়ের।
উন মেরুপ বইয়ের মূল্য ১০ টাকার।
জনাবাদী
১৫ নং, ১৬ নং নীর মাদি মাদি তাহি।

বাণী শকাবলি, সন্তপরায়াণা, সন্তমহিমা, সন্তসংগর ও জ্ঞানবাণী নামে একাদশ গ্রন্থ তাঁহার প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

শিবনারায়ণের চারি শিষ্য ছিল; রামনাথরাম, সুব্রহ্মাচার্য, রঘুনন্দনরাম, ও লক্ষ্মণরাম। লক্ষ্মণরামের শিষ্য সবাশিবরাম হরকৃষ্ণনাথ ও সওয়াস জীবাব নামে দুই গ্রন্থ রচনা করেন। এই সবাশিবরামের শিষ্য বনদিন্যাম কলিকাতাস্থ সন্তদিগের মত প্রচারে। লক্ষ্মণরাম এসম্প্রদায়ের এক জন প্রধান অনুয়া, কিন্তু তিনি লোক সঞ্জ্ঞানার্থে কিছু কিছু কপট ব্যবহার করিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ প্রণীত জ্ঞানবাণী ও তিন বাণী গ্রন্থে প্রতিমা পূজা ও হিংস্র মন্ত্র সিদ্ধি নিত্য নৈশিত্তিক ক্রিয়ার নিষেধ আছে; একারণ লক্ষ্মণরাম তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সবাশিবরাম তিনবাণী প্রকাশ করেন এবং সংপ্রতি শ্রীমুক্ত ভৈরব চন্দ্র দাস লক্ষ্মণরামের গ্রন্থ দেখক জানিয়া মোহর রামের নিকট জ্ঞানবাণী প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। লক্ষ্মণরাম খীর সম্প্রদায়ে লোক-সংগ্রহার্থে, নামক পত্রদিগের নামে বোহন-ভোগের কড়া ও আশ্রয়, উপাসনার পর আঞ্জারি, কবীর পত্রদিগের নামে বন্দেলি, বসন্ত পরমীর উৎসব ইত্যাদি কতক গুলি কাপটিক ব্যবহার প্রচলিত করেন। খীর পুরের দে সত্যল শাক্তিক শাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও তাঁহারই সঙ্কলিত নামে গিয়াছে। অবশ্যত হওয়া গিয়াছে যে তিনিই খীর সম্প্রদায় মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন।

* এক প্রকার প্রবাদ আছে যে কোন ব্যক্তি শিব মারাত্মক মাপে আক্রমণ করিলে তিনি তাহাকে হেত পৃথক "আইরে বেলাচর" বলিয়া মতের কড়কভেদে এবং যে ব্যক্তি তাঁহার মত-অনুলম্বন করিলে তাহার নামের অন্তে "হাই" শব্দ যোগ করিয়া দি- যেন।

† দ্বিতীয় ভোগের
‡ খামার উপরে দুইটি বাধিয়া তাহাতে দুগু, দুনা, খেওনি, ভট্টায়াসি, কপূর প্রভৃতি গন্ধ সুব্য- যুক্ত করিয়া রাখিয়া, পুরকের উপরে সেই দুইটি ঘা- তন করিয়া রাখিলে তাহার গন্ধ।

এ সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়িক গ্রন্থে সন্ত- যোগের কথা গিয়াছে, এক্ষণে তাহা হইতে কতিপয় বচন সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া প্র- কাশ করা যাইতেছে।

- ১—কর্তা সব গুণ কারক গুণ কারক ওকতিঃ সৃষ্টি সোয়ারণ চার ফল চান চলন ব্যবহার ॥
- ২—তুঁ হ ছুৎপহরণ সকল সংসারা। শিব- নারায়ণ দাস তোয়ারা ॥
- ৩—তোহি ছোবি আওর গলো মায় কাহি। ভণ্ড নাথর বে লেতহু মিবাছি ॥
- ৪—সন্তপতি কাশু তুঁ পতি পিতা পরম গুর মমদশী। শাস্ত তুঁ হি আদি মধ্য অন্ত বাসিনে গুণধামি তুঁ হি ॥
- ৫—ভক্তা বিষ্ণু আদি সব মেবা। করত সত্য তি সব কেই মেবা ॥
- ৬—সতী প্র রাকো বসু পতি পেয়ারা। তারসে সন্তনকো সন্তপতি ইয়ারা ॥
- ৭—জ্যেও নৈহি সতী তুঁ পতি ভাবে। ত্যায়সে সন্তন পর মেব না মেবে ॥
- ৮—অপর মেব পূজা সব ভ্রম ছায়। সিধ্যা তুঁ গ ভোগে সব ভ্রম ছায় ॥
- ৯—অপর মেবতে শূভ কহে যোই। কাল কয়কে বস ছায় সোই ॥
- ১০—সন্ত নাম ধরাইকে গো পূজে মেও পায়ে। ইহে লোক তুঁ গ পাইকে পড়হি নয়ভেয়ার ॥
- ১১—সন্ত বোকে করত জিন জড় মুরত পরগাম। নিশ্চর ওহাকি বাস ছোৎজায় নয়কধাম ॥
- ১২—উতরজ ভণ্ডপার। হার চান কুচাস ॥
- ১৩—অব চানী মমদশী। তব কাহে নৈহি তশী ॥
- ১৪—মায়ছ কয় কাল চেলছ অংগো চাম ॥
- ১৫—ছাড় বাত কাটা। সত্য শক স্যাচা ॥
- ১৬—সকট পড়েতো মহান ছারে। সম্প্রতি পাইকে ধরম বিচারে ॥
- ১৭—যো কুৎখ পড়েতো সত্য ব্যবহার। সত্যহি জানো পুরুখ অপারা ॥
- ১৮—অব মোড় তোড়রক। তব ত্রক জ্ঞান কাহা ॥

যীহা করণপন্থা । রক্ত কলা মর্ষ চুৎ ফিরে
গলে ডারে কড়া ॥ কেহ কেহো সকা চুৎ
কেহ পূজা ধারা কেহ ভীরব বরত দেও
পাখর পূজে বেহু হরি পতি জন ॥ এক
সকল সচুৎ ফিরে চুলে পারে নাহি অস্ত ।
আপা আসনো জাত নাহি কহত কেহ
সস্তা ॥

২০—পরম্পরী দেখাক ১০০ চিপায়ে । সই
কুসই করই নহি বেয়ে ॥
বাত

২১—ভক্তি দেশ বসন্ত গাইয়ে ঘাছ রহিনি
নিবস না হোই । ঘাছ ধবতি প্রাকাশা
না পাতায়া ; ঘাছাটান সুরঙ্গ না তারা বিদ্যা
দীপক উজ্জিয়ারা, ফো; ঘাছা বিনু কলমল
কুলারা, মধবন পিয়া অরু আনা ভায়া শিব
নায়ায় মন মনা; ভাছ; সন্তন কিয়া পিয়া না ।

২২—কীৰ্ত্তন ছায় দিম হোরিয়ে । কন কানে
বিনারোয় ১১ মানুখ জয় হাজরি না পা-
ইও সেধেছ হুংর বিচারি রে । ছন জন হিন
জাত বিন যোগসো বেছ ধরে পরারি । চুয়া
চেত চান কর চন্দন আনন্দ আটারি । আ-
গনো নিহারত আউরি বিসারত চলক হীক
পরচারিয়ে । শিবনাচনা যোগসত খেলিস
৩০ কথকন্দ হোরি উরিয়ে ॥

বাচনা অর্থ

১—বিনি মরু গুণের সক্তি কর্তা; সমহার
বিধ যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিবাহে, সিং-
সারের সমস্ত বাগাতি ঘাছা কর্তক সম্পা-
দিত হইতেছে, এক বিনি পন্থ অর্থ, কাম,
বোদ্ধ উত্তরী কল প্রদান করিয়া থাকেন,
স্তানই নস্ত ।

২—কে পরমেশ্বর! তুমি সকল সৃষ্টি-
রের ছুংগ হর্যাব শিবনারায়ণ চোয়ার
দাস ।

৩—তোমাকে পবিত্রাণ করিব; আর কা-
হার নাম কীৰ্ত্তন করিব? তুমি সবদায় সা-
গর পার কর্তা ॥

৪—তুমি সন্তপতি, তুমি সন্তপেরই স্তায়,
তুমি সন্তপেরই পতি, পিতা ও পরম গুর ।
তুমি সন্তপী, সন্তপকর । তুমি আদ্য

৫—ব্রহ্মারিকু এততি সকল দেবতা
সত্যকরণ পরমেশ্বরের সেবা করে ।

৬—সতী স্ত্রী যেমন নিজ পতির সহিত
ধেম করে, সন্তপণ সেইরূপ সন্তপতিকে
প্রীতি করে ।

৭—সতী স্ত্রী যেমন পরপতিকে মনন
করে না, সন্তপণ সেইরূপ সন্তপের
সেবা করে না

৮—পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য দেহতার পূজা
করা কেবল জ্ঞাতির ব্যয় । কৃপা পরিভ্রম
ও ছুংগ ভোগ ।

৯—যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য দেহ-
তাকে শ্রদ্ধাকারি কহে, সে কাল কণের
বশে আইসে ।

১০—যে ব্যক্তি মন্ত নাম ধারণ করিয়া
দেবতা ও পায়ণ পূজা করে, সে ইহলোকে
ছুংগ প্রাপ্ত ও পরলোকে নরকপানী হয় ।

১১—যে ব্যক্তি সন্তপইহার জন্ময় এতি
মূর্ত্তিকে প্রণাম করে, তাহার নিশ্চয়েই মরকে
দাঁদ হয় ।

১২—যদি কন সন্তপ পার হইবে, তবে
কুচরিত্ত পরিভ্রাণ কর ।

১৩—সর্বত্র সমাশী কইলে আর হি-
সা-জনিত বাস্তব থাকে না ।

১৪—যে কল করিলে বিনাশ পাঠে
হয়, তাহা পরিভ্রাণ করিয়া পরমেশ্বরের
পটে প্রদান কর ।

১৫—কীচান কণা পরিভ্রাণ করিয়া সন্তা
সন্তপ পরক ।

১৬—যদি সন্তপে পড়িলেও সন্তপকে পরি-
ভ্রাণ করিলেও সন্তপ না । সন্তপিত সন্তপ হইলেও
সন্তপ পরিভ্রাণ কর ।

১৭—সন্তপ প্রাপ্ত হইলেও সন্তা বাহ্যার
করিবে । সন্তপ, সন্তপ পুস্তক পরমেশ্বব ।

১৮—যে ব্যক্তি বিবাহ বিসর্জন করে
হয়, পন্থে ছুংগ জায় কোয়ার

১৯—শিবনারায়ণ সন্তপ নিশ্চল বাস
লাভ করিয়া সন্তপ পূজা করিয়া সন্তপ
করিলে সন্তপ যেনে সন্তপ করিয়া
করিলে সন্তপ পূজা করিয়া সন্তপ

পবিত্র স্থান অনুসন্ধান করয়। কেহ বা পূজা, ক্রীড়ান, কেহ যা তীর্থ স্নান, কেহ বা ক্রতানুষ্ঠান করে, কেহ বা দেবতা ও প্রভুর পূজা করিয়া থাকে। ইহারা মনে করে এই সন্মান-য হারা। মঙ্গলতি লাভ করবে; কিছু অমঙ্গল হইয়া কিছুই অস্ত যায়না। আর কেহ কেহ পরমেশ্বরকে না জানিয়াও আপনাকে সন্ত বলিয়া পরিচয় দেয়।

২০—পল্পকী দৃষ্টি করিলে চকু মূর্তিত ক-রিবেক। কথ্যপি বৃন্দন করাবেক না।

গীতের অর্থ

২১—যে দেশে দিব্য নাই। রাতিও নাই; যে দেশে পৃথিবী নাই, আকাশ নাই, পাताल নাই; যে দেশে সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, তারও নাই; যে দেশে বিনা কীপে জ্যোতি হয়, বিনা জলে কবল প্রবাহ হয় ও মধু কর গণ অধমানে মত্ত থাকে; সেই দেশে র বসন্ত গীত গাণ কর। সেই দেশে শিব নাগায়ণ ধমন করিবার মানস করিয়াছেন। সেই দেশে সন্ত গণ প্ররান করিবেন।

২২—এ জীবন অল্প দিন সাএ থাকিবে, অতএব তুমি পরমেশ্বরকে কেন বিশ্বৃত থাক? মনোমধ্যে বিচার করিয়া দেখ, এমম জলন্ত মানব ক্রমা আয় হইবেক না? ক্ষণে ক্ষণে দেখ জীবন হইতেছে এবং এইকপে দিন গত হইতেছে। যে দেহ পরণ করিয়াছ, তারও আপনার নহে! চেতন রূপ রো, সমাচার রূপ চন্দন, ও আনন্দ রূপ আ-বির জইয়া হোলি বেলা কর। সমুদায় বিশ্বৃত হইয়া কেবল পরমেশ্বরে দৃষ্টি রা। বিদ্যা সিংহনাথ কীর্ত্তিকীরিতে গমন কর। শিবনারায়ণ কন্দ পাশ ছেদন পূর্বক এই কপে হোলি বেলা করেন এবং অন্যক্কেও একইর হোলি উপদেশ দিয়া থাকেন।

মুক্তজিহ্বের মধ্যে অনেকই রামশ্রুত, এবং অনেক শিল্পীও এই মন্তাবলি। এ-লিশুরে ও তাহার নিকট বিষ্ঠ কোন কোম দাঁড়ান নাইক। মন্তেদাশ শ্রদ্ধা। এ প্রদে-কেইকরন। সর্বস্বপুর সর্বস্বনা হিবদ্যা ও শিবকে সন্ত মন্তকার আনন্দ ব্যক্তি অবাধ-তি করিয়া

বাস্তবস্থাঃ

প্রথম খণ্ডঃ

চতুর্থবোধায়ঃ

যেহাটই জ্ঞান বস্তুকরণ, মাশেপ সৃষ্টিমুক্তি ক্রিয়া বৃন্দন, কুমারের বিহিত্যাসিতব্যঃ।

যিনি মহানুভবী সুখরূপ, কুমারদে-বে সুখ নাই! মহান পদার্থটী সুখরূপ, অতএব তাহারকর্ত্ত জামিতে ইচ্ছ করিবেক।

সমস্তকঃ সতিন প্রতিষ্ঠিতইকি যে মন্ত্রিণ সএ বাসনাঃ সতপ রিতাঃ সপুত্রাঃ সপুত্রস্তাঃ সসঙ্গিতাঃ সউত্তরতঃ। ঐশ্বর্য্যকোত্তর মনসাঃ সএতরঃ। সউত্তরঃ।

শিষ্য জিজ্ঞাস্য করিলেন, যে ভগবানু তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? আচার্য্য উত্তর করিলেন, তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি অথোতে, তিনি উচ্চ তে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে তিনি উত্তরে। তিনি স্তম্ভ ভবিষ্য-ত্তের নিয়ন্তা; তিনি অক্ষয় আছেন পরেও থাকিবেন।

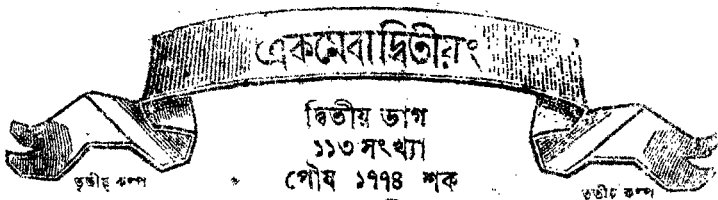
সজ্ঞেঃ বর্ণোবস্তু শক্তিরোগাৎ বর্ণনেনেবাধিক-তাপৌহমোহিত। বিদগতি চাহে বিশ্বমানে মদেদঃ ব-নোহুত্যা যজনা কংযুবকঃ।

যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্র-জাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু একার শক্তিয়োগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করি-তেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড অক্ষয়জন্মেরো ম-হাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপা-নাম পরমেশ্বর। তিনি আমাদেরকিকে স্তম্ভ বৃত্তি প্রসার করুন।

স্বকৃত্তিক বিকরণোনিজর জীভকারে পৌ মনসি-নাঃ। প্রজানেকরঙ্গসমিত্রিনোঃ জগদ্রানোরোহণনতি-বক্তেত্তঃ।

তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, সকল আ-চার কারণ এবং প্রজাবান, কামের-কর্ত্তা, গুণবান ও সর্বকর্ত্তা। তিনি জড় কি জীব ভাবতের প্রকৃতিসিক্ত, স্বকৃ গুণের মনোহর, এবং সজ্ঞায়ের স্থিতি বহু ও নোকের হেতু।

স্বকৃজন্যকৃত্তিকিঃ পরোঃ মায়াজন প্রকতাঃ পরি-বর্ত্তেদেহাঃ। স্বকৃদেহঃ পাপমুদং মপেদং সজ্ঞায়-বহুভব্যঃ বিদগতাঃ। পরিহিত্যেভ্যৈঃ সোম জা-নসিবিবঃ। শান্তিত্যায়মেতিঃ।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

অপরাধবোধনাম্বোধন নামে বোধন নামে শিক্ষা কাম্পোকাভাসন নিরুক্ত্য তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা।
 অথ পরাংমত উৎকরণমভিমানতে ॥

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রিন্টার্স: পত্রিকা প্রকাশনালয়।

ধর্মনীতি

১১৩ সংখ্যক পত্রিকার ১২ পৃষ্ঠার পর
 বাল্যবিবাহের নামে বাল্যবিবাহও
 এক বিধমত। শরীর ও মনের পূর্বা-
 বৃত্তি গাথ না হইতে হইতে সন্তান উৎপা-
 দন করিলে, সে সন্তান যেমন বঙ্গদেশ ও
 বীর্ঘবান হর না, সেইরূপ বুদ্ধ অঙ্গের স-
 ত্তানও সবল ও সতেজ প্রকৃতি প্রাপ্ত হই-
 ন। অতি পুরাতন জীর্ণ বীজ বপন করি-
 লে, তাহা মূলেই অঙ্কুরিত হইয়া, যদি অ-
 ঙ্কুরিত হয়, তবে তাহা হইতে ফলোপ-
 শস্যোৎপাদক সন্তান উৎপন্ন হইয়া।
 সেইরূপ, প্রাচীনাবস্থায় উদ্বাহ বহনে বজ্র
 হইলে নিঃসন্তান হইতে হয়, যদি কা-
 স্তান জন্মে, বেও ক্ষীণজীবী কাল দেহ
 প্রাপ্ত হইয়া কোনক্রমে কর্তৃত্বভেদে জিন বাপন
 করে, অথবা অল্প কালে কালক্রমে পতিত
 হইয়া অপরাধি পিতা মাতাকে শোকাকুল
 করিয়া যায়। সচরাচর এক্ষণ ঘটনাও ঘ-
 টিয়া থাকে, যে স্ত্রীরাও জনক জননী দ-
 স্তানের বিধা শিক্ষা, কর্মসংকতা ও চী-
 বিকা নিষ্কারণ না হইতে হইতেই সন্তান-মুখে
 প্রবেশ করিয়া তাহাকে অক্ষয় করিয়া যান।
 অতএব, যে সময়ে শরীর সবল ও মনের
 বৃত্তি সর্বদায় তত্ত্ববোধিনী থাকে, তত্ত্ববোধিনী
 সময়ে বিবাহ করা কর্তব্য নহে। স্ত্রী পু-

ত্রয় উভয়েব যথোচিত জন-প্রাচীন হইলেও
 এই সময়ে সস্ত্রী ঘটনার সম্ভাবনা থাকে।
 যে সময়ে যোগে স্ত্রী জাতির পুনঃসংক্রা-
 রেয় প্রথা প্রচলিত আছে, তখন সচরাচর
 ও একার মতে, সে যে যুবতী স্ত্রী বজ্র প-
 তির সহস্রীসে অবস্থিতি করিয়া বন্ধন হইয়া
 থাকে, সেই স্ত্রীই পরে অন্য অঙ্গ-বয়স্ক
 ব্যক্তির পানি গ্রহণ করিয়া সন্তান উৎপাদন
 করে।

তত্ত্ব ও ভাষ্য উভয়ের মধ্যে এক জন
 জরায়বৎ অন্য জন যৌনবাহন হইলে,
 যে জরায়বৎ পরস্পর সম্পর্কিত হইলে,
 তাহা সন্তান থাকে না, এবিষয় পুস্তকে উ-
 ল্লিখিত হইয়াছে। তরুণ-বয়স্ক পতির প্রা-
 চীন ভাষ্যতে, অথবা তরুণী জাতি হইলে
 পতিতে পরিভ্রমণ না হইয়া অসন্তান প্রযো-
 গ্য ব্যাচীর দোষ অবলম্বন করে, এবং
 তদ্বারা হেচ ও উদ্বাহ প্রচলিত হইয়া
 উভয়েক জালাতন করিতে থাকে।

কন্যা পাতের বয়স্কদের বিধব বিবেচনা
 করা যে কর্তব্য, নানা দেশীয় প্রাচীন পু-
 ত্রেরা এ নিয়ম সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ রূপে
 অবগত ছিলেন, এবং তাহাদের বিবাহও
 দিয়াছিলেন। লাইকনস নামক গ্রীষ্ম দেশীয়
 ব্যবস্থাপক এইরূপ নিয়ম করেন, যে
 পুরুষের ৩৭ বৎসর বয়স্কদের, এবং স্ত্রী

সেতের ১৭ বৎসর বয়স্কদের পক্ষে বিবাহ করা বিধেয় নাহে। গ্রিটস্টেল নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই বিবান করেন, যে স্ত্রীলোকের আকাঙ্ক্ষা এবং সন্তানের না হইলে বিবাহ করণ উচিত নাহে। এটি এই ভেদে কথায় বাস্তব দেয়, যে পুরুষের বয়স ৩০ অবধি এবং বৎসর সম্যক্ভাবে গড়িত হইলে পক্ষে ২০ অবধি ৩০ বৎসর পর্যন্ত সন্তানোৎপাদনের নিষ্কণ্টক কাল। গ্রিটস্টেল নামক রোমীয় সমাজের ৫০০ কালে রোমীয় জাতির মধ্যে সন্তানের ৬০ বৎসর ও স্ত্রীর ৫০ বৎসর না থাকায় অধিক বয়স হইলে বিবাহ করিলে পারিত্যাক। ভারতবর্ষ-ওচ্চাচিত মনীষকিতার নবো পরন্যায় প্রথমে ভাগ বিদ্যা শিক্ষায় যোগ দি করিতেন, কিন্তু ভারতবর্ষে পরিগ্রহ পূর্বেক বিবাহব্যাপারই পলিনক বিবাহ করে। ভারতবর্ষে হইতে দুই জন পরিত্যাক পুরুষ নির্ভিন্ন বন্যাস অবস্থায় কখনও বহু। অধুনাতন পণ্ডিতগণের মধ্যে হইতে হিটস্টেল বলেন, স্ত্রীলোকের বয়স আকাঙ্ক্ষা বৎসর এবং পুরুষের বয়স ২০ অবধি পর্যন্ত পুরুষের বয়স ২০ অবধি পর্যন্ত পুরুষের বয়স ২০ অবধি পর্যন্ত। ভারতবর্ষে অধিক বয়স হইলে বিবাহ করা উচিত। ভারতবর্ষে অধিক বয়স হইলে বিবাহ করা উচিত। ভারতবর্ষে অধিক বয়স হইলে বিবাহ করা উচিত।

দের দেশের নাম উক্ত দেশীয় অরবাসিগের ১০। ১১ বৎসর বয়সেই সন্তানোৎপাদিকা শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। রুশ, নারগো, আইসলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশীয় অনেকানেক স্ত্রীলোকের ১৮, ১৯ এবং ২০ বৎসর বয়সেই না হইলে সন্তানোৎপাদিকা শক্তি উৎপন্ন হয় না। সন্তানের পুরুষের বয়সক্রম ৬০। ২০ বৎসরের অধিক হইলে আর তাহার সন্তানোৎপাদিকা শক্তি থাকে না, কিন্তু স্ত্রীর বয়স ৩০ বৎসর বয়সক্রমে বিবাহ এবং ২০ বৎসর বয়সক্রমে স্ত্রী সন্তানধারণ করিয়াছিলেন। সন্তানের নামেই তাহার সন্তান ৩০ বৎসর বয়সের পরে পরিগ্রহ করিয়া ১০০ বৎসরের পরে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। এয়া পুরুষের বয়সক্রমে স্ত্রী স্ত্রীলোকের স্ত্রীধর্মে রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু মিনি থিথিলারো, সর্ভিলিয়া নামে এক স্ত্রী ৬২ বৎসর বয়সে সন্তান জন্মিয়াছিলেন। বেলেঙ্কস নামে এক জন টিফিন্ডসক ৩০ বৎসর বয়সে এক স্ত্রীর প্রসব করেন। সন্তান চিকিৎসা করিয়াছিল। এস্তার জেনার দুই স্ত্রীর বৃদ্ধাংশ লেখেন, একজন ৬০ আর এক জন ৭০ বৎসর বয়সের সময়ে সন্তান প্রসব করিয়াছিল। অতএব সকল দেশীয় সকল ব্যক্তির শারীরিক প্রকৃতি একরূপ নাহে। স্ত্রীর সকল দেশীয় সকল ব্যক্তির পক্ষে চিকিৎসা একরূপ ব্যবস্থা নির্ধারণ করা সঙ্গত হয় না। কিন্তু সকলেরই এই বিশেষ শত মায়ক অধঃ নিয়ম প্রতিপালন করা কর্তব্য, যে শারীরিক প্রকৃতির পূর্ণ বস্তু হইলে, এবং জরায়ু স্বাভাবিক জরায়ু ব্যতীত কাল-নিকটবর্তী হইলে, উর্দাহ-হুত্রে সংযুক্ত করণা কোন ক্রমেই করণ কর নহে।

বয়সক্রম ও সকল ব্যক্তির পক্ষেই সন্তান এক এক সময় নিষ্কণ্টক থাকে, তাহা আবার উৎপন্ন নাহে। সকল দেশীয় সকল ব্যক্তির সন্তানের পূর্ণ বয়স এক সময়ে বয়সক্রম ৩০ বৎসর পর্যন্ত হইলেই সন্তানের সন্তান হইতে পারে। ভারতবর্ষে অধিক বয়স হইলে বিবাহ করা উচিত। ভারতবর্ষে অধিক বয়স হইলে বিবাহ করা উচিত। ভারতবর্ষে অধিক বয়স হইলে বিবাহ করা উচিত।

পিতৃকুল, মাতৃকুল অথবা তত্ত্ব কুলের কোন শাখা প্রসাধী হইতে কন্যা ও পাত গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। এই নিয়ম সর্বত্রব্যাপী। এই প্রকার কুলসম্বন্ধ প্রকৃতির পরম্পর সহযোগে

* যেসকল দেশেই বিবাহ করিয়াছেন, তাহা সন্তানোৎপাদনের উচিত কাল হইতে। স্ত্রীলোকের বয়সক্রম ৩০ বৎসর পর্যন্ত হইলেই সন্তানের সন্তান হইতে পারে। ভারতবর্ষে অধিক বয়স হইলে বিবাহ করা উচিত। ভারতবর্ষে অধিক বয়স হইলে বিবাহ করা উচিত। ভারতবর্ষে অধিক বয়স হইলে বিবাহ করা উচিত।
 ১১ চতুর্থমায়ামোক্ষমুখিকাচার। পর্বো বিজ্ঞান বিন্দীমায়ামোক্ষমুখিকাচার। স্ত্রীলোকের বয়সক্রম ৩০ বৎসর পর্যন্ত হইলেই সন্তানের সন্তান হইতে পারে। ভারতবর্ষে অধিক বয়স হইলে বিবাহ করা উচিত। ভারতবর্ষে অধিক বয়স হইলে বিবাহ করা উচিত। ভারতবর্ষে অধিক বয়স হইলে বিবাহ করা উচিত।
 ১২ চতুর্থমায়ামোক্ষমুখিকাচার। পর্বো বিজ্ঞান বিন্দীমায়ামোক্ষমুখিকাচার। স্ত্রীলোকের বয়সক্রম ৩০ বৎসর পর্যন্ত হইলেই সন্তানের সন্তান হইতে পারে। ভারতবর্ষে অধিক বয়স হইলে বিবাহ করা উচিত। ভারতবর্ষে অধিক বয়স হইলে বিবাহ করা উচিত। ভারতবর্ষে অধিক বয়স হইলে বিবাহ করা উচিত।

* The Philosophy of Marriage by Michael Ryan Chap II

শরীর উৎপন্ন হইলে থাকিলে, যে, বংশে বংশে তাহারদের হীনতা প্রাপ্তি হইতে থাকে। এক্ষণে প্রায় সকলেই তাহা স্বীকার করেন। এক ভূমিতে উপযুপরি এক প্রকার শস্য বসান করিলে, উৎপন্ন শস্য ক্রমে ক্রমে অপকৃষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্যের বিষয়েও এ নিয়মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই। পরস্পর কুলসম্বন্ধ ব্যক্তির বিবাহ-সূত্রে সংযুক্ত হইয়া যে সকল কুল উৎপাদন করেন, তাহার বংশের অধিক ও নিম্নাংশ হইতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহারদের বংশ কোপ হইবার উপক্রম হয়। "স্পেন রাজ্যের রাজ-কুলেণী আনফান্দেকো ব্যক্তি জাগিনেরী ও রাজকুলকে বিবাহ করিয়া অতি হীন হইয়াছেন এবং এই কুলের দোষে অক্রম্য ও কোমল শিশু বন্যতা লোকদিগের বংশে অনেক জন্মে ও উৎপত্তি হইয়াছে।" তাঁহারা আপনাদের পরম গুরু পোপের নিবর্ত্তি এ বিষয়ের অনুমতি প্রদান করিয়া আপনাদেরিগকে নিবর্ত্তি বোধ করেন, কিন্তু সে কষ্ট পরম মায়বান পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে অবৈধ, মনুষ্যের মনকপি পাত ব্যবস্থা তাহার বৈধ, সম্পাদন করিতে পারেন না। তাহার অনুষ্ঠান করিলে অধিকার সম্বন্ধিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়।

কেহ কেহ বলেন, ষাটলগুদেশে পরস্পর কুলসম্বন্ধ ভ্রষ্ট হইলেও সঙ্ঘর্ষে মুগ্ধ ও বলিষ্ঠ সন্তানও উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যায়, যে যে স্থলে পিতা মাতা উৎপন্ন হইয়া উৎকৃষ্ট বলিষ্ঠ শরীর থাকে, সেই স্থলেই এই প্রকার ঘটনা ঘটে। যদি পুত্র পৌত্রাদৌ হিজাদি জনে বংশে বংশে এইরূপ অসত্যচার হইতে থাকে, তবে এ প্রকার বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের বংশও ক্রমে ক্রমে হীন হইয়া যার তাহার সন্দেহ নাই।

জুমওলহু নামা জাতীয় পণ্ডিতেরা এ নিয়ম কিছু কিছু অবগত হইয়া তদনুযায়ি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ক্রোমীয় লোকের মধ্যে ভগিনী স্বাভাতির বংশে বিবাহ করিবার নিষেধ ছিল। এখন স. নং ৫-

ও ভগিনীর পাণ্ডিত্য করা বিধি নহে। কালডির দেশেও এইরূপ প্রচলিত হইলে বোধ হয়, কিন্তু এ বিষয়ে ভগ্নহন্য শাস্ত্রকারেরা ও বাবস্থাদায়করা যে কোন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সন্ধ্যাৎক উৎকৃষ্ট। তাহারা এইরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, যে উদাহ বিষয়ে পিতৃ পিতামহাদি উদ্ধৃতন সন্ত পুরুষের প্রত্যেকের পরস্পরগত সন্ত সন্ততি পর্যন্ত, মাতামহ প্রমাতামহ প্রভৃতি উদ্ধৃতন পুরুষের প্রত্যেকের পরস্পরগত পুরুষসন্ততি পর্যন্ত, পিতৃকুল প্রভৃতির পরস্পরগত সন্ত সন্ততি ও সন্তব্যকুল প্রভৃতির পরস্পরগত পুরুষ সন্ততি পর্যন্ত পরিভাঙ্গ করিবেন।

*আমরা যখন এখানে উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা নিয়ম প্রদান করি, তখনও কেবল এই নিয়মটি যথার্থ সাময়িক ও মঙ্গলদায়ক। এক্ষণে এতদেশীয় প্রচলিত বংশ লোকের অশ্রদ্ধা ভক্তি, কিছু শাস্ত্র-নিষ্ঠ রীতি মনুস্মার পরিভাঙ্গ হইবার উপক্রম হইতেছে। সন্ত-এব-ব্যবস্থার সুরাতির পরিবর্তে সন্ততি সঙ্ঘর্ষগত না হয়, সে বিষয়ে সবলে বৈধ উপায় দুষ্টি রাখা উচিত। আন্যদেশেও অনেকের কোন কুলসম্বন্ধ জগিয়াছে, যে আমরা সদস্য বিবেচনা না করিয়া অন্য জাতি বা বৈধার অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হই। পুস্তক-উদাহ বিষয়ের ব্যবস্থা প্রশংসনীয় ও সঙ্ঘর্ষদায়ক, অতএব তাহা বলিষ্ঠ রাখিতে যত্নবান হওয়া উচিত। পরন্তু তাহার প্রকৃত মূল অর্থবোধ ও ফল-ফল পরিজ্ঞান পূর্বক আরও পরিবেশন করা কর্তব্য। পরম মঙ্গলময় পরশেণ, আন্যদেশের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিতে যে নিয়ম সুত্রিত করিয়া দিয়াছেন, উক্ত তাহার অনুবাদ স্বরূপ। তিনি এই আন্যদেশীয় প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, যে পরস্পর-কুল-সম্বন্ধ ব্যক্তিদিগের উদাহ-সূত্রে সংযুক্ত হওয়া উচিত নহে। অর্থাৎ যে

* পিতামহের জাগিনের, পিতামহের জাগিনের, পিতামহের জাগিনের এই কুলসম্বন্ধে পিতৃ-সন্ততি বংশে।
 ৫- মনুস্মার ৫-ম অধিকার, মাতামহ পিতৃসম্বন্ধে পিতৃ-সন্ততি বংশে।

সমস্ত কণ্ঠকে "মহাশয়" বলে; কারণ তাহা
মানব স্বভাবের সীমিত। জৈন শাস্ত্রকারি-
রা তীর্থঙ্করদিগের এইরূপ হুত্রিশ অতিশয়
যেবা বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।

এই সমস্ত তীর্থঙ্করের চরিত্রাদি বিবরণে
পাশ্চাত্য সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। তাহার
মাজেই পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন,
নান্য প্রকার জন্ম গ্রহণ করিয়া অশেষ
বিব সাহসত কথা মানব করিয়াছেন এবং
ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত উপকোচাদি কটনাক্ষা সা-
ধন দ্বারা পৌত্তলিকত প্রকাশ করিয়াছেন।
কিন্তু ইতিহাসের সারি সরব সৈধ্য, বর্ণ, ও পর-
মাষু বিবেচনা বিস্তৃত আছে। জুই
জন্ম ব্রহ্মচর্য; জুই জন্ম শেঠবর্ণ; জুই জন্ম
নিগমণ; জুই জন্ম কল্যবর্ণ, কেহ কেহ পীতিবর্ণ,
বেশ কেহ বিষ্ণু বর্ন। অবশিষ্ট জুই বিষয়
অর্থাৎ দেহের স্বাভাব্যতা ও পরমাষু সংখ্যা স্ব-
ভেদ নামক প্রধান তিন হইতে তাহার নামক-
রণে তিন পর্যন্ত নামে জৈনে নাম হইয়া গ-
নিত হইছে। অশ্রুত ৩০০০ পুনর্দীর্ঘ এবং ৮০০০০০
বৎসর জীবিত ছিলেন। তাহাও অন্যান্য
জৈনের শরীরের পরিমাণ ও আয়ুর সংখ্যা
ক্রমে ক্রমে হাস হইয়া, সমগ্র জৈনগণ
সামান্য মনুষ্যের ন্যায় থাকি দেখা হইতে
হইয়াছিলেন এবং চল্লিশ বৎসরের অনধিক
কাল জন্মগুণে আবিভূক্ত হইলেন। কণি-
কাতা নগরস্থ জৈনরায়ে তীর্থনাথ দেবের
পূজা ও সমগ্ৰ বিশেষ উৎসাহনি করিয়া
পাকে, তাহা অপর সাধারণ সকলেরই বিচিত্র
আছে। পাশ্চাত্য নৃত্যমান যুগের মধ্যে
বিশ্ব তীর্থঙ্কর। তাহার জীবন-চরিত বে-
কুপ লিখিত আছে, তাহা সংক্ষেপ করিয়া
পাশ্চাত্য প্রকাশ করা যাইতেছে। তাহা পাঠ
করিয়া দেখিলে জৈনদিগের পরিমার্য্য তী-
র্থঙ্করদিগের আকৃতি, চরিত্র ও ভাব ভক্তির
বিষয় অনেক জানা যাইতে পারে।

পাশ্চাত্য চরিত্র।

পৌত্তল্য নগরে অবস্থিত নামে এক
ভূপতি বাস করিতেন। কমিত ও মরভূতি
নামে তাহার দুই পুত্রোক্ত ছিলেন। তাঁহ
রা জুই সবেদার কবিত্র কোষ্ঠ এবং মরভূ-
তি কবিত্র। কমিত্র ভ্রাতৃত্বাৎ বসুজার

অন্যনামে কপ নামে মনসে হিন্দু হওয়াতে,
মরভূতি কুপতি ও কোপাতি নামকরণে
নৃপতি নামেপে আবেদন করিলেন। নৃপতি
আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া কামরূপে
নগরের বহির্ভূত করিয়া দিলেন। তাহা
কবিত্র কোষ্ঠের বিী মাখন মূর্তি করিয়া
নগরের বহির্ভূতে এক প্রকার মূর্তি রূপে
বসুজমান থাকিল। তাহা উপমায়া নির্যত
আগেই এই বিবেচনা করিয়া, মরভূতি এক
দিবস তাঁহার সাংস্কার কার্যার্থে গমন
করিলেন, এবং সেদিন তাঁহার চরণ চুম্বন ক-
রুণামে মিকটনত্ব হইবেন এই অবশ্যের
কামিত্র মরভূতি মন্ত্র জ্ঞানপন করিয়া তাঁ-
হার কাম সহকার্য করিলেন।

এইরূপে কমিত্র আবে কাম মরভূতির উপর
অভ্যুতান চরিত্রে থাকিল। মরভূতি পুন
বে স্থানে গিয়া জন্ম গ্রহণ করিল, কমিত্র
পঞ্চদশ যোগে এই পুত্রকে সেই স্থানে তা-
হাকে নষ্ট করে।

এইরূপে বহু জন্ম অতীত হইলে পদ
কমিত্র ভ্রাতৃত্বভঙ্গক নামধারণ করিলেন।
এ অবস্থায় তিনি মরভূতমাতা কামি কোষ্ঠে
আতের উপরে নামে মূর্তি বিবেচনা করিলে
মরভূতি উপমায়া আরম্ভ করিলেন। মরভূ-
তির উপরে স্বর্ণ পরিভাষা করিয়া মর-
ভূতি মরভূতেশ্বর নামে নামকৃত
পতিব উপরে বাসায়নির গড়ে কাম গ্রহণ
করেন। এক দিবস রীতমহিষী নিদ্রাবস্থায়
থাকিয়া এক মরভূত স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে
নিদ্রা ত্যাগ হইয়া দেখিলেন, একটা সর্প তাঁ-
হার পাশদেশে বেষ্ঠন করিয়া রক্তাচ্ছঃ।
যেই কালে তাহার গর সকল হুহুয়া ভগ্ন
মাস পূর্ণ হইলে, সর্প চিত্র-বিশিষ্ট এক পরম
সুন্দর নবকুমার ভূমিত হইল, সর্প তা-
হার পাশদেশে পরিবেষ্ঠন করিয়াছিল।
এই নিশিত সেই কুমারের নাম পাশ্চাত্য হ-
ইল। দেবীগণ ও মরগণ পাশ্চাত্যের জন্ম
কাম অবগত হইয়া তাহা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ
করিতে লাগিলেন, এবং সকলেই তাহাকে
কাম কোষেভার বলিয়া অভিধা কর করিলেন।
গমন পাশ্চাত্য আশ্চর্য্যাক্ত, অতন এক
দিবস বাসায়নি তাহাকে মরভূতির

হইয়া পূর্বোক্ত কথিত্যুক্ত বৃন্দায় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। যখন তাহা দেখিলে কহিয়াছিলেন, এ কিম্বা? কেমন তল মালি, কখনো না ভাবনা করা যাইবে না পারিলে তাহার সঙ্গে যোগসাক্ষাৎ করা যাইবে না। তখন উপনীত হইয়া দেখিলেন, ছুটি সর্বপুত্রাণে অধিষ্ঠিত হইয়া এগুনতরঙ্গ করিতেছে। হৃৎস্বয়ংল ভগবান অসুত হইয়া শক্তি প্রভাবে তাহারদিগকে রূপে পরিণত করে ক্রমিকভাবে স্তম্ভাকার করিয়া রাখিলেন। দয়া বিক্রমমত ধর্ম প্রকাশ হইয়া, বৈদ্য পঞ্চম ও বাসুকা কনায় বসতি বিলাসিতা দর্শন ও অধরাধর্ম উভয় বিশেষ। পাশ্চাত্য ক্রমিকভাবে দর্শন করিয়া দেখিলেন, "তোমার পুত্রাধির কাছ মধ্যে ছুটি রূপ প্রকাশ আছে, বাহির করিয়া দাও।" উপনীত হইয়া বাক্যে বিশাস না গিয়া কোষভরে কহিলেন, "এসকল বিষয় অবগত হওয়ার উপায়ের কথা নাহি।" পরে ক্রমিকভাবে তাহার কাছ প্রবেশ করে একই রূপে বসতি করিয়া ফেলিলেন, এবং তাহা হইতে ভগ্ন দর্শন করিয়া হইয়া তাহার সমীপে আসিলেন পূর্বকর্তৃক হইয়া তাহার ক্রমিক। যখন তাহা দেখিলেন তখন প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমিক ভাবে হইয়া দেখান হইতে প্রস্তাব করিল।

এই প্রস্তাবমতন করে জাহ্নবী-গর্ভে পাশ্চাত্যের আশ্রয়স্থল হইল, এবং তৎক্ষণাৎ জাহ্নবীর সমস্ত সঞ্চিত পাপ নষ্ট হইল। তিনি কৃষ্ণকাল্যান-নিবাসী স্বাস্থ্যমন্দির নামক উপত্যকায় পরম সুন্দরী কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই গাইলোভাস পরিত্যাগ পূর্বক তৎসম্বন্ধে পরিবার সঙ্কল্প করিলেন, এবং অসংসার সমুদায় পরিত্যাগ ও দীন ভূমিদিগকে সমস্ত সম্পত্তি বিতরণ পূর্বক বুন প্রস্থান করিয়া এক অশেষকৃষ্ণতলে উপবীত হইলেন, ও সঙ্কল্পের ফলে সমস্ত আশ্রয়স্থল করিয়া পূর্ণাঙ্গ হইয়া গিয়াছিলেন। যখন তাহা দেখিলেন তখন তাহা দেখিলেন, তিনি দিব্যকীর্তন উপন্যাসী থাকিয়া বহুসংখ্যক পুত্র হইয়া উপন্যাস করিতে লাগিলেন। তাহার

মত দর্শন করিয়াছিলেন: তাহাও তিনি জানিত পারেন না। তিনি টাং ক্রমিক এক এক জন-রচিত ছিলেন, তাহা ক্রমিক অনুমান করিয়াছিল, তিনি আর বাঁচিলেন না। দেহ-রাজ্য, মনুষ্য ও পশুপক্ষাদি ইত্যর সমস্ত সমুদায় উপরে শোককুল হইয়া তাহার হৃৎস্বয়ংল পাশ্চাত্য হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য! তাহার মতিধার শুধেই তাহার কাতিশয় হইয়া পূর্ব জাহ্নবীর সমস্ত দুঃখের অধরক রিত সমর্থ হইল।

ইত্যবসরে পাশ্চাত্যের পূর্ব বৈদ্য ক্রমিক উপন্যাস বলে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া মেঘকুমার নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি পাশ্চাত্যে তৎসম্বন্ধে দেখিয়া একাধিকার রক্ষণ রূপে ধারণ পূর্বক তাহাকে নানা প্রকারে বিক্রমিক প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাশ্চাত্য তাহাকেও ভীত হইলেন না দেখিয়া, মেঘকুমার তাহার উপর দুষ্টি ও বজ্র বিক্ষেপ করিলেন। পাশ্চাত্যের চিবুক পর্যন্ত সর্গীয় ক্রমিক হইল, এবং পরীক্ষা-ধর্ম রূপে তৎসমস্ত ক্রমিক হইয়া উঠিল। পূর্বে পাশ্চাত্য যে ছুটি সর্বপুত্র আশ্রয়স্থল করিয়া ছিলেন, তাহারা ধর্মধর্ম ও পশুপক্ষীয় নামে পাতালে বন্দি করিয়াছিল। তাহারা ক্রমিকভাবে মেঘকুমারের বৈরাগ্যের জানিতে গিয়া পৃথিবীতে উপনীত হইয়া পাশ্চাত্যের মনুষ্য আক্রান্ত করিয়াছিল। বিশেষ-যজ্ঞ, তদীয় পাপপঙ্খালিবিধি পশুপক্ষীয় তাহার পর ধর্ম উন্মোচিত করিয়া পরতে, দুষ্টিজন তাহার মধ্যস্থতের উদ্বে আর উদ্ভিত হইতে পারিল না। তখন মেঘকুমার অসংসার পরিত্যাগ মানিয়া পতিত-পাবন পাশ্চাত্যের দর্শনে পতিত হইয়া উন্মোচিত হইল, ক্রমিক করিতে লাগিলেন। তৎপরঃ প্রথম দিন পশ্চিম পূর্বোক্ত বর্গধর্ম সর্বসেব নামক নগরীতে অবস্থিত করিয়া পাশ্চাত্যের মনুষ্য আক্রান্ত করিয়া থাকিল। এই কারণে সে স্থানকে অশ্রিত্য বস্তু।

পাশ্চাত্য এই প্রকার বিস্তৃত দেশ ও ক্রমিক আকার পূর্বক আশ্রয় ও তৎসম্বন্ধে দ্বারা পরম পক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বহু বহু-র মনুষ্য পক্ষকে অবস্থিত পূর্বক

আট জন নিম্নোক্ত বিষয়াদি সম্বন্ধে সম্মত
করিলেন ১. কংগ্রেস প্রসঙ্গে ১৬০০০ পুরুষ
ও স্ত্রী উদ্বাসিত করিয়া তপস্যা। অবলম্বন করি-
য়াছিল। এবং তাহার প্রসঙ্গে ১৬০০০০
পুরুষ ও ৩৩৭০০০ স্ত্রী আবিস্কৃত হইয়াছিল,
এবং কত মহতঃ মহতঃ ধাতিক বৈদিক ও
আত্মিকিক নাম প্রকার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া
রুতর্থে হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য ৩০ বৎসর আগের পরিভ্রমের
মহিমা একরাস করেন, ৮ জনের নাম জ্ঞান-
শূন্য হইয়া তপস্যার রত হইলেন, এবং ৩৩
বৎসর ৯ মাস ৩ দিন 'কেবল জ্ঞান' হি বিশিষ্ট
থাকিয়া তখনও এক মাস নিরাসার ছিলেন।
অন্যেব শব্দ বর্ষ বয়সে প্রাপ্ত হইয়া অষ্ট-
দশকে সমস্ত শিখর পর্যন্তে চিরঞ্জী তপ্ত তপে
মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

পুরাণ

পুরাণ ভবনেষু সকল বংশোক্ত প্রাজ্জি-
ত যুক্তি, তন্ময় বেদ ও মহাবিদ্যা স্মৃতি
স্বরূপে প্রাপ্ত। কিন্তু একদে, একদেশে
পুরাণ ভাবিত ব্রাহ্মণেরা প্রথম হইয়া উঠি-
য়াছে। যাকে প্রায় এই চুই শাস্ত্রানুসারেই
নিজের জীবনিক ক্রিয়া কলাপ ও আচার ব্য-
বহার সম্পাদন করিয়া থাকে। অতঃপ, তাহার
মূল ও ভ্রান্তিাদি বিবেচনা করিয়া দেখা
গিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। তখনও
একদে কেবল পুরাণের রুত্বত অস্বত্ব করা
বাহিরেই।

এ বিষয়ের সন্নিবেশ বিবরণ করিতে হই-
বে। পুরাণ কি? একদে যে সকল গ্রন্থ
পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহাই প্রথম-
কার পুরাণ কি না? দ্বিতীয় প্রথমকার পুরাণ না
হয়, তবে তাহার স্মৃতি প্রকার পুরাণের
নির্দেশ বিভিন্ন হইবে কি? তৃতীয় বর্ষার্থ
সমস্ত পুরাণ রচনা করিয়াছেন, অথবা অন্য
কোন একজন তাহা রচনা ও সংকলিত হই-
য়াছে? এই সকল প্রশ্নের বিশিষ্টরূপ বিচার
করিয়া দেখা উচিত। এ সকল বিষয়ের সি-
দ্ধান্ত প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইবে।

ও অনেক সময়ের সেনা কিন্তু ইহা
সৌভাগ্যের বিষয়, যে সৎ কৃষ্ণাণ্ড-বিশারদ
সুবিধা হইলেন ও বর্ণনা মাধেব একি-
ধরনের পণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছেন।
তাঁহার পুরাণের ভাষা যথার্থ প্রকরণ বিচারে
যে প্রকার পরিভ্রম ও ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া-
ছেন, তাহাতে উভয়দিকের সত সত ব্যা-
সংবাদ করা কঠিন।

পুরাণ নামের অর্থ পুরাণে তখনকার
পুস্তক সম্বন্ধে বিবরণ করা পুরাণের উ-
দ্দেশ্য হইতে পারে। এখনে বহু সংস্কৃত
শব্দ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বেদ সংক্রান্ত
প্রাচীন, তাহার সন্দেহ নাই। যদিও বেদে-
র উপনিষদ-ভাগ অন্যান্য ভাগের অপেক্ষা
নব্য, কিন্তু তাহা তখনকার পণ্ডিতদের হাতে
তৎসমুদায়ও পুরাণের অপেক্ষায় প্রাচীন।
বাস্তবিকপ, একদে যে সকল পুরাণ ও উপ-
পুরাণ প্রচলিত আছে, তাহার রচনা-প্রণালী
ও অন্যান্য অনেক বিষয় বিবেচনার নিশ্চিত
প্রমাণ হইয়াছে, যে তাহা প্রামাণিক উপ-
নিষদ সমস্যার পরে সংকলিত হইয়াছে।
তাঁহার কোন কোন উপনিষদের মধ্যে পু-
রাণের এইরূপ উল্লেখ আছে; যথা

সংসারঃ স্মরণ্যঃ, তপস্বীভ্যোহপি ব্রহ্মবেদং না-
ম ব্রহ্মত্বং ব্রহ্ম, তপস্বীভ্যোহপি পুরাণং ব্রহ্মত্বং।
তাৎপৰ্য্যোপনিষৎ নাম প্রসিদ্ধং।

তিনি কহিলেন, ভগবন! আমি ব্রহ্ম-
বেদ, বসুর্বেদ, সামবেদ, আথর্ষগ মাহাত্ম্য
বেদ এবং পঞ্চম বেদ স্বরূপ ইতিহাস পুরাণ
জ্ঞাত আছি।

শুনি মহাত্মা তপা নিবসিতঃ সোমঃ সোমঃ
বেদঃ সামবেদোহপি ব্রহ্মনিবসিতঃ পুরাণ-
ং ব্রহ্মত্বং ব্রহ্মত্বং।

এই পুরাণ হইতে যখন, যখন
সাম বেদ, অথর্ষ বেদ, ইতিহাস ও পুরাণ উ-
ৎপন্ন হইয়াছে।

পুরাণের অনুসংহিতার রচনা-প্রণালী
ও তাৎপৰ্য্যাদি স্মরণ, ব্যবহার, ধর্মের
বিষয় পর্যায়সোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট
প্রমাণ হইবে যে তাহা একদকার পুরাণ সমস্য-
য়ের স্মরণ্যের অনেক প্রাচীন। এ সকল
কোন প্রামাণিক আছে, যে রামায়ণ ও মনুসং-
হিতা প্রামাণিক।

যথের স্থানে স্থানে সমস্ত পুরাণবিধি, বলি-
যা লিখিত আছে, এবং মনুসংহিতায়ও
পুরাণ ইতিহাসের উল্লেখ আছে। ইত্যদ্যৎ
প্রচলিত পুরাণ সমসাময়ে পরিচাল্য প্রাচীন
দে উপনিষৎ, রামায়ণ, হুঁদের ইত্যাদে বস্তু
পুরাণের প্রসঙ্গ আছে, পরমপুণ্যজনক অ-
ষ্টাঙ্কন মহাপুৰাণ ও বাসীসন-বীড়পুৰাণ রচি-
ত হইবার পূর্বে যে কোন প্রকার পুরাণ প্র-
চলিত ছিল, ইচ্ছাশক্তি, মুক্তিসিদ্ধি।। মহা-
ভারতের রচয়িতার যেরূপ ভাবেও তাহাই
প্রতিপন্ন করিতে পারিলি পূর্বে যে সমস্ত
কোষ উদ্ধৃত করা গেল, তাহাতে পুরাণের
মঙ্গল-বিশেষ প্রবেশের ও উদাহরণ আছে।।
প্রচলিত পুৰাণ সকল সমসাময়ে মঙ্গল-
ক মহাভারত ইতিহাস বসিতা এমিন আছে,
এবং পদ্মভূষণিত প্রমদ্বারা জানা যাই-
তেছে যে ভারতকর্তার ভাষ্য-শাসন পুরাণও
রখিয়াছেন।।

উপস্থাপন করিতে হইবে, পরমাণুর
মঙ্গল-বিশেষে জ্ঞান বসিতা মঙ্গল-
বিশেষে উপস্থাপন করিতে হইবে।।
পৰম-মঙ্গল-বিশেষে উপস্থাপন করিতে
হইবে, পরমাণুর মঙ্গল-বিশেষে
উপস্থাপন করিতে হইবে।।
উপস্থাপন করিতে হইবে, পরমাণুর
মঙ্গল-বিশেষে উপস্থাপন করিতে হইবে।।

ইতিহাস-লেখকগণের জ্ঞান-সম্পদের
সমস্ত-রূপেই উপস্থাপন করিতে হইবে।।
উপস্থাপন করিতে হইবে, পরমাণুর
মঙ্গল-বিশেষে উপস্থাপন করিতে হইবে।।
উপস্থাপন করিতে হইবে, পরমাণুর
মঙ্গল-বিশেষে উপস্থাপন করিতে হইবে।।

একটি উক্তি আছে যে এই মহাভারতে
ইতিহাস ও পুরাণের অর্থ সমর্থন করা
গিয়াছে এবং তাহার অনেকাংশকে নির্দিষ্ট
উপস্থাপনও পৌরাণিক কথা বলিয়া লিখিত
হইয়াছে।।

এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখি-
লে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে এক্ষণকার প্রচ-
লিত পুরাণ ও সমাভারত রচিত ও রচয়িতার
হইবার পূর্বে পুরাতন কথা বিশ্বব্যাপক রূপে
বিশেষ পুরাণ ও ইতিহাস নামে প্রচলিত ছিল।।
ফলতঃ পূর্বে যে অন্য পুৰাণ ছিল, ওদের
কার প্রচলিত পুরাণের মধ্যেও তাহা সর্বা-
কপে লিখিত আছে।। কিন্তু পুরাণের ও উচ্চ
ফলদর বর্ষ অধ্যায় এই প্রকার রচনা
শিখিত, যে এখনও বেদবাক্য একখানি পুরাণ
কাজের প্রসঙ্গ করিয়া উল্লেখ করিতে পো-
ষ্যবন্ধকে প্রদান করেন, নোমসংগে তদনুসার
এক সংহিতা এবং তাঁহার তিন শিষ্য তিন
মন্ত্রিত্ব প্রকৃত করেন। এই তিন সংহিতার
সমস্ত-কাল প্রসঙ্গ বিষ্ণু পুরাণে রচিত হয়।।

পুৰাণের ইতিহাস বিস্ময়কর হইলে
উদ্ধৃত হইবে, তাহার কোন-কালে পুরাণ ও
ইতিহাসের সমতা নিরূপিত নাই। ইত-
কে বোধ হইতে পারে, পূর্বে এই উদ্দেশ-
রূপে সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না, মনস্বী প্রবৃত্তি
পরিবর্তন করা সহজসাধ্য এই নামে প্রচলিত
ছিল।। এক্ষণে বোধ হইতেছে, যে কোন
কোন উপস্থাপনের পুরাণ ও ইতিহাস উভয়
নাম ছিল।।

প্রচলিত অষ্টাঙ্কন মহাপুৰাণ ও অষ্টা-
দশ উপপুৰাণ রচিত হইবার পূর্বে যে
এক বিশেষ বা আখ্যানে বিশেষ পুৰাণ নামে
প্ৰতিষ্ঠা ছিল, তাহা উপনিষৎ, মনু, রামায়ণ,
মহাভারত ও বিষ্ণুপুৰাণের প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট
রূপে প্রদর্শিত হইল, এখানে সেই সমস্ত
আদি পুরাণের বিশ্বব্যাপক রূপে হইতে

ইতিহাস-লেখকগণের জ্ঞান-সম্পদের
সমস্ত-রূপেই উপস্থাপন করিতে হইবে।।
উপস্থাপন করিতে হইবে, পরমাণুর
মঙ্গল-বিশেষে উপস্থাপন করিতে হইবে।।
উপস্থাপন করিতে হইবে, পরমাণুর
মঙ্গল-বিশেষে উপস্থাপন করিতে হইবে।।

পত্র। ধারকি না, অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। উপনিষদের মধ্যে যে পুরাণ ইতিহাসের প্রসঙ্গ আছে, তাহাযে সায়নাচার্য্য প্রাচীন পণ্ডিত বিশ্বম্ভের অভিপ্রায়ানুসারে লিপিব্যাজেন। তাহাদের আন্তর্গত দেবায়ুদের যুক্ত বর্ণনা ও ক্রটির নাম ইতিহাস, আর পশ্চাত্তম সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, বিবরণের নাম পুরাণ।

দেবায়ুদের পশ্চাত্তম সৃষ্টি-প্রক্রিয়া
ইহা ব্রহ্মসৃষ্টি, তিনটি-ধীরঃসমীকৃতঃ স্রষ্টাঃ
প্রাণবায়ুস্বপ্নবায়ুঃ সর্গঃ, জগৎস্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ
পুরাণঃ। অমৃতঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ।

সায়নাচার্য্য পুরাণের এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এইরূপ সংক্ষেপ করেন যে উপদেশী পুরুষাবতার সংবাদ প্রভৃতি ব্রহ্মস্রষ্টার নাম ইতিহাস, আর সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণিত ব্রহ্মস্রষ্টার নাম পুরাণ।

উপনিষদে ব্রহ্মস্রষ্টার পুরাণবর্ণনাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ
ইহা পুরাণ ইতিহাসঃ পুরাণমন্ত্রাঃ ইহাঃ
অসীমীয়াঃ।
ব্রহ্মস্রষ্টার পুরাণবর্ণনাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ

অতঃপর, সায়নাচার্য্য ও সায়নাচার্য্যের অভিপ্রায়ানুসারে বেদের মধ্যে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণিত যে সকল কথা আছে, তাহাই পুরাণ পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এবং তাহাতে দেব, অশ্বর, গন্ধর্বা, মনুষ্যাদির কাহ্ন্য সর্বত্র যে যে সকল পরম্পরাগত পুরাবৃত্ত আছে, তাহাই এক কালে ইচ্ছাময় বলিয়া পসিক ছিল। রামায়ণের বায়ু কাণ্ডে, ভীষ্ম ও নৈম সর্গে কথ্য শৃঙ্খের চরিত্র, লোমপান রাজার কাহ্ন্য অনাবৃষ্টি, তাহার কন্যা শান্তার সহিত কন্যশূত্র কথিত বিবাহ ইত্যাদি পুরাতন ব্যাপার সকল পুরাণ বলিয়া বর্ণিত আছে। সে প্রকার স্বল্পে যে প্রকারে এই সকল ব্যাপার পুরাণোক্ত বলিয়া লিখিত আছে, তাহাতে রামায়ণের চন্দ্রমার সময়ে পুরাবৃত্ত বিষয়ক গ্রন্থ ও উপাখ্যান বিশেষ যে পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, ইহা এক প্রকার অবধারণিত বসিতে হয়। এবিষয়ে সায়নাচার্য্য ও সায়নাচার্য্যের সিদ্ধান্ত অবিসংবোধিত কিনা তাহা বিবেচনা করা সুকঠিন। বরং উপনিষদে পুরাণোক্ত ব্রহ্ম ও অন্তর্ভুক্ত যখন বৈশ্বানর পুরাণ ইতিহাসের পৃথক পৃথক নিবন্ধন আছে, তখন বেদের কাহ্ন্য বিশেষ প্রকারে আদি পুরাণ আদি ইতিহাস

বলিয়া স্বীকার করা যাইতে না বন্দেহ। তবে প্রথমে যে সকল কথা পুরাণ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক ভাগ বেদের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্যে আছে যোগ্য হয়, কিন্তু রামায়ণানুসারে পুরাতন কথা বিষয়ক গ্রন্থ বা উপাখ্যান বিশেষ যে পুরাণ বলিয়া প্রচলিত ছিবা, ইহার প্রাচী কিছু মাত্র আশঙ্কিত দেখা যায় না। পুরাণ শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট অর্থাৎ পুরাণ অপেক্ষায় পুরাতন যে উপনিষদ ও মনু তাহাতে পুরাণের প্রসঙ্গ মহাজ্ঞানরতে পুরাণের অর্থ সমর্থন করতঃ পুরাতন উপাখ্যান বিশেষের পৌরাণিক কথা বলিয়া উল্লেখ ইত্যাদি পুরাণ সংক্রান্ত সমস্তার বিষয়ের সহিত এ অভিপ্রায়ের সম্পর্ক সঙ্গত আছে। এস্থলে, ইহা বিবেচনা করণ যখন ব্যাপার কর্তব্য, যে পুরাণোক্ত প্রাচীন গ্রন্থ সমস্তার মধ্যে যে যে স্থানে পুরাণে উল্লেখ আছে, তাহাতে নির্দিষ্ট অভিধান পুরাণের কোন কথাই নাই। রামায়ণে যে সকল পুরাতন ব্যাপার বিশেষের বৃত্তান্ত পুরাণ বলিয়া লিখিত আছে, উপনিষদ ও মনু সংহিতা প্রোক্ত গুরুণের ও সেই রূপ তাৎপর্য্য সহীত পারে।

যদিও রামায়ণ ও মহাজ্ঞানরত্নের সমস্ত অঙ্গ অবগত হওয়া যাইতেছে, তৎকালের পুরাণ সকল রচিত ও সংগঠিত হইবার বহুকাল পূর্বে পুরাতন কথা বিশেষক গ্রন্থ বিশেষ পুরাণ বলিয়া প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে সকল পুরাণিক প্রকার, এবং প্রথমে কাহ্ন্য হইতে কি কাণ্ডে তাহার উল্লেখ হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা চাস্য। তবে অনুমান দ্বারা কত উপস্থিত হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করা কীর্তব্য।

রামায়ণে ব্রহ্মস্রষ্টা পুরাণ পুরাণ বিৎ বলিয়া লিখিত আছে, এবং তাহা প্রাচীকাহ্ন্যের সৃষ্টিবর্ণনকে পৌরাণিক বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। অতঃপর পুরাণ

সায়নাচার্য্যের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গে
স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ
স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ
স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ
স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ
স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ

দুস্মার এই প্রকার বর্ণনা আছে, যে বেদ
ব্যাখ্য পুরাণ প্রামাণ্য কথিত। সত্বে লোমহর্ষণ-
কে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইহারই তিনি
পুরাণবন্ধন করিয়াছিলেন। বসুদেবের আ-
বেকের একে প্রমাণ দিচ্ছে, যে বেদব্যাখ্য
শিষ্য লোমহর্ষণই পুণ্যবস্তুর সূত্র ইহার
এক অধ্যায় নামে। ইহার পূর্বে পুরুষদিগের
এই ব্যবস্থার বিস্ময়, তাই বসুদেব উৎকর্ষার্থ
এ পুণ্যবস্তুর প্রিয়তম উপকার কারণ বলদেব
আপনাকে সমর্পণ করিয়া ই হাকে তদ্বিষয়ে অধি-
কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু এসমুদায় অতি-
জ্ঞান ব্যক্তির একে যেমন প্রমাণ। এই সকল কথা
এতদূর প্রামাণিক হওয়া লক্ষ্য করা দুষ্কর।
কিন্তু এখন লোমহর্ষণ ও উপসংখ্য
পুরাণ সংসদায় বিদ্যাক্ত বুদ্ধাদের সচিত
সূত্র স্মরণোক্ত পুরাণ বৈধিক উপসংখ্যের
ক্রমা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, যে পুরাণ
বসুদেব প্রকৃত জ্ঞানি ব্যবসায় ছিল। তাই
তিনি বসুদেব যথার্থই পুরাণ সংসদায় পু-
র্ষকে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেক কিংবা না কিয়
লোমহর্ষণকে সমর্পণ করিয়া থাকেন। তাই
সংসদায় লোমহর্ষণ পুরাণব্যবসায়ী কভের
সংসদায়। তাই তা জাতি বিশেষের নাম,
অধিকার প্রভৃতির যথেষ্ট প্রমাণ আছে।
এই ইহারই যে লোমহর্ষণের কুলানুসারী নাম,
সংসদায় নামে, কাছারও বিস্তার উদাহরণ
স্বাভাবিক হইয়া যায়।

নগর কোর্সে ২ মধ্যপ্রাচ্যিক হোস্টেলের
কেন্দ্রমণ্ডলকার্য ইতিহাসে ৬৬-৬৭-৬৮-৬৯
কলিকাতা ১৯৩৭-৩৮-৩৯

সেই পুস্তক-সূত্র লোমহর্ষণ লোক-
নুসারে যেমি-কোমল পুরাণের অস্ত্র দ্বারা
সত্বে হইয়াছিলেন।

সংসদায় বসুদেব পুণ্যবস্তুর
বাসুদেব পুরাণকে ১০০-১০১-১০২

নামে চম্পুসংসদায়

সূত্র-পুস্তক, বাসুদেব, বসুদেব, মহা-
ভক্তবী, পৌরাণিক লোমহর্ষণ, বাসুদেব
করিবোম।

* ইহার নাম কোন কোন স্থানে লোমহর্ষণ এবং
কোন কোন স্থানে লোমহর্ষণ বসুদেব লিখিত
আছে।

এই বচনে লোমহর্ষণ সূত্রের পুস্তক-
নিরা লিখিত আছে। তিনি স্বয়ং যে সূত্র
তাঁহা এক প্রকার প্রসিদ্ধ আছে, এবং তাঁহার
যথেষ্ট প্রমাণও প্রাপ্য করিয়া যায়।

মহারাজ সূত্রবসুদেব ইতিহাসলেখক
পুরাণলেখিত। পুণ্যবস্তুর পুস্তক লোমহর্ষণ
এবং সূত্র-পুস্তকে লোমহর্ষণ বসুদেবের
ইতিহাস লোমহর্ষণ নামে সমাধা করিয়া

সংসদায় ১ অধ্যায়

সংসদায় সূত্র লোমহর্ষণ পুস্তক ইতিহাসলেখক
মহর্ষণ সূত্রের নিম্নোক্ত পুরাণ সূত্র লোম-
হর্ষণকে পবিত্র পুণ্যবস্তুর পুস্তক লিখিত
করিবোম। [এই সূত্রের সূত্র] তিনি ইতিহাস
পুরাণ লিখিত। পুণ্যবস্তুর সূত্র লোমহর্ষণ
সংসদায়ের নিম্নোক্ত লিখিত।

লোমহর্ষণের নামে তাঁহার পুস্তক উক্ত
বসুদেব সূত্র সংসদায় প্রাপ্য হওয়া যায়।

শৌনক উক্ত

সূত্র সূত্র মহাভাগ বসুদেবের নামে
কথা লোমহর্ষণ পুণ্যবস্তুর সূত্র লোমহর্ষণ
অধ্যায় ১ সূত্র ৪ অধ্যায়

শৌনক উক্তবসুদেব লিখিতেন, যে সূত্র
তিনি অতি ভাগবান্ এবং মহাভাগবস্তুর
মধ্যে অগ্রগণ্য। ভাগবান্ শুবকদেব যে প-
বিত্ত ভাগবত-কথা কীর্তন করিয়াছিলেন, তিনি
আমাদের সমীপে তাঁহা বর্ণন কর।

শৌনক উক্ত

উক্ত নামে বসুদেব সূত্র লিখিতেন।
বসুদেব ভাগবত-কথার লিখিত। শৌনক
বসুদেব বসুদেব সূত্র লিখিতেন।
সংসদায় লিখিত। ৪ অধ্যায়

শৌনক লিখিতেন, তিনি বসুদেব বসুদেব লিখিত-
লে, সমসদায় গ্রহণ করিয়া। একে অ-
ধিকার জ্ঞান বসুদেব লিখিতেন অভিল্যায় হ-
ইয়াছে। সূত্র উক্তবসুদেব এই বাক্য গ্রহণ
করিয়া শাস্ত্রানুসারে লিখিত লিখিতেন।
কুম্ভপুণ্যবস্তুর সূত্র বংশোদ্ভব লোমহর্ষণ
কহিত হইলেন।

* বসুদেব সূত্রলেখক জাতি ১ অধ্যায় ২০ সৌত্রিক
৪ অধ্যায় ১৩৬ সৌত্রিক, ৫ অধ্যায় ২০২, ২৬ অধ্যায়
১০২৪, ১৮ অধ্যায় ১০৪৪, ২০ অধ্যায় ১০৫৫, ২৬
অধ্যায় ১০৬৬, ৩০ অধ্যায় ১০৭০, ৪২ অধ্যায়
১০৭৭, ৪৪ অধ্যায় ১০৮২, ৪৬ অধ্যায় ১০৮৩, ৪৮
অধ্যায় ১০৮৬, ৫০ অধ্যায় ১০৮৯, ৫২ অধ্যায় ১০৯২
২২, আর ভাগবতের ৩ অধ্যায় ২ অধ্যায় ৭ সূত্র-সৌত্রিক
১ অধ্যায় ৩ ও ২ সৌত্রিক, ১ অধ্যায় ১ অধ্যায়
৩ সৌত্রিক, ১ অধ্যায় ৩ সৌত্রিক ইতিহাস

কলিযুগের যেকোন বিশ্বাস জন্মিত, অথবা তে
 সূত্রদিগের প্রণীত বংশ বর্ণনাত অনেকে
 মনেত অকৃত্তিক ও কল্পিত কথা ছিল বোধ
 হয়, এবং আনুষ্ঠানিক দেবতারিখ প্রকৃত ধা-
 কাও সন্দেহ। কিন্তু এক্ষণে পুরাণ সমু-
 দারে কৃষ্ণ, কালী, কাশ্মিরেব, জম্বিনী প্র-
 ভৃৎসর পাক্ষণ বর্ণনা আছে আদিবার পু-
 ন্যে, তাহা সমস্তই ছিল না, তাহা বেদসম-
 ভিত্য পাপ্তি করিয়া, কল্পিত জন্মিত হইতে
 ছে, যে প্রথমে তাহা বর্ণিত হিন্দুদিগের
 পুস্তকীয় জিনেব না, এমন ইত্যরদের নাম,
 রূপ ও গুণ সম্পর্কিত বর্ণনা হইত। তখন
 উক্ত বর্ণনাদি বর্ণনাত দেবতারিখের উ-
 পাসনাই প্রাপ্ত হইত। অতএব এত-
 বয়ে কাহা কিছু কাল পর্যন্ত যায়, উদ্ধারা
 যোগ হয়, এইরূপ মহাপ্রকৃত-মিশ্রিত কা-
 বংশবর্ণ বর্ণনা প্রথম দের পুরাণ অথবা তা-
 হার পুস্তক অক্ষয় হিয়া, রসায়নের অস্ত-
 যন্ত্র পুস্তকোক্ত পৌরাণিক কথা তাহার দু-
 টি ও বহু বংশ মহাপ্রকৃতের অনেক স্থানে
 প্রাপ্ত হইয়াছে। এইগুলি পুস্তক বর্ণনাদি
 প্রাপ্ত হইতে পারেও তাহারও

মহাপ্রকৃত বর্ণন

পুরাণে বর্ণিত পুস্তক বর্ণনাদি
 প্রাপ্ত হইতে পারেও তাহারও
 মতান্তর বর্ণনাদি প্রাপ্ত হইতে পারে

পুরাণে বর্ণিত পুস্তক বর্ণনাদি
 প্রাপ্ত হইতে পারেও তাহারও
 মতান্তর বর্ণনাদি প্রাপ্ত হইতে পারে

পুরাণে বর্ণিত পুস্তক বর্ণনাদি
 প্রাপ্ত হইতে পারেও তাহারও
 মতান্তর বর্ণনাদি প্রাপ্ত হইতে পারে

পুরাণে বর্ণিত পুস্তক বর্ণনাদি
 প্রাপ্ত হইতে পারেও তাহারও
 মতান্তর বর্ণনাদি প্রাপ্ত হইতে পারে

পুরাণে বর্ণিত পুস্তক বর্ণনাদি
 প্রাপ্ত হইতে পারেও তাহারও
 মতান্তর বর্ণনাদি প্রাপ্ত হইতে পারে

দেবতারিখ, বেণ, মগর, সন্ততি, নিমি, জ-
 জের, পরণ্ড, পণ্ড, শব্দ, দেবতারিখ, দেবতারিখ,
 যুগান্তিক, মুগ্ধতীক, বৃহজ্জ, বৃহজ্জ, মিব-
 ধাধিগতি নল, স্ত্যত্রত, মু-
 মিত্র, সুবল, জানুজ্জ, স্মিরণী, অদ, বহ-
 বক, নিরামদ, বেতশূদ্র, বৃহজ্জ, ধ্বজাতক
 বৃহজ্জ, দীপকেন্দ্র অধিকার, চপল, বৃষ্ণ,
 কৃত্যক, স্ত্যত্রত, মহাপ্রাণসত্তা, প্রমা-
 ণ, পবনা, অতি ইত্যাদি সহস্র সহস্র মন-
 পতির কথা, বিক্রম, মান, মাতাভা, আন্তিকী,
 সত্তা, শৌচ, দণ্ড ও আর্জব, বিদ্যাবাসু মত
 কবিগণ কর্তৃক পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

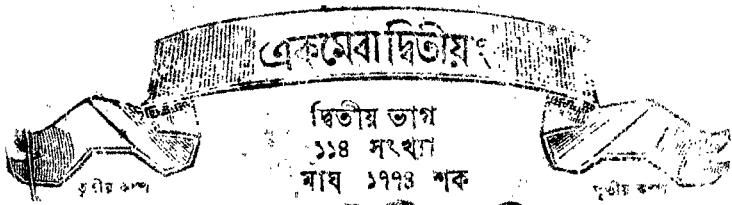
অতএব সূত্র জ্ঞতির যেকোন বারসম-
 ছিল, এবং রসায়নে ও মহাপ্রকৃতের স্থানে
 তাহা যে প্রকার উপস্থাপন ও বর্ণিত কথা
 বলিয়া লিখিত আছে তাহা বর্ণনাদি প-
 র্যালোচনা করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারে
 প্রাপ্ত হইতে পারে বর্ণনাদি
 তাহার অনুষ্ঠানিক কৌম কৌম
 কথা পবনা বলিয়া প্রাপ্ত হইতে পারে
 প্রাপ্ত হইতে পারে বর্ণনাদি
 প্রকার ব্যবসায় ছিল।

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষদিগের অনুমতামতের বিজ্ঞা-
 পন করিতেছি, যে ব্রাহ্মসমাজের গত বৎসর
 কাশ্মি বিবরণ ত্র্যক্ষিকগণকে অসঙ্গত করিবার
 নিমিত্তে আর্থিনী ১৩ পৌষ রবিবার মিবা
 দুই প্রহর তিন ঘটায় সময় স্থিত হইয়াছে,
 অতএব ব্রাহ্মদিগের প্রীতি নিবেদন, যে কা-
 হারা উক্ত সময়ে ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় তল
 গুহে আগমন পূর্বেক তাহাদের জ্ঞানি হ-
 ইয়া যথা কর্তব্য বিচার করিবেন, এবং অগ-
 গামী বৎসরের জন্য ধন সাহায্য ও অধ্য-
 ক নিযুক্ত করিবেন ইতি।

শ্রীমানকচন্দ্র শর্মা
 ব্রাহ্মসমাজের শর্মা
 উপাচার্য্য।

এই অধ্যক্ষদিগের পত্রিকা তালিকা হইতে
 ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কার্যালয় হই-
 তে প্রীতিসহ প্রকাশিত হইবে ইত্যাদি বলা এক টীকা।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

প্রকাশক: ড. পদ্মশঙ্কর, কলেজের প্রিন্সিপাল, শিলা, বঙ্গদেশ।
 প্রথম পত্রিকা: ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে।

প্রিন্সিপাল: ড. পদ্মশঙ্কর, কলেজের প্রিন্সিপাল, শিলা, বঙ্গদেশ।

বিজ্ঞাপন

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

বন্দননীতি

১৮৪৩ সংখ্যক পত্রিকা ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

কীর্ত্তন হইয়াছে। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

অপ কাশে কলি-প্রাণে পতিত হইয়া পিতা-
 মাতাকে শোকাবুল করিতে পারে, এবং সত-
 রুদ্ধর একপ ঘটনাও ঘটনা থাকে, যে ঘ-
 লিয়া আপনাদিগে আপন বধনে যোগ স্থাপন
 করিয়া স্বকীয় শিশু সম্মানদিগকে নিরোধের
 ও অনাধ করিয়া যায়। এতদেব ঠিককটি
 প্রোগ্রামেস্ত ভদ্র শরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের
 উদ্ধাট হইলে সংযুক্ত হওয়া। তাহ নহেই
 উচিত নয়, এবং অনুসন্ধ-কার পক্ষ জীব বা-
 ক্তির সন্তিত পুঙ্খভা কন্যে বিবাহ দেওয়া
 কোন ক্রমেই বিবেচনায় নহে।

শারীরিক প্রকৃতির ন্যায় মানসিক গুণ-
 গুণও বদলাইতে পারে। শরীরের অল্প সৌ-
 ঠব, অল্প-বৈলক্ষ্য, সামান্যিক, দুর্বলতা প্রকৃ-
 তির ন্যায় মনেরও কাম-ক্রোধ, ভয়, চিন্তা, বুদ্ধি
 অক্ষতি পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং অপর্যায়িত হুঁকি
 করা যায়। বাহ্য-সম্পদ বিহীন মানব প্রকৃ-
 তির বরজ বিচারে এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ
 প্রদর্শিত হইয়াছে। একদেবে কেবল এই
 সত্য উল্লেখ করা আবশ্যিক, যে কন্যা বা
 পাত্রকে সৌখিন্যনি পূর্ণ-পূরণ দেখিয়া
 বিবাহ করা করিয়া; রিপূ-পূরণ হুঁকি হীন
 থাকিলেও সন্তিত উল্লাস-সুখে সংযুক্ত
 হওয়া কোন ক্রমেই প্রয়োজন্য নহে। এট
 শতাব্দিক নিয়মের অনাধাচরণ করিলে নানা
 অকার্য সন্তিত হও যোগে করিতে হয়।

যে ব্যক্তি রিপূ-পূরণ সহ্য পাত্রাপর
 শব্দে মধ্যমেব জ্ঞানকার অপ্রজ্ঞা ও অবজ্ঞা
 করে, তাহার হস্ত পতিত হইলে স্ত্রীলিগকে
 অবশ্যই যত্না ভোগ করিতে হয়। এল
 ব্যক্তি কোনকি প্রয়া প্রোগ্রামেস্ত পাত্রের স-
 হিত কুবাবহণে বরিত হওয়া, কামাচ্ছ হইয়া
 তাহার স্বীয়-নস অক্ষতি উপাস ও হুঁসহ যাত-
 না উদ্ধাবিক করিতে পারে, অপর্যায়িত প্রতি অ-
 ত্যাগ করিয়া আপনাকে ও আপনাদিগে
 পরিবারকে কলকিষ্টকরিত হওয়া, উদ্ভ্রয়-
 যুক্ত ভাবন অথবা সন্তবাবিক্রম মান মযা-
 দা বন্ধনার্থে কুপ-সন্ত হইয়া অনু-করিত হওয়া
 স্ত্রী পুঙ্খাদিকে ক্রোধ প্রদমন করিতে পারে,
 এবং সৌখ ও অজ্ঞানতা করিতে পারিলে বা
 দেশান্তরিত হইয়া, তাহারদিগকে অনাধ কর-
 রিতে পারিলে। আর হুঁকি পতির হুঁকি

হুঁকি হইলে যে পদেপদে বিপদ, তাহা প্র-
 সিক্তই আছে, তাহার আর-প্রোগ্রাম প্রদর্শন
 করিবার প্রয়োজন নাই। সেইরূপ, স্ত্রী
 লোক যদি ক্রুদ্ধ, হোতা, কলক-প্রিয়, ভো-
 গাসক্ত ও সন্তবাবিত মান-প্রিয় হয়, তাহা
 তের যত্ননা ও লাভনার পরিশীমা থাকে না।
 সেমন অগ্নি সংযোগে মাংসীয় বস্তু দক্ষ
 হয়, সেইরূপ পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তি তাহার
 জ্বালায় জ্বালাতন হইতে থাকে। একপ
 স্ত্রীর সামী হওয়া অশেষ ক্রোধের বিঘন।

একপ প্রবেশ বিবাহের কল কেবল সম্প-
 ত্তের গুণনা ভোগ মাতে পদ্যায় হয় না, তা-
 কারদের সন্তানেরও অপকৃষ্ণ হতবে প্রা-
 হইয়া আপনাদিগে, আপনাদিগে, ও চান
 সমাজের ক্রোধ উপদান করে। একপ
 অশান্ত-স্বভাব কন্যা বা পাত্রের পাত্রিতং
 করা যে প্রয়োজন্য নহে, এই সমস্ত প্রোগ্রাম
 প্রতিবন্ধী তাহার প্রমাণ। আনাদিগকে
 ব্যক্তিগত উপদেশ প্রদান করা পরাধপর প-
 দ্যমেধের পক্ষে সম্ভাবিত নহে। অশান্ত-
 পতিই তাহার অসম্ভাবিত চিন্ত। যে কয়েক
 অনুষ্ঠান করিলে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়,
 তাহা তাহার অতিমত স্বার্থ্য নহে। তিনি
 সকল কল্যাণের আঁকর স্বরূপ, কেবল ক-
 ল্যাণই তাহার সমস্ত নিয়মের উদ্দেশ্য, যে
 কার্য্য দ্বারা অকস্মাৎ ঘটনা হয়, তাহা তাঁ-
 হার কল্যাণের নিয়মের বিরুদ্ধ।

স্ত্রী ও সামী উভয়ের ধর্ম, মনো-গতি ও
 কাথোর স্বীকিত একরূপ হওয়া উচিত। এট
 বিধান উদ্ধাট সম্বন্ধী সপ্তম নিয়ম। এট
 গুরুম মঙ্গলকর নিয়ম পরিপালিত হইলে,
 গৃহস্থের জ্ঞানয় সুখে ও জ্ঞানয় রূপে প্রতীক-
 মান হইলে, সন্তব কলক-ভূমি হইয়া উঠে।
 সম্প্রদায় কর্তী অন্যান্য সন্তব প্রকার বিবাদ-
 বিসবাদ অপেক্ষায় বেশকর। তাহারদের
 বিবাদ উদ্ভ্রমের উপায় নাই, এবং মৃত্য অথবা
 চিরস্থান বিচ্ছেদ ব্যতিরেকে তাহার শেষ হই-
 বার সম্ভাবনা নাই। তাহারদিগকে নিয়ত
 এক গৃহে একত্র অবস্থিত করিয়া এক বিঘ-
 যের বাবস্থা করিতে হয়, এ নিমিত্তে পুনা
 পুনা আনৈক-কল উপস্থিত হইয়া বিবাদ রূপ
 বিঘন অগ্নি সন্তবী এককিত হইতে থাকে।

সম্পত্তীর মনের ভাব ও গতি ভিন্নরূপ হইয়া স্ফূর্ত কনক ঘটনা হইলে, কেবল তাঁহারাই-অনুষ্টি থাকেন এমন নহে, তাঁহারদের সন্ধানেরই দ্বিতীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অশেষ প্রকার কেশ জোর করে। অপত্যোৎপাদন কালে জনক জনমীর যেকোন মনের অবস্থা থাকে, সম্ভাবনো তখনরূপে পুত্র হোয়। যদিবার করিয়া জন্ম গ্রহণ করে। সমস্ত হইয়া সমস্ত উৎপাদন করিলে, সমস্তই স্বভাবতঃ সুরূপানে অনুরূপ হইয়া। কোনকালে হইয়া গন্তীদান করিলে, সে গন্তীর সমস্ত রূপ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। কথকালে পিতা মাতা বিপৎ-মত অথবা মন দ্রুত হইয়া জন্মের ও প্রিয়-মত থাকেন, তাঁহারদের উৎপাদনোৎপাদন সমস্তই অনুকূল ভাবে হইয়া গন্তীদান প্রাপ্ত অথবা ও ক্রীট হইয়া পড়ে। সেইরূপ, যখন জ্ঞানপন্থ পুণ্যবান জনক জনমীর দুঃ-শ্রুতি ও বন্ধপ্রযুক্তি সমাদার গায়ন ও উ-স্তেজিত থাকে, তাঁহারদের উৎপাদনোৎপাদিত পুত্র ও কন্যাবিগের সন্ধানশূন্যমানেও পশ্চাত্তানে সহজেই প্রযুক্তি করে। এই অর্থবোধের নিয়মের কথা সর্বত্র দুই হইয়া থাকে। পিতা মাতার স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি দ্বারা এ নিয়মের কিছু কিছু অন্যায্যতা হইতে পারে, কিন্তু ইহার আন্তরিক বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

এক এক পুরুষের এক এক স্ত্রীর পানি-গ্রহণ করা কষ্টবা, অবিবেচন অর্থাৎ বহু বিবাহ কোন রূপেই কর্তব্য নহে। এই অ-স্টম-স্বীকৃত এ রূপ সহজ ও সুসঙ্গত, যে-সকল সন্ধান করিবার নিমিত্ত অধিক স্মা-রাস করা আবশ্যিক হোয় হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য! স্বস্তি পুরুষাবধি নানা দেশে এই কুসংস্কৃত বৃত্তি প্রচলিত হইয়া অসিদ্ধ-হইয়া উঠিয়াছে। অন্তঃপাতি অনেক দেশেই পুরুষের জন্মপোষণে সার্থ, তৎ-ক্রমেই বিবাহ করিতে পারে। পারসীক ও কুর্দ দেশীয় কুসংস্কৃত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদি-গের স্ত্রীর সংখ্যক সর্বত্র পুরুষ ও উপ-সংস্কৃত পিতা মাতার মতঃ, সস্ত্রীর-সংখ্যা-ক্রমেই স্ত্রীর সংখ্যক হইয়া থাকে।

করেন। কামকামের দেশীয় কোন কোন শ্রেণীস্থ লোক জিন জীর পানি গ্রহণ করে। আর ভারতবর্ষে এই অবিবেচন রূপ বিঘম পাতক যে বহু কাল্যাবধি উৎপাদিত আছে, রামায়ণ, মহাভারত ও সমুদায় পুরাণ ইত্যে শাস্ত্রী স্বকণ। অযোধ্যাধিপতি দশরথ রাজার সার্জ সম্পন্ন হইয়াছিল এবং রামায়ণে এক ব্যক্তিকে স্মৃত করা, সন্তান হইয়া বহু কণ উল্লিখিত আছে। অনুকূল্যে যে-পু-রুষ্টি হইতে মত প্রকার পাপ উদ্ভাবিত হইতে পারে, তিনি সকল কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই। কোন নানা দেশে এক এক পুরুষের বহুস্ত্রী পরিগ্রহ করিবার প্রথা প্র-চলিত আছে, সেইরূপ স্থান বিশেষে এক এক স্ত্রীর বহু স্বাম্য বহু করিবার রীতি ও প্রচলিত আছে। কিন্তু দেশে অনেক মাতা এক ভাষায় পানি গ্রহণ করিয়া একক-কাল বাপন করেন, এবং যে স্ত্রী এইরূপ বহু স্বামিকে বহু করেন, তিনি বিশিষ্ট রূপে মাতা ও মাত হইয়া। মহাভারতে স্ত্রী-পন্থের পঞ্চমামি সহস্রটন বিষয়ে বোধ-পাখ্যান আছে, তাহাও এইরূপ কোন দেশ-শাচার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বোধ হয়। একবে আশীরদের বেশ অবিবেচন রূপ অসিদ্ধিহাত দৃষ্ট হইয়া, যে প্রকার কেশ উৎপাদন করিতেছে, তাহা কারও অবি-শিষ্ট নাই। অতএব অবিবেচনের দোষ-দোষ বিবেচনা করা অবশ্য কর্তব্য।

অনেকানেক পণ্ডিত পশ্চাত্তিয়া দেখি-সোছেন, স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। দেশ বিশেষে কিছু কিছু ইতর বিশেষ দুই হয়, মট্টে, কিছু কাল নিরক্ষর জ্ঞানের মত। এইরূপে পুরুষের সংখ্যক মাত্রীত বহুশীতি বিবরক পুস্তকে সিদ্ধির পক্ষে, পিতা মা-তার বল ও বয়সেরে স্ত্রীমাত্রী করা অথবা পুত্রোৎপাদির হেতু। স্ত্রীলও ও ইংলও দেশীয় স্ত্রীল পুরুষেরা করণী কার্যের পানি গ্রহণ করিয়া মত সমস্ত উৎ-পাদন করেন, তাহার অধিকাংশ কন্যা। সুমস্ত্রী পুরুষেরে, কোন কোন দেশে যে অধিক কন্যাসন্ধান হইবে, তদনু স্ত্রীল-করিগের অপেক্ষাতে কেবলকিছুই হইবে।

বন্দনই তাঁহার কারণ। তথাকার বন্দনশাস্তি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরম মায়ারাম পরমেশ্বরের সকল প্রকার নিরাময় করিয়া প্রীতিগেয় অপেক্ষায় দুঃখ ও দুর্ভাগ্য হইয়া পড়েন।"

অতএব বন্দন প্রকরণে প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম প্রামদ করিতে হইবে। উক্তর তান্ত্রিক সংবাদ সমাজ হয়। বন্দন বহু দূর পারিতোষকরূপে তাহার অর্থসংগত নহে। তিনি এই আশাভাঙে অসামর্থিতে ভাস, অপত্যগেহ ও মায়ারামিন্দা বৃত্তি এতদন কবিগোষনে, অসামান্য প্রাণবলিন্যকে সু-দিকৃষ্টিত বন্দনবৃত্তি অসংকীর্ণ রাখিয়া পরিবার প্রতিপত্তির সুখের পক্ষ মূল্য মন্তব্য করিব। এই সমস্ত পক্ষবৃত্তি প্রেমাস্পদ পত্নী ও মেঘাস্পদ সন্তানদিগকে প্রাপ্ত হইলে চরিতার্থ হইয়া অশেষ আনন্দ বিতরণ করে। কিন্তু বহুস্ত্রীর পার্শ্ব প্রবেশ করিলে, তাহার চরিতার্থ হইয়া পূরে থাকুক, মহাদা পূজিত ও ভক্তি হইয়া, যত্নপরোমার্গি বস্ত্রণ প্রাপ্ত করে। এক স্ত্রীর সহিত, সহবাস ক হলে অন্য স্ত্রীর ঐর্ষ্যানন্দ প্রস্থলিত হয়, এবং এই স্ত্রীর সন্তানদিগকে ছেল করিতে দেখিলে, অন্য স্ত্রী খোষক ও ক্রোধ প্রকাশ করে। এক স্ত্রীর সহিত কেবল প্রাকৃতিক প্রণয় উপভোগ হইতে পারে, বহু স্ত্রীর পুনর্বিভক্ত করিলে সন্তানের সহিত কেবল মুনিম্মা প্রতিদ্বন্দ্বিতা রুদ্রায় হস্তাবনা নাই। অন্য স্ত্রীর এক পক্ষকে প্রদান কর। উচিত, তাহা অন্য স্ত্রীকে বিভাষ করিয়া, উচিত, কেবল অন্য স্ত্রীর আশ্রয় করিয়া হইতে পারে। পত্নীও সন্তান-বিভাগ হইলে, স্বর্ণ পত্নীকে অনেক সহিত প্রীতি করিলে, অন্য স্ত্রী ও সন্তান হইতে থাকিতে পারে, অন্যের সন্তান হইলে, কেবল সমস্ত হইলে, কেবল সমস্ত হইতে থাকি। সুখে থাকুক, দুর্ভাগ্য উভয় রূপ দীর্ঘ চিন্তার আয়োজন করিয়া দক্ষ হইতে পারে। সুখে, যে গুণ কেবল প্রীতি, ভক্তি, শ্রেয়, সৌখিন্য, স্বাস্থ্য ও সন্তানের আশ্রয় হইতে পারে, তাহা অন্যের, অপ্রীতি, অন্যের, অসন্তান, কোটিল্য ও কলহের আলর হইয়া উঠে। যে স্থানে

প্রতি বাঁকা, প্রণয় সন্তান, মহাদা বন্দন, এবং প্রীতি ও প্রেম আনন্দ প্রত্যক হইতে সম্ভব, সে স্থানে স্ত্রীকর্তার বন্দন-নাদিত এবং বিয়ত বন্দন মুক্তি হইয়া থাকে। এ মু-কল ব্যাপার আশ্রয়দের ধর্মপ্রকৃতির অধি-মত নহে। কেঁকাবাঁ করিলে, পরমেশ্বর-প্রদত্ত প্রণয় প্রণয় প্রকৃতির বিস্তারিত করিয়া সমস্ত স্ত্রীর বন্ধন করিতে হয়, তাহা কেবল তাহার অনুমোদিত নয়, অতএব কোন কালেই করিয়া নহে। এ বন্দন পর্যন্ত অধিকারের আনন্দার্থ কল হইতে ব্যক্তির, জন্ম হওয়া, প্রণয়, সন্তান-সন্তান-বিনাশ প্রভৃতি ক্ষুণ্ণতার দ্বারা যে কে-মত সন্তানকে দুখিত হইয়াছে, তাহাকে গণনা করিতে পারে? আশ্রয়দের বন্দন-প্রীতি পূরণ হইলে ও সন্তান প্রাপ্ত হই-য়াছে, অতঃপর তাহা সন্তানের বিষয় বলিতে হয়; নতুবা তাহা এই সমস্ত পাপ-কলকে কমাড়িত দেখিতে হইতে। অন্য এক দিবসে একশ্রেণীর বৌদ্ধীশাস্ত্র-জনিত মত যুগ-কর ওয়ন্ত্র পাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা আনন্দোচনা করিয়া কোন ব্যক্তি আর্থনিক-চিক ও নিরঞ্জ-লোভন ব্যক্তিতে পারে? এই মুনি-প্রীতি প্রামলিত থাকিতে, অতি বিশুদ্ধ উদাস-সংঘার বধুত্বসিত ব্যক্তির বেশ-প্রণয় করিয়াছে, নিছল-প্রসঙ্গ-প্রীতি অ-পরিভ পত্রকীয় তাব প্রণয় করিয়াছে; পরম-পরিভ পুণ্যক্রিয়া অর্থকরী উগ্গমিন্য-রূপে পরিণত হইয়াছে। কি সন্তানের বিষয়! কি সন্তানের বিষয়! আমরা যখনকে ধর্ম-করণে বিভূষিত করিয়া পূজা করিতেছি! আর কেত দিন আমরা এক বিশ্বস্ত দোষাকর দেশাচারের দাম হইয়া দোষাকর-বিয়ত-ব্যক্তি? আর কেত দিন আমরা শৌহাদ-প্রাণ-স্বাক্ষর মুখ্যদিগের সন্তান-প্রীতি-বিধান-নের অনুমোদনে পরম মায়ারাম-প্রদীপ-প্রণয় পরমেশ্বরের সাক্ষ্য-অস্বীকার-সহ-স্ব-প্রণয় করিয়া বস্ত্রণ জেগ করিয়া-বন্দন-প্রণয় এই সমস্ত সন্তানের হস্ত-প্রি-বিত্তে সন্তান-সন্তান হইতে হইতে-এ-প্রকার দোষাকর ব্যক্তির-প্রীতি-প্রীতি-বল-অজ্ঞান ও অধর্ম-প্রণয়-বিষয়ক

ইহা ঐশ্বরিক নিয়মের বিরুদ্ধ জানিয়াও বল-
বৎ রাখিলে, পরাভংগ পরমেশ্বরে এবং
তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পরম ধর্মের অবজ্ঞা ও অস-
জ্ঞা প্রকাশ পায়। কুৎসিত কৌলীনা প্রথা
যুক্তিসিদ্ধও নহে, শাস্ত্র-স্বাক্ষরও নহে।
অতএব এ রীতি রক্ষিত করণার্থে একদেশীয়
প্রভুত্বশাসি সুপণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রাণ
পণে দ্রুত করা কর্তব্য। তাহা হইলে জাতি-
রুদ্ধের ধর্ম মতি, পরমেশ্বরের সজ্ঞা ও স্বদে-
শের শক্তানুরাগ প্রকাশ পাইবে।

উদ্বাহ সংকার সম্পাদনার্থে যে কতি-
পয় নিয়ম পালন করা কর্তব্য, তাহা এক প্র-
কার প্রতিপন্ন হইল। যে যে স্থলে বি-
বাহ-বন্ধন বিদিত নহে, এবং যে যে স্থলে
নহে তাহাজে বিধেয়, উভয়ই বিদিত হইল।
বিত্ত এই সমস্ত বুজাত আদ্যোপাত্ত পাঠ
করিয়া দেখিলে নিশ্চিত প্রতীত হইবে, প-
রম স্বাভাবিক পরমেশ্বর মনুষ্যের মঙ্গলার্থে
উদ্বাহ নিবারণ বিধেয় বস্তু কালি নিয়ম সংস্থাপ-
ন করিয়াছেন, বিধবদিগের পুনঃ সংকার
নিবারণ তাহাব কোন নিয়মের উদ্দেশ্য নহে।
কলতঃ, দগন মৃত্যু-দার পুরুষেরা পুনর্জীর
দার পাদিকর করিয়া পাপ প্রস্তু হইলে, তখন
পতি-বিত্তীনা বিধবারা পুনর্জীর বিবাহ করি-
লে কেন দৃষিত হইবে? যদি মনুষ্য উৎ-
পাদন ও উৎসংক্রান্ত অমান্য কর্তব্য কর্ম
সম্পাদন উদ্বাহ বন্ধনের প্রয়োজন হয়, তবে
অবীরা অবলারা এই সমস্ত সংকার্য সাধ-
নার্থে পুনর্জীর স্বামি গ্রহণ করিতে কেন
বিকারী নহে? যখন ইঙ্গ্রিয় সংগম করা
এমন কঠিন, যে সংক্ষেপে এক ব্যক্তিকেও শা-
স্ত্র-স্বভাব সঙ্করিত দেখা যায় না, তখন বাল-
বিধবা অবলারা ব্যবজীবন ইঙ্গ্রিয়-বৃত্তি
রোধ করিয়া রাখিবে, ইহা কি কল্যাণ সঙ্ক-
রিত নো হইবে? কলতঃ, আমরাদের কোন
বৃত্তির একেবারে রোধ করা পরমেশ্বরের
অধিগত নহে। তিনি কোন বিষয় নির-
র্থক বৃত্তির রোধ করি। তিনি এক এক
মনোবৃত্তিকে স্বদেশ-সুখের উৎস স্বরূপ
করিয়াছেন। রবি-স্বাক্ষরদ্বয়কে খদর্বে যে
বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহা সংকার্য বিদিত
বিধবে নিবোধিত হইলে দুঃখের স্রি-

বিত্ত বিষয়ে প্রকৃত হইবে। অতএব বিধ-
বদিগের বিবাহ প্রতিবেদন মনুষ্যের নিব-
মানুগত নহে, ব্রাহ্ম স্বভাব মনুষ্যদিগের
নহে (কপিাত)। যাহা পবন কাঙ্ক্ষিত পরমে-
শ্বরের মঙ্গল্যকর নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা
ইতে অবশ্যই বিধমর করা উৎসব হয়,
তাহার সংশয় নাই। অতএব, বিধবদিগের
মনঃপীড়া ও ব্যক্তিচার দেয়, পরিবাহের ক-
লতঃ ও স্বস্তা, স্বদেশে জগৎকাহি স্বকৃত
সুপের প্রাজ্ঞতা, পাপ-জনিত দাতনা
ও বিপত্তি-স্রষ্টা এই সমুদায় এই পাপময়
প্রথার প্রতিকার হইবে।

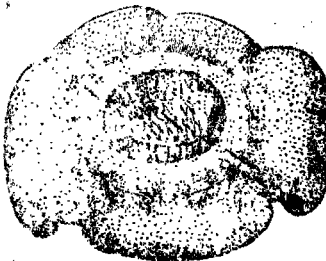
উদ্বাহ বিবাহেই করিব। নিয়মের বি-
বরণ করা গেল, তাহার আশ্রয়ার্থে আশ্রয়-
দিগের দেশাচার-বিরুদ্ধ একথা বর্থাৎ বটে।
শিক্ষা-শাস্ত্রের কাহাণি অধ্যয়ন নহে।
মনুষ্যের মত বোধোদয় হয়, আচার, ব্যব-
হার, রীতি, নীতি, উভয় পরিবর্তিত হইতে
থাকে। যে নিয়ম বিধ-নিয়ম বিধপতির নি-
য়মান নহে, তাহাই কল্যাণ প্রতিপালন করা
বিধেয়। আর কেহবা তাহার মন্ত্রণায়
নিয়মের বিরুদ্ধ তাহা অমানি-পরম্পরা-প্রা-
ণিত হইয়াও, বিধেয় পরিচালনা করা ক-
র্তব্য। যখন পুরুষের উদ্বাহ বিধায়ক নিয়ম
সমুদায়, পরম ন্যায়সম্মত পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ
আজ্ঞা-স্বরূপ প্রতীক্ষমান হইতেছে, তখন
কি তদ্বিরুদ্ধ রীতি নীতিকে নমোমধ্যে
ক্ষণমাত্র স্থান দেওয়া উচিত? নিষার অঙ্ক-
কার কি বিবাহের উচ্চল কোমতি নিবা-
রণ করিতে পারে? জ্ঞানের সিংহাসন হরণ
করিয়া কি অজ্ঞানকে প্রদান করা যায়?
এই সমস্ত বর্থাৎ তত্ত্ব কেহো কপনুহে প্র-
বিত্ত হইলেই বা কি হইবে? কেবল বৃদ্ধি-
গোচর হইয়া অতি-পথে আকৃত্য নীতিবোধ
বা কি কল্যাণ হইবে? জ্ঞান-বোধ বিহীন
করিয়া যে সমস্ত ঐশ্বরিক বিধান প্রতী-
তি করা যায়, তাহাতে একান্ত অজ্ঞা করা
অনিত্য স্বভবে তদনুসারি আচার ব্যবহার
সংস্থাপন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

কুবল পুষ্প

এই কুবল পুষ্প সুমার ভীষণে ফলে, বোধ হয়, কুমারলে এমন প্রকারে পুষ্প আর মাই। ইহা অত্যন্ত ছোট ফল এবং ইহার বেশ ছল ছাত। পাপটি সকল এক কটি উচ্চ ও পরস্পর এক কটি অস্তর। সুমতা সকল স্থানে সমান নহে; কোন স্থানে এক বুদ্ধগণের চারিভাগের তিন ভাগ ও কোন স্থানে বা এক ভাগ অংশে ফল হয়। ইহার কনিষ্ঠাভে ১/১১ পের মূল ধরে ১-১ কবল এক একটা পুষ্প-কোষ করিতে প্রায় ১/১১ পের হইতে পারে।

বর্ষান্তরের শেষে এই পুষ্প উৎপন্ন হয়, এবং সকল বর্ষেই তিন মাস পরে উত্তমকণ প্রস্তুতি হয়। ইহার গন্ধ উৎকম নয়; দ্রিক পত্রা মাংসের মত; মজিতা সকল ক্রমেই ক্রমে গিয়া ইহাতে অবস্থিতি করে।

নিকট এতদপ বৃহৎ পুষ্প আর কুমাপি দৃষ্ট হইয়াই, কিন্তু ধন ভীষণের নিকটবর্তি এক ক্ষুদ্র ভীষণে যে এইকণ আর এক পুষ্প আছে, সেও বাসনা নহে; তাহার মোকো-রা তাহাকে পরা বাজনা থাকে। তাহারও আড় ছুই কটি এবং সেও হয় কটি হইবেক। এই পুষ্পে তাহার প্রতিফল প্রকাশ করা গাইতেছে।



পত্রা

এই উচ্চ পুষ্পই এক প্রকার। উচ্চ-য়েরই কল নাই, বৃত্ত নাই, পত্র নাই ও

মূল নাই। উচ্চবর্ষে অন্য বুদ্ধের উপরে কমে এক অন্য বুদ্ধের কল শাইয়া জীবিত থাকে। এই উচ্চ পুষ্প অন্য বুদ্ধ, অন্য ইহার মের প্রসূত বীজ হয় না। এক প্রকার অল্প-রবৎ অতি-সুন্দর পদার্থ দ্বারা উচ্চয়েরই উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পদার্থবিদ্যা

হসমার গতি

কোন বস্তু উচ্চ হইতে পতিত হইবার সময়ে যেমন তাহার বেগ বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ নিম্নদেশ হইতে উচ্চ গেল উখিত হইবার সময়ে তাহার বেগ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়। কারণ, পতিত হইবার সময়ে নিম্ন দিকে গমন করে, এবং পৃথিবীও তাহাকে নিম্ন দিকেই ক্রমাগত আকর্ষণ করে, ইহাতে পৃথিবীর আকর্ষণ তাহার পতনের অনুকূল হয়, কদাপি প্রতিকূল হয় না, সুতরাং তাহার বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। কিন্তু কোন বস্তু উখিত হইবার সময়ে নিম্ন উচ্চ দিকে গমন করে, এবং পৃথিবী তাহাকে নিম্ন দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। একারণে পৃথিবীর আকর্ষণ তাহার উচ্চ গতির প্রতিকূল হইতে, বেগ হ্রাস হইয়া আইসে। যে আকর্ষণ অব্যবগামি বস্তুর বেগ বৃদ্ধির কারণ, সেই আকর্ষণই উচ্চ গামি বস্তুর বেগ হ্রাস হইবার কারণ। এই শে-ধোক্ত প্রকার গতিকে হসমার গতি বলে।

কোন বস্তু উচ্চ হইতে পতিত হইবার নিম্নে তাহার বেগ হ্রাস হয়, ক্রমে তাহার বেগ বর্তী হইলে এক স্থানে গিয়া স্থির হইতে পারে তথা হইতে পতিত হইয়া উচ্চগে-গিয়া উপরিত হইবে ইহার একটি বুদ্ধ-নিরম্মাচারে। কোন বস্তু উচ্চ উৎকল-করিতে উচ্চগে-গিয়া উপরিত হইবে

করণ হয়। পূৰ্ণ ও উমান উভয়েই এক
 কল গিয়া। কলি একটা মোট
 ক চিত্রিত হার কবে উঃ কোন
 করা যায়। আর তাই কখন সে
 কেও খাঁ চিত্রিত স্থানে, দ্বিতীয়
 সেকণ্ডে গ চিত্রিত স্থানে, এবং
 তৃতীয় সেকণ্ডে গ চিত্রিত স্থানে
 উখিত হয়। তবে পাঠনের সম-
 যোগ এই নিয়ম ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হ-
 ইবে। প্রথম সেকণ্ডে গ হইতে
 গ চিত্রিত স্থানে, দ্বিতীয় সেকণ্ডে
 গ হইতে গ চিত্রিত স্থানে, তৃ-
 তীয় সেকণ্ডে গ হইতে গ চিত্রিত
 স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। উচি-
 ত্বের জন্য এক এক সেকণ্ডে
 মাত্র দুই উপস্থিত হয়, পড়িবার
 সময়ও তত দূর পঠিত হয়। ক
 কেন্দ্র ক্রমের বিপর্যয় হইবে।

নিরপেক্ষ গতি ও আপেক্ষ গতি

যদি কোন বস্তু এক স্থানে হইতে অন্য
 স্থানে গমন করে, তাহা অন্য কোন বস্তুর
 গতির সঙ্কিত তাহার গতির তুলনায় না করা
 যায়, তবে তাহার সেই গতিক নিরপেক্ষ
 গতি বলা যায়। যে নৌকা প্রতি পলকে ২০০
 হাত চলে, তাহার নিরপেক্ষ গতি প্রতিপলকে
 ২০০ হাত বর্ণিত হয়।

কে সময়ে সেই নৌকা গমন করে, সেই
 সময়ে যদি কোন ব্যক্তি তাহাতে স্থির হই-
 রা বসিয়া থাকে, তবে তাহারও সুতরাং প্রতি
 পলে ২০০ হাত গমন করি হয়। কিন্তু
 যদি সে ব্যক্তি স্থির না থাকিয়া পালকের দিকে
 প্রতি পলে ১০ হাত করিয়া চলিতে থাকে,
 তবে তাহার প্রতি পলে ২১০ হাত গমন করা
 হয়, সুতরাং তাহার নিরপেক্ষ গতি নৌ-
 কার নিরপেক্ষ গতির আপেক্ষিক ১০ হাত অ-
 ধিক হয়। এই বস্তু হইলেক নৌকার ব্য-
 ক্তির আপেক্ষিক গতি বলা যায়। তাহার
 আপেক্ষিক গতি হইলেক এবং নিরপেক্ষ গতি
 ২১০ হাত।

যদি কোন বস্তু এক স্থানে হইতে অন্য
 স্থানে গমন করে, তাহা অন্য কোন বস্তুর
 গতির সঙ্কিত তাহার গতির তুলনায় না করা
 যায়, তবে তাহার সেই গতিক নিরপেক্ষ
 গতি বলা যায়। যে নৌকা প্রতি পলকে ২০০
 হাত চলে, তাহার নিরপেক্ষ গতি প্রতিপলকে
 ২০০ হাত বর্ণিত হয়।

তাহারই আপেক্ষিক গতি প্রতি ঘণ্টায়
 ১ কোশ।

কৃত্রিম পশ্চিম দিকে চলিতে ক্রমান্বয়ে
 পূর্বে দিকে চলিতেছে, তৎসমকালে ক্রমান্বয়ে
 পশ্চিম দিকে চলিতেছে। কিন্তু যখন
 কোন ব্যক্তি সমুদ্রযান আহারে বসিয়া পু-
 কাভিন্দ্রে প্রতি ঘণ্টায় ১০ কোশ গমন
 করেন, তখন ক্রমান্বয়ে নিরপেক্ষ গতি তুল-
 যোগের নিরপেক্ষ গতি ক্রমান্বয়ে ১০ কোশ
 অধিক করিতে হয়। এই বস্তুকেও তা-
 হার আপেক্ষিক গতি।

কিন্তু যদি দুই বস্তু পরস্পর বিপরীত
 দিকে গমন করে, তবে তাহারদের বেগের
 যোগ হইবে। যত হয়, তাহারদের আ-
 পেক্ষিক গতি তত বর্ণিত হয়। যদি এক ব্যক্তি
 উত্তর দিকে, আর এক ব্যক্তি দক্ষিণ দিকে
 প্রতি ঘণ্টায় এক কোশ গমন করেন, তাহা
 হইলে তাহারদের আপেক্ষিক গতি প্রতি ঘণ্টা-
 য় দুই কোশ বর্ণিত হইবে।

সামান্য গতি

যদি দুই অথবা ততো বস্তু এক পশ্চিম দিকে
 আহত হইয়া একত্র গমন করে, তাহা হই-
 লে তাহারদের গতিক সমান। গতি কহে।
 নৌকার প্রতি ঘণ্টায় যত দূর গমন করে,
 নৌকার ব্যক্তিমেরও প্রতি ঘণ্টায় তত
 দূর গমন করা হয়। শকটও প্রতি ঘণ্টায়
 যত দূর গমন করে, শকটের বস্তু সমস্যের-
 ও প্রতি ঘণ্টায় তত দূর গমন করি হয়। এই
 দুই স্থানে নৌকা ও নৌকার ব্যক্তিমের
 গতিক, এবং শকট ও শকটের বস্তু সম-
 স্যের গতিক সামান্য গতি বলা যায়।

কোন বস্তু বস্তু চলিত হইলে, তৎসম-
 সময়ে বস্তু তাহার দিকে সঙ্গে চলিতে
 থাকে। পৃথিবী প্রতি ঘণ্টায় ৭৪৫০ কো-
 শ গমন করিতেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে পৃ-
 থিবী বস্তু চলিত হইলে, তাহাও পৃথিবী
 যানি ক্রমান্বয়ে চলিতেছে। এখানে পৃ-
 থিবী গতিক ও বস্তুটির গতিক সামান্য
 গতি বলা যায়।

সামান্য গতি বস্তু প্রতি ঘণ্টায় ৭৪৫০ কোশ
 চলিতেছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত
 বস্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে।

হটয়া আইছি। নৌকায় যথেষ্ট শয়ন করিবা যদি
 তীরের দিকে দৃষ্টি স্থাপন না করা যায় এবং
 যাত্রা স্থির থাকিতে অসুস্থতাই উৎপন্ন নাহয়,
 কাহা। হটয়া নৌকা যে চলিয়া যাইছে এমন
 অনুভব হয় না। নৌকা ও নৌকারূপ বা
 জিনিসপত্র গতি যেমন সামান্য পূর্ণি সেইরূপ
 পৃথিবী ও আকাশদিগের গতিও সামান্য
 গতি, তাই নিম্নেও আকাশ পৃথিবীর গ-
 তিকে অনুভব করিতে পারি না। যদি
 কোন কারণে পৃথিবী, আকাশের অণুকার
 অধিক হইতে পারেন করিত, তবে তাহার
 গতি আকাশদিগের অণুগত অনুভূত হইত,
 তাহার সাক্ষ্য নাহী। আকাশের বেগ
 হয়, সেম ছুয়া চলিতেছে মন্দন চলিতেছে,
 স্পন্দন প্রকৃতি নিম্ন পৃথিবী পরিবেষ্টন করি-
 তেছে। কিন্তু এমত স্থানিত হইবে। যে সম-
 য়ে নৌকা চলে, সে সময়ে নৌকার ব্যক্তিয়া
 নহে তাহা দৃষ্টি কেবল করিলে, যেমন জীবক
 বৃক্ষাদি নিম্নপৃষ্ঠ দিকে গমন করিতেছে
 যোগ হয়। সেইরূপ পৃথিবী আশ্রিত পৃষ্ঠা-
 দিগের অণুগত করিতে করিতে যাহ এ
 শক্তি যোগ হইবে, স্পন্দ, সূক্ষ্ম, মন্দ্র প্রকৃ-
 তির পাশ্চাত্তম্যেই গমন করিয়া পৃথিবী
 পরিবেষ্টন করিতেছে।

এখনই হটয়া গমন করিতে করিতে হটয়া
 কোন বস্তু ততবে নিষ্কলপ করা যায়, তাহা
 হটয়া সেই বস্তু মতকরণ পৃথিবীতে স্থাপিত
 না হইবে। একজন বস্তুকে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে
 থাকে। কারণ যখন সেই বস্তু রথের উপ-
 রে স্থাপিত হইবে, তখনই রথের ও তাহার
 বেগ সমান ছিল, সব হইতে নিম্ন হইলেও
 সেই বেগ থাকে, সুতরাং মতকরণ ভুলে
 গতি হইয়া হইতে ক্ষণ বস্তুকে সঙ্গে সঙ্গে
 গমন করে।

যাহার অশান্তি। সুখীণ হোয়ার নীচ
 দৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টি, গণিকের,
 কোন কোন অশান্তি ব্যক্তি ব্যবধান যো-
 গিতের উপর। সমস্তমান হটয়া কমলালের
 অধব। অন্য কোন বস্তু উৎকলপ করিয়া পু-
 নকার বস্তু, জীব বস্তুতে করিতে পার।
 অশান্তি হইতে গমন করে, তাহাঙ্গি সে
 বস্তু পৃথিবী পৃষ্ঠিয়া যখন, তাহার সঙ্গে

সঙ্গেই যাত্রা। ইহার কারণ, অশান্তি বেগে
 পারবান হয়, অশান্তি ব্যক্তি এবং তাহার
 মতকরণ বস্তুও সুস্থরায় তাই বেগে গমন
 করে। সেই বস্তু তাহার হস্ত হইতে উৎকলপ
 হইবার পরেও সেইরূপ গমন করে। সু-
 তরাং যত জন ভুলে গতিত না করিতে
 ক্ষণক্ষণ ও অশান্তি ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে
 অগ্রসর হইতে থাকে। ইহারই অশা-
 ন্ত ব্যক্তি এক স্থানে সেইরূপ পরিত্যাগ
 করিয়া অন্য স্থানে পুনর্বার এমত করিতে
 পারে।

পুরাণ

১১০ মঙ্গলম গণিতের ১০৮ প্রায় পর

বেদব্যাস কি নিমিত্তে পুরাণকর্তা, ব-
 লিয়া বিখ্যাত আছেন, এবং প্রথমকার পু-
 রাণের পরে একবার প্রচলিত পুরাণ স-
 ম্পাদনের পূর্বে পুৰাণ শাস্ত্রের অন্য কোন
 প্রকার অদ্বৈত ধর্মাবতার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া
 যায় কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা
 উচিত। বিষ্ণু, বায়ু, ও কৌশল পুরাণে
 এই প্রকার লিখিত আছে, যে যিনি যিনি স-
 ময় বিশেষে বেদ বিজ্ঞান ও শাস্ত্রাদি ক-
 রিয়া আসিয়াছেন, তাহারাই বাস নামে
 বিখ্যাত হইয়াছেন, এবং নামে ক্রমে এই-
 রূপ অষ্টাদশ বাস ভূমণ্ডলে বস্তু গ্রহণ
 করিয়া লোকের উপকার করিয়া গিয়াছেন।
 এই তিন পুরাণে তাহারদের প্রত্যেকের নাম
 নির্দিষ্ট আছে। বেদব্যাসের পঞ্চদশের
 নামের মধ্যে তাহার কোন কোন নাম প্রাপ্ত
 হওয়া যায়। একজন বেদশাস্ত্রের যেকণ
 বিজ্ঞান ও শাস্ত্রাদি প্রচলিত আছে, তাহা যে
 ব্যক্তির কল্পে হইবে নাম কল্পিত হয়।
 সমস্ত অক্ষয় পুরাণ ও সমস্ত ব্রহ্মসংহিতা
 তাহারই প্রণীত বাণীয়া প্রসিদ্ধ আছে।
 কিন্তু পুরাণ সকলের রচনা প্রণয়ন পরস্পর
 হস্ত বিস্তার এবং ঐহিক সম্বন্ধীয় মতামত
 প্রতিষ্ঠা নামা বিষয়ে তাহারদের এক অনৈক্য,
 যে তাহারদিগকে এক ভ্রমের রচিত বলিয়া
 কোন ক্রমেই স্বীকার করা যায় না। কল্যাণ,
 একবার পৃথিবী পুরাণের এক পুরাণ

যে বেদম্যাস কৰ্তৃক প্রণীত নহে, তাহা পঞ্চাং
বিশিষ্টকৰূপে অভিধাৰ্য্য হইবে। তিনি ম-
নোযোগ পূৰ্বক মহাত্মারতের ১০১৫ খ্যা-
য় আনুপূৰ্বিক পাঠ করিয়াছেন, তিনি আর
কখনই তাহাকে এক অক্ষরভীর প্রণীত
বোধ করিতে পারেন না। তাহাও এক ঐচ্ছ
বিষয় সূত্রঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছেন, এক
উপাখ্যান কথিত হইতে হইতে ঐশ্বিক কা-
রণ ব্যতিরেকে অন্য উপাখ্যান উপস্থিত
হইয়াছে, এক বক্তার উক্তি মনোমুহুর্তা
অন্য বক্তার বাক্য সমাবিষ্ট হইয়াছে এবং
পরস্পর অসম্বন্ধ উপাখ্যান সমুদায় একত্রে
সংগৃহিত হইয়াছে। এক্ষণকার প্রচলিত সম-
গ্র সংস্কৃত এক ব্যক্তি কৰ্তৃক প্রণীত
হইলে এক্ষণ অব্যবহা কখনই হইতে পারে
না। ফলতঃ মহাত্মারতের কিয়দংশ পাঠ
করিতা পোষকের সহজে জানা যায়, যে ই-
তার অনেক ব্যাপ পূৰ্ব প্রচলিত পুরাতন
ইতিহাসাদির মধ্যে এক মাত্র। তাহার সমু-
দায় ভাষা যে এক সময়ে সংকলিত হইয়াছে
এমন বোধ হইয়া না। প্রকৃত, সমুদায়
মহাত্মারত যে এক সময়ের সংগ্রহ নহে, তাহা
পূৰ্ব-পূৰ্ব কারত্বধারী পণ্ডিতেরাও স্বীকার
করিয়া গিয়াছেন, এবং মহাত্মারতের মধ্যেই
তাহা স্পষ্টকৰূপে লিখিত রহিয়াছে। যথা

কোন কোন ব্রাহ্মণেরা প্রথম মন্ত্র
অবধি, কেহ কেহ আত্মিক পূৰ্ব অবধি,

• যেমন আম্বিকের কামেশ্বৰ এবং পঞ্চচক্রারিণ্য
ও যতিচক্রারিণ্য অম্বিকের জরৎকার উপাখ্যান।
• যেমন পৌষপাৰ্কে আত্মিক ও উপনয়ন উপা-
খ্যান।
• যেমন আম্বিকের তদ্বিক্রিংশতি অধ্যায়ের এক
প্রথম অধ্যায়ের নামে। হাগিণ অধ্যায়ের নামে।
• রূপ উক্তি আছে বটে, যে লক্ষী পুত্রী প্রমত্তির
নিষ্ঠা আত্মোপাখ্যান এবং তদ্বিক্রিংশতি, তিন
স্থানে তাহার কাহ্ন কৰ্ম হইয়াছে। প্রকৃত
ব্রহ্মোপাখ্যানের উপনয়ন কৰ্মের নামে, আম্বিক
কোনদূৰ্গে যেই উপাখ্যানের নামে অবধি
করিয়াছে। আম্বিকের পূৰ্ব অবধি করিতেছি।
• যেমন পৌষপাৰ্কে আম্বিকের উপনয়ন
উপাখ্যানের নামে।

কেহ বা উপায়ের রাজার উপাখ্যান অব-
ধি এই ভাষারতের আরও বিবেচনা কবিয়া
অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিত ব্যক্তির বিশেষ
প্রকারে সংহিতার ভাবার্থ প্রকাশ করেন।
কেহ কেহ গ্রন্থ ব্যাপ্য বিষয়ে পুষ্টি, কেই বা
গ্রন্থার্থ ধারণা বিষয়ে নিপুণ।

তদ্বিন্ন মহাত্মারতের প্রথমধ্যায়ের এ প্র-
বার উল্লেখ আছে, যে প্রথমে আরত সংহি-
তা চত্বকিংশতি মন্ত্র শ্লোকময়ী ছিল।
অতএব ইহা অনুমানসিদ্ধ বোধ হয়, যে
কোন সময়ের পণ্ডিতেরা মহাত্মারত চত্বকি-
শতি মন্ত্র শ্লোক বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস
করিতেন। যথা

যদুর্নিশাভিভাবস্ত্যাং চক্রে হারতসংহিতায়।
উপাখ্যাননির্গমিত উপনয়নং প্রোক্তং তু যোগে।
তদ্যোগ্যদগমস্তাং তদা সমাশ্রয়ণং কৃত্বৎসুবিধায়।
অনুকম্বিত্যায়ান্যং ব্রহ্মোপাখ্যানং মনশ্চৈবায়।
আম্বিকঃ প্রথমধ্যায়ঃ

প্রথমভঃ ব্যাসদেব ভারতমহাকবিভকে
চত্বকিংশতি মন্ত্রে শ্লোকময়ী রচনা করিয়া
ছিলেন। পণ্ডিতেরা বলেন, উপাখ্যান ভাগ
পরিষ্কার করিলে ভারতের সংখ্যা একীকৃত
হয়। অন্তর সংক্ষেপে সৰ্বার্থ সংগ্রহের
পূৰ্বক সাক্ষর শ্লোক দ্বারা অনুক্রমিকা
রচনা করিলেন।

আর মহাত্মারতের পূৰ্ব সংগ্রহ সমগ্র
হইবার পরেও যে অনেক স্থান পরিপূর্ণিত
ও অনেক বচন একিংশ হইয়াছে তাহার স-
ন্দেহ নাই, কারণ পূৰ্ব সংগ্রহের প্রতি পক্ষে
যেক্ষণ শ্লোক সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, তাহার
মিলিত এক্ষণকার মহাত্মারতের একা হয় নাই।
কবে মহাত্মারতের কোন ভাগ কোন সম-
য়ের রচিত ও সংকলিত, তাহা নিরূপণ করা
সুকঠিন এবং সে বিষয় বিবেচনা করা এ
প্রধানে উদ্দেশ্যও নহে। এক্ষণে যে সম-
গ্র প্রমাণ ও তত্ত্ববোধিনীপত্র-প্রণীত বলি-
য়া আশিষ্ট আছে, তাহা যে তাঁহার রচিত নহে,

• তদ্বিক্রিংশতি মন্ত্রের নামে।
• পৌষপাৰ্কে আম্বিকের উপনয়ন
উপাখ্যানের নামে।
• যেমন পৌষপাৰ্কে আম্বিকের উপনয়ন
উপাখ্যানের নামে।
• যেমন পৌষপাৰ্কে আম্বিকের উপনয়ন
উপাখ্যানের নামে।

ইচ্ছা এইখানে প্রদর্শিত হইতেছে। তাহা
 তাহার বিচার কর্তৃক স্বেচ্ছা এই সমস্ত গল্পের
 অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা তাহা অসম্ভব করা
 মুম্ভসাম্য। কলকাতা বেঙ্গলিয়াস অস্ট্রিয়ান পু-
 রাণের সংগঠনা এ প্রকার যে রূপে ফল-
 ক্রম আনন্দিক, পুরাণের মধ্যেই তাহার প্র-
 মায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে এইরূপ
 নিবৃত্ত আছে, যে বেঙ্গলিয়াস এক খানি পু-
 রাণসংগ্রহ প্রস্তুত করিয়া রচনাকুলে
 রোমহর্ষণকে প্রদান করেন। এবং রোমহর্ষণ
 তাহা স্বীয় শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেন। বিষ্ণু
 ভাস্কর্য ও অশ্বমেধ পুরাণ এই উপাখ্যান
 আছে। তদ্ব্যতীত বিষ্ণুপুরাণ ইহাতে এখানে
 উল্লেখ করা যাইতেছে।

অশ্বমেধ পুরাণ
 পুরাণের বিষ্ণু পুরাণের বিষ্ণুপুরাণ
 প্রকারে কলকাতা পুরাণের পুস্তক
 পুরাণের বিষ্ণু পুস্তক
 কলকাতার বিষ্ণু পুস্তক
 কলকাতার বিষ্ণু পুস্তক

পত্রিকাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, উক্তই প্রিন্টিং
 ইচ্ছা।

| ক্রমিক সংখ্যা | নাম | পরিমাণ | মূল্য |
|------------------|---------|--------|-------|
| ১ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ৩ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ৪ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ৫ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ৬ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ৭ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ৮ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ৯ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ১০ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ১১ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ১২ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ১৩ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ১৪ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ১৫ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ১৬ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ১৭ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ১৮ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ১৯ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |
| ২০ | অশ্বমেধ | ১০০০ | ১০০০ |

তাহার সংগ্রহকারক। সর্বত্রই পাঠ্য পুস্তক।
 সৌম্যবোধিনী নামে কলিকাতা, কলকাতা।
 বিষ্ণুপুরাণ ও অশ্বমেধ পুস্তক।
 পুরাণার্থবিৎ বেঙ্গলিয়াস, উপা-
 খ্যান, গাথা ও কাব্যসমূহ লিখিয়া এক পুরাণ
 সংগ্রহ প্রস্তুত করিলেন, এবং তাহার বি-
 খ্যাত শিষ্য কুলকুলোক্ত রোমহর্ষণ
 কে তাহা প্রদান করিলেন। তাহার সুম-
 ত্তি, অগ্নি বর্ষস, মিত্রায়, শাশ্বতপায়ন, অকৃত-
 ত্রণ ও সত্যনি নামে ছয় শিষ্য ছিল। তখ-
 খো কাশ্যপ, সার্বণি ও শাশ্বতপায়ন ইচ্ছারা
 এক এক পুরাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।
 রোমহর্ষণ রোমহর্ষণিকা নামে যে সংগ্রহ প্র-
 স্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই এতানের মূল।

ভাগবতোক্ত পুণ্য মুসলন বিষয়ক
 উপাখ্যান ও প্রায় এই রূপ। শ্রীরাম নাম
 তাহার নিকট এই প্রকার লিখিয়াছেন, যে
 বেঙ্গলিয়াস জন্ম খানি পুরাণ সংগ্রহ প্রস্তুত
 করিয়া রোমহর্ষণকে প্রদান করেন, রোমহর্ষণ
 তাহা স্বীয় শিষ্যদিগকে শিক্ষা করেন। এবং
 উপাখ্যান তাহার শিষ্যের নিকট
 সমস্ত ঘট সংগ্রহাই শিক্ষা করেন। বেঙ্গ-
 লিয়াস এক, কি চারি, কি ছয় সংগ্রহ সঙ্কলন
 করিয়াছিলেন, পরে সে বিষয়ে আশ্বমেধের
 অতিপ্রায় প্রকাশ করিব। কিন্তু প্রচলিত
 পুরাণ সমুদায়ের রচনা-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়
 বিবেচনা করিয়া তাহার শিষ্যদিগকে যথেষ্ট আধু-
 নিক বোধ হয়, পুরাণের মধ্যেই যে তাহার
 প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, এবং অধুনাতন
 টীকাকারে তাহা অস্বীকার করিতে
 পারেন নাই, এই বিষ্ণু।

পুরাণ সকল যে প্রকার সঙ্কলিত
 পরিপূর্ণ, এবং তাহার অনেক ভাগ যে রূপ
 আধুনিক ইচ্ছাতে তাহা ইহাতে পুরাণ ও অ-
 কাব্যনিক কথা সকল উদ্ধার করা অসম্ভব
 হইবে। অতএব পুরাণের পুরাণ সঙ্কলন
 বিষয়ক উপাখ্যানের সমুদায় কথা স্বার্থ
 কিনা তাহা বিস্ময়স্বরে নিরূপণ করা সুকঠিন

• প্রকৃত পুণ্য মুসলন বিষয়ক উপাখ্যান
 রোমহর্ষণ প্রকৃত পুণ্য মুসলন বিষয়ক উপাখ্যান
 রোমহর্ষণ প্রকৃত পুণ্য মুসলন বিষয়ক উপাখ্যান
 রোমহর্ষণ প্রকৃত পুণ্য মুসলন বিষয়ক উপাখ্যান

কিন্তু কোম সমস্যা পণ্ডিতেরা যে বেদবাসকে কেবল এক খামি পুরাণসংহিতায় কড়া বলিয়া বিশ্বাস করতেন, এই তাঁহার অর্থাংশ পুরাণ রচনা বিষয়ক উপাখ্যান যে তাঁহার বহু কাল পরে কল্পিত হয়, ইহা পুরোক্ত বহু দর্শনে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। তিনি যে বর্ষ সংহিতা করিয়াছিলেন, ইহা কোম পুৰাণে লিখিত নাই *। বরং বিষ্ণুপুরাণসম্বন্ধে পুরোক্ত বর্ষনে স্পষ্ট লিখিত আছে, বেদবাস এক খামি পুরাণসংহিতা করিয়া লোকহর্ষণকে প্রদান করেন। লোকহর্ষণ তদনুযায়ী এই সংহিতা এবং কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংখ্যায়ন তদ্ব্যক্তি এই এক সংহিতা প্রস্তুত করেন।

অপর্যন্ত পণ্ডিতেরা সকলেই সমস্যা অর্থাংশ পুরাণ বেদবাস-প্রণীত বলিয়া থাকেন, অতএব, বাসকর্ষক একমাত্র পুরাণ সঙ্কলন বিষয়ক পুরোক্ত প্রমাণ তাঁহারদের মতের বিরোধি বিনা করনও প্রয়োজ্য হইতে পারে না, সুতরাং উহা তাঁহারদের দ্বারা কল্পিত হওয়া কোন ক্রমে স্বীকৃত নহে। তাঁহার ভাষ্যবহু, আয়ের ও বিষ্ণু পুরাণ সঙ্কলন ও রচনা করিয়া বেদবাস-প্রণীত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারদের দ্বারাও এ বিষয় কল্পিত হইবার নহে। এ কারণ, এ উপাখ্যানকে কোন ক্রমেই আধুনিক বোধ হয় না, এবং তাহা যেমতই যে এককরে বর্ণিত আছে, তাহাতে নিতান্ত সন্দেহকর জ্ঞানও হয় না। বোধ হয়, পুরাতন এই বিশেষে লিখিত

ছিল, পরে অধুনাতন পুরাণরচনার দ্বন্দ্বপ্রসূ উদ্ধৃত-করিয়া লইয়াছেন। যিনি বেদ সমস্যায় সংগ্রহ ও বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার পুরাণ ও ইতিহাস সকল সংকলন করিতেও প্রযুক্তি হইলে হইতে পারে। বেদে হয়, সে সময়ে যুজ্জ্বল যে সমস্ত পরম্পরাগত পুরাতন ব্যাপার কীৰ্ত্তন করিত, তিনি তাহা সংকলিত ও সংস্কার করিয়া তাঁহার আখ্যান অধ্যাপনা বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকিলেন। তাঁহার কল্পক এ প্রকার এক পুরাণ সংহিতা, সংকলিত হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু তিনি সর্বাংশ সংগ্রহ করিয়াছিলেন কিনা নিশ্চয় বলা যায় না।

পুরোক্ত পুরাণ সংহিতা কি প্রকার ছিল, তাহা এত দিন পরে নিরূপণ করা এক প্রকার আশা বলিতে হয়, তবে প্রকৃৎকার বিবেচনা করিয়া দেখিলে হানি নাই। বিষ্ণু পুরাণকর্তা লিপিয়াছেন, বেদবাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা, কল্পশৃঙ্খি এই চারি বিষয় লইয়া পুরাণ সংহিতা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বিষ্ণু পুরাণের টীকাকার লেখেন, স্মরণ্য দুক্তি করিয়া যে সকল বিষয় কথিত হইয়াছে তাহার নাম আখ্যান। প্রথমতঃ জম্বু রুপার নাম উপাখ্যান। পিতৃ বিষয়ক ও পুত্রী বিষয়ক গীত ও অন্যান্য প্রকার প্রকার গীতের নাম গাথা। - জম্বু রুপার নাম উপাখ্যানের নাম কল্পশৃঙ্খি। - বেদবাস পুরাণ সংহিতা প্রস্তুত করুন আর না করুন, কিন্তু যে সময়ে পুরোক্ত পুরাণ সংকলন বিষয়ক আখ্যান রচিত হইয়াছিল, তখনকার পুরাণ এই প্রকার ছিল বোধ হয়।

বহু কাল পূর্বে পুরাণের প্রকৃৎকার জম্বু রুপার নামক সম্ভব, কিন্তু তাঁহার পরেরই একককার পুরাণ সকল সংকলিত হইয়াছে, এমত নহে। পুরাণ সমস্যা ক্রমাগত পরিবর্তন হইয়া আসিয়াছে, এবং তাহাতে স্তূতন পুস্তক-ত্রিয়ার নিবেশিত হইয়াছে। অমরসি-

* বিষ্ণুপুরাণের রচন পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং তাৎপর্য ও অর্থ পুরাণের তদনুযায়ী বহু পুস্তক লিখিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া লেখকের ইচ্ছা হইবে।
 এযাতরিতঃ কশ্যপকঃ সার্বভিহুতঃ ১১।
 শিংশপায়নুহুতীর্ষো রঘুর্ষে পৌরানিকাতমের
 জম্বীমকঃ ঈদমসিষ্টিয়ং সং বিজ্ঞানং হং পিতৃগাথাম্।
 একেজামহংভেজোঃ শিখা সর্গটম সুখ্যামাং
 কাশ্যপৌহিকঃ সার্বো রামসিষ্টিয়োকুতঃ ১২।
 অসীমাহ কাশ্যশিখ্যাকুতঃ কুতঃ সর্গটম
 ভাষ্যেত ১১ অতঃ ১ অধ্যায়ঃ
 শ্রীমদ্বাল্মীকি পুরাণাদি সূত্রেই বেদমহর্ষণঃ।
 সুরভিকাম্বিহবলকঃ শিখাঃ সূত্রপাণ্ডিত্যঃ।
 কুন্তলভেদেণ ভীমসিষ্টিয়ঃ শিখাঃ ১১ অধ্যায়ঃ।
 শিংশপায়নুহুতঃ পুত্রঃ শিখাঃ ১১ অধ্যায়ঃ।

* স্মরণ্য দুক্তি করনং প্রাকৃতপ্রাধান্যং স্মরণ্যং
 জম্বুগাথানাং কল্পনমুপাখ্যানং প্রত্যক্ষং।
 গাথাকঃ পিতৃপুত্রকাম্বিনীভাষ্যঃ।
 কল্পশৃঙ্খিঃ জম্বু কল্পশিখিভাষ্যঃ।

৩ স্বকৃত অবস্থায় নিখিয়ারেন, পু
রাণের পট লক্ষণ পুরাণের লক্ষণ।
সেই পাচ লক্ষণ কি কি তাহা অন্যত্রকার
টাকা করেয়া সকলোই বিশেষ করিয়া উ
খিয়াছেন। যথা।

সর্বশক্তিমানের বংশোদ্ভবনামঃ
বংশানুক্রমিক পুরাণে পঞ্চলক্ষণঃ

এই বচন দ্বারা প্রত্যক্ষই উদ্দেশ্যে যে
অমর সিংহের সময়ে যে সকল পুরাণ প্রচ
লিত ছিল, তাহাতে সূত্র, বিশেষ সূত্র, বংশ
বিবরণ, মনস্কব বর্ণনা, এবং প্রথম প্রধান
বংশোদ্ভব ব্যক্তিবিশেষ চিত্রিত বিবরণ
বিবরণ ছিল। বংশোদ্ভব ক্রিয়া কলা
পাদি উপদেশ দ্বারা ইহার একটি বিষয়েরও
উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু কেবলমাত্র প্রচলিত
পুরাণ সমুদায় দেবদেবীর মহোচ্চা কথন,
দেবায়ান্যাদেবোৎসব ও ব্রত নিয়মাদির বি
বরণেতই পরিপূর্ণ। তাহাতে যুক্তোক্ত
পঞ্চ লক্ষণের দ্ব্যর্থত যে যেটির প্রাপ্ত হ
ওয়া যায়, তাহা আনুমানিক সাম্য। অত
এব অপরিসংখ্য সময়ে, অর্থাৎ স্থানান্তরিক
মতাদেশের পুরোধে যে সকল পুরাণ প্রচ
লিত হইয়া গেলার সম্বন্ধে যথেষ্ট পুরাণ
সমুদায়ের বিস্তারিত বিস্তারিত সূত্রিত করা যাই
তেছে। তাহা সমুদায় পুরোক্ত লক্ষণকথা
জন্য পুরোক্ত লক্ষণ কথায় প্রসঙ্গিত
হইবে। এক্ষণে এই পর্যন্ত বলিতে পারা
যায়, যে সকল পুরাণ অমর সিংহের
সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা
উল্লিখিত পঞ্চ লক্ষণকৃত পুরাণ সমুদায়ের
প্রতিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে, এবং এত নূতন নূ
তন প্রকার তাহাতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, যে
সে সকলকে এক জনের নূতন লক্ষণিত
বলা তাহাতে পারে।

প্রতিবর্তিত পুরাণে মহাপুরাণ লক্ষণিক
লক্ষণকৃত হইয়া লিখিত আদ্যে সময়ে
ত্রিহরিৎ গুণ কীর্তন ও অন্যান্য দেব চান্দি

কের বংশোদ্ভব চাই লক্ষণ। কিন্তু ইহা
অমর সিংহের বহু কাল পরে লক্ষিত হই
য়াছে, তাহার সম্বন্ধ নাই। উক্তকের গুণ
কীর্তন ও মহোচ্চা বর্ণনা করা ত্র্যক্ষবর্ত্ত
পুরাণে অর্থাৎ উদ্দেশ্য; অতএব তিনি পু
রোক্ত পঞ্চ লক্ষণের সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ পুরা
ণের কোন স্থান না দেখিয়া নূতন লক্ষণ
করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যে এই বচন
করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই তদনুযায়ী লক্ষণ
করে। অতএব তাঁহার কৃত লক্ষণ দ্বারা সে
কালের প্রামাণ্য ও প্রাচীনত্ব অবধারণ করা
যায় না। অমরসিংহ এক জন অভিমান
কর্তা, পুরাণের লক্ষণ রূপন্য করা তাহার
পক্ষে আবশ্যিক ও সম্ভাবিত নহে, তাহাতে
তাঁহার পক্ষে অপমানের শ্রম কিছু মাত্র উপ
কার নাই। তাঁহার সময়ে যে প্রকার পু
রাণ প্রচলিত ছিল, তিনি তাহার তদনুযায়ী
লক্ষণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ যদি পুরো
পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ সর্ববাদি-সম্মত না
হইত, তবে অনুন্যতম পুরাণকর্তার তাহার
প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইতেন না। প্র
ত্যাহ, ভাগবত, ত্র্যক্ষবর্ত্ত প্রভৃতি যথেষ্ট
পুরাণে এই পঞ্চ লক্ষণ উক্ত বা উল্লিখিত
হইয়াছে। অতএব অমরসিংহ পুরাণে স
কল লক্ষণিত ও রচিত হইবার পূর্বেক
পুরাণ সমুদায় যে পুরোক্ত পঞ্চ লক্ষণ

* সর্বশক্তিমানের বংশোদ্ভবনামঃ
বংশানুক্রমিক পুরাণে পঞ্চ লক্ষণঃ
এতদনুপূরণান্য লক্ষণক বিদ্যুৎপাঃ
যতোক পুরাণান্য লক্ষণঃ এতদনুসারে
সুখিন্যাপি মিত্তিস্তম বিভিন্দোক্ত পালন্য
কথন্যঃ হান্যোহান্যনুসারে কথন্যঃ
বর্ণন্যঃ প্রত্যন্যোক্ত লক্ষণঃ
উৎকীর্ণন্যঃ হরয়েত মিত্তিস্তম পঞ্চ লক্ষণ
লক্ষণিক লক্ষণঃ পরি বিস্তার্য।
ন্যং লক্ষণঃ কথন্যন্যঃ বিবোধে কথন্যন্যঃ
ব্রহ্মোক্তঃ পুরাণে পঞ্চ লক্ষণঃ
ক কথন্যন্যঃ লক্ষণঃ কথন্যন্যঃ
যে মন লক্ষণ লিখিত আছে, বিংশতঃ ত্রিহরিৎ
তাঁহার দেহপ-হাতি-কীর্তন, তাহা প্রসিদ্ধতম
বহু পুরোক্ত লক্ষণিক লক্ষণকৃত হইয়াছিল
সম্বন্ধে নহে।

* তবে সকল পুরাণ সময়ে নহে। যথা বিষ্ণু উ
বার পুরাণে পঞ্চ লক্ষণপ্রায় সমুদায়ের লক্ষণ
কথা আছে। কিন্তু তাহার অনেককেই লক্ষণ
বিশেষ বিশেষে লিখিত হইয়াছে।

১ শতকালপর্যন্ত পুরাণে লিখিত হইয়া
কেনি পুরাণের লক্ষণ

ক্রান্ত অন্য প্রকার পুরাণ ছিল, একপ শীমাংসা করা কোন মতেই যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে।

ক্রান্তবেদান্ত পুরাণগণ্ডী স্বপ্রণীত পুরাণানুসায় লক্ষণ কল্পনা করিলেন, এবং পূর্ক পরলক্ষ্য ক্রমে পুরাণের যে পক্ষ লক্ষণ প্রসিদ্ধ আছে, তাহার কোন প্রকার শীমাংসা করা আবশ্যিক বিবেচনা করিয়া এই প্রকার কল্পিত কথা লিখিলেন, যে উপপুরাণ সকল পক্ষ লক্ষণক্রান্ত, আর মহাপুরাণ সকল দর্শনাত্মক-লক্ষণক্রান্ত। কিন্তু এক্ষণে যে সকল গ্রন্থ উপপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহা আমবকে মোক্ষ-পক্ষ-লক্ষণক্রান্ত হওয়া দুরে থাকুক, অমরনিঃসার সময়ে যে সে সকল রচিত হইয়াছিল এমন বোধ হয় না। উপপুরাণ সমন্বয় যে অধুনাতন গ্রন্থ, পুস্তকাদি পক্ষ লক্ষণক্রান্ত নহে, তাহা পশ্চাত্তমোক্ত হইবে। এক্ষণে এই পর্যন্ত জানা গিয়াছে, যে পুরাণের পৃথক পৃথক দুই পক্ষ লক্ষণ দ্বারা তাহার দুই সময়ের অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে। সচিৎ প্রকরণ ও বংশ বর্ণনা পুস্তককার পক্ষ লক্ষণক্রান্ত পুরাণের উদ্দেশ্য ছিল, আর এক্ষণে দর্শন লক্ষণক্রান্ত পুরাণ সমন্বয় দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রভৃতি দর্শন-সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিপূর্ণ। পুস্তককার পুরাণ কি প্রকার ছিল, এবং কি কাণ্ডই বা তাহা পরিমার্জিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা নিয়ে বাহা কিছু অসম্ভব হইয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ করা গেল। এক্ষণে যে সকল গ্রন্থ পুরাণ বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহার বিষয় পশ্চাত্তম লিখিত হইবে।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের

বক্তব্য

১১ পৌষ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ
শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায়াঃ অষ্টমোঃ অধ্যায়ঃ
মজালাকে সিংহস্তির স্তম্ভব! কেহই
আপনার বস্ত্রমাত্র অবহারক-মুতুপ নহে।
যুবক বস্ত্রের মানস্যা গণিত হইতে ইচ্ছা
করেন; যুবক বস্ত্রের মানসব উদ্যম ও
পুনর্বার প্রার্থনাই তাহার আকাঙ্ক্ষা।
পরিভ্রমণ বিধি পূর্ণ অর্থাৎ হইয়া বিদ্যায়

ভিজ লোক কাণে গণ্য হইবে। অভিল্য
করেন; বিষয় কমে বিষয় ব্যক্তি পরি
ক্রান্তকর নিরুদ্ভিগ্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে
বাঞ্ছা করেন। তিনি বিষয় কমে অতিশয়
ব্যস্ত তিনি মনে করেন যে মনোপার্জন হই
লে কৰ্মভূমি হইতে অবসর হইয়া গতি
সুস্থির চিন্তে অবশিষ্ট জীবন যাপন করি
বেন; যিনি মনোপার্জন পূর্ণক বিষয় লাভ
হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তিনি নিষ্কর্ষ
অবস্থাতে উভ্যক্ত হইয়া পুনর্বার বিষয় কাম
প্রকৃত হইতে মানস করেন; বাহার গৃহ
স্থ, তাঁহারী ভ্রমণকারীর অবস্থাকে কি জপু
র্ক মুখজনক বোধ করেন। আপনার
স্বদেশে দেখিবার জন্য ভ্রমণকারীর মন
কখন কখন কি পর্যন্ত না ব্যাকুল হয়। ম
ধ্যমায়স্থ ব্যক্তি গমি লোকের অবস্থাকে কি
মুগ্ধের আকার বোধ করেন। হিন্দব্যক্তি ক
খন কখন নান বিধ জুর্জবনায় আক্রান্ত
হইয়া মধ্যমায়স্থ ব্যক্তির স্বকলম্বয় ভায় স্বা
পিত হইতে বাধ্য করেন। যিনি ধন প্রাপ্ত
হইয়াছেন, তিনি আরো অধিক ধন প্রাপ্ত হ
ইতে ইচ্ছা করেন, যিনি মধ্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন
তিনি অপরো অধিক যশঃ অভিল্যাস করেন;
যিনি মান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার অপরো
অধিক মান পাইবার আকাঙ্ক্ষা। বিদ্যা অ
মন্ত সমুদ্র, পৃথিবীতে কত উত্তম উত্তম ভাষা
আছে, প্রত্যেক ভাষাতে কত উত্তম উত্তম গ্রন্থ
আছে। বিদ্যান ব্যক্তি আপনার বর্তমান বি
দ্যাতে পরিচুপ্ত নহেন, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের
ব্যক্তি মনোপার্জিত বিজ্ঞানে সন্তুষ্ট নহেন;
তিনি বিবেচনা জানিতেছেন, যে এমত কত তত্ত্ব
মনুখের বুদ্ধি হইতে প্রাক্তন পরিগাছে, তাহার
কিছুই শীমাংসা করিয়া উচিত পাবেন না।
পৃথিবীতে বহুতাতেও ভূগি নাই। সম্পূর্ণ
নির্দোষ ব্যক্তি পাওয়া দুঃসংসা। বক্ষু বও এক
এক সময়ে এমত দেখে স্মৃতি হয়, যে মনেতে
অনুর্ধ্ব করে, যদ্যপি বক্ষুচার নিয়মানুসা
রে তাহা পূরে কমা করা যায়, তথাপি আ
পাত্তত হুগণিত হইতে হয়। যিনি মধ্যার্ধ
ধাত্মিক ও বর্তমান মনেতে সন্তুষ্ট, তিনি আ
পন চরিত্র বিশিষ্টরূপ পরিমার্জন করিলে কি
তাছাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন? ক্রান্ত

বাস্তব জগৎকে কি এই অবস্থাতে স্থাতি
 হইতে পারে? পৃথিবীতে ভূমি শস্য—নি-
 রুপকিম সুখ পাওয়া সুকঠিন। বাছাকে
 পুষ্টিগত, বিদ্যানু ও সুখ-শরীর ও স-
 মার নিরীহাধাপরাপি ধনশালী দেখা যায়,
 তাঁহারও জনসংগত এমন এক কঠিন
 থাকিতে পারে, তাহা কোন অল্প চিকিৎসক
 তার: নিরুপস্থিত হইতে পারে না, যাহা তাঁ-
 হাকে সত্য অসুখীরাগিয়াছে। এখন সা-
 বধানকা হ্রি মনুষ্যের স্বভাবপত্র, তখন এ-
 ক্ষত বেগ হন না, যে পৃথিবীতে জুগের অ-
 জুগ হইয়া যায়। এখন কেবল নিরবচ্ছিন্ন
 সুখে, আনন্দ হইবে, কারণ তাহা হইলে
 "মনুষ্যের ব্যবধানতা পূর্ণ থাকিবার মিত্রাক
 বিরোধিতা ও সাময়িক প্রকৃতি ও বাস্তবের
 পরস্পর অপসারণিত থাকে না।" কোন
 বাস্তব সর্ব-সুখ-সংগত নহে, প্রত্যেক বা-
 স্তব কোন নীতিসম প্তনের বাস্তবিক আ-
 জ্ঞার মানে, যাহা পূর্ণ হইয়া তাঁহার পক্ষে
 জুগাধা: সে আনন্দ সনিত জুগ তাঁহাকে
 জ্ঞান করিতেই হয়। মতামতকে সকলই সু-
 চার হওয়া, সকলই পরিপাটি হওয়া, সকলই
 মানের অতঃপর জুগের: অতঃপর মতামতকে
 কি প্রকারে স্থিতি হইতে পারে? জাহা।
 পিপাসু মনুষ্যের ক্রোধাধা কি কখন সম্প-
 ন হইবে না? আনন্দনিগের প্রকী: কি এমত
 নির্দয়, যে যে নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণ সুখের নি-
 মিত্তে আমরা দরদী যত্ন করিতেছি, কিন্তু
 তাহা পাইয়া উঠিতেছি না, তাহা কি তিনি
 হইতে প্রদান করিবেন না? পূর্ণজ্ঞান ও
 পূর্ণ সুখের অবস্থা, যাহার আভাস মাত্র আ-
 মরা: এই অবস্থাতে হাঙ্গ হইতেছি, সে কি
 ক্ষেত্র আভাস পাওয়া পর্য্যন্ত? আমরা কখন
 এমত বেগ করিতে পারি না। ভূতত্ত্ব বিদ্যা
 দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গইতেছে, যে অনেক পরি-
 স্তর ও অনেক অল্প কষ্ট জীব-জাতি জ্ঞানের
 পর উৎকৃষ্ট মনুষ্য জাতি উৎপন্ন হইয়াছে।
 এখন কেবল সেই অল্পকষ্ট জীব সকল পৃথি-
 বীতে বিরাজমান ছিল, তখন কে মনে করিত্তে
 পারিত্তে, তাহারদিগের অপেক্ষা এমন এক
 শ্রেষ্ঠ শর উৎপন্ন হইবেক হইবে বৈ নহল
 কার্য ক্রমশঃ হয়। মনুষ্যের ভাব-অবস্থা

বর্তমান অপেক্ষা যে ক্রমশঃ কষ্ট উৎকৃষ্ট
 হইবে তাহা কে বলিতে পারে? যে এখন
 বট বীজ বৃদ্ধিকা হইতে বট বৃক্ষ উৎপন্ন
 হইতে দেখে রাই, সে সেই বীজ দেখিলে কি
 মনে করিতে পারে, যে তাহা হইতে এ-
 মত এক শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে যা-
 হার ছায়াতে সৰ্বত্র সৈন্য ধ্যান থাকি-
 তে পারে? এক দিবসের শিশু প্রে-
 মিলে আপাততঃ কিসে হইতে পারে
 যে সে ভবিষ্যতে মাতঙ্গ কুলা বল ধারণ
 করিবে? যে ব্যক্তি পক্ষ পূর্ণ করণ দেখে
 নাই, তাহাকে হামা আনিয়া দিলে, সে কি
 মনে করিতে পারে, যে এমত সুশোভন ম-
 নোহর পুঙ্খ কদম্বা পত্র হইতে উৎপন্ন
 হইয়াছে? পৃথিবীর বেশা বিশেষে পনি
 ধনকারি বাস্তবদিগের চিরকাল ভূমি
 নিম্নে থাকিতে হয়; যে বনি ধন-
 কারি জন্মাবধি আপনার জীবন ভূমি
 নিম্নে যাপন করিতেছে, তাহাকে অদংগ
 মন্থর পচিৎ অনন্ত আকাশ, শ্যামল শোভা
 বিজুগিত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, সুকোমল-আলো-
 ক-পূর্ণ-চন্দ্র, এবং প্রখর-জ্যোতিঃ-সমুদ্র-ব-
 র্ধকরী মহিমামিত্ত স্তম্ভ দর্শনের সুখের
 শ্রিয় বহিমে সে তাহা কি বুঝিতে পা-
 রিবে? যিনি সমস্ত জীবন কেবল তাড়াই
 দেখিয়াছেন, তিনি প্রসারিত মহা সমু-
 দ্রের বিস্তীর্ণতা ও মীলোচ্ছল শোভা
 কি মনেতঃ কল্পনা করিতে পারেন?
 সবকায়স্থাবধি শিঞ্জর-ক্রম পক্ষী মহা দুর্ন
 বিশিষ্ট আশেষ অবগে স্বাধীন বিহারের
 সুখ কি জানিবে? বর্তমান রুজাবস্থাতে জী-
 বাকা রূপ পক্ষির শরু মতি বিস্ত্রিত ও তাহা-
 র বর্ণ অতিমান, কিন্তু যখন ক্রমশ মুক্তির অ-
 বস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহা যে কি অমৌ-
 কিক শোভা দ্বারা ভূমিত হইবে, কি অপূর্ণ
 সুখাকান্দ বিচরণ করিবে, তাহা আমরা এ
 ক্ষণে কি বলিতে পারি? শ্রিয়ত্তম বন্ধুর
 সহিত সহবাসের আনন্দ স্বাভীত—সেই ভূ-
 মানস-স্বাভীত, মন আর কোন আনন্দই
 দুঃখ হইতে পারে না। সেই আনন্দের
 অবস্থার নিস্তিত-আপনাকে উপভুক্ত করা
 উচিত। এখন বিবেচনা করিবার হইতে

যুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পরে প্রিষত
বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ ও সম্মিলন হইবে,
তখন বাক্য মনের অতীত কি অপায় সুখ
সংস্পর্গ হইবে। 'হে বন্ধো' এই দিবসের
নিমিত্ত—তোমার সম্বন্ধে মনের নিমিত্ত মন
অত্যন্ত পিষ্ট হইতেছে।

বান্ধবধর্ম্য

দ্বিতীয়খণ্ড

প্রথমোক্ত অধ্যায়ঃ

গোষ্ঠাচার্যের মনোমুগ্ধতাঃ

আচার্য্য শিষ্যকে ধর্মোপদেশ করি-
তেছেন।

বন্ধু! তুমি যখনও মায়ী ভঙ্গ্যজাননরূপে। তুমি
এই ভঙ্গ্য প্রকৃতির তরুণদি সম্বন্ধে।

পৃথক বাক্তি লক্ষ্যমিত ও তত্ত্বজ্ঞান পরা-
ণে হইবেন; যে কোন কর্ম করুন তাহা
স্বদেশকে সমর্পণ করিবেন।

মায়ী ভঙ্গ্য প্রকৃতির মায়ী ভঙ্গ্যসম্বন্ধে। মজা
পূর্ণ নিঃস্বভেত মায়ী ভঙ্গ্যসম্বন্ধে।

পৃথক বাক্তি পিতামাতাকে সাধনায়
প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্বপ্রকারে
সর্বদা তাহাদের সেবা করিবেন।

মায়ী ভঙ্গ্যসম্বন্ধে। মায়ী ভঙ্গ্য পিতৃমাতাকে
সেবা করিয়া মায়ী ভঙ্গ্যসম্বন্ধে।

কলিপাবন হস্ত পুত্র পিতৃমাতাকে মুক্ত
বাক্য করিবেন, সর্বদা তাহাদের প্রিয়
কর্ম করিবেন এবং আচার্য্যকে দাসি-
কেন।

মায়ী ভঙ্গ্যসম্বন্ধে। মায়ী ভঙ্গ্য পিতৃমাতাকে
সেবা করিয়া মায়ী ভঙ্গ্যসম্বন্ধে।

সকল গুরুকে সর্বদা মাতা পুত্র স্বরূপ
হয়েন। তাহা পূর্ববর্তী অধ্যায়ের গুরু আচার্য্য
শিষ্যের মনোমুগ্ধতা উল্লেখ করি।

মায়ী ভঙ্গ্যসম্বন্ধে। মায়ী ভঙ্গ্য পিতৃমাতাকে
সেবা করিয়া মায়ী ভঙ্গ্যসম্বন্ধে।

মায়ী ভঙ্গ্যসম্বন্ধে। মায়ী ভঙ্গ্য পিতৃমাতাকে
সেবা করিয়া মায়ী ভঙ্গ্যসম্বন্ধে।

সুখীভেতা সমা... মায়ী ভঙ্গ্যসম্বন্ধে।

কোষ্ঠ জাতা পিতৃ জনন্য করিয়া...
জানি সর্গীরের ব্যয়। মায়ী ভঙ্গ্যসম্বন্ধে।
মায়ী ভঙ্গ্যসম্বন্ধে। মায়ী ভঙ্গ্যসম্বন্ধে।
এই হেতু এ সকলের দ্বারা উদ্ভূত হই-
লেও সন্তুষ্টি না হইয়া সর্বদা সচ্ছিত্তা অব-
লম্বন করিবেন।

মায়ী ভঙ্গ্যসম্বন্ধে। মায়ী ভঙ্গ্যসম্বন্ধে।

পরের অজ্ঞান সকল সত্ত্ব করিবেন,
কাহাজেও অপমান করিবেন না; এই
মানব দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত
শত্রুতা করিবেন না।

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডে প্রথমোধ্যায়ঃ।

বিজ্ঞাপন

আজ্ঞাত বিদ্যা, যাহা ক্রমাগত পত্রিকা-
তে পাঠ অধ্যায়ে মন্ত্রিত হইয়াছে, তাহা
পুনর্বার এক খামি কৃত পুস্তকাকারে মন্ত্রিত
করিয়া প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মূল্য
১০ দিন আনা মাত্র; যাহার অর্গোল
হয়, তুল্য প্রেরণ করিলে অল্প হইতে পারি-
বেন।

শ্রীমদেবপ্রসাদ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

কৃষ্ণজ্ঞান সহিত স্বীকার করিতেছি, যে
কৃষ্ণপুর নিবাসি শ্রীমুক্ত কালীচন্দ্র রায় জ্যে
যদি আশ্রয় স্বপ্রদীত স্বতঃসমর্পণ পুস্ত-
কের ২০ খণ্ড এই প্রকার প্রদান করিয়া-
ছেন।

শ্রীমদেবপ্রসাদ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত নীলমনি বসাক কর্তৃক সংগৃহীত নবমারী পুস্তক সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য ১১০ বেঙ্গলটাকা, বাঁহার প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত তত্ত্ববোধিনী পুস্তক সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য ১১০ টাকা, বাঁহার প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত নন্দানন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত সারাবালি পুস্তক সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য ১১০ টাকা, বাঁহার প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

যাহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গী, চক্র-বাহ্যামনসংগঠন, তাহার পত্র ছাড়া জানাইবেন।

শ্রীযুক্ত নন্দানন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ১১ নম্বর রবিবার সূর্যাস্ত পরে সাংসারিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্মা

শ্রীবাণেশ্বর শর্মা

উপাচার্য।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৭৪

শকের অগ্রহায়ণ ও পৌষ

মাসীয় আয় বায়

বিবরণ।

আয়

| | |
|-----------------------|-----------|
| দানপ্রাপ্ত | ৩৩১ ১০ |
| ব্রাহ্মসমাজের বিক্রয় | ১৩ ১১ |
| বাক্য মাসের স্থিত | ২৭৪ ৬০/১০ |
| | ৩৩৪ ১১/১০ |

বায়

| | |
|--------------------|-----------|
| কম্প চারিগণের বেতন | ১৫০ ১১ |
| বিবিধ বায় | ৪৩ ১০ |
| | ১৯৩ ২১/১০ |

স্থিত

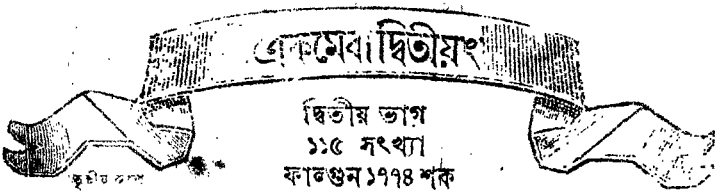
| | |
|-----|--------|
| ২৪৯ | ১৫০ ৬০ |
| ২৪৯ | ১৫০ ৬০ |

দান প্রাপ্তির বিবরণ

| | |
|-------------------------------------|--------|
| শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ মল্লিক বায় | ১০ |
| শ্রীযুক্ত রতনচরণ মথোপাধ্যায় | ১ |
| শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন | ১ |
| শ্রীযুক্ত শ্রীধরচন্দ্র বসু | ১ |
| শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দত্ত | ২ |
| শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায় | ১০ |
| শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বসু | ১ |
| শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ১ |
| শ্রীযুক্ত রুক্ষচৈতন্য বসু | ১ |
| শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র পাণ্ডে | ১ |
| শ্রীযুক্ত গিরিধারি পাণ্ডে | ১ |
| শ্রীযুক্ত নীলমণির মিত্র | ২ |
| শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় | ২ |
| দানপ্রাপ্তের প্রাপ্ত | ৩২৩ ১০ |

৫২ ১০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে উদ্যোগীকৃত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে প্রকাশিত হইবে। ইহার মূল্য এক টাকা। ১ নম্বর ব্রাহ্মসমাজের পত্র ১১ নম্বর কলিকাতা ১৯০৩।



ত্রয়োবিংশ

দ্বিতীয় ভাগ
১১৫ নংখ্যা
ফাল্গুন ১৭৭৪ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

পত্রিকা প্রকাশক: শ্রীযুক্ত ব্রজেন চন্দ্র সরকার, কলিকতা।
স্বতন্ত্র পত্রিকা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশক: শ্রীযুক্ত ব্রজেন চন্দ্র সরকার, কলিকতা।

ত্রয়োবিংশ শস্যৎসবিক ব্রাহ্ম-
সমাজের প্রথম বক্তৃতা

১১৫ নং ১৭৭৪ শক

ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তির আর এক বক্তৃতা
ব্রজেন চন্দ্র সরকার।
অন্য ত্রয়োবিংশ শস্যৎসবিক ব্রাহ্মসমাজ। যিনি আমারদের প্রবী, পাতা ও সর্বসুখদাতা যিনি আমারদের স্ত্রী বর্মের জীবন ও সকল কল্যাণের তাকর স্বকর, আমরা তাঁহার প্রসাদে শরীর যন স্বাধার প্রসাদে বল বুদ্ধি, যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম রূপ রমণীয় রত্ন লাভ করিয়াছি, অন্য তাঁহারই আরাধনার্ণে এখানে একত্র হইয়াছি। আমরা তাঁহারই অর্পণে তাঁহারই আশ্রিত ও তিনিই আমারদের পিতামহ।
আমরা সেই রাক্ষাসিক যাক্ষদের রাজ নিরামের অনুবর্ত্তি হইয়া নির্যয়ে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেছি, সেই পরাধমের পরমপিতার স্নেহ লাভ করিয়া অতি যত্নে প্রতিপালিত হইতেছি, সেই পরম বন্ধুর প্রতিশ্রুত লাভ করিয়া আনন্দ রূপ অমৃত রসে অভিপ্লবিত হইতেছি। তিনি আমারদের পিতা, প্রভু, রাজা ও সুসুখী—তিনি আমারদের চিরকালের পরম বন্ধুগণের আশ্রয়। আমরা তাঁহার অবিদলিত কারুণ্য রূপে স্থির-নিশ্চয় হইয়া তাঁহার উপর নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। তাঁহার অর্পণ

অনুমতি অনুসারে, সর্বা অক্ষয় উদয় হইয়া আমাদিগকে প্রতি দিন দুইখণ্ড ব্রহ্ম-প্রদান করিয়াছেন, বায়ু সতত সঞ্চিত হইয়া আমাদিগকে প্রতি নিমেষে প্রাণদান করিতেছে, সাত্বিক প্রতীপালিকা পৃথিবী অপর্যাণ্ড শস্য, ফল, ফুলাদি উৎপাদন করিয়া আমাদিগকে প্রতি দিবস পালন করিতেছেন, পবন বন্যায় পুষ্প সমৃদ্ধায় প্রসূতি হইয়া বিচিত্র শোভা প্রকাশ ও মনোহর সৌরভ বিস্তার পূর্বক আমাদিগকে সুখ-সংবাদে অবগামন করাইতেছে, পর-লোক-দেবী পরোপকারী যাক্ষ-যাক্ষিণী মনুষ্য-গণের স্বদয়-নিকেতনে কারুণ্য প্রকটিত হইয়া আমারদের দুঃখ-মল নির্যাস করিতেছে। আমরা বাহ্য হইতে যে কিছু উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, সকলই তাঁহার প্রসাদে। তিনি আমাদের সর্ব সম্পদের আশ্রয়। সমস্ত দিবার সমস্ত জ্যোতি যেমন এক মাত্র জ্যোতি-বিদ্যুৎ স্বরূপ সূর্য হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আমাদের সমস্ত সুখ-সৌভাগ্য এক মাত্র অগাধ আনন্দ-সাগরে স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি আমাদের ইহ কালের পিতা; তিনি পরকালের গুতি; তিনি আমাদের রত্ন রক্তি।
যাঁহার সন্তান আমরা সেইরূপ অতি নৈকট্য সম্বন্ধীয় বন্ধু রহিয়াছে। তাঁহার পুত্র বিজ্ঞ প্রেমে রত্ন হইয়া তাঁহার পিতৃ সন্ত

বাস করা অপেক্ষায় সুখের বিষয় আর কি থাকে? তাঁহাকে বিক্রপ প্রজ্ঞা, ভক্তি, ও শ্রীতি করা কর্তব্য, তাহা কি বাস্তবে বলিয়া নির্ধারণ করা যায়? যে পরমেশ্বর-পরায়ণ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি কোন দুর্ভাগ্য প্রশস্ত ভূমিপথে বা কোন পরম রমণীয় সুপথিকৃত গুপ্ত কামনে জন্ম করিয়া থাকিতে, অথবা কোন পরমার্গ বিষয়ক উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিতে করিতে, মন্ত্রনাকর বিস্ময়ের কোন অ-পূর্ণ কোমল মন প্রভৃতি কথিনা তাঁহার শ্রীতি নীরে নিম্ন ত্যাগেহেঁ তিনেই সে অনির্ভর্য্য শ্রীতিরসের কিছু কিছু আ-স্থান লভ কবিয়াছেন। এই প্রকার পরম পরিপূর্ণ প্রতিরস পান অভ্যাস করা তা- অনির্ভর্য্য কথনো কর্তব্য।

সদি কোন প্রয়োজন অনুসারে সঙ্গিত সহস্রানন্দ ব্যাধীর হয়, তবে পরম শ্রী-তিভাষ্য পরমেশ্বরের সঙ্গিত সহবাস করা কিম্বা তাই আর্থবীণা। তাঁহার মঙ্গল-ভা-বে কোন দুরতি বেগে গমন করিতে হয় না। তিনি সর্ব্ব জীবের মঙ্গল কর্তৃক বি-দ্যমান বিচারকেন্দ্র কেবল সঙ্গ প্রতীতি করিতে পারিলেই তাঁহার সঙ্গিত সহস্রানন্দ হয়। অগাম্যকে নিঃশয় জননা-গতি ও পরাধার পরম পিতাকে আপনায় অধিষ্ঠার সঙ্গীর ও কৃষ্ণগায় প্রভৃতা জ্ঞান করিয়া এবং পবিত্র অ-ভ্যাসেরে তাঁহাকে সঙ্গিত প্রত্য-ক্ষরং দেব-পায়ন দেখিয়া তাঁহার প্রতি অ-বিচলিত প্রতি দৃষ্টি করাই তাঁহার গহিত সংসার। তাঁহার গহিত এইরূপ সহবাস করাই তাৎকালিক উদ্দেশ্য। যেক্ষণ সাধন দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাই তাঁহার মঙ্গল কর্তব্য।

তাঁহাকে শ্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন এ উভয়ই সহস্রানন্দই এক মন্ত্র উপায়। অগাম্য বিষয়ের ন্যায় শ্রীতি ও প্রজ্ঞা-ও অভ্যাস সাপেক্ষ। কিন্তু কি আকোপের বিষয়! বিদ্যে, শিষ্য-কর্ম্ম, মিত্র-কার্য এ সমুদায় যে অভ্যাস-সাপেক্ষ তাহা সকলই স্বীকার করেন, কিন্তু শ্রীতি ও প্রজ্ঞাও যে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতে হয়, ইহা কে- যেকো বিবেচনা করেননা। ১। কিন্তু যেকো

চালনা না করিলে, শরীরও সবল হয় না, এবং বুদ্ধিও পরিবর্তিত হয় না, সেইরূপ শ্রীতি ও ভক্তিও চালনা না করিলে বুদ্ধি হয় না। শরীরের যে অল্প চালনা না করা যায়, তাহা যেমন ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আইসে, সেইরূপ মনেরও যে বুদ্ধি পরিচা-লিত না হয়, তাহাও ক্রমাশ্র নিঃশেষ হইতে থাকে। ধর্ম্মাচলের এক স্থানে স্থির থাকি-বার উপায় নাই; হয়, উদ্ধৃগামী, নয়, অ-ধোগামী হইতে হয়। উদ্ধৃগামী হইবার জেহী না করিলে অবশ্যই অধোগামী হই-তে হয়।—কলমতঃ অগার-মহিমার্ণব, বর্ধ-প্রকাশ, সকল মঙ্গলসম্পদ, পরাধার চা-রমেশ্বরের প্রতি শ্রীতি ও প্রজ্ঞা করি-তে অভ্যাস করা এমন কঠিন কর্তব্য কি- কি? তাঁহার অনন্ত গুণ, অসীম মহিমা ও অশেষ কুণ্ডলিপ্রায় পর্যালোচনা করিলে, কোন প্রাণের হৃদয়ে শ্রীতি-রসের প-কাশ নাহা। অমরা যখন যে দিকে মন্ত্র-পাত করি, তখনই তাঁহার প্রতি প্রসাদ আনির্ভর্য্য জ্ঞান এবং অগার উদ্বাধা ও কার্যকররূপের কোটি কোটি নিদর্শন কে- বিতে পাই। অমরা স্বীকৃষ্ণকুশল অনু-শাসিগেব যে সকল মহৎ কার্য পর্যালো-চনা করিয়া মুক্ত কর্কে প্রবেশ করিয়া থাকি, বিশ্বকর্মা বিশ্ববিপত্তির বিশ্ব-কাষ্যে তুল-নার সে সমুদায় কিছুই নহে। জাতি স্কন্দ শ্যামবর্ণ দুর্ভাদল অদরি উচ্ছল নীলবর্ণ গগন মণ্ডল পর্যন্ত সমস্ত বস্তুই সেই ম-হামহিমার্ণব মহেশ্বরের অগার মহিমা প্র-চার করিতেছে। অসম-প্রায় প্রশস্ত ম-হামাগার, অজ্ঞাত বনাকর্ণ গিরি-প্রস্থ-শত-গদ-বিশিষ্ট মহেশ্ব-শীথ বটরুক, দিবাকরের উদয়াস্ত কালের আশ্রম দৌন্দর্য্য, সুগারক পূর্ণচন্দ্রের পরম রমণীয় অনির্ভর্য্য শোভা এ সমুদায় অবলোকন ও মগ্ন করিলে কাহার অন্তঃকরণ পরমেশ্বরের প্রেম-নীরে নিমগ্ন না হয়? তিনি আগারদিগকে জ্ঞান-রত্ন প্রদান করিয়া কত জ্ঞানই প্রদর্শন ক- রিয়াছেন। সুকুমার য়ে-বৃত্তি ও বিশুদ্ধ কারুণ্য-স্বভাব সৃষ্টি করিয়া কত রেহণ কত কলমই প্রকাশ করিয়াছেন। আমারদিগ-

কে ন্যায্যতার নিকটে সমর্থ করিয়া কি
আদর্শ্য অপকথাতিতা গুণই প্রচার করি-
গাৎকন। ঢুকুও এক এক নিমেষে তাহার কন্ত
মহিমাই প্রকাশ করিতেছে! আমারদের
প্রতিবারের মিথাস-কিয়া তাহার কন্ত শ্রেই
প্রকাশ করিতেছে! তাৎপর্যপূর্ণ কীর্তির
এক এক শিরোল তাহার কন্ত কথাই প্র-
দর্শন করিতেছে! কে ভগদীশ! যে স্থানে
বে পদার্থ বহুগোচর করি, তাহাই তো-
মার আনন্দময় অভিব্যক্তি দেখি! যে স্থানে
দান করি, সেই স্থানেই তোমার প্রভা-
বের মেরু দেখান দেয়াতে পারি! যদি
পদার্থ পরিবারে অভিযোজন যদি দেখায়েও
তুমি নিঃশব্দ নাহি হই। যদি পত্রীর গহ্বরে
এবেশ করি, দেখাও তুমি বিরাজ করি-
বে।। অসদাগরকে সম্মুখবর্তি করিয়া তা-
হার চোটেই দেখায়ে দই, আর মদা ভীরু
পুণ্ড্র-শাখ বৃন্দ-ছারিতেই বা শরায় থাকি।
যজ্ঞেই ক্রি রাক্ষু করিতেছে। তোমার
চরণের মেঘ আধারকেও জ্যোতির ন্যায়
দর্শন করিতেছে। তোমার পায়ে জামদগ্নী
অনাধ-ভিত্তি আক্রান্ত ও সর্বাং কাণের
পরিষ্কৃত দিব্যলোক উজ্জয়ই তুমি। এই
অখণ্ড আকারের প্রাজ্ঞকে প্রথম গিয়া
তোমার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এইরূপে পরমকণ্ঠস্বর পুরাতনকারের
অনুপম গুণ সমুদায় অপরূপ প্ৰয়োগেচনা
করিলে তাহার প্রতি ক্রোধ, ভক্তি প্রভৃতি
আপনা হইতেই প্রকট হইতে পারে।
তখন তাহার গুণকীর্তন করিয়, যেমন বি-
শুদ্ধ মুখ সস্তোম করা যায়, এমন শব্দ ক-
হুতেই হয় না। তখন তাহার প্রতি,
তাহার প্রসন্নতা ও তাহার সফল সাধাই
সকল কর্মের উদ্দেশ্য থাকে। যে বিষ-
য়ের-সহিত তাহার সংগ্রহ নাই, তাহাতে
আর কোন ক্রমেই পরিচয় দেখে না।
কিন্তু অন্তঃকরণকে পরিশুদ্ধ না করিলে প-
রম পরিশুদ্ধ পরমেস্বরের সফল সাধ
সমর্থ হওয়া যায় না। অপরাধী প্রজা
যেমন রাজার-সহিত নানান করিতে শক্তি
হয়, সেইরূপে পরমেশ্বরকে ব্যক্তি ভাষ্যে ক্র-
টিয়াই করিতে উচিত ও অসমর্থ হয়। অ-

তৎপ, অন্তঃকরণকে পরমেস্বরের প্রেম-রোগে
রঞ্জিত করিবার পূর্বক তাহার পাণ রূপ
খলিকণা সকল প্রকাশন করা কর্তব্য।
প্রিয় জনের প্রিয় কার্য ও তাহার প্রিয়
বস্তুর প্রতি প্রীতি না করিলে তাহার প্রতি
যথার্থ প্রীতি প্রকাশ পায় না; অতএব বি-
শেষতঃ অখিল বিশ্বের প্রতি প্রীতি প্র-
কাশ পূর্বক সর্ব জগতের শুভ চিন্তা করা
বিদেয়। সমুদায় প্রকাশেই তাহার প্রতি-
ভাজন। সকল জীবই তাহার দেহাঙ্গ।
অতএব তিনি যেমন নিরপেক্ষ ভাবে সক-
লের প্রতি সমান ভ্রুতি করিয়া বিশ্ব-বায়ের
ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহার সার্বজনীন-
বসেইতৎপ তাহার আচরণ হইয়া সর্বসা-
ধারণের শুভ-মুখের কস্তব্য। তাহার
কার্যকে প্রবেশের সর্বোপর আদর্শ স্বরণ
ভ্রন করিয়া এবং আদ্যেরদের ইচ্ছাকে
তাচার ইচ্ছার অনুরূপ করিয়া তাহার অভি-
প্রায়-ব্যবহারে বর্জন করা যাক উচিত।
যে প্রতি তাহার প্রতিপ্রাণ সন্তোষে করি-
তে পারে, সেই প্রকৃত পরম, এবং অমনা-
য়, হইয়া তাহার অনর্নিভ পদেই প্রতিফল
সমন করে, সেই ব্যক্তিই তাহার গর্ভাৎ-
ব্যব সাধের আদ্যকা হইয়া অনির্দ্বন্দ্বীয়
অঙ্গের অনুরূপ হইবে। তিনি আমার-
দিগে পুণ্যদায় প্রদেয়। তিনি আমার-
দিগে দেহাত্ম হইয়া প্রত্যেক পুণ্ড্র স্বকপ।
সহ্য কি স্বকপ প্রদেয় হইতে পারে? হই-
তে পারে? হইতে পারে? না হইতে পারে?
হইতে পারে? অতএব, তাহার কস্তার স-
হিত আমারদের শিষ্টাকে নিবৃত্ত করিয়া
তাহার প্রিয় কার্য সাধন করাই আমারদের
এ প্রীবনের এক মাত্র কার্য। সকল জীবের
দয়া করা কস্তব্য, কেন না ইহা তাহার
ইচ্ছা। পরশ্বর মায়ামুখ ভাবহার করা
কস্তব্য, কেন না ইহা তাহার ইচ্ছা। যত্ন
পূর্বক পরিবার প্রতিভাজন করা কস্তব্য,
কেন না ইহা তাহার ইচ্ছা। বিদ্যালী-
লন পুত্রক বুঙ্খিত মাজিত ও উন্নত
করা কস্তব্য, কেন না ইহা তাহার ইচ্ছা।
আর মুখ না বুদ্ধিলে মনেই হইত সকল

স্বার্থ পায় না, মনের ক্ষতি না হইলে জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি হয় না, জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি না হইলে অন্তঃকরণ পরিষ্কৃত হয় না, অন্তঃকরণ পরিষ্কৃত না হইলে পরম পরিশুদ্ধ পরমেশ্বরের সহবাস আস্তে সমর্থ হওয়া যায় না। তিনি সকল জীবের সুখ সাধনার্থে দাবর্তায় আরা প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, অনুসরণই পানন করা কদম্ব; মানব জন্ম সাধক পরিবার আল উপায়ান্তর নাই। তাঁহার মঙ্গলময় নিয়ম মন্থনয় প্রতিপাদনে যত সমর্থ হইবে, ততই নিম্ন: আনন্দ অনুভূত হইয়া তাঁ হার বক্রাময় বিশুদ্ধ স্বরূপে দৃঢ়তর বিশা- স জগিবে, এবং ততই তাঁহার পবিত্র প্রেমে মগ্ন হইয়া তাঁহার সহবাসের উপ- যুক্ত হইবে।

বাঁহারের নামে অনুরক্তি ও পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি প্রতি উপস্থিত হয় নাই, তাঁহার বে প্রবোধেরই এই পরম প্রার্থনীয় অর্থ্য প্রাপ্ত হইবে, ইত্যং কোন মতেই সম্ভবিত নহে। পুসঙ্গ পরিত্যাগ, মনুষ্য জীবন, পরামেশ্বর বিদ্যাক ও ধর্মাবিদ্যার উপদেশ গ্রহণ ও শুদ্ধ অধ্য- যম, মঙ্গলময় প্রতি প্রতি প্রকাশে ও তাঁহা প্রতিপাদন সম্পাদন ইত্যাদি সাধন সকল মনুষ্য জীবন অধ্যয়ন করা তাঁহারদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। যে সকল হৃদিত্য মাননা করিতে অসমর্থ করিবে, তাহাই প্রবে হইবে। মনুষ্য না করিলে, শরীরও সধম হইবে, হৃদিত্য অধ্যয়ন হয় না, ধর্মও উন্নত হয় না। পুসঙ্গ পিতা পিতাও অতীত মনুষ্য অধ্যয়নকারিতা পরমেশ্বরের প্রাণি উপ- পিতৃত্ব না হইতে তাঁহারদের অন্তঃকরণ অধ্যাপিত বর্ণকর্ত অধ্যয়ন অবস্থিত আছে। কদা- পি তাঁহারদের অবশ্য টিক্তপাশাশিমাচের এক হইতে মুক্ত হইবে নাই, এবং জ্ঞান ও ধর্ম অধ্যয়ন তাহাদের অন্তঃকরণ অধি- কার্য করিতে সমর্থ হয় নাই,—রিশুগন অ- ধর্মাপি তাঁহাদের চিত্ত-ভূমিতে প্রবেশ পরা- ক্রম গ্রহণ করিতেছে। যে ব্যক্তি সুনির্মল বাস্তু-সেবিত সুপরিচ্ছন্ন সুশুশ্রূষা-বাননে স- র্ধন) অবস্থিত করে, তাহার যেমন ন্যাকার-

জনক, তুর্গাক্রম, গোপালনে অবস্থিত করিতে ঘৃণা উপস্থিত হয়, কুকর্ম-পরায়ণ কনাচারি ব্যক্তিদ্বয়ের সহসর্গে থাকিলে, পরমার্থ-পরায়ণ শূণশীল সাধুব্যক্তিদ্বয়ের অন্তঃকরণ সেইকণ অপ্রসন্ন হইয়া থাকে। যিনি পুণ্যময় পবিত্র প্রবাহে স্বর্গের স- স্থায়িত করিয়াছেন, তিনি অধ্যয়ন তুর্গ- ক্রময় মলিন জলের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করেন। কদাচিৎকর সংসর্গ করিয়া থাকিলে মন তুর্গ থাকে, তিনি কদাপি পরম পবিত্র পরমেশ্বরের সহবাসের যোগ্য নহেন। তা- হার অনুরক্তি অন্তঃকরণ কদাপি পরম পবিত্র পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ সিংহাসন হই- বার উপযুক্ত নহে।

কিন্তু ইচ্ছা না থাকিলে কেমন উপ- দেশ প্রবেশ হইবে? যে ব্যক্তির বিদ্যা থাকে অনুসরণ নাই, সে যেমন কদাপি সুশিক্ষিত হইতে পারে না, সেইকণ যাহার অধ্যয়ন বিরক্তি ও বর্ষে অনুরক্তি হয় নাই, সে কদাপি ক্রম স্বরূপ মঙ্গলময় লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বাঁহার নামে লাভের ইচ্ছা জগিয়াছে, তাঁহার আঁর কি অধ্যয়ন আছে? তিনি আপনার অনিবার্য পক্ষ, বলে অধ্যয়ন উপদেশ গ্রহণ, প্রত অধ্যয়ন ও সাধুসঙ্গ করিতে যত্নবান হই, এবং তা- দ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্রমস্বয় হইতে থাকেন। কিন্তু বাঁহার ইচ্ছা নাই, তাঁহার হৃদয় বাস্তব- ময় মঙ্গলভূমি তুল্য। তিনি এই পবিত্র স- মাজে উপবিষ্ট হইয়াও নিজে বনবাসী মনুষ্য এবং বারম্বার উপদেশ-বাক্য গ্রহণ করিয়াও বর্ষায় তুল্য। কিন্তু একেবারেই যে সকলের একান্ত অনুসরণ উৎসাহ হয় এমত নহে। যেমন বায়ুগণ কিছু দিন অধ্যয়ন করিতে করিতে বিদ্যারসের স্বাদ- গ্রহে সমর্থ হয়, সেইকণ অনেকে পুনঃ পুনঃ পরমার্থ বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করিতে ক- রিতেও পরম প্রীতি-ভাজন পরমেশ্বরের প্রীতি-রস পানে অনুরক্ত হইতে পারেন। অতএব বারম্বার সাধুসঙ্গ করা এবং যে স্থানে পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ ও গুণ কীর্তন হয়, সেস্থানে সর্বদা পুনন করা সক- লের পক্ষেই আবশ্যিক। এক এক যোগের

মান. এই আচর্য, কাহার কোন অকস্মিক কোন উদ্ভাবনার আরাগ্য লাভ হইবে, কে মিশ্রের স্বীকৃতি পারে? পুন্য পুন্য পরমার্থ প্রসঙ্গ অর্থাৎ কথিত করিতে কোন না কোন সাধু-ব্যক্তি হৃদয়গ্রহণ হয়। পক্ষ-মেঘেরের প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত করিতে পারে। তখন তাঁহার কণানুকীর্ণন অবশ্য অনুব্রাজ জন্মে, তাৎপর্য এক মাত্র আশ্রয় কামিয়া নির্ভর করিতে কাহার প্রমদিত পুণ্য পপ অবলম্বনে উৎসাহ, বুদ্ধি হয়, এবং তাঁ-হার সহবান লাভের বাসনা উদয় হইয়া জন্মেরন্যক তদনুকূপ পন্থিত রাখিতে যত্ন হয়।

ব্রাহ্মদিগের উপাসনা-স্থান যে এই প-রম পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মসমাজ, ইহা এপ্রকার ধারণা ও উৎসাহ উদয় হইবার প্রধান স্থান। ব্রাহ্মদিগা এখানে একত্র সমাগত হইয়া পক্ষ-মক্ষাকার পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া সুভাবি হন, এবং তদ্ব্যক্তি কত কত অন্য ব্যক্তির ও ইহাতে অনুব্রাজ ও প্রীতি সঞ্চার হইতে থাকে। এই সকল পরম কল্যাণ সাধনার্থেই এই সমাজ এই ১১মাসে এই স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে। এই পরিশুদ্ধ যাম্মে এতদদেশীয় লোকের অনুব্রাজ উৎপন্ন হইলেন। সমাজ সংস্থাপক মহানুভাব পুরুষের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। বিশিষ্টমন মহোপকারী মহা-সমাজ সংস্থাপন করিয়া-ছেন এবং এই পরম পরিশুদ্ধ শস্য প্রচা-রার্থে সমস্ত জীবন কল্পণ করিয়াছেন ও তন্মিহিত অশেষ ক্লেশ দুঃসহ বরণী সঙ্গ করিয়াছেন, অন্য তাঁহাদের মরণ হইলে কাহার অন্তঃকরণ হৃৎকণ্ডারনে আক্রান্ত না হয়?—অন্য রামমোহন রাইকে নাম উচ্চারণ না করিয়া এবং অনুনিবদনে সজ্জতে বার-হারি তাঁহার সাধনার না করিয়া মিরস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা তাঁহার নিকট বেকপ স্মরণার্থে সজ্জ করিয়াছি, তাহা হইতে বিরূপ সজ্জ করিয়া হৃৎকণ্ডা প্রকাশ পূর্ণ-ক তাঁহার অধীকৃত কার্য সাধনই এই পদ পরি-শোধের সাধনার উপায়। এক্ষণে তাঁহার অভিলাষ সাধনার্থে অস্তুর হইল।

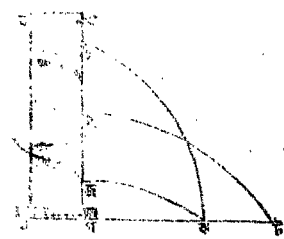
হাঁই, রোপিত হইতেছে, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই পবিত্র সমাজের অনুব্রাজ অন্য অন্য সমাজ দ্বারা যাম্মে ব্রাহ্মসমাজ হইতেছে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। বঙ্গমাম, অয়িকা, কুমিলগর, ভগ্নানীপুর, মেদিনীপুর, ও জগন্মলে যে এইরূপ পুণ্য-ধাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং অন্যত্র হই-বারও জন্মনা হইতেছে, ইহা ব্রাহ্মদিগের অপার আনন্দের বিষয়। এই সকল সু-ভলকণ সঞ্চারন করিয়া আমরা যাম্মে সন্তো-করণ আশা ও ভরসা পূর্ণ হইতেছে এবং উৎসাহে ক্ষীত হইয়া উঠিতেছে। হে পরমাত্মন! এমন শুভ দিন কত দিনে উপস্থিত হইবে, যে তখন আমাদিগের দেশ এইরূপ পুণ্যধামে পরিপূর্ণ হইবেক, আ-মাদের আশা, তখন, বঙ্গ, বাঙ্গা, প্র-তিবাদি সকলে যাম্মে ব্রাহ্মসমাজে গণিত হইয়া তোমার আরাধনায় অগ্রস্ত ও অনু-রক্ত হইবে, এবং য় দেশের সকল ভাগে, সকল মণ্ডলে, সকল গ্রামে, বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে, দিবসে দিবসে তো-মার অপার মতিমা বর্নিত ও তোমার অনু-পন্ন সঞ্চারন করিত হইবে, —হে-পরমাত্মন! এমন শুভ দিন কত দিনে উপ-স্থিত হইবে!

পদার্থবিদ্যা

বস্তু পত্তি

সরল পত্তির প্রকরণে লিখিত হইয়াছি-ল, “ কোন বস্তু এক শক্তি দ্বারা এক দিকে চালিত হইলে ঠিক সেই দিকেই চলে। ” তবে কাম্মের গোল ও ধনুকের শর চলিতে চলিতে যে বক্র হইয়া পড়ে, তাহার কারণ গোল ও শর কাম্মান ও ধনুক হইতে নিষ্কৃত হইয়া স্বাভাবিক পন্থা দিকে চলিতে থাকে, তখন পৃথিবী ও হারদিকে অন্য দিকে অর্থাৎ স্বাভাবিক পন্থা করে; এই নি-মিত্ত উদাহার হইল শক্তির বশীভূত হইয়া বক্রভাবে গমন করিতে করিতে পৃথিবীতে পত্তিত হয়। যদি পৃথিবী উদাহারিকে

আবিষ্কার না করিল; তাহা হইলে উহার তির-
কাল এক দিকেই গমন করিত, একদপি
পতির পরিবর্তন হইত না। অতএব, ছুই
শক্তি কিম্বা প্রকারের উপপত্তি হইত না। উ-
ক্ত শক্তির অন্যতর দিকে হইতক বা
প্রান্তর-খণ্ড প্রত্যেক দিকের দিকে একই
ক্রমে বক্র হইয়া গাঢ়, তখনও এইরূপ ছুই
শক্তির কারণ, স্বতন্ত্র শক্তি এবং পৃথিবীর
মাধ্যমের বিভিন্নতা। অতএব, পৃথিবী হটক,
ধনুকের শক্তির হটক, যন্ত্রে প্রায়শঃ শক্তি-
ই হটক, যে পত্তি বাহ্যে কোন বস্তু প্রকি-
প্ত হয়, তাহার নাম প্রায়শঃ তাই শক্তি। ধনু-
কের শব্দ, সারথীর হাতের হস্তের স্কাট,
এই প্রকরণিকা শক্তি সমাধান বি-শক্তি
র বস্তুপত্তি হইয়া যত্নে পত্তিত হয়।
ছান হইতে পত্তি। অতএব দ্বারা পত্তিত হু-
ইবার সমাধান বক্র হইয়া পড়ে, তাহাও
এই ছুই শক্তির কারণ। অতএব সকল বস্তু
যে সমাধান প্রকরণিকা পত্তি, পত্তির বক্রত্বের
যে সান-পত্তি হইয়া থাকে, প্রকরণিকা শ-
ক্তির কারণ হইয়া কারণ। এ বি-
শক্তির এন উদাহরণ প্রদর্শন করা হইতেছে।



যদিও, ব, একটি অবস্থায় পাত। ইহার
স্বাভাবিক শক্তির কারণে ভিন্ন হইয়া এই তিন
দিকের দিকে গাঢ় হটক, তিন দিকের অগ-
প্রান্তর-খণ্ড হইয়া পত্তিত হইয়া পৃথিবীর মা-
ধ্যমের এই তিন স্থানেই সমান; কোনও প্রক-
রণিকা শক্তির কারণেই এই তিন প্রান্তর-
খণ্ডের অন্তরতা হইবার কারণ। এ চিত্রিত
স্থানের উপর অধিক বলের ভার, একারণ
তথা হইতে অধিক ভেজ প্রবাহ নির্গত হ-
ইয়া পত্তিত হইয়া অতএব, যে প্রবাহ অধি-

ক বক্র হইতে পারে নাই। চিত্রিত স্থা-
নের উপর তত ভার নাই, এ নিমিত্ত, তথা-
কারিত্ব চিত্রিত প্রবাহ তত ভেজ নির্গত
হইতে পারে না। অতএব যে প্রবাহ অ-
ধি চিত্রিত প্রবাহ অগপ্রান্তর-খণ্ডিক হইত।

প্রকরণিকা শক্তি অধিকই হটক, অত-
এব হটক, সমান উচ্চ হইতে নিষ্কিপ্ত
হইতে সকল বস্তুই এক সময়ে পৃথিবীতে
পত্তিত হইত। এক স্থান হইতে ছুই টা
গোল। ছুই কক্ষের দ্বারা নিষ্কিপ্ত হইয়া এক
টা এক ক্রোশ আর একটা অর্ধ ক্রোশ প-
ত্বের পত্তিত হইলে, উভয়ই এক সময়ে
পত্তিত হয়, একথা অসম্ভবতঃ অসম্ভব হইত,
হইতে। কিন্তু ইহা বিবেচনা করা কর্ত-
ব্য, যে মাধ্যমের শক্তিই সকল বস্তুর পত-
নের কারণ। কোন বস্তু অধিক দূরেই নি-
ষ্কিপ্ত হটক, আর অন্য দূরেই নিষ্কিপ্ত হ-
টক, মাধ্যমের তালকে নিরস্তর আ-
বরণ করিতে থাকে, এবং সমান উচ্চ হইতে
যত বস্তু পত্তিত ও নিষ্কিপ্ত হয়, সমানভাবেই
সমান সময়ে পৃথিবীতে পত্তিত করে।
একারণিকা শক্তি দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম
ঘটিতে পারে না। এক টা গোল। কোন
কমানের মুখ হইতে তুলসে পত্তিত হইতে-
ও যত দূর হয়, তাহার দ্বারা ছুই ক্রোশ প-
ত্বের নিষ্কিপ্ত হইতেও তিক তত দূর নাগে।

চক্রাবর্ত

কোন বস্তুর চক্রাকার অর্থাৎ গোলাকার
পথে গমন করাকে চক্রাবর্ত বলে। শব্দট
চক্রের আর্ভম, ইন্ডিয়া যন্ত্রের শব্দ পরিচয়-
ন, বাঁতা ও লাটিম স্বর্গে সমদায়ই চক্রাব-
র্ত। চক্রাবর্তও পুঙ্কিল্ অমান্য প্রকার
বক্র পত্তির মাত্র ছুই শক্তির কারণ। যে
কোন বস্তু ঘূর্ণিত হয়, তাহা এক শক্তি দ্বারা
নিয়ত নিষ্কিপ্ত ও অন্য শক্তি দ্বারা নিয়ত
আকৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি কোন প্রান্তর-
খণ্ডে রজু বন্ধন করিয়া ঘূর্ণিত করা যায়,
তাহা হইলে আমাদের হস্ত তাহাকে নিয়-
ত প্রকরণিকা করিতে থাকে, এবং রজু ছ-
হাকে চক্রাকার পথের মধ্য স্থানে আকৃষ্ট
করিয়া রাখে। ইহাতেই সে প্রান্তর-
খণ্ডের

স্বায়ং প্রসূত হইতে থাকে। এই চিত্রকে

কণ এক বাহির রক্ত
ব চিত্রিত এক ধানি
গোলাকায় প্রথম তাহা-
তে বদ্ধ রহিয়াছে; ক
চিরিব বিন্দু যথা চক্র
চি চিত্রিত চক্রাকারে



পাথের মতস্থান অর্থাৎ কেন্দ্র; ক য় রক্ত
এ যেমন বদ্ধ রহিয়াছে। এ প্রথম পুষ্কো-
ক্ত হইয়া ক্রম দ্বারা ঘূর্ণিত হইতেছে। যদি
অন্য দ্রব্য দ্বারা ঘূর্ণিত নহে যায়, তাহা
হইলে, কেন্দ্রের শক্তি তাহাকে নিরত কেন্দ্রে
এইমত দূরে প্রক্ষেপ করিতে পারে। এবং
রক্ত তাহাকে কেন্দ্রে দিকে আকর্ষণ করি-
য়া রাখে। এখন এই প্রথম প্রসূত হইতে
পারে, তখন যে স্থান হইতে পরিচালনা করা
যায়, সেই স্থান হইতে, দ্বার ঘূর্ণিত না
হইয়া, এক দিকে চলিয়া যাত্রা বন্ধিত চিত্রিত
স্থান হইতে পরিচালনা করা যায় তাহা
হইলে, যথ চিত্রিত পথে যদি চিত্রিত
স্থান হইতে পরিচালনা করা যায়, তাহা হই-
লে চক্র চিত্রিত পথে ঠিক যে স্থান চলিয়া
যায়। তবে যে স্থানকে চক্রাকারে দেখা
যায় না, তাহার কারণ, পৃথিবী তাহার কা-
কর্ষণ করিয়া তুলনে পারিত্ত করে।

এখন কেন্দ্র বস্তুর চক্রাকারে প্রথম প্রসূ-
ত পথে ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন যে
শক্তি তাহাকে কেন্দ্র পথের কেন্দ্রে হইতে
দূরে প্রক্ষেপ করে, তাহাকে কেন্দ্রবর্জনী
শক্তি বলে, এবং যে শক্তি তাহাকে কেন্দ্রের
দিকে আকর্ষণ করে, তাহাকে কেন্দ্রসংগী
শক্তি কহে। পুষ্কোক্ত উৎসরণপাথের
শক্তি কেন্দ্রবর্জনী শক্তি বলা যায় এবং রক্ত
কেন্দ্রসংগী শক্তি বলা যায়।

কেন্দ্রবর্জনী শক্তি ও কেন্দ্রসংগী শ-
ক্তি দুইটিই প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ হই-
য়া থাকে। যদি কোন অসংস্কৃত চক্রের
বস্তুর দ্বারা প্রথম প্রসূত হইলে, সেই
চক্রের কেন্দ্রবর্জনী শক্তি কেন্দ্রসংগী শক্তি
বলি বন্ধ থাকিয়া থাকে। কিন্তু জন

বিন্দু সমুদায় কেন্দ্র বিন্দু না থাকিলে, কেন্দ্র-
বর্জনী শক্তি প্রকারে প্রসূত হইতে পারিত
হইতে থাকে।

যাঁহার হোলো ঘটমণি তাহাঁহার স-
ময়ে ক্রিয়া তথ হইয়া কেন্দ্রবর্জনী শক্তি
প্রকারে সতেজে বহির্গত হইয়া পড়ে।
কিন্তু যাঁহার তাহার মতরূপ কেন্দ্রসংগী
শক্তি দ্বারা বদ্ধ থাকিলে, ক্রমক্রমে প্রসূত
হইতে থাকে।

যদি কোন অসংস্কৃত চক্রের উপ-
রে বাহিরের দিকে সতেজ রাখিয়া শরম
করে, তাহা হইলে, কেন্দ্রবর্জনী শক্তি দ্বারা
সমস্তের দিকে প্রসূতের অধিক রক্ত সঞ্চার
হইতে পারে, যে নিশ্চিত হইয়া পড়ে, অ-
থবা কখনও যোগে আক্রান্ত হইয়া কাল
প্রাপ্ত হয়।

যেই বস্তু যদি অসংস্কৃত হইলে গতি
কালক্রমে পরিণত থাকে। তাহাতে তাহার
দেহ প্রায়শ্চন্দ্র কেন্দ্রবর্জনী শক্তি দ্বারা
নির্গত হইয়া পড়ে।

এক দিকে পাতিয়া দিলে চলিলে যদি সমুদায়
প্রসূত দিকে ফিরিয়া পড়ে, তাহা হইলে,
সংস্কৃত সমস্তবস্তুর বেগ নিরুত্ত না হ-
ইতেই, তাহার চক্র হইতে বাহ্যিক দিক
পার্শ্বে ফিরিয়া যায়; ইহাতে সে পাতি বি-
পর্যন্ত হইয়া পড়িতে পারে।

যদি কোন অসংস্কৃত বস্তুতে সমস্ত
শক্তি এক টা শক্তিতে প্রবেশ করান যায়, এবং
সেই শক্তিতে সংশ্লিষ্ট করে করা নির্গত
হইলে, তাহার ক্রম প্রায় সমস্ত প্রায়
যা অসংস্কৃত ঘূর্ণিত করা যায়, অথবা কখনও
সেই সংশ্লিষ্টের মধ্যদেহে স্থায়ী হইয়া উঠে,
এবং তাহার উভয় পার্শ্ব তথ্য বস্তুতে
হইয়া থাকে। কখনও তাহার মধ্যদেশের
কেন্দ্রবর্জনী শক্তি উভয় পাথের কেন্দ্র ব-
র্জনী শক্তি অপেক্ষা অধিক। যে বস্তু
ঘূর্ণিত হয়, তাহার কেন্দ্রবর্জনী শক্তি তা-
হার সমুদায় পরমাণুকে কেন্দ্রের দিকে
আকর্ষণ করে, এবং কেন্দ্রবর্জনী শক্তি তা-
হাভ্যন্তরীণে বহির্গত প্রক্ষেপ করিতে
থাকে। ইহাতে যে ঘূর্ণনস্থান হইতে সমস্ত
ক্রমিক প্রসূত প্রসূত প্রসূত প্রসূত

নী শক্তি অধিক, সেই অংশ সুতরাং অধিক ক্ষীণ হইয়া উঠে। বিবেক পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, ভ্রমশূন্যের মধ্যদেশ অর্থাৎ নিরক্ষ প্রদেশে যে তাহার উভয় পাশ অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশে আপেক্ষিক স্বাভাৱণ্য কারণ আছে। ভ্রমশূন্য ও তি নিবস আবর্তন করিতেছে, সুতরাং তাহার মধ্যদেশের কেন্দ্র বিন্দু শক্তি মধ্যাপেক্ষা অধিক, এই নিদন্ত হাজার মধ্যদেশ প্রায় ১২ কোশ সত্য হইয়া উঠিয়াছে। বৃহস্পতিও যদি মধ্য পৃথিবী অপেক্ষায় দ্রুত বেগে ঘূর্ণিত হয়, অর্থাৎ তাহারদের মধ্যদেশ পৃথিবী অপেক্ষায় অধিক ক্ষীণ হইয়াছে।

ধর্মনীতি

১৯৪৪ সালের ১১শে মার্চ তারিখের পর

উদার মানসধর্ম বিষয়ে যে সকল নিয়ম প্রচলিত নব্য কর্তব্য। তাহার বিস্তারিত বিবরণ। উদাহরণস্বরূপ মধ্যম হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ব্যবহার করা উচিত এমন তথ্যের বিচার আরম্ভ করা যাইতে পারে। যখন তাহারা যখন নিয়মে উচ্চ-মতের সাংস্কৃতিক হইলেন, তখনই তাহারদের তপস্বীত্ব অক্ষয় হইয়া অপরিত্যক্ত হইল। তখনই তাহাদের উচিত মত মুগ্ধ হইয়া উঠিল। তখনই তাহাদের উচিত মত মুগ্ধ হইয়া উঠিল। তখনই তাহাদের উচিত মত মুগ্ধ হইয়া উঠিল।

ভিত্তিক, ভৌতিক, শারীরিক ও সাময়িক নিয়ম সমূহের উপস্থাপন দেওয়া উচিত এবং যাহাতে সেই নিয়ম প্রতিপালনে তাহার রত্ন ও অনুবর্গ হয় ও বক্রণকার পর্বতের পৃষ্ঠে ভক্তি-প্রজ্ঞা সঞ্চারিত ও বদ্ধিত হয়, তাহার চেষ্টা করা স্বাভাবিক পক্ষে নব্যতাব্যবে কর্তব্য। যে বিষয়ের জ্ঞান দোচনা ও অনুষ্ঠানে আমনক হইলে, তাহাকে সে বিষয়ের রসাম্বাদ প্রদান করিলে আশ্রয়িত সে আমনক দ্বন্দ্বিত করা হয়। ফলতঃ, স্ত্রী পুরুষ উভয়ে সুশিক্ষিত হওয়া স্বদেশ সুখের বিষয়। সংগ্রহ ও সংকল্পের আলোচনায় পরস্পর প্রতি বৃদ্ধি হয়, পরস্পর মধ্যে যেমন বিবাদ কল্পে ঘটনার সম্ভাবনা আছে তাহার অনেক নিবারণ হয়, এবং যদি কদাপি তাহারদের মধ্যে কোন অনৈক্য হইল উপস্থিত হয়, অবিলম্বে তাহা ভঞ্জন হইয়া যায়। যে প্রতিবেদক ফালগুন মঙ্গলবারে কলকাতারিক জায়া মনোপন পুরস্কৃত সাহায্য কালে একত উপবিষ্ট হইয়া উভয়ে ইতিহাস, ধর্মনীতি বা পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক কোন উৎকৃষ্ট পুস্তক আবৃত্তি করিয়া জগদীশ্বরের আশ্রয়। বিশ্বকর্মা ও তাহার বিদ্য-পরিপালনের পরম সুন্দর প্রণালী বিধানে কথোপকথন করিয়া তাহার গুণানুভূতি করিতে করিতে কাল হরণ করিতে পারেন। তাহারদের তৎকালীন সুখ অরণ করিলেও সুখী হইতে হয়।

স্বাভাবিক নিয়ম নিয়মিত হইয়া উঠিলে ও তাহার সংস্কারিত। শাস্তি এবং তাহার উত্তম উদাহরণ হইল। শাস্তি মান্য বিদ্যায় বিদ্যাবর্তী ছিলেন। ইংল্যান্ড, লাটিন, গ্রীক, ফরাসি, জার্মান ও ইটালিক ভাষায় ব্যাপক ছিলেন এবং ভূগোল, জ্যোতিষ, গাণিতিক, বীজগণিত, রেখাগণিত, শিল্প-বিদ্যা, কৃতি বিজ্ঞান, পরিভ্রমণ, পুরাতত্ত্ব, রাজনীতি, পরিমার্গ বিষয় শিক্ষা ও গণ্যলোচনা করিতেক। তিনি তারিখায় সুনিপুণ ও চিত্রকর্মে অনুরক্ত ছিলেন, এবং

এই পত্রিকাটির প্রকাশনা করিয়াছেন শ্রীমতী সত্যবতী দেবী।

নদী সমুদ্র পর্যন্ত বৃক্ষ পশু পক্ষ্যাদির অক্লান্ত
 মনোভা সমর্শন করিতে অত্যন্ত ভাল বাসি-
 তেন। সমুদ্র তটে ও পল্লিগ্রামে পরিভ্রমণ পূ-
 র্ণক ৩২ মৎস্য বস্ত্র বিশেষের জঙ্ঘানুসন্ধান
 ও অকণ্ট লক্ষ্য পাম্য লোকদিগের সহিত
 কাথোপকথা বিহার তাঁহার অতিশয় আশোর
 ছিল। তাঁহার স্মৃতিও এই সমস্ত বিষয়ে
 অনুরাগ ছিল, অতএব উভয়েই গীতবাস্য,
 চিত্রকর্ম, উদ্যানের কর্ম এবং জ্ঞান ও বর্গ্য
 শিক্ষার প্রসঙ্গ করিয়া পরম মুখে সময় কে-
 লন করিতেন। বিশেষতঃ তৎপ্রদেশে যে
 পুস্তকাদি সন্ধ্যাপেচ্ছা উৎকৃষ্ট পুস্তক ছিল,
 তাহা তাঁহারদের পরস্পর উৎসাহ প্রদান
 ও প্রতি দিনের প্রবান আবেগের স্থান
 ছিল। তাঁহার গীত মনে সর্বদা স্নেহে স্থানে
 মনোমগন করিতেন। তাঁহার যেমন একত
 আয়োদ্য প্রয়োদ্য অব্যাহতি করিতেন, সেই
 রূপ একত ধর্ম্যানুষ্ঠানও করিতেন। তাঁ-
 হার একই হইয়া, স্বীয় পরিবার মধ্যে পর
 মেশ্বরের উপাসনা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।
 পরিবারস্থ অন্য অন্য সকলে তাঁহারদের
 সহিত একত্র মিলিত হইয়া এক ভাবে জগৎ-
 পাতা জগদীশ্বরের অর্চনা করিতেন। অ-
 তএব জীপুত্রের পদস্পর্শ করিয়া ব্যবহার
 করিতে হইত, এবং উভয়ের মুখিষ্ঠিত ও এক-
 শমনানুরক্ত হওয়া কি রূপ সুখের বিয়োগ, শুণ-
 সাগর সিওপোলত ও তাঁহার গুণবলী ভাষা
 শাল ট তাঁহার সুন্দর দুর্ভাষ-হুঃ।

একণে আসারদিগের বেশ যেকণ চ-
 ক্ষণাতঃ, তাহাতে স্বামী তাঁর পত্নীকে
 শিক্ষা দান না করিলে আর উপায় নাই।
 জীপাণ পিতৃ-গৃহে শিক্ষা পায় না, এবং যদি
 ও একণে কেহ কেহ আপন কন্যাকে কিঞ্চিৎ
 কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু
 তাহা বিদ্যা বলিয়া ধর্তব্য নহে। এক-
 রণ, তাহারা কি রূপে গৃহ কার্য যথা বিধানে
 সম্পাদন করিতে হয় এবং কি রূপেই বা
 সন্তানদিগকে উচিতমত শিক্ষাদান ও প্র-
 ত্তিপালন পূরক পূর-পথে প্রবৃত্ত করিয়া বি-
 নীত করিতে হয়, কিছুই জানে না। ই-
 হাতে, স্ত্রী ও স্বামী উভয়কেই নানা বিষয়ে
 সন্তোষ থাকিতে হয়, সন্তান সকল অবি-

নীত ও অসচ্চার, চটয়া পিতা মাতার অ-
 শেষ প্রকার রেশ উৎপাদন করে, এবং প-
 রিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের দোষে মনা অন্য
 পরিজনেরাও নানা বিষয়ে মনোভা প্রাপ্ত
 হইত। অতএব, স্বয়ং সম্বন্ধিতী ক বিদ্যা
 রূপ সুখারসের স্নেহ-প্রদে সম্বন্ধী করিয়া
 বস্ত্র করা স্বামিদিগের অবশ্য কর্তব্য।

দম্পতীর পরস্পর ব্যবহার বিধি না
 কিঞ্চিৎ যথা স্মিথিত হইত, তাহাতে ব্যক্তি
 চার-দোষ যে উভয়ের পক্ষে স্মিত নিয়ন্ত্র
 বিয়ম বিগর্হিত করা হইত বলা বাজিত। এম-
 ন কি, ব্যক্তিচার-দোষ অবলম্বন করিলে প-
 ত্নম পবিত্র উদ্বাহ-স্থান একেবারে ছেদ করা
 হইত। গানিগ্রহঃ কামে দম্পতীকে যে স-
 মস্ত প্রতিজ্ঞা পাণ বস্ত হইতে হইত, তদপ্যে
 এই প্রতিজ্ঞা সন্ধ্যাপেচ্ছা বলবৎ। এ প্র-
 ত্তিজ্ঞার পন, প্রাচীন করিলে আর আর সম-
 দার প্রতিজ্ঞার মূলোৎপাটন করা হয়।
 পুণশীল পতি ও পাত্তব্রতা পত্নী পরম প-
 তিত এবং পাশে বস্ত হইয়া, ও সুকোমল
 কমল-কথিকা তুল্য মনো-স্বভাব শিশু-
 মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া যে গাষ্ঠ্য-
 র্য অনির্করণীয় সুখামস্বরূপে অভিসিক্ত
 থাকিতে পারেন, ও প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে
 সে সুখে কামের মত জলাঞ্জলি দিতে হয়।
 যে নরাদম একপ পরিশুক পরিবারের অমু-
 দ্য সুখ-রত্ন একেবারে হরণ করে, তাহা
 অপেক্ষা মহাপাতকী পাতকে কাছে ২ চৌব-
 ও তাহার নাম পাণ্ডিত্য নহে, দম্পুও তাহার
 ন্যায় জুরাচার নহে। যে নরাদম বিধু
 বিশেষের বশীভূত চটয়া কোন স্ত্রী পত্নী
 রূপ অমুদ্য মিথি বিনষ্ট করে, তাহাও প-
 শের তুলনায় চৌর ও দস্যুর পাপও জ-
 করিয়া মানিতে হয়। সে জগদীশ দান
 কেবল প্রণয় ধন, হরণ করে এমত নহে, দম্প-
 তীর-প্রণয়াদুর, পুস্কায় উৎপাদন পরিবার
 সক্তি পদাশু বিনাশ করে। যে ব্যক্তি আ-
 পনার স্ত্রীকে রক্তি রূপ প্রথর অস্ত্রে মধ্যে ল-
 ইয়া, পরস্পর প্রণয়-দম্পতীর সুখ-লত
 ছেদ করিতে উদ্যত হয়, এবং মনে মনে
 বিবেচনা করিতে পারে, অস্বাভি ইকারদে-
 ও সন্তোষ

ছক্করী বা কৃত হঠাতে পারে? সে ব্যক্তি
এবল রিপু বিশেষকে চিরতায় করিবাব নি-
মিত অসৎ পথ অবলম্বন করেন, তাঁহার
মামে মামে স্বীয় সহযোগীদের তাদৃশ ছন্দ্র
স্তি-সম্ভাবনার বিষয় পর্য্যবেচনা করা উ-
চিত, এবং সে কালে কোন ব্যক্তি কোন গৃহ-
স্থের নিষ্কলঙ্গ হু হু করে কহিতে প্রবৃত্ত
হয়, তখন তাঁহার স্বীয় গৃহস্থের তাদৃশ ক-
লঙ্ক ঘটনায় সম্ভাবনা বিবেচনা করা কর্তব্য।

এই যৌবনর পাপের প্রতিকূল অবি-
লম্বেরই উৎপন্ন হইবে। শুবু-জন্মিত প-
বিত সুখে কীরক উপভোগজনিত মানসিক
ধ্বনি উপহার করিয়া লইয়া প্রথম প্রতি-
ফল। পরে এই কলিকাতা, বয়স্কর, বীর্ষ্য
ধনি, যৌবনরঞ্জিত, অর্থাৎ নান প্রকৃতি অ-
শেষ প্রকার সুমিতপ্রকৃতি হইতে থাকে।
যে পরিবারে এই প্রকার ছন্দ্রটিনা ঘটে, তা-
হার উদ্যানল, কন্যাবল ও বহুমানল নিয়-
ন্তর প্রকলিত থাকে। তাহার এই প্রক-
তর ছন্দ্রটিনা হইতে উদ্যানস্থদের পরিত-
মননা প্রকৃতি ও অস্থায়ন নিষ্কল ও নি-
বীর্ষ্য প্রকার পাপের। রিপু-পবিত্র বীর্ষ্য
হীন, পশু-স্বাধিপিতা মাতার ন্যায়নরা
ইহা হইতে বিশেষ পরিত্রাণ হইবে। দূরে
বাহু-বাহু হইতে তাহার ক্রমস্বায় দোষ
অধিকার, কলিকাতা ভূমি জায়। পরে অশে-
ন প্রকার দলিতপ্রকার করিয়া অগ্ন্যধিপিতা
মাতার ক্রমস্বায় হইতে থাকে। অ-
শে-বাহু, ব্যক্তি প্রকৃতি মাতার শান্তির আর
পরামর্শ নাহি। যে সময় পাপচারি ব্যক্তি
এই যৌবনর পাপে আচ্ছন্ন আছেন, তাহার
প্রতিবেদকে প্রকৃতি-প্রকৃতির মনন সম্ভবিতগ-
কে পুরুষাবৃত্তিতে হইতে প্রতিকূল ভোগ
করিতে হইতে হইবে, সাফল্য নাই।

দ্বিতী ত্রী উভয়ে চিরতায়ন পরস্পর
প্রতিবেদনে বন্ধ থাকিয়া যুগ পক্ষ পালন
করিবেন। এই পবিত্র বিধি আর সাধারণ
মতাবলম্বী গণ্ড রূপ প্রদর্শনর থাকে, এ-
ইহা বিধানর প্রস্তাবের উদ্যোগ করিবাব স-
ময়ে এ বিষয়ের হইবে এক মুক্তিও প্রদর্শন
করা বিদ্যে। কিন্তু একপ কোন স্থল উ-

ভীর উদ্যোগ-বন্ধন একেবারে ছেদন করা
শ্রেয়ঃকল্প অর্থাৎ তর্কস্বামির আপন ত্রীকে
অথবা ত্রীর আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করা
কর্তব্য, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

পূর্বে বিদ্যাসিনী মাসায় মতানুসারে ত্রী
পরিত্যাগ করিতে পারিত। কিন্তু শাস্ত্রে
ব্যক্তিচারিত্রী ও মহাপাতকিত্রী ত্রীকে ত্যাগ
করিবার বিধান আছে। বাইবেল শাস্ত্রের
দ্বিতীয় ভাগে কেবল ব্যক্তিচারিত্রী ত্রীকে
কে পরিত্যাগ করিবাব বিধি আছে। কিন্তু
শাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম বলবৎ থাকে, যদি
ভর্তা ব্যক্তিচারিত্রী ব্যক্তির দোষ অবলম্বন ক-
রেন, অথবা ভর্তা যদি এ-প্রকারে পরি-
ব্রতন সাধারণ সহিত মনন না করেন তাহা,
হইবে তাহারদের উদ্যোগ-বন্ধনর ছেদন
হইতে পারিবে। তাহারদের বোনাপা-
তিব রাজস্থের সময়ে কর্তব্য-শুদ্ধিগের দেশে
এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল, যদি ভর্তা ও
মাতা উভয়ে উদ্যোগ-বন্ধন ছেদন পূর্বক প-
বিত্র গৃহস্থ হইতে সম্মত হন, তবে এক
মতানুসারে বিদ্যাসিনী আপনাদের জ-
তিচারিত্রী প্রকৃতি পূর্বক মনন সম্ভবিতগের
উদ্যোগ-বন্ধনর উপায় দ্বারা করিয়া পৃথক
হইতে পারিবেন।

এইরূপ নানা দেশে নানা প্রকার নিয়ম
প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু পরম
কারণিক পরমেশ্বর এ বিষয়ে কি রূপ নিয়ম
নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমার-
দের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির পর্য্য-
বেচনা করিয়া স্থির করা কর্তব্য।

যদি মনস্বী উভয়ে সুবোধ ও সচ্চরিত্র
হন, অর্থাৎ যদি তাঁহারদের কাম, আশঙ্কলি-
লা ও অপত্যমহ পরস্পর সমঞ্জসীভূত
থাকে, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মপ্রবৃত্তি ভেদস্বি-
নী ও বলবতী হয়, তাহা হইলে তাঁহারদের
উদ্যোগ-বন্ধন ছেদন করিবাব অভিলাষ হওয়া
দূরে থাকুক, প্রত্যুত, তাঁহারা জীবিত থাকি-
তে একপ ছন্দ্রটিনা ঘটন হইলে ছন্দ্রটিনার
বিষয় বোধ করেন। এখন কোন্ প্রমাণাদ
সামান্য ব্যক্তির সহিত বিবেচনা করিয়া সত্য-
শয় প্রেক্ষণর বোধ হয়, তাহা হইলে হইবে

তিবন্ধ পুণ্যশীল ব্যক্তি পরস্পর প্রণয় সম্বন্ধে করিয়া জীবনের মত উচ্চ-ত্বতে ত্রুটি হইয়াছিল, এবং স্বকীয় ধর্ম কনাদি ব্যবহৃতীয় বিষয়ে তদা কপে অনুবন্ধ ইষ্টয়া এবং ক্র-স্বভাব পিতৃ সন্মানদিগের অনতিবিকসিত মুখারবিন্দু বা পিতৃ অবলোকন করিয়া, পু-পনারদের জন্য পুণ্য দিন দিন প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা কি কখন এই অমূল্য প্রণয়-রত্ন গবেষণায় ভুল করিতে প্রার্থনা করিতে পারেন? একদা জুর কমা যে কন-পি তাঁ কায়দের অভীষ্ট নহে, জীবনের পুষ্টি স্বকীয় স্বামী গিয়োগে পণ্ডিত নতীর জু-মত শোকাসন সন্দীপন, এবং পতিশ্রিয়া প্রিয়তা পত্নীর বিরোধ হইলে একপত্নী-পন্যে প্রেমামুরাগি পতির আন্তরিক বস্তনা বন্দী মিন্যস পরিত্যাগই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অতএব, বিহারদের উচ্চ-ক্রিয়া বিহিত বিধানে সম্পন্ন হয়, তাহার কনাদি তাহা উদ্ধ করিতে চাহেন না। কেবল, বি-হারদের পাণিগ্রহণ পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নি-দানুসারে সম্পন্ন না হয়, তাহার পরমসম্বন্ধ প্রমাণ পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবানুভূতি, তাহারাই উচ্চ-ক্রিয়াকে চরম ভয়তনা জন করিয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। তাহার কাম রিপু আমললিপ্সা, স্ব-তা-ব্রহ্ম ও ধর্মপ্রবৃত্তি অপেক্ষার প্রমাণ, তি-নিই উচ্চ-ক্রিয়াকে কার্য বন্ধন সতৃপ্তজন করিয়া পু-সংক্রান্ত নিয়ম সমুদায় লঙ্ঘন করিতে থাকেন, অথবা তাহা হইতে একে-বারেই মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন। কলতা, একদা ছুক্ষ্মশালি চুক্ষ্মশা ব্যক্তির সহিত ব্যবহৃত্বিন একত্র সহবাস করায় তখনই ছু-খের বিষয়। অতএব, এই শব্দকে প্র-কার সম্পদীদিগের পরস্পর পৃথক হইবার বিষয় পাশ্চাত্ত লিখিত হইতেছে।

পুকেই উল্লেখ করা গিয়াছে, ব্যক্তির দোষ ভর্তা ও ভাষার পক্ষে অতি গর্হিত কর্ম। এপাশে ত্রুত হইলে উচ্চ-বন্ধন একেবারে হেয়ন করা হয়। যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে একজন ব্যক্তির রূপ বি-ধম পাপে অবলম্বন করেন, আর তাহার পতি অসুখী পত্নী বস্তনা সহ করিতে না পা-

য়িয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে সাক্ষিন্য বা অন্য পকার শাসন দ্বারা নিবারণ করা যেন মতেই উচিত নহে। এ প্রকার পাপচারি ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিতে কোন ক্রমই তাহার পাতিতা হা না এবং খুভ কামই উৎসাহ হয়।

যদি কাহারও তত্ত্ব বা তাহার গুণসম-দোষে দোষি হইয়া ব্যবহৃত্বিন কার্যে তাহার কিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়, আর তাহার পত্নী বা পতি তাহাকে ত্যাগ করিতে মান-স করেন, তাহা হইলে তাহার নিষেধ করা কঠিন নহে। অতএব এক প্রসিদ্ধ পাণা-মত ব্যক্তির ভর্তা বা ভ্রম্য কপে গারভোক-কামা নিষাদ নিষেধ ব্যক্তির পক্ষে ছু-নহ ছুপথের বিষয়। রূপবাসন ও শাস্ত্রীয়-বাসন ছাড়া তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়াই উ-চিত। অতএবিকার অসুখ্যোগি মেসাতু-নেটস নাসক রাজ্য-পটে এই কথা বসনি-য়ম পচাচিত আছে, যে যদি স্ত্রী অসর্তী বা-রনী ব্যক্তিরী হন, অথবা স্বামির পু-ক-যা-গনি অথবা স্বামী বা স্ত্রীর ভাণ্ড অন্য কোন পার্থক্য দোষ উপস্থিত হয়, কিবা তা-হার পরম্পর এক জন কোন গুরুতর ছু-দাম করিতে রাজবিন্যয়ে সাত বৎসর বা তদনেকা অধিক কাল অথবা চির জীবন পর্যন্ত কার্যকর থাকিয়া কেশবর পরিভ্রম-করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।

এতদেশীয় স্ত্রী নীতি এ বিষয়ে প্র-কপ বিক্রম, যে যদি কাহারও স্বামী গুরু-তর মতে মগ্নত ইষ্টয়া বদেধ হইতে তির-ক্জীবনের মত নিরাসিত হয়, এবং জীবনা-বি তাহার আর মুখারলোকনের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা পিতৃ-স্বামীর পুনঃবার বিবাহ করিতে পারে না, তাহাকে ব্যবহৃত্বিন অ-ক্রাগিনী বিষবাদিগের দ্বারা ব্যবহার করিয়া হনোহুগে কাল কেপন করিতে হয়। অ-ন্যত্র একদা ছুখ ভোগ করা কনাদি প-পরম কার্তনিক পরমেশ্বরের পশ্চিমপ্রত-নহে।

যে সন্তুতির মনের ভাব পরস্পর এক-বিভিন্ন, যে তাহার অসুখ-বেদন কল-ই

করিয়াই কামাঙ্ক্ষণ করেন, এবং তাঁহারদের ঘূর্ষে বিবাদ রূপ অধি-নিষা নিষামিশ্র প্রকল্পিত থাকে, তাহারদের পানিগ্রহণ যথা বিধানে সম্পন্ন হয় নাহি, অতএব তাঁহারদের উদ্ধাৎ বন্ধন হেঁদন পৃথক পৃথক পৃথক হওয়া বিহিত ব্যক্তিরেকে কহ্যপি অবিহিত নহে। যদি তাঁহারা একপে স্তম্ভিত-ভায় বি-সোচন করিয়া পরস্পর স্বহস্ত হইতে সম্পূর্ণ কবেন, তাল হইতে নিয়ম ও শাস্ত্রীয় শাসন-নিয়ম তাহারে পরিচালনা করা কর্তব্য নহে, তাহা হইলে, সম্পূর্ণতা করাই বিপের। একপে বিরুদ্ধ-সম্বন্ধান্ত ব্যক্তিদিগেরে নিষািবন পদ্ধতি সহজান করিতে হইলে, অশেষ ক্রেশ-শেষ করিয়া কালক্ষেপে করি-তে হয়। বিশেষতঃ, যখন বিবেচনা করা যায়, একপে বিপরীত-ভাবাকান্ত সম্প্রীতি পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ দ্বারা আপনাদের কোণাতি বিপুল মন্যায় সর্ব্বল উত্তেজিত রাখিলে, তদায় সহজনেই কহ্যপি সুচারু প্রকৃতি লাভ করনা, প্রত্যহ, বিরুদ্ধ স্বভাব-সংস্কৃত করিয়া ভূমিত কর, এবং তাহারে তাহারদের বৎসর ও অন্যান্য বংশের ক্রেশান্তের সোণ্য কয়ে হয়, অর্থাৎ তাহার-দিগেরে শাসন-বন্দে এক বন্ধনে বদ্ধ রাখা কোন কাপই শ্রেয়ঃ যোগ্য হয় না।

এই সকল স্থলে এবং অন্য কোন কোন স্থলে সম্প্রীতি পরস্পর পৃথক হওয়া বি-হিত তাহা সীমিত নাই। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, একপে নিয়ম প্রকল্পিত থাকিলে, জোক কোন সামান্য ক্রেশ উপলক্ষ্যে ব্যগ্নি-য়া অন্য এক ক্রেশে পরিভোগ্য করিতে উ-দ্যত হইতে পারে, অতএব, তাহারে একপ্রকার আপাত্ত উপায় করিয়া থাকেন, তাহারে মনুষ্যের মতঃ পরিবেশ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন নাই। মনুষ্যদিগের পরস্পর-দ্বন্দ্ব, আপন্য, প্রণয়, অপ্রণয় সমসারাই আপন আপন স্বভাবের উপর নির্ভর করে। তাহারদিগের উদ্ধাৎ-কিয়া যথা নিয়মে সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহারে আশঙ্কিতও পৃথক হইতে ইচ্ছা করেন না, বরং যদি পরকালেও পুন-র্বার একত্র হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাও একান্ত মহন অভিলাষ করেন। তাহার

পাপকর্মের ত এবং তাহারদের স্বভাব পর-স্পর অত্যন্ত বিপরীত, তাহারাই দুইদ্বা-য়ত্র একেবারে ক্ষেদ করিতে প্রকৃত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যাহারা বাবজীবন-বন্ধ থাকিলে অকল্যাণ ব্যক্তিরেকে কহ্যপি কল্যাণ ঘটনার সম্ভাবনা নাই, তাহা-রই সে বন্ধন ছেদন করিতে ইচ্ছা করে। অতএব, অতিশয় অধ্যমাসক্ত ও পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাবাকান্ত ব্যক্তিদিগের উদ্ধাৎ-বন্ধন হেঁদনের ব্যবস্থা থাকিলে, বে তদুত্তে অন্যান্য সমান-স্বভাবাকান্ত ধর্ম্মশীল সম্প্র-দীরাও পরস্পরস্বার্থক হইতে উদ্যত হইবেন, একথা কহাট নহে। তবে যাহাতে শ্রীপুরুষের দ্বারা এক জন অন্য জনকে বিনা দোষে ক্রেশ-দিতে না পারে, রাজ শাসন দ্বারা তাহার উ-পায় করা হইতে পারে তাহার সন্দেহ হই।

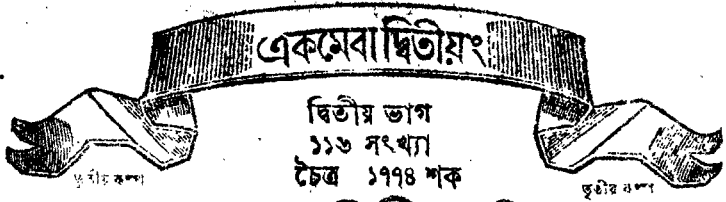
কৃষ্ণনগরস্থ ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৩ শকের চৈত্র অর্থাৎ ১৭৭৪ শকের পৌষ পন্যন্ত দান প্রাপ্তির বিবরণ।

| | |
|-------------------------------------|----|
| শ্রীমুকু কেশবর মিত্র | ১০ |
| শ্রীমুকু উমেশচন্দ্র বন্দ্য | ১০ |
| শ্রীমুকু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় | ১০ |
| শ্রীমুকু জিনাথ সেন | ১০ |
| শ্রীমুকু রামচন্দ্র চন্দ্র | ৫ |
| শ্রীমুকু মনুসুন্দর সেন | ৫ |
| শ্রীমুকু অম্বার চন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ৫ |
| শ্রীমুকু নীলমণি গাভরাই | ১ |
| শ্রীমুকু পূর্ণচন্দ্র রায় | ১৪ |
| শ্রীমুকু সার্বভৌমচন্দ্র রায় | ২ |
| শ্রীমুকু মনোময় মুখোপাধ্যায় | ১০ |
| শ্রীমুকু কৃষ্ণীচরণদাস | ৪০ |
| শ্রীমুকু পরেশচন্দ্র গৌড় | ১ |
| শ্রীমুকু হরিশচন্দ্র জেলসী | ১০ |
| শ্রীমুকু শ্যামচরণ হুই | ৫ |
| শ্রীমুকু পূর্ণপ্রসাদ রায় | ২ |
| শ্রীমুকু জগদীশ্বর মিত্র | ৪ |

বিজ্ঞাপন
বাহুবল্লভ সঙ্ঘিত মালক প্রকৃতির
স্বয়ংক্রিয় বিচার।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার মূল্য দুই টাকা। কোন বিপ্যালয়ের অধ্যয়ন করাই-বার নিমিত্ত একেক্ষণে অধিক খরচ হুইতে হই-বে, তা-হা হুইলেও সেও হইতে পারিবে।

শ্রীমুকু কেশবর মিত্র
১ কলিকতা ১৭৭৩



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

অপরা অধুনা যজুর্বেদঃ নামসেহোৎসবঃ শিক্ষা তপোপাত্যাকরণং নিরাকরণং যজুর্বেদোক্তিমিতি ।
 অথ পরাধমা তৎসকরমধিগম্যতে ॥

তমিন প্রীতিস্যা প্রিযভাগ্যসাধনক তদুপাসনমহেব ।

ত্রয়োবিংশ সাহস্রিক ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় বক্তৃতা

১১ মাঘ ১৭৭৪ শক

ধন্য পরমেশ্বর! যে আমি পুনরায় সাহস্রিক-সর পরে এই সাহস্রিক ব্রাহ্ম সমাজে সনাগত হইয়া তাঁহার অপার গুণানুবাদ প্রাণ মননে গরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। ধন্য সেই বিবিধ বিদ্যা বিশারদ জনপদ-কিতৈষী দূরদর্শী বিদ্যামণি মহাদ ব্রাহ্ম! যিনি এ প্রবেশে জানানুকূল ক্রিয়ানুষ্ঠানের অত্যন্ত অনাদর দর্শনে মনে ক্রেশ ভাবিলা তৎ প্রতীকারার্থ অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা দিগ্‌দেশান্তর হইতে জ্ঞান-প্রতিপাদক এই সকলন পূর্বক এতদেশে পরম সত্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুত্র পাতি করিয়াছেন, এবং তত্ত্ববিদ্যা প্রবল শত্রু মনকে আপনার আশ্রয় বুদ্ধিরূপে পরাভব করিয়া, সর্বসাধারণ কল্যাণের এই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন পূর্বক আমায় নিগের পরম উপকার করিয়াছেন। ধন্য সেই তৎকালবর্তী জগৎগুরুগণ গরম নান্য সুধীকর! যিনি বহু কাব্যধর্ম এই সমাজের আচার্য্য পদে স্থাপন হইয়া জনসমূহের মনকে এক অধিভীম নিরাকরণ পরব্রহ্মের জ্ঞান বীজ বপন করিয়া উক্ত মহাজনের সত্যতীর্থ সিদ্ধ করিয়াছেন। ধন্য সেই প-

রম সরল সত্য ব্রহ্ম সাধু বন্ধু! যিনি মর্মে এই সমাজের অভ্যন্তর অবলম্বনকার স্বীয় যত্ন দ্বারা তৎসাধারণ নিরাকরণ করিয়া সমাজের ক্রমশ উন্নতি রুদ্ধি দ্বারা আমায় নিগের সর্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্ম ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে যে এই সমাজের পূর্বদাবস্থাপন উৎকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থান হইয়াছে, উত্তমত মের পাতি নামেই তাহা স্পষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ হয়। এতদেশে অনেক ব্রাহ্ম ধর্মীচরণে তত্ত্ববান হইয়া পরমোৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। অধিকা কামনা, জগদল, কলকান, বঙ্গদান, মেদিনীপুর ভবানীপুর, এই সকল স্থানে এতরূপ সমাজ সংস্থাপন করিয়া লোক সকল উৎসাহোৎসাহের মনকে পরিভূক্ত করিতেছেন। আহ! সত্যের কি আশ্রয় প্রভাব! আমায় নিগের এই সমাজ ব্রাহ্ম ধর্ম, এ প্রদেশীয় প্রচলিত প্রাণানুগত নানা কুসংস্কারাবিহীন সত্য সমূহের বিবেচনাদি দ্বিগম বিঘ্নের বাধ প্রতিফলন সহ করিয়া ও সুখের জ্যোতি প্রকাশের নাম সর্বোপরি পরিশুদ্ধরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই পরম ধর্মকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ধর্মার্থ কাম যোগ রূপে সুচাক্ষু চতুর্দিক ব্রহ্মাল কন শোভিত হুরম্য কম্পতরু স্বরূপ জানিয়া সাংসারিক পথ জ্ঞানি শান্তির দাবির তদাভ্যয় অবলম্বন পূর্বক চরিতার্থ হ-

হইতেছেন। অতএব, হে প্রিয়তম সুন্দর! নিত্যন্ত নিরুট ইঞ্জিবানুকুল ব্যাপারে নিঃসঙ্গ-চিত্ত না হইয়া সর্ব সুখ-সম্পাদক এই সাধু দম্ব সাধনে এবং সাধনাসূত্রে ইহার উন্নতি কল্পে সাহায্য কর যদ্বারা এই পবিত্র সমাজ চিহ্নাচারী হইয়া জ্ঞান দান দ্বারা সর্ব সাধারণের পরম সুখ বিধানে সমর্থ হইতে পারেন।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃত্তা

১৮৭৪ সাল

অসমীয়া ভাষায় প্রথম পরিবর্তিত।

দ্বীপের বিবেক সত্ত্বমর অসমীয়াসমাজের পু-
 স্তিত পরিবর্তিত হইয়াছে, এই কথায় সেই
 সর্গনির্মিত জগদীশ্বরের মঙ্গলাকার নিয়মে
 শীত ঋতু উপস্থিত। কিংবদন্তি গুণিত হইল,
 বেদান্ত প্রত্যেক হিঙ্গুলে আশ্রয়দিগের
 ঘনাক্ত নগর শীতল হইয়া পরম সুখানু-
 ভব হইল, এক্ষণে তাহাই বর্তমান উপর্যুক্ত,
 আমরা শীতকে নানা বিধ আচ্ছাদন দ্বারা
 আচ্ছাদিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। প্রত্যেকপে
 শীতের প্রত্যেক অপেক্ষাকৃত অংশ, কিন্তু
 হিম-প্রধান দেশে শীতের একাদশ প্রাক্ত-
 বণে নদী, পথ, বৃক্ষ বসন্তের ঘন তুষার দ্বারা
 পরিবৃত্ত হইয়া থাকে, ও অরণী সন্মোহা শ্যাম-
 ল বেষণ পরিহার পুরাতন তুষার রূপ শুল্ক
 পরিচ্ছদ পরিধান করে। ইহা মনে রাখা উ-
 চিত, যে অসমীয়া অসমীয়াসমাজের মঙ্গলের নি-
 মিত্তই সমস্ত পদার্থ মঙ্গল করিয়াছেন। স-
 ম্বৎসর জন্ম হইয়া সত্ব ব্যরিতে হইলে
 অসমীয়াসমাজের পরম নিবীণ ও জন্ম-প্রায় হ-
 ইত, এই নিমিত্ত তিনি শীত ঋতুর বিধান
 দিরাছেন, যদ্বারা আশ্রয়দিগের বলাধান
 ও সুখি বন্ধন হইতেছে ও আশ্রয় নানা বিধ
 জন্মসাধ্য কথ্য করিতে সক্ষম হইতেছে।
 পরন্তু তিনি যেমন শীত ও নীহারের সর্ভি ক-
 রিয়াছেন, তেমনি আহার নিবারণ জন্য কি
 সুদৃঢ় উপায় সম্বায় ব্যবহৃত করিয়া দিয়া
 হেন। অনুযায়ণে বিবেক হইয়া সম্ভা-

রে প্রবেশ করেন, তথাপি পরম কারুণিক প-
 রমেশ্বর তাহাকে যেকণ বুদ্ধিবৃত্তি প্রশান
 করিয়াছেন ও তাহার সম্বন্ধে বাহ বস্ত সমু-
 দায় যেকণ আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন, তদ্বারা
 তিনি শীত ঋতু নিবারণোপযোগী উত্তম
 উত্তম বসন প্রস্তুত করিয়া সঙ্কল্পরূপে স-
 মার ব্যাঘ্রা নিকীচ করিতে সমর্থ হবেন। অ-
 ন্যান্য জন্তুর প্রতিও তিনি সমান রূপ দয়া
 প্রকাশ করিয়াছেন।

অত্যন্ত হিম-প্রধান দেশ সমূহে গ্রীষ্ম
 কালেই প্রচুর উত্তীর্ণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু শী-
 তকৃত উপস্থিত হইলে পৃথিবী শূন্য মরু-
 ভূমি-প্রায় হইয়া যায়, অতএব সেই সময়ে
 ইতর জন্তুদিগের জীবন ধারণ করা অত্যন্ত
 দুষ্কর, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু দশাবা-
 নু পরম পুরুষ এই ছুসেই হিম সময়ে শীত-
 বেহাচারি অসংখ্য পশু, পক্ষি, কীট সকলকে
 কি প্রকারে রক্ষা করিতেছেন, তাহা বিবেচনা
 করিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অ-
 নেক চতুর্দশের লৌহ গ্রীষ্ম কাগে গাভ হ-
 ইতে স্থানিত হয় ও শীতের আগমনে প্রচুর
 রূপে জগে, সুতরাং সেই সুদৃঢ় ঘন লো-
 মাঘসি দ্বারা আবৃত হইয়া তাহার অ-
 ন্যায়সে ঘিন পাত করে। কতক জলিন
 পশু শীতের পূর্বে আহার সম্বায় করিয়া
 রাখে ও শীত উপস্থিত হইলে স্বীয় বিবর
 হইতে আর বাহির হয় না, ও কোন কোন
 জন্তু শৈতোর অধিকা প্রযুক্ত অংশাঙ্ক ও
 মৃত্যু-প্রায় হইয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হ-
 ইয়া থাকে। শেবোক্ত জন্তুরা হেমন্তের
 পূর্বে প্রত্যেকে পজ ও শৈবাল-নির্মিত এক
 এক শয্যা প্রস্তুত করে ও গর্তের দ্বার ক্রম
 করিয়া তথায় শয়ান হইয়া এক প্রকার সুবু-
 গ্নাবস্থায় কাল যাপন করে। কিছু মাত্র
 আহার করে না, তথাপি তাহাতে ক্লেশ না
 হইয়া বরং শীত ঋতুর অসমানে তাহার পু-
 র্বাপেক্ষা হ্রত পুষ্টি ও বলিষ্ঠ হয়। কিন্তু
 উল্লিখিত হিম-প্রধান দেশে পক্ষিরা অতি
 আশ্চর্য উপায় অবলম্বন করত স্বীয় দেহকে
 রক্ষা করে। শীতের প্রারম্ভে বা তাহার
 কিংবদন্ত পূর্বে তাহার অনেকের দেহ
 হইয়া উন্নীত হইয়া, বস্ত্র বহন নদী প্রকাশ

কখন বিস্তীর্ণ সমস্ত উত্তীর্ণ হইয়া যে দেশে তৎকালে প্রেরণ শাস্যাদি ধায়া দানপ্রাপ্ত তওয়া যায়, তাহার উপনীত হইয়া কলিকায় যান বান করে, ও শীতের শেষে ও বসন্ত কালের সুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হইলে আশ্রয় নারদিগের জন্ম স্থানে পুনরাগমন করে। কতক জাতি বিতরণ বৃক্ষ বা পুষ্কায়ন-ঔষধিকার বেটের বা ভূমিহীন গভ্র মনো প্রবেশ করে। এবং তথায় পরলোক চক্র ঘুরা বৃত্ত হইয়া যতেন্নাবস্থায় কাল হরণ করে। মধ্যমজিকার শীতের শেষে শীত কালের শিমিত উপযুক্ত মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে, ও অত্যন্ত পরিমিত ব্যয় পুষ্কায় তাহাতেই দিন পাত করে। পরন্তু তাহার শীত নিবারণ জন্য সতিপয় পুষ্কায় ও বিযাক্ত মতা হইতে এক প্রকার নির্যাস আনয়ন করিয়া তদ্বারা আপনাদিগের মধু ক্রমের প্রত্যেক স্তম্ভ হিঙ্গ পর্যন্ত পূরণ করে। অতএব মখন জ্ঞান-শন্য ইত্যর অন্তর্য এমন সুতার উপায় দ্বারা শীত ও নাশাব হইতে স্বীয় দেহকে রক্ষা করিতেছে, তখন ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে করুণায় পরমেশ্বর এই সমস্ত উপায় জ্ঞান তাহারদিগের স্বাভাবিক সংস্কারাচ্ছ করিয়া দিয়াছেন। ইহা কখনই অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না, যে পশুরা তাহা শীত কালে ধায়া দানপ্রাপ্ত হইবে ইহা বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিয়া তাহার পূর্বে আহার সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত থাকে, ও পক্ষিরা শীতের শেষে উপযুক্ত কল শস্যাদি সঙ্কেও কিছু মিবস পাত মারুণত্বার সময় উপাশ্রিত হইবে এই ভয়ে স্থানান্তরে পলায়ন করে, কারণ তাহারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও দুর-দৃষ্টি কিছুই নাই, তাহার যাচা, কিছু করে, তাহা সংস্কার বিশেষের বাধ্য হইয়াই করে এবং এক এক জাতি আদ্যহীন কাল পর্যন্ত এক এক নির্দিষ্ট রীতানুসারে স্বীয় স্বীয় প্রয়োজনীয় কৰ্ম সাধন করিয়া থাকে। পরন্তু যখন বিহঙ্গের উচ্চ দেখে গমনার্থ যাত্রা করিয়া আকাশ মধ্যে উড়িয়ায়মান হয়, তখন কে তাহারদিকে পথ প্রদর্শন করে, তাহার কি প্রকারেই বা জানিতে পারে, যে পক্ষি পক্ষি স্বয়ং স্বয়ং ক্রমে ক্রমে তাহাদের

বনের বাস-গোষ্ঠা উত্তম দ্বারা আছে? পক্ষি মধ্যে তাহার কি কোন প্রাণ ধারণ করে? কাহার দ্বারা বা চাখিত হইয়া তাহার কতিপয় মিবস ক্রমাগত এক দিকেই গমন করিতে থাকে, ও অবশেষে এক প্রদেশ দেশে উত্তীর্ণ হয়? এ সমস্ত বিবরণ বিবেচনা করিতে গেলে এই মাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে, যে জগদীশ্বর পশু পক্ষ্যাদি অঙ্গদিগে এমন এক এক স্বাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়াছেন যে তাহার বশবর্ত্তি হইয়া তাহার জ বনের সমস্ত সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে। এইরূপ আশ্চর্য সংস্কার বশত বিহঙ্গের শীতের পূর্বে শীতল দেশ হইতে গ্রীষ্ম দেশে গমন করে ও গ্রীষ্ম কালের প্রারম্ভে তথা হইতে প্রত্যাগমন করে। হাজার অনুমান হইয়া যাইতে পারে তাহার অত্যন্ত শীত নিবারণ করে ও অসংখ্যক পশু পক্ষ্যাদি তাহার সঞ্চয় করত গভ্র প্রবেশ করিয়া শীত স্তম্ভ হরণ শীত শীত হইতে স্বীয় দেহকে রক্ষা করে। করুণাকর জগৎপিতা পশু পক্ষ্যাদি কট প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণিদেহকে এই প্রকারে কি সুচক্র রূপে আহার দান ও শীত হইতে রক্ষা করি-ছেন। "বঙ্গদেশ্য বিপদমস্তপদা" যিনি যি-পদ চতুঃপদ সকলের নিয়ন্তা যিনি "সম্বাস-ভাং ধনতি সন্দা প্রভা" যিনি যনুযা দেহে বায়ু সংস্কেপ করেন ও পক্ষি শরীরে পক্ষ সংযোগ করেন, তিনি অতি হৃদয়তম সীট-কেও কখন বিস্মৃত করেন না, কাবণ তিনি তাহাকেও তাহার আহারে ও জীবন ধারণ-গোষ্ঠা যোগ্যিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রদান পূর্বেই দেহাতার সমস্ত সুখ বিস্তীর্ণ করিতেছেন। যিনি "সর্বম্বা বাণী সর্কীমোশান্য সর্কীমো-বিপতিঃ" সকলের বাহার বশে রিবিয়াছে, যিনি সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের অধিপতি যিনি অপার মঙ্গল স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ। অতএব তাহার অর্থে প্রকারে তাহার নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিলে যে হুঃখ পাইবে তাহার সম্ভাবনা কি? অমর্যনা জ-ভাদিকে তিনি যে স্বাভাবিক সংস্কার দিয়া-ছেন, তাহা হইতে তাহার আপনাদিগের জন্মাত্মকা, মাদ্যাত্মক নিৰ্মাণ করণ ও শীত নিবারণোপায় সমুদায় সম্পন্ন হইতেই জ্ঞাত

আছে, সুতরাং তাহারদিগের কোন অংশে জন্ম হইয়া ছুৎপাৎপতি হইবার বিষয় নাই। কিন্তু মনুষ্যের প্রতি কাঁহার কি অপার দয়া! তিনি তাঁহাকে যে সকল সুকিরুতি ও ধর্ম গ্রহণি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন, তাহারদিগের যথোচিত ধ্যাননা দ্বারা মার্শিত বরিতা তাহারদের অনুগামী হইলে তাহার অন্যায়-সে সুখোৎপত্তি হইতেন। পরমেশ্বর যে স্বাস্থ্যের বিদ্যে যথেষ্ট নিয়ম ও তাঁহার আর সকল বিষয়ে বস্তুকবিদ্যা বিধায়েন, তদনুসারে কর্ম করি, সেও পুণিবারে সুখ ভোগে বিষয়ে সুখোৎপত্তি হইতেন। তাহার সন্দেহ নাই। অতএব তাহারদিগের সর্বদলের উচিত, যে করুণাকর পুণি বস্তুর সমুদায় আত্মা প্রতি পুণিবারে অপার শরীরিক ও মানসিক সুখ সন্তোষণ করি ও পছন্দা উঁহার প্রতি দুঃতজ্ঞতা হইলে আত্মা হইত মনের সহিত তাঁহার মহিমা কীর্তন করি।

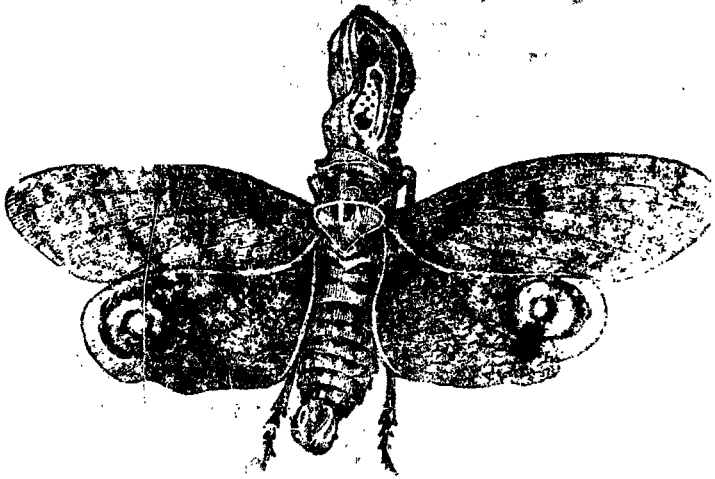
নিবান্দই গ্রামস্থ বিদ্যালয়

এখন তাহারদের কোনের কোন অপ-স্বয়ং ক্রমে গ্রামস্থ স্কোলাসে এটা হইয়া পায় যাবৎ গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপন না করিলে, অপার সাধাপন মন্বলের বিদ্যাশিক্ষা সম্পন্ন হইবার সুকঠিন। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ সম্বন্ধে অনুশীলনকে যেন অয় বস্ত্রাদি দ্বারা প্রতিপালন করা কতব্য, সেই-রূপ তাহারদের প্রতিম ও শিক্ষা প্রাপ্তিবও গুরুপায় কাণা বিবেচনা। এতদেশীয় আনু-গতন কে ন কোন ব্যক্তির এ বিষয়ে অপেক্ষা-হৃত মন্ত্র ও মনোযোগে দুর্ভিত হইতেছে এবং মনো মধ্য যেন কোন স্থানে পাঠশালা সংস্থাপনের আবেদনও প্রাপ্ত হওয়া যাইতে-ছে। তাহা প্রতি ব্যক্তিতে জেলার অধ্যক্ষগণি নিবান্দই গ্রামস্থ বিদ্যালয়ের বিবরণ অবগত হইয়া, অ বিশেষ আশ্বাসিত হওয়া পের। তাহার ইংরেজি বাঙ্গলা ও কিছু কিছু সংস্কৃত-ও অধ্যাত্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তৎকাল-র হইবারে প্রাক্ষর্য ও গুরুপযোগি অন্য-দ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া থাকে, ইহা পর

মুখের বিষয়। অন্য অন্য ইংরেজি বিদ্যা-লয়ে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা বিষয়ে তদীয় অ-ধ্যক্ষদিগের তাদৃশ মনোযোগ দুর্ভিত হয় না। কিন্তু এ বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষার সমধিক অনুশীলন হইয়া থাকে। বোধ হইতেছে, স্বদেশীয় ভাষা অভ্যাস করা যে অত্যন্ত জ্ঞে-য়কর ও নিত্যান্ত আবশ্যিক, এবং সাহায্যে বা-গ্যকানাবি পরমেশ্বরে ভক্তি ও তাঁহার প্রিয় কাব্য সাধনে অনুরাগ হই তাহার উপায় করা কর্তব্য, এই ছুই বিষয় উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা দুচকণ প্রতীতি করিয়া বাঙ্গলদি-গকে তদনুসরণ শিক্ষা দানের হৃত পাত ক-রিয়াছেন। এ বিদ্যালয় সংস্থাপন একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয়ও স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে জনে-ক্রমে অল্প অল্প করিয়া পুস্তক সংগৃহীত করিতেছে।

উক্ত গ্রামে এক টি বাঙ্গলা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত আছে, তথায় কয়েক টি বাঙ্গলা যথা নিয়মে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। অন্য অন্য স্থানে বাঙ্গলা বিদ্যালয় সংস্থাপন উ-গলগণেরা যেরূপ বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল, নিবান্দই গ্রামে এ বিষয়ে সেরূপ কলহ ঘটনা হয় নাই। যাহারা আপন আপন পরিবারস্থ বাঙ্গলাদিগকে তথায় প্রেরণ ক-রেন, অন্তো তাঁহারদের প্রতি তাদৃশ বিবেচ-প্রকাশ করেন না। অপার কোন গ্রামস্থ স্কোলাসের এ-রূপ অকুটিল ভাব দৃষ্টি করা যায় না।

এই ছুই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের যে-কণ মন্ত্র আভ্যায়, শুভ্রপযোগী অর্থ নাই। তবে কেবল তাঁহারদের, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চন্দ্রের মন্ত্র ও উৎসাহে এ প-যাত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি এই ছুই বিদ্যালয়কে আপন জীবন তুল্য জ্ঞান করিয়া তাহার উন্নতি সাধনার্থে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন, এবং তৎসংক্রান্ত কোন বিষয় সিজ হইলে আপনাকেই চরিতার্থ বোধ করেন। জ্ঞান প্রচার বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ উৎসা-হকে সকলের আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত।



দীপমাকিক

জগদীশ্বর কত কালে কতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং কত বস্তুকে কত প্রকারে মর্মান্বিত শোভাতেই বা শোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। এ দেশে জঙ্গল মধ্যে কেবল খদ্যোতিবৃক্ষের অঙ্গকারে শীর্ণ পাইতে দেখা যায়। অঙ্গকারের বক্রীতে খদ্যোতি-পরিবেষ্টিত বৃক্ষ সমূহের পরম সুন্দর। বোধ হয়, কোন অরণ্য হীরক-পণ্ডুরক্ষারি শোভা পাইতেছে। কিন্তু এই অঙ্গকারের শিরোভাগে যে পুরু সুন্দর পতঙ্গের প্রতিক্রম প্রকাশিত হইল, তাহার প্রথর কোণে দুটি করিলে বিষমরূপ হইতে হয়। তাহার নাম দীপমাকিক। এক একটা দীপমাকিকের এত অঙ্গাঙ্গি, যে তাহাতে অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর পাতিক পড়া যায়, এবং কোন কত-বস্তুকে অঙ্গ-পট্টে কয়েকটা একত্র বন্ধ করিলে, প্রায় মঙ্গলের মতো দেখায়। এই প্রথর কোণে তাহারদের মতক হইতে পারে হইয়া থাকে। অতঃপর দীপমাকিক, মৎস্যের পট্টকার ন্যায় বক্র এবং অঙ্গ অঙ্গ প্রোথিত ও হুরিত বর্ণে নিজের মনোরম রং-রস-স্বাদ-ভাগও এই কতক রূপ

সুশোভিত, কিন্তু মস্তক অপেক্ষায় আর আর অঙ্গের বর্ণ অধিক উজ্জ্বল। মেরিয়ান নামে এক বিখ্যাত জাতির বিস্তর বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি দীপমাকিকের প্রথম উৎপাদন করিয়া কহিয়াছেন, “আমেরিকার আদিম নিবাসি কতিপয় ব্যক্তি আমাকে কতকগুলি দীপমাকিকা আনিয়া দিয়াছিল। আমি একটা বাকস মধ্যে আহারবিগণকে রাখিয়াছিলাম, তখন তাহারদের এই জ্যোতি-প্রকাশকতা তখন জানিতে পারিলাম। রাত্রি কালে শয়ন করিয়াছিলাম, হঠাৎ একটা বাকসে অবনত করিয়া শব্দ হইতে শব্দ শ্রীয়া পড়িলাম। ঐ বাকস হইতে শব্দ নির্গত হইতেছে, ইহা নিরূপণ করিয়া, মৎস্যের মতো উদ্ভাটন করিলাম। উদ্ভাটন করিয়া দেখি, তাহা কইতে প্রজ্বলিত জ্বলি-শিখা সকল নির্গত হইতেছে। ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া বাকসে বেগিয়া দিলাম। কিছুকাল পরেই আমার বিস্ময় দূর হইল, তখন এই আশ্চর্য্য জ্যোতির প্রকাশ করিতে করিতে দীপমাকিক বাকসে পড়িলে সংগ্রহ করিলাম।”

দীপনকিকা অনেক প্রকার। তন্মধ্যে
এখানে যে প্রকারের প্রতিরূপ প্রকাশ করা
গেল, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট। আমেরিকার ম-
ক্সিকণ্ডও তাহারদের জন্ম-স্থান, বিশেষতঃ তা-
হার অস্ত্রপাতি করিনাম দেশে অনেক পাঠ-
ওয়া যায়। চীন দেশে এক প্রকার আছে,
তাঁহাও উত্তম, কিন্তু আমেরিকার দীপনকি-
কা অপেক্ষায় ছোট।

কতকগুলি মৎস্য ও অন্যান্য জলজন্তু-
ও এইরূপ দাঁড়ি আছে। তাহারো জ্যো-
তিষত এবং তাহারদের শরীর যাই ত নিম্নত
পদার্থ বিশেষের জ্যোতিষত, এক এক সময়ে
সমুদ্র আলাপনম হইয়া উঠে। কোন কোন
উদ্ভিজ্জও সময় বিশেষে এইরূপ জ্যোতি প্র-
কাশ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় কবিগণ কাব্য
বিশেষে তাহার প্রসঙ্গ ও বর্ণনা করিয়াছেন।

ধর্মনীতি

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ১৩৬ পৃষ্ঠার পর

ভালি বাস্তবিক জড়তার এবং জড়তার প্রতি
ক্ষমতার বেড়া বাধবার কর্তব্য, তাহা এক প্র-
কার প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। এখনে সন্তা-
নের প্রতি পিতা মাতার যাহূদ আচরণ করা
উচিত, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাই-
তেছে।

যাহাতে সন্তান গণ নির্দোষ শারীরিক
বান্দনিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ
করে, তাহা উপনীত করা পিতা মাতার প্রথম
কর্ম। তাহারদের স্বকীয় শরীর ও মন নির্দো-
ষ হইলে, ইহা কোন ক্রমেই সম্পন্ন হই-
তে পারে না। যদি জনক জননী নিজে পরি-
শুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া পুরস্কে প্রকৃষ্টি
শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায় বিহিত
বিধানে পালন করিতে থাকেন, তাহা হইলে-
ই তাঁহারা সন্তানের এই গুরুতর ধর্ম প্রকৃত
রূপে পরিচয় করিতে পারেন। পিতা মা-
তার গুণগুণ যে সন্তানে বর্তে, ইহা হস্ত
বল্লর সহিত মানব প্রকৃতির সমস্ত বি-
ভিন্নক প্রকৃতি স্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে,
এক ইতি পূর্ণ ধর্মনীতির অস্বত্বত উহার
বিভিন্ন প্রকারের তাহার প্রসঙ্গ করা গিয়াছে।

অতএব এ স্থলে আর সে বিষয়ের বিস্তারিত
বৃত্তান্ত লিখিবার প্রয়োজন নাই। এই
গুরুতর নিয়মের অন্যথাচরণ হওরাজে, অব-
নিম্নগুণে কত অধর্ম ও কত দুঃখ উপস্থ
হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায়
না। চিকিৎসা বিদ্যা-বিশারদ এণ্ড্রু কুথ সা-
হেব শিশুগণের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে এক পু-
স্তক প্রকাশ করিয়া তাহাজে এ বিষয়ের যে
ছই এক টি দৃষ্টান্ত উদাহরণ প্রদর্শন করি-
য়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে
হয়। মোজেশ লে কোন্টি নামক এক জ-
কের কন্যা পুত্র ও পৌত্র দোহিজে ৩৭ টি
ছিল; ৩৭ টিই কমে ক্রমে অক্ষয় হয়। তা-
হার। সকলেই পক্ষমতা জন্ম। মোজেশ বয়
বয়সক্রমে কালে অক্ষতা রোগে আক্রান্ত হইয়া
•স্থানান্তিক ২২ বছরবয়স সময়ে সম্পূর্ণরূপে
অক্ষয় হয়।

মানসিক গুণগুণ বিষয়েও এইরূপ এক
এক অস্বত্ব দুর্ভাগ্য দৃষ্টি করিয়া বিশ্বস্ত
হইতে হয়। রোনীয় রাজার ক্লাডিয়া নামক
বংশোদ্ভব ব্যক্তির। যেকপ দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য
প্রজাপীড়ক ছিল, তাহা অনেকেব বিদিত
আছে। ইহার। রোম নগরে আদিয়া বাস
করিবার আয় ৫০০। ৬০০ বছর বয়সেও,
কঠোর-কর্ম-ক্রম-রক্ষা কেবলিতা, ক্লাডি-
য়স, টাইবেরিয়স ও আর্কিডিয়া আপনান-
দের উপদ্রবে ও অত্যাচারে পৃথিবী কম্পান-
না করিয়াছিল, এবং পরিশেষে পাপ্যবতার
স্বকপ নিত্য নিদ্রা-স্বভাব নিয়ো জন্ম গ্রহণ
করিয়া নিজ বংশের পাপের ভরা পূর্ণ ক-
রিল। আর, এক ব্যক্তির পাপের প্রতিকল
যে তাহার সন্তান সন্ততির। তিন চারি পু-
ত্র বয়সেই মৃত্যু করিয়া আইসে, ইহার
অনেক অনেক উদাহরণ সচরাচর ব্রহ্মই
প্রাপ্ত হইয়া যায়।

তন্নিম্ন মতীর পক্ষে আর এক টি বি-
শেষ কর্তব্য আছে। সন্তানস্বা কালে স্ত্রী-
গণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বা-
স্তবিক বাটলে, সন্তানেরও স্বভাবগত ধর্ম-

ement of Infancy, by Andrew Combe, Chap. III.

ক্রিয়ম যত্নে পারে। অতএব তৎকালে
 তাঁহারদের আপন শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছ-
 ক্ষ এবং অস্বাভাবিক শাস্তি ও নিরাস্বাদ্য রোগ
 আবশ্যিক। ডাক্তার পর্ষি সাংস্কে এ বিষয়ের
 এক আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।
 ক্রয়ানিশ্' রাফোর রাজবিপ্লব সংক্রান্ত যুদ্ধ
 ঘটনার সময়ে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হাভ্রো নগর
 আক্রমণ করা হয়। তাহাতে কানানের উ-
 পস্থাপিণি যেরূপ গভীর গর্জন অবিশ্রান্ত
 প্রকাশ করিয়া, তৎপ্রদেশীয় স্ত্রীগণ অত্যন্ত
 ভয়মুক্ত ছিল। এমন সময়ে আবার ত-
 থাকের শিলাধারা এ প্রকার চমৎকার-জনক
 শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল, যে তাহা শুনিয়া
 প্রায় সকলেই কান্দাশ্রিত ও চমকিত হইয়া
 গিয়া। এই প্রকার ভয় ও চমৎকার গুল্কিনী
 স্ত্রীগণের পক্ষে বিষম বিষয়ক হইয়া উঠিল।
 এই ঘটনার পর কয়েক মাসের মধ্যে তৎপ্র-
 দেশে ৯২ টি শিশু জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে
 ১৩ টি জাত মাত্র প্রাণত্যাগ করিল; ৩৩ টি
 ৮। ১০ মাস পর্য্যন্ত কোন ক্রমে রক্ষা পাই-
 য়া সমুদ্র-মুখে পতিত হইল; ৮ টি জড় হইয়া
 পাত্ত বৎসর বয়স্কদের পূর্বেই কালপ্রাণে
 প্রবেশ করিল; আর ২ টি শিশুর তৎকালে
 হস্ত পদাদির অস্তি নানা স্থানে ভগ্ন ছিল।
 স্ত্রীবোকের স্বভাবস্বভা বাণীনি শারীরিক ও
 মানসিক অবস্থানুসারে যে সন্তানের প্রকৃতির
 ইত্যর বিশেষ হইতে পারে, এই উদাহরণ
 তাহার প্রমাণক প্রমাণের প্রতীয়মান হই-
 তেছে। অতএব যাহারা আপন আপন
 পুত্র কন্যা প্রকৃতির সুস্থ ও শাস্ত প্রকৃতি
 দেখিতে বাসনা করেন, তাহারা পরমেশ্বর-
 প্রতিষ্ঠিত শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমু-
 দায় প্রতিপালন পূর্বক আপনারা সুস্থ ও
 শাস্ত হইবেন। যাহারা ক্রীপালীবা চির-
 জ্বালা, উদ্বাহরণ বন্ধ ধরয়া তাঁহারদের
 পক্ষে কোন ক্রমেই প্রেরণক নহে। তা-
 হারদিগের সন্তান সন্ততি গুলকে আপন-
 দের জীবন-ধন হ্রাসের ভার ত্যাগ জ্ঞান করি-
 য়া কোন ক্রমে কঠিনকে কাল হরণ পূর্বক
 সকালে কালপ্রাণে পতিত হইতে হয়। আ-

পনার অনিষ্টকর বিপুল বিশেষকর বিস্তার
 করিবার নিমিত্ত অসংখ্য দুঃখের জীবের
 জন্ম দান করা প্রতি গর্হিত। তাহার সন্দেহ
 নাই।

সন্তান সন্ততিদিগের ভাবন পালন শিক্ষা
 দান ও সুস্থ স্বচ্ছন্দতা প্রদান উপায় করা জ-
 নক জননীরা অবশ্য পরিবেশা যত স্বচ্ছন্দ।
 আহারদের অপত্যস্নেহ হৃদয় উপচিকারি
 সহকৃত হইয়া এই সকল ফল্যক্য কাম সম্পা-
 দনে অনুমতি প্রদান করিতেছে। যোগ্যবদের
 অপত্যস্নেহ ও ধর্ম্মশ্রদ্ধি সমুদায় আবশ্যিক
 মত চেজখিনী থাকে তাহার আপন হইতেই
 এই সমস্ত পরম কল্যাণকর ব্রত পালনে
 তৎপূর হইয়া থাকেন। তৎসাধনের উপায়
 জ্ঞান ও তত্ত্ববোধী অর্থ সংস্থান থাকিলে
 ই তাঁহারদের এই সমুদায় শুল্ক কাম সুন্দর-
 রূপে সম্পন্ন হয়।

মানুষ নামক এক সুশাসিত ব্যক্তি অনেক
 প্রমাণ প্রেরণে রায়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন,
 যে সকল সুস্থকার ব্যক্তি উত্তম স্থানে বাস
 করে ও উত্তমরূপে আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হয়,
 তাহারদের অপত্যস্নেহপানিকা শক্তি একরূপ
 বর্ধভী, যে তৎকার লোকের সংখ্যা তিশ
 বৎসরে শিশুগণ হইয়া উঠে। বাস্তবিক ও গজ-
 দূশ নৌত্যাগশারীণ অনুস্বাধিনের সংখ্যা পঁ-
 তিশ বৎসরেই শিশুগণ হইতে দেখা যায়। আ-
 মেরদের উত্তর ষড়ের অধঃপাতি যে সমস্ত
 বাসকার প্রবেশে সন্তান বর্ধিত তাহারা হই-
 য়াছে, তৎকার লোকের সংখ্যা একরূপ নিম্ন
 মেই হুজি দেখা আসিতেছে। লোকের
 সংখ্যা অধিক হইলেই, অয়ের পরিমাণও
 অধিক হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু লোকের
 সংখ্যা সেক্ষণে অল্প হুজি হয়, অয়ের পরিমাণ
 সেক্ষণে বৃদ্ধি হওয়া কোন মতেই সম্ভবিত
 নহে। কোন স্থানের ভূমির উৎপাদনকা শক্তি
 পঁচিশ বৎসরে শিশুগণ হইতে পারে না।
 অতএব, অবস্থানুসারে মনুষ্যের অপত্যস্নেহ-
 পানিকা শক্তির সংযম করা কর্তব্য। অপর
 সাধারণ সকলেরই এই অবশ্য প্রতিপাল্য
 পরম কল্যাণকর নিয়ম ব্যাচরকরূপে কাম-
 করিয়া উচিত, যে পরিবার প্রতিপালন
 প্রসঙ্গের সন্ততির শিক্ষাদানের উপায় স্ব-
 ক্রমে সন্ততির শিক্ষাদানের উপায় স্ব-
 ক্রমে সন্ততির শিক্ষাদানের উপায় স্ব-

• Management of Infancy, by Andrew Combe, Chap. 11.

১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এক শত বৎসরে লণ্ডন নগরে যত শিশু-
জন ও মৃত্যু হয় তাহার সংক্ষেপ

| | খ্রীষ্টাব্দ ১৭৩০-৫২ | খ্রীষ্টাব্দ ১৭৫০-৮০ | খ্রীষ্টাব্দ ১৭৭০-৮০ | খ্রীষ্টাব্দ ১৭৯০-১৮০০ | খ্রীষ্টাব্দ ১৮১০-২০ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| সমদায়ের যত শিশুর জন্ম হয়। | ৩২৫১৫৬ | ৩০১৩০৫ | ৩১২৪৭৭ | ৩০৬৬০৮ | ৪৬২১০ |
| পঞ্চ বয়সের অনধিক বয়স ক্রমে মরণে যত শিশুর মৃত্যু হয়। | ২৩৫০৮১ | ২০৫০২৪ | ২৮২০৫৮ | ২৫৯৫১১ | ২৫১১০০ |
| পঞ্চ বয়সের অনধিক বয়সে ক্রমে মরণে প্রতি শতে মরণে যত শিশুর মৃত্যু হয়। | ৭৪% | ৬৩% | ৫১% | ৪১% | ৩২% |

এই সূত্রসংগ্ৰহ প্রাপ্তপাঠী হইতে—
১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে এক এক শত বালকের
মরণে ৭ টি বালক মৃত্যু বরণ করিয়াছে প্রকৃতির
প্রকৃতিমূলক নিয়ম পতিত হয়। পরে ক্রমে ক্রমে
মরণের মৃত্যুর (সংখ্যায়) কমিয়া ১৮২২ খ্রী-
ষ্টাব্দে প্রতি শতে গড়ে ৩২ টি মাত্র বালক
মরণ করাই করে। ইহা কেবল শিশুকের শা-
রীরিক নিয়ম পরিবর্তনের ক্রমস্তময় কল ব্যা-
প্তির ফলে আদিত হইয়াছে।

পূর্বে ভাষাবোধিনীর প্রকাশনা হইত। তৎকালে তথ্য
যত শিশু জন্ম গ্রহণ করিত, তাহার প্রায়
২৫ ভাগের এক ভাগ মরণে যিত পর মরণে মৃত
তুমি পতিত হইত। কিন্তু তথ্য বিশ-
ুদ্ধ হয় এবং মরণের অবস্থানিত হইলে
মানবিক বিংশতি ভাগের এক ভাগ মাত্র
উক্ত কাল মরণে পতিত করিতে লাগিল।

নিউ ইংল্যান্ডের আর্লিংটন জাতি ভেদিনিয়ান
কনগ্রেসে জন্মের বালক নিয়মে তথ্য প্রাপ্তার্থ
এক জনাবিনিয়ান সাংস্কৃতিক হয়। তখন তা-
খন ৭০৮০ জন বালক মরণে পতিত করিত।
আর্লিংটনের মরণে নিউ ইংল্যান্ডে জন
করিয়া পীড়িত হইত, এবং প্রায় প্রতি
মাসে এক জন মৃত্যু দেখে পতিত হইত।
পরে, যখন তথাকার অধ্যক্ষের আর্লিংটনের
আর্লিংটনের সূত্রনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন,
তখন তাহার ভাষায় প্রায় ২৫ ভাগে মৃত্যু
হইয়া মুখ্য শরীরে কাল মাপন করিতে
লাগিল।

অতএব শারীরিক নিয়ম লণ্ডন শে-
খরিতের বর্ণনাও মৃত্যু এক বছর তাহার
তাহার সংক্ষেপ মাত্র। পরিমাণ ক্রমে, বি-
শুদ্ধ বস্তু সেরবা, পরিষ্কার পরিষ্কার প্রত্যেক
সাম, গায় সেরবা, আয় সেরবা, অন্যান্য
মানসিক পরিষ্কার, উৎসাহ পরিষ্কার পরি-
ষ্কার, উৎসাহ পরিষ্কার নিয়ম সমস্তের প্রকৃতি
পালনে সমস্তের নিয়মিত হইতে লাগিল।
অন্যান্য শরীরিক নিয়মের মতো এই
সমস্ত নিয়ম শরীরিক শরীরিক নিয়ম পরি-
ষ্কারের আশ্রয় হইয়াছে।
সমস্তের প্রকৃতি ও সেরবা করিয়া তখন মরণে
পতিত হইতে লাগিল।
সমস্তের প্রকৃতি ও সেরবা করিয়া তখন মরণে
পতিত হইতে লাগিল।
সমস্তের প্রকৃতি ও সেরবা করিয়া তখন মরণে
পতিত হইতে লাগিল।

বিধ শাস্ত্রবলি গ্রহণ করিতে পারেন করে এবং অন্যান্য মন্ত্রিয় কর্মদায় স্বয়ং বিদ্যালয় প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইতে থাকে। তখন বায়ু-প্রবাহ নিশ্চয় শরৎকালে স্বয়ং প্রবেশিত হইয়া শারীর-বলি সঞ্চারিত করে এবং পাক-কর্মী ভুক্ত যত্ন গ্রহণ করিয়া পাকা করিতে প্রবৃত্ত হয়। অতঃপর পরিবর্তনের সময়ে সেই মধ্য-প্রবৃত্ত শিশুগণে যাঁহাদের পাক উৎকৃষ্ট স্থানে স্থাপন। বহিরাগত ক্রমশঃ শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিয়া থাকে। কিন্তু কি আশোপরি বিচার! প্রত্যক্ষকারী গোকের কোনও কুশলকার, সুই মজ্জা যে স্বয়ং স্বয়ং প্রবেশিত। অর্থাৎ কর্মদায়, এবং সেখানে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারিত পর্যাপ্ত আয়োজন প্রাপ্ত হইয়া না থাকিলে, সেই স্থানেই স্থিতকারী প্রবৃত্ত হয়। এবং সেই স্থানেই মধ্য-প্রবৃত্ত ক্রমশঃ ক্রমশঃ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া মধ্য-প্রবৃত্ত নিয়ম প্রতিপালন করে। অতঃপর প্রবৃত্ত প্রবেশ করে। ক্রমশঃ পরমেশ্বর স্বয়ং প্রবেশিত করে। যে সমস্ত বায়ু স্বয়ং প্রবেশিত করেন। অতঃপর অন্যান্য প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য প্রবেশিত হইতে হইবে। অতঃপর প্রবেশিত হইতে হইবে। অতঃপর প্রবেশিত হইতে হইবে।

নের সমধিক ক্ষয় গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রীয় বৈদ্যগণে কর্ম স্থানে উপস্থিত হইয়া নিয়ম-কর্ম সম্পাদন করেন। তখন স্বয়ং প্রবেশিত গৃহ-কর্ম সমাধা করিবার ভার স্ত্রী উপরেই পতিত হয়। শিশু সন্তান ক্ষুধিত হইলে, তাঁহার দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রমশঃ করে, এবং তাহার বাচ্চাই হইলে, তাঁহার কেই স্বয়ং প্রবেশিত মনোগত বাসনা প্রবেশিত করে। তিনিই তাহার আহার যোগান করেন রক্ষণাবেক্ষণ করেন ও নিয়ম প্রবৃত্ত হইয়া প্রবেশিত করেন। কিন্তু কি আশোপরি বিচার! পশ্চিমকে কিভাবে লালন পালন করিতে হয়, তাহা আর কোন দেশীয় শ্রীমতীকেই প্রীতিমত শিক্ষা করেন না। এ বিষয়ে কেমন গুরুতর ভার তাঁহাদের উপর সমর্পিত হইয়াছে, মনেও একদার অনুভবন করেন না। যেমন পুরুষকে স্ত্রীর ব্যবহার সজ্ঞাত সমস্ত অভিযুক্ত পুরুষরূপে শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ শিশুগণের লালন পালনে যত্নিত কর্মদায় বিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত হইয়া শ্রীমতীর পক্ষে অবশ্যই প্রীতিমত সমাধা করিয়া রাখা। কোন অদৃষ্ট-পূর্ণ মুঢ়গণে পুণ্য ক্ষুধি করিলে, তাহা কিরূপে হইতে হইবে। হইতে হইবে কি প্রকারে রোগে কবিত হইতে হয়, কোন সময়ে কিভাবে জল সেচন করিয়া উত্তমরূপে বিজিত হয়, শীত গ্রীষ্মাদি প্রকৃত বিশেষ্যেই তাহা কিভাবে রক্ষা করিতে হইবে। তাঁহারা এই সমস্ত সর্বিদেয় গ্রহণ কবিবারে নিমিত্ত ব্যাগ হইন, এবং গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কর্ম করেন, কিন্তু কি আশোপরি বিচার! তাহারা আপন সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধীয় নিয়মানিয়ম শিক্ষা করিতে তদনুসারে বাচ্চাদের যত্ন প্রকাশ করেন না, এবং পুরুষেরাও তাঁহারিগণকে সন্ধিভাবে উপদেশ দেওয়া তাহাদের আবশ্যিক বোধ করেন না। ফলতঃ, শ্রীমতীর প্রীতিমত বিদ্যা শিক্ষার প্রথা-প্রচলিত না হইলে, কোনরূপেই আর উন্নতি নাই।

যখন শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের প্রক্রিয়া ঘটিলে তখন পত্রিনিয়ম প্রকাশিত হইতে পারে। তখন পত্রিনিয়ম প্রকাশিত হইতে পারে। তখন পত্রিনিয়ম প্রকাশিত হইতে পারে। তখন পত্রিনিয়ম প্রকাশিত হইতে পারে। তখন পত্রিনিয়ম প্রকাশিত হইতে পারে। তখন পত্রিনিয়ম প্রকাশিত হইতে পারে। তখন পত্রিনিয়ম প্রকাশিত হইতে পারে। তখন পত্রিনিয়ম প্রকাশিত হইতে পারে। তখন পত্রিনিয়ম প্রকাশিত হইতে পারে। তখন পত্রিনিয়ম প্রকাশিত হইতে পারে।

শারীরবিদ্যান বিদ্যা অধ্যয়ন পূর্বক শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করা কি শ্রী কি পুরুষ, কি ধর্মী কি নির্ধন, সকলের পক্ষেই অত্যন্ত আবশ্যিক। এ বিষয় যে কি রূপ গুরুতর,

তাহা অতি অসিদ্ধ সুপাণ্ডিত ব্যক্তিরাত্ত য-
থোচিত বিবেচনা করেন না। এ বিষয়ের
জ্ঞানভাবে ভ্রমগুলোর সর্বস্থানে যে প্রভুত
দৃষ্টি-রাশি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা বর্ণনা
করিয়া শেষ করা যায় না। রোগ ও অকা-
ল-মৃত্যু কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের
ফল। যখন দেহিক কোন শাখাগত পীড়িত
যুবা ব্যক্তি হৃৎস্পন্দনাধীনে ও পিতামাতন্য
কঠোরশ্রমে অধির হইয়া মুহূর্মুহু শাখাগারি
বন্ধন করিতেছে, ও সত্যের আত্মীয় স্বজনে
ইত্যদ্য উপবেশন পুরসর সশক্তি ও
শক্তি-সম্পন্ন উৎসাহের প্রত্যাগমন প্র-
দান্য প্রার্থনা করিতেছেন, তখন ইহা
পারমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনে-
রই প্রত্যক্ষ প্রতিকল রূপে প্রতীয়মান হয়।

যখন দেহিক কোন অভ্যর্থিনী জননী স্ব-
কীয় গুণানুভূত, রক্ত-তলা, তরুণ-বয়সক সম্ভাব্য
আপনার করায়ত্ত্বার ধর্ম্মি বহুপ জ্ঞান
প্রিয়া আশা ও ভরসা পূর্ণ ছিলেন, এবং
তাহার বিদ্যা, ধর্ম্ম, সুখ, সৌভাগ্য সমুদ্রতির
বিষয় পর্যালোচনা করত পুলকিত হইয়া
আগিতোছিলেন, অকস্মাৎ তিনি সেই প্রাণ-
ধর্ম্ম পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইয়া
বায়ের বজ্রাঘাত সমুদ্রী হইয়া অসামান্য
কেশে ব্যাকুলিত হুনে মূর্ছাকৃত হইয়া
করত উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন, ও নি-
তান্ত নিঃশব্দ ভাবে শিরে ও গর্ভস্থে পুনঃ
পুনঃ কণ্ঠস্বাভ করতেন, তখন ইহা পর-
মেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই
ই প্রত্যক্ষ প্রতিকল রূপে প্রতীয়মান হয়।

যখন দেহিক কোন মনোবল-পীড়িত
ব্যক্তির পতিপ্রাণ প্রিয়তমা স্বামিনী নিজ হৃৎ
হইতে চিকিৎসকদিগকে ক্রমাগত নিম্ন ব-
দনে প্রস্থান করিতে দৃষ্টি করিয়া, সভয়চিত্তে
সন্ধিনীমণকে স্বয়ং পতি প্রাণের ব্যক্তি-
জ্ঞান করিতেছে, এবং পরমুদয়ে তাহাকে
মৃত্যু-শয্যা শয়ন করিবার নিমিত্ত পরিজন
বর্গকে উদাত্ত রেখিয়া, তত্ত্বিক শব্দে
অবসোজন করত ধনাতনে পণ্ডিত ও লুপ্ত
হইয়া, আপনার ধর্ম্ম-শয়্য অশ্রুজলে আচ্ছ
করিতেছে, ও নিঃশব্দ নিঃসঙ্গ নব-বৈধবা
হুশা উপস্থিত ভাঙ্গিয়া তাহার হৃৎসর যেন স-

তথা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তখন ইহা শা-
রীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিকল
রূপে প্রতীয়মান হয়।

যখন দেখি, কোন মনো-বল-ধারিণী কু-
শালিনী জননার অসিদ্ধ প্রাণ-লঙ্ঘন ব-
হুতর নিদর্শন সর্বত্রই স্পষ্টরূপে দৃষ্টি হই
তেছে, তিনি আপনার দেহ ও চিত্ত-সুখ-সং-
কটিকা পক্ষপদ-প্রভৃতি পিতৃ-সংসার-
কক্ষাৎ হস্তগোচনা দৃষ্টে পোষণ-ভায়ে
শুণ্ড হইয়া তাহার মুকুমান স্বভাবের
প্রত্যক্ষ বর্ণন করিতেছেন, তখন ইহা পরমেশ-
্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই
প্রত্যক্ষ প্রতিকল রূপে প্রতীয়মান হয়।

যখন দেখি, কোন পরিবারস্থ গুরুজনেরা
পরিজনদের সর্বত্র এক জনকে অকস্মাৎ উদাত্ত
হইতেছেন, এবং চিন্তাকুল চিত্তে বিঘ্ন বদনে
একর উপাধি হইয়া গভীর কর এদান
দুর্ভিক্ষ তাহার প্রতীকারার্থে মঙ্গল করিতে-
ছেন, তখন ইহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারী-
রিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিকল
রূপে প্রতীয়মান হয়। সে দৃষ্টগোচরিত্তি
পিতা মাতা উভয়ের, অথবা তাহাদের মধ্যে
এক জনের দুর্ভিক্ষ প্রকৃতি অবগত করিয়া
কৃত্রিম হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই।

এইরূপ, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন যে কত
রূপে ও কত বহু-রূপে মূল, তাহা বর্ণনা করি-
য়া দেখিলে বিষয়াপন্ন হইতে হয়।

মহাভারত

আদিপর্বে

দ্বিতীয় অধ্যায়—আত্মীকর্পক

১০২ সংখ্যক পরিচারক ও পৃষ্ঠার পর

জন্মকায় কহিলেন, হে বিজ্ঞবেত্ত! কে-
রব ঠিক মহাভারত উপাখ্যান সমুদায় সং-
ক্ষেপে কীর্তন করিলেন। কিন্তু বিস্তারিত
বর্ণনা করিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌ-
তুকসংকল্পিয়াছে, তাৎএব আপনি সেই বি-
চিত্ত কথ্য বিস্তারিত করিয়া পুনর্বার কীর্তন
করুন, আমি পূর্ণ পুরুষদিগের মনঃ চবিত্ত
অধন করিয়া তুণ্ড হইতেছি না; পাণ্ডবেরা

দেহায় হইয়াও যে অসম্মান প্রাপ্তির আশঙ্ক্য করিয়াছিলেন সেভ্যে যে সৰ্বজনশ্রদ্ধাঙ্গনমীয় হইরাছেন, ইহা আমি গাহে হইতে পারেনা। কি নিমিত্তে সেই নিমিত্তের মাহাত্ম্যেরা ~~সব~~ পতন র সম্মত হইরাও, হইয়া গেলেও পিতার হৃদয়ে যেই সমস্ত অসম্মান লক্ষ্য করা গিয়াছিল, কি কাপে অব্যক্ত-অসম্মানপাতী ব্যক্তাদের অশেষ শ্রমেই বহন করিয়াও কোন স্মরণ করিয়াছিলেন তাহাও জ্যোতিষ কেশেব প্রকারে কোন কোন কথি পরিচয়িত্ব তিনি প্রাণীকার সম্মতি করিয়া কি নিমিত্ত তাহা বিবক্তে কোথায় তাহা স্মরণ করেন নাই; ছুরাচারা নবমস্ত ভীম ভক্ত মনুল সহ-মেঘভক্ত পদমুক্তি বোধ্য হইয়াছিল, তাহা বা সুবিধিতর পুত্রবাসনে আসকৃৎ পোকিলও নিমিত্তকৃত্যে ব্যক্ত অসম্মত বিবেক; সমস্ত-স্বিক্রমশেষে ধর্মবক্তা, ধর্মনন্দন, সুবিধিতর এবং যেন তাহারে যোগ্য নছেন, তিনিই বা কি নিমিত্ত এত ক্রোধ সহ্য করিয়াছেন, আর কি দুঃখের অধ্যয়ন একাকী কেবল ক্রুদ্ধক সাধারণে মনোর পাটকা অসম্মত সেনা বি-নয় কথিত। কে তাহা পাম। এই সমস্ত পক্ষান্তর পাতা পুনঃ পুনঃ তত্ত্ববাসে যে সকল কথা বিচারিত হইয়া, তাহা অবিকল বর্ণন করায়।

বেশতামনে বিবেক, মহারাজ। কখন কাল বিদ্যে করায়, পিতৃকরণে পায়ন-পিতৃত অতি সুবিশ্বাসে এই পায়ন ব্যাখ্যান করিয়াছি। মকর, মনোভেদ, দিক্‌লোকপুঞ্জিত মূর্খি বেদবেদে, সময় অরিভায় ক্রমে ক্রমে স্বাম্য হইয়াছে। অতিতেও যে সত্য-শ্রী-নন্দন পিতৃ বক্ত হইয়াছিল। এই বিষয় বিস্তারিত কথ্য বর্ণনা করিয়াছেন। যে সকল গাণ্ডিতেরা এই পাঠ করেন ও ধর্মেরা শ্রবণ করেন, তাহারা সন্দেহই দেবভুল্য: ত্রুষ্কলোক-জ্যোতিষদিগের বাস হয়। মহর্ষি প্রণীত এই পুরাণ বেদভুল্য, পবিত্র, সুপ্রাচীন এবং উৎকৃষ্ট। এই পুরাণ পবিত্র ইতিহাসে অর্ক, কাম ও তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যবর্তী গাণ্ডিত্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। গাণ্ডিতেরা দামশীল সত্যাবাদী পার্থক্য মহাছাত্রগণকে এই ব্যাস

প্রণীত বেদ শ্রবণ করাইরা অর্থ লাভ করেন। তঁহর শ্রবণ হইতে বিনিস্কৃত করেন, লোকেবা ছুরাচারা হইলেও এই পুরাণ পাঠে তঁহর জন্মকথাগি মহাপাপ হইতেও নিঃ-সন্দেহ পরিভ্রাণ পায়। এই ইতিহাসের অপর নাম জ্যোতিষবেদ বিজিগীষুদিগের ইহা শ্রবণ করা কষ্টবা। রাখারা ইহা শ্রবণ করিলে পুণ্ড্রী কয় ও অশ্রুতিপরায়ণ করিতে পারেন। ইহা মহাৎ হস্তানয় স্বপণ এবং পুংসধন সংকর স্বপণ। সুবরাজেরা মহর্ষি-প্রণীত ইহা ব্যাখ্যায় শ্রবণ করিলে তা-হাদিগের অতি বিঘ্নাশাস্তি পুণ্ড্র ও ব্রাহ্ম্য ভা-গিনী কন্যা জন্মে। অপারামত-পুঞ্জি মহর্ষি বেদবাস-বর্মণশাস্ত্রে বর্মাশাস্ত্রে মোক্ষোত্তর স্বকণ এই ভারত রচনা করিয়াছেন। এই ভারত পতনকাল কালে মানা স্থানে কার্তিক হইতেছে এক ভবিষ্যৎ কালেও আমনকে শ্রবণ করিবে। পুত্রেরা ভারত শ্রবণ করিলে পিতব্য আঞ্জানুভর্তী ও হিতকরী হয়। ইহা পুনিলে মনুয্যেরা কারমনো-বর্জিত পাপ হইতে শাশ্বত বিনিস্কৃত হয়। যে সকল ব্যক্তি অস্তরায়শীল হইয়া ভারত-বর্মণশাস্ত্রদিগের মহৎ জয় বুদ্ধান্ত শ্রবণ করে, তাহাদিগের ব্যাধিকর ও পরলোক ভয় থাকে না। মহোদয় পাণ্ডবদিগের জন্মকথা অন্য ধর্মবান্ বিজ্ঞান-ভজনা প্রথিতকর্ম্ম কত্রিয়-দিগের কাগ্তি কান্তন করিবার উদ্দেশে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন মশকর আত্মস্বতা এবং স্বর্ণ ও অর্ঘ সাধন এই পবিত্র পুরাণ রচনা করিয়াছেন। যিনি পুণ্ড্রের ঐনিমিত্ত পবিত্র ব্রাহ্মণদিগকে ইহা শ্রবণ করান, তিনি সমস্তন ধর্ম লাভ করেন। যিনি শ্রুতি হইয়া পিপাত: তঁহর কুলের কান্তন করেন, কখন তাঁহরু বংশের উচ্ছেদ হয় না এবং সকলে তাঁহার সম্মান ও পূজা করে। বর্মী চারিলাস নিয়ত যিনি এই ভারত অধ্যয়ন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যিনি নিত্য ভারত পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে সকল দেবের পারদর্শী বলা যায়। যাঁহাতে দেবতাদিগের, রাজাদিগের, বিখ্যত-পাপ পবিত্র ত্রুষ্কদিগের, ভগবান্ দেবেশ কেশবের, ও দেবীর কাগ্তন আছে; যাঁহাতে কার্তিকেয়ের বজ্র অগ্নি বিবরণ বর্ণিত

আছে; ছাড়াতে যে ব্রাহ্মণবাহাধ্য কীর্তিত হইয়াছে; সমস্ত যেসম্বন্ধে সেই ভারত ধর্মিকদিগের শ্রবণ করা কর্তব্য। যে সকল বিদ্বানেরা পঞ্চদিনে বিপ্রদিগকে ইহা শ্রবণ করান, তাঁহারা নিপাত হইয়া স্বর্গলোক অন্ন কারিণী সনাতন ব্রহ্মলোক গমন করেন। ত্রাঙ্ক দিবসে অন্ততঃ ইহার একপাদ ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করাইলে, সেই ত্রাঙ্ক পিতৃলোকদিগের অক্ষয় তুলি সম্পাদন করে। দিবসে ইচ্ছিয় ও মনের দ্বারা যে পাপ জন্মে, এবং জানতঃ ও অজানতঃ যে সকল পাপ হয়, মহাভারত শুনিলেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ভারতদিগের মহৎ অর্থ বিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম মহাভারত; যিনি মহাভারত শব্দের এই ব্যুৎপত্তি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। যেহেতু এই ভারতে ভারত বা শীর্ষদিগের বিচিত্র চরিত্র কীর্তিত হইয়াছে, অতএব ইহা পাঠ করিলে মনুষ্যেরা মহা পাপ হইতে মুক্ত হয়। লঙ্কায় রুক্মিণীপায়ন মহর্ষি ক্রমাগত তিন বৎসর শৃতি ও গদ্যশীল হইয়া নিয়ম পূর্বক এই ভারত রচনা করিয়াছেন, অতএব ত্রাঙ্কপন্থা নিয়ম-সংযুক্ত হইয়া ইহা শ্রবণ করিবেন। বাসশ্রোত্র শব্দ এই ভারত কথা যে সকল ব্রাহ্মণ পাঠ করেন ও বাহারা শ্রবণ করেন তাহারা যথেষ্টাচারী হইলেও নিম্নক কন্মের অনুষ্ঠান ও বিহিত কন্মের অনুষ্ঠান জন্য দোষে লিপ্ত হইবেন। ধর্ম কামনায় আদ্য এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে কামনা সিদ্ধ হয়। স্বর্গ লাভেও বাতুশ তৃষ্ণা না জন্মে, এই পবিত্র ইতিহাস শ্রবণে বাতুশ আত্মা শান্ত হইয়া যায়। যে সকল পুণ্যশীল লোকেরা শ্রদ্ধাশ্রিত হইয়া এই সম্বন্ধে কথা শ্রবণ করেন এবং শ্রবণ করান, তাহারা দিগের রাজস্ব ও অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। যেকোন সমুদ্র ও মুসেত্র রাজনিধি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, এই ভারতকে ও সেইরূপ রাজনিধি বলিতে হইবে। এই মহাভারত বেদ তুল্য, পবিত্র, উৎকৃষ্ট, অতি-সুখপ্রদ এবং শীলবন্ধন। সে রাজস্ব। যে ব্যক্তি যাত্রকদিগকে এই ভারত শুন করে, তাহার ক্রমাগত সন্তানসন্ততি লাভ হয়।

পুণ্য এবং বিজয়ের নিমিত্ত নন্দোদ্য পরমি এই দিব্য মঙ্গলভারত কথা আনি লিখারিত রূপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহর্ষি বেদন্যাস সচরত প্রায়শ্চালী ইহা তিন বৎসরে এই অক্ষয় রচনা করিয়াছেন। ভারত কুলপ্রদীপ। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিষয়ে বাহা ইহাতে লিখিত হয় না। তাহা কুত্রাপি নাই; বাহা ইহাতে লিখিত থাকে, তাহাই অনাধ দেখা যায়।

বিজ্ঞাপন

মহাশয়া বাস্য রামমোহন রায় মুক্ত বাসসন্যে সংঘিকোপনিষদের ভাষা বিবরণের তুল্যমিকার চক্র, মাণ্ডু রূপনিষদের ভাষা বিবরণের তুল্যমিকার চক্র ও ভট্টাচার্যের সঙ্কিত বিপ্রায়ের চক্র একত্রিত করিয়া পুস্তকীয় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মূল্য ১০০ বাহা। বাহ্যার প্রয়োজন হয় তত্ত্ববোধিনী সভার কা-য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে শাস্ত্র হইলেন।

ক্রী.পে.ক্র.নাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে চারি প্রকার বাসস্য অক্ষয় প্রস্তুত আছে, বাহারা এই যন্ত্রে কোন পুস্তক মুদ্রিত করিবার মানস করেন, তাহারা সংবাদ করিলে মূল্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইতে পারে।

ক্রী.পে.ক্র.নাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে বাসস্য অক্ষয় প্রস্তুত হইয়া থাকে, অতএব বাহারা কোন প্রকার বাসস্য অক্ষয় ক্রয় করিবার মানস করেন, তাহারা উচিত মূল্যে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

ক্রী.পে.ক্র.নাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিস্ত্রাপন

দ্বিতীয় তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানসে প্রবেশ করিবার পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীমৎশ্চন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিস্ত্রাপন

যে সকল সভ্য মহাশয়েরা নিয়মিতরূপে প্রতীকদি প্রাপ্ত না হইয়েন, তাহারা অন্তর্গত পুস্তক পত্রিকা অবগত করিবেন।

শ্রীমৎশ্চন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক ।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৭৪

শতকের দ্বিতীয় ফলস্কন্দ মাসীয়ে

আসন্ন ব্যয় বিবরণ

ব্যয়

| | |
|----------------------------|---------|
| মানসীপত্র | ৩০৮১/১০ |
| ব্রাহ্মধর্ম পুস্তক বিক্রয় | ১৯ |
| মস্কিনা | ৩ |
| গীতা মাসিক বিক্রয় | ১৫০/০ |
| | ৫০০/১০ |

ব্যয়

| | |
|-----------------|--------|
| কুমারগড়ের বেতন | ১০৭/১০ |
| বিবিধ ব্যয় | ৭১১/০ |
| মস্কিনা | ২ |
| | ৮১০/১০ |

স্থিতি

| | |
|--------------------------|--------|
| মগন | ২৩১০/৫ |
| কুমারগড়ের মস্কিনার কাগজ | ৫০০ |

দান প্রাপ্তির বিবরণ

| | |
|---------------------------|-------------|
| শ্রীযুক্ত গণ্ডারনাথ কুণ্ড | ২ |
| হারিকানাথ কুণ্ড | ১ |
| নবীনচন্দ্র কুণ্ড | ১ |
| দ্বিমনাথ মণ্ডল | ১ |
| শ্রীমৎশ্চন্দ্র শিরোমণি | ১ |
| বৈষ্ণব দত্ত | ১০ |
| শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় | ১ |
| রমা প্রসাদ রায় | ৫০ |
| নন্দলাল বসু | ২৪ |
| শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় | ২ |
| অগমোহন গঙ্গোপাধ্যায় | ৫ |
| দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | পারেরাশী ৬ |
| ব্রহ্মেশ্বর বিদ্যালয়কার | ৫ |
| হরনাথ ঠাকুর | ১ |
| উমাচরণ ভট্ট | ১ |
| আনন্দচন্দ্র বেনারসবাণীশ | ১ |
| মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় | ১ |
| রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় | ১ |
| লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র | ১০ |
| হতিগাল নজুমদার | ২ |
| গোপালচন্দ্র দত্ত | ২ |
| উপেন্দ্র মোহন ঠাকুর | ১০ |
| বিশ্বেশ্বর ঘোষ | ২ |
| দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | যোগসীপে ১০০ |
| দ্বিভেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১০ |
| গণেশনাথ ঠাকুর | ১০ |
| সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১০ |
| হরেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় | ১০ |
| রাজনারায়ণ বসু | ১ |
| শৌরীশঙ্কর মিত্র | ১ |
| স্বাধীননাথ শিল | ১ |
| অক্ষয়কুমার দত্ত | ৫ |
| কাশীনাথ দত্ত | ১৬ |
| ছরিশোহন নগী | ২ |
| অঙ্গ দানের সমষ্টি | ৪ |
| দানার্থের প্রাপ্ত | ১৫১/১০ |

৩০৮১/১০

ভাৰতবোৰ্ষিকী পত্ৰিকাৰ ভাৰতীয় কলেজৰ বিত্তীয় কাৰ্যপত্ৰ নিৰ্বন্ধ পত্ৰ

১০৫ সংখ্যা

| | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| উল্লেখৰূপ | ১ |
| আবেদন পত্ৰ | ২ |
| পৰ্যায় বিকাশ - জাত-ও-জাতিৰ মৰ্য-অনু- | ৬ |
| অন্যক পত্ৰ | ৭ |
| ভাৰতবোৰ্ষিকী প্ৰথম খণ্ড - লক্ষ্যসাধায় | ১০ |
| সংস্কৃত-আদিপৰী-৫৪-৫৫-অধ্যায় | ১১ |

১১০ সংখ্যা

| | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| ভাৰতবোৰ্ষিকী | ১০ |
| খৰ্ম-নীতি | ১৩ |
| উচ্চশিক্ষা | ১৭ |
| সংবাদ | ৩৩ |
| ভাৰতবোৰ্ষিকী প্ৰথম খণ্ড - লক্ষ্যসাধায় | ৩৭ |
| ভাৰতবোৰ্ষিকী-৫৪-৫৫-অধ্যায় | ৫১ |
| ভাৰতবোৰ্ষিকী | ৫২ |

১০৬ সংখ্যা

| | |
|--|----|
| ভাৰতবোৰ্ষিকী | ১০ |
| খৰ্ম-নীতি | ১৩ |
| উচ্চশিক্ষা | ১৭ |
| সংবাদ | ৩৩ |
| ভাৰতবোৰ্ষিকী প্ৰথম খণ্ড - লক্ষ্যসাধায় | ৩৭ |
| ভাৰতবোৰ্ষিকী-৫৪-৫৫-অধ্যায় | ৫১ |

১১১ সংখ্যা

| | |
|--------------|----|
| ভাৰতবোৰ্ষিকী | ১০ |
| খৰ্ম-নীতি | ১৩ |
| উচ্চশিক্ষা | ১৭ |
| সংবাদ | ৩৩ |

১০৭ সংখ্যা

| | |
|--------------|----|
| ভাৰতবোৰ্ষিকী | ১০ |
| খৰ্ম-নীতি | ১৩ |
| উচ্চশিক্ষা | ১৭ |

১১২ সংখ্যা

| | |
|--------------|----|
| ভাৰতবোৰ্ষিকী | ১০ |
| খৰ্ম-নীতি | ১৩ |
| উচ্চশিক্ষা | ১৭ |

১০৮ সংখ্যা

| | |
|---------------------------------|----|
| খৰ্ম-নীতি | ৩৭ |
| প্ৰাথমিক | ৪০ |
| বিভাগ | ৪১ |
| পৰ্যায় বিকাশ-কাৰিক-কিত্তি-কালক | ৪১ |
| ভাৰতবোৰ্ষিকী-৫৪-৫৫-অধ্যায় | ৪৪ |
| ভাৰতবোৰ্ষিকী-৫৪-৫৫-অধ্যায় | ৪৫ |
| ভাৰতবোৰ্ষিকী-৫৪-৫৫-অধ্যায় | ৪৬ |
| ভাৰতবোৰ্ষিকী-৫৪-৫৫-অধ্যায় | ৪৭ |
| ভাৰতবোৰ্ষিকী-৫৪-৫৫-অধ্যায় | ৪৭ |

১১৩ সংখ্যা

| | |
|-----------|----|
| খৰ্ম-নীতি | ৩৭ |
| প্ৰাথমিক | ৪০ |
| বিভাগ | ৪১ |

১০৯ সংখ্যা

| | |
|--------------------------------------|----|
| খৰ্ম-নীতি | ৪১ |
| পৰ্যায় বিকাশ-পত্ৰ | ৪২ |
| পত্ৰ | ৪৬ |
| সংবাদ | ৪৮ |
| ভাৰতবোৰ্ষিকী-প্ৰথম খণ্ড-লক্ষ্যসাধায় | ৪৮ |
| ভাৰতবোৰ্ষিকী-৫৪-৫৫-অধ্যায় | ৪৭ |

১১৪ সংখ্যা

| | |
|--------------------------------------|----|
| খৰ্ম-নীতি | ৪১ |
| পৰ্যায় বিকাশ-পত্ৰ | ৪২ |
| পত্ৰ | ৪৬ |
| সংবাদ | ৪৮ |
| ভাৰতবোৰ্ষিকী-প্ৰথম খণ্ড-লক্ষ্যসাধায় | ৪৮ |
| ভাৰতবোৰ্ষিকী-৫৪-৫৫-অধ্যায় | ৪৭ |

